

মহাভারতম্

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

সৌপ্তিকপর্ব

৩০

দর্শনাচার্য্য-

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণেন

শ্রীমদ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

কলিকাতা-৭০০০০৯

নিবেদন

পরমকারণিক পরমেশ্বরের করুণার মহাতারতের সৌন্দর্যপূর্ণ প্রকাশিত হইল। পূর্বে পূর্বে পূর্বে অত্যন্ত অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু মহাতারতের টীকা বা অল্প প্রকার ব্যাখ্যাগ্রন্থের অল্পসংখ্যক চলিতেছিল বলিয়া, তাহার কোন আলোচনা করা হয় নাই। এ বাবৎ যে সকল সটীক মহাতারত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে একমাত্র নীলকণ্ঠের টীকাই দেখিতে পাওয়া যায় এবং নীলকণ্ঠের টীকাও অনেক স্থানে 'ইতি প্রোক্তঃ' 'ইতি প্রোচীনাঃ' এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। ইহা দ্বারা নীলকণ্ঠ কি তদানীন্তন প্রাচীন ব্যক্তিবিশেষগণকে বা প্রাচীন টীকাকারদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর। কেহ কেহ বলেন—দেববোধ, বিমলবোধ ও বিমলপদভক্তিকাগ্রন্থে নান্নে মহাতারতের অনেকগুলি টীকা আছে। অর্জুনমিশ্রকৃত মহাতারতের টীকাও প্রসিদ্ধ। ইহা দ্বারা একজন বলেন, তাহারাও সেই সকল গ্রন্থ দেখাইতে পারেন না, এমন কি সেই টীকাগুলি সংক্ষিপ্ত কিংবা বিস্তৃত তাহাও বিশেষ করিয়া বলিতে পারেন না। আমরা কিন্তু বিশেষ অল্পসংখ্যক করিয়া কেবল নীলকণ্ঠের টীকাই সম্পূর্ণ পাইয়াছি এবং আদিপর্ব ও উদ্ভোগপর্বের কিয়দংশের এবং সম্পূর্ণ বিরাটপর্বের অর্জুনমিশ্রকৃত টীকা দেখিয়াছি; কিন্তু দেববোধ, বিমলবোধ ও বিমলপদভক্তিকাগ্রন্থে টীকার কোন অংশই দেখিতে পাই নাই। তা'র পর বহুকাল পূর্বে কান্দীধামে ও লাহোরে যে সটীক মহাতারত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও কেবল নীলকণ্ঠের টীকাই সংযোজিত ছিল দেখিতে পাই। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দেববোধ ও বিমলবোধগ্রন্থে টীকা রচিত হইয়া থাকিলেও, তাহা কালকূট হইয়া গিয়াছে বা সেই সময়েও তাহার সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায় নাই। তা'র পর বিমলপদভক্তিকা এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি অল্পসংখ্যক বুঝা যায় যে, উক্ত টীকাকার মহাতারতের যে যে শব্দ কঠিন মনে করিতেন, সেই সেই শব্দেরই তিনি ব্যাখ্যা মাত্র করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং সে টীকাও যে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্থল কথা এই যে, পূর্বে মহাতারতের বিস্তৃত টীকা রচিত হয় নাই। চুঃখের বিষয় এই যে, নীলকণ্ঠ মহাতারতের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে টীকা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তিনি কোন কোন দার্শনিক স্থলে অত্যন্ত বিস্তৃত টীকা করিয়া থাকিলেও, সম্পূর্ণ মহাতারতের এক দশমাংশের অধিক স্থলে লেখনী বিস্তার করেন নাই। তাহার পরিত্যক্ত স্থলে যে ব্যাখ্যার বিষয় নাই, তাহাও বলা চলে না। আমি এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমার টীকার সমস্ত স্রোতই ধরিতেছি এবং দুঃখ স্রোতগুলির অধর-স্থল বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া বাইতেছি। তত্ত্বের বিরুদ্ধ মতের প্রতিবাদ, নানা বিষয়ের উল্লেখ ও বিভিন্ন বিষয়ের সমালোচনাও লিখিতেছি। এইভাবে এই টীকা শেষ করিতে পারিলে, সম্ভবতঃ ইহাই মহাতারতের সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত টীকা হইবে।

পাঠান্তরে লিখিত সাক্ষেতিক অক্ষরগুলির বিবরণ ।

পি—আনার পিতানহ ৬কাশীচন্দ্রবাচস্পতিলিখিত পূর্ববঙ্গদেশীয় পুস্তক ।

বঙ্গ—বঙ্গবাসীসংবাদপত্রকার্যালয়মুদ্রিত পশ্চিমবঙ্গদেশীয় পুস্তক ।

বর্ধু—বর্ধমানরাজপ্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গদেশীয় মুদ্রিত পুস্তক ।

বা—বাপুদেবশাস্ত্রিসংশোধিত কাশীপ্রদেশীয় মুদ্রিত পুস্তক ।

সো—কলিকাতা সোসাইটীমুদ্রিত পুস্তক ।

নি—নির্গয়সাগরমুদ্রিত কুস্তঘোণদেশীয় পুস্তক ।

এতদ্বিন্ন অন্যান্য পুস্তকও প্রয়োজন অনুসারে দেখা হইয়া থাকে । ইতি-

পাঠক্রমে মহাভারতের বৃহৎ সূচীপত্র ।

মৌখিকপর্ব

বিবরণ	পৃষ্ঠা	মোকাদ্দ	বিবরণ	পৃষ্ঠা	মোকাদ্দ
সম্রাটের নিকট ধৃতরাষ্ট্রের প্রেরণ ... ১	১	১-	দেখিলেন—একটা ভীষণ পেচক		
সম্রাটের প্রতি দুর্ঘোষনের			আসিয়া নিজিহ কাকগণকে বিনাশ		
আক্ষেপোক্তি ... ৩	৩	৭-	করিয়া চলিয়া গেল। অশ্বখামা		
দুর্ঘোষনের আশ্রয়প্রার্থনা প্রকাশ ... ৫	৫	১৮-	ইহা দেখিয়া নিজিহ অবস্থার		
সম্রাটের প্রতি দুর্ঘোষনের আদেশ ৭	৭	২২-	পাণ্ডব ও পাণ্ডবগণকে সংহার		
লোকমুখে দুর্ঘোষনের পতন			করিবেন এইরূপ স্থির		
ওনিয়া অশ্বখামা, কৃপাচার্য ও			করিলেন ... ২৭	৪৪-	
কৃতবর্মার দুর্ঘোষনের নিকটে			শত্রুসংহারের অবস্থা বর্ণন ... ২৯	৪২-	
আগমন ... ১০	১০	১-	কৃপাচার্যকর্তৃক অশ্বখামার মন্তব্য		
দুর্ঘোষনের প্রতি অশ্বখামার			প্রতিবাদ ... ৩২	১-	
সকল বাক্য ১২	১২	১৩-	কৃপাচার্যের স্বাভিপ্রায়জ্ঞাপন ৪০	৩২-	
অশ্বখামাদির প্রতি দুর্ঘোষনের			অশ্বখামার নিজস্বাভিপ্রায় জ্ঞাপন ৪১	১-	
উক্তি ... ১৪	১৪	২৩-	কৃপাচার্যকর্তৃক অশ্বখামাকে		
সমস্ত পাণ্ডবসংহার বিষয়ে			সংপরামর্শ দান ... ৪৮	৩৬-	
অশ্বখামার প্রতিজ্ঞা ... ১৬	১৬	৩৬	কৃপাচার্যের মন্তব্য উপরে		
দুর্ঘোষনের আদেশে কৃপাচার্য-			অশ্বখামার প্রতিবাদ ... ৫২	৫৬-	
কর্তৃক তৎকালীন সেনাপতিরূপে			হস্তবধে কৃপাচার্যের অসম্মতি		
অশ্বখামার অভিযোজনা ... ১৭	১৭	৩৭-	জ্ঞাপন ... ৫৫	১-	
কৃপা, কৃতবর্মা ও অশ্বখামার তথ্য			হস্তবধে অশ্বখামার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ৫৮	১৮-	
হইতে প্রস্থান এবং কোন বনের			কৃপা ও কৃতবর্মার সহিত কর্তব্য		
নিকটে যাইয়া অবস্থান ... ১৯	১৯	১-	বিষয়ে আলোচনা করিয়া		
ধৃতরাষ্ট্রের আক্ষেপোক্তি ... ২০	২০	৬	অশ্বখামার পাণ্ডবশিবিরস্থানে		
কৃপাচার্যপ্রভৃতির ঐক্য বটবৃক্ষের			গমন ... ৬১	৩০-	
তলে উপবেশন ও সন্ধ্যোপাসনা ২৩	২৩	২২	পাণ্ডবশিবিরস্থানে এক বিকটাকার		
সেই বটবৃক্ষের তলে কৃপা ও			পুরুষকে দেখিয়া তাহার প্রতি		
কৃতবর্মার নিজা ... ২৪	২৪	৩০	অশ্বখামার অজ্ঞানিক্রম এবং		
অশ্বখামা সেই বটবৃক্ষের সমস্ত			সেই পুরুষকর্তৃক অশ্বখামার সমস্ত		
স্থান নিরীক্ষণ করিতে লাগিয়া			অস্ত্র প্রাণ ... ৬৪	৩-	

বিবরণ	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিবরণ	পৃষ্ঠা	শ্লোক
ক্রমে আকাশে অশ্বখামার অসংখ্য বিকুসুমিত দর্শন ...	৬৭	১৭	অশ্বখামকর্তৃক নিখতী বধ ...	২৭	৫৩
অশ্বখামার অমৃতাপ ...	৬৭	১২-	অশ্বখামকর্তৃক ঐতর্যকগণ, কৃপণের পুত্র ও পৌত্রগণ, বিরাত- সৈন্তগণ এবং অন্যান্য বহু সৈন্ত সংহার ...	২৭	৬১-
অশ্বখামার মহাদেবারাধনার প্রবৃত্তি ১০ অশ্বখামার সম্মুখে একটি যজ্ঞবেদীর আবির্ভাব ও তাহার উপরে অশ্বখামার প্রজলিত অগ্নিদর্শন ৭৪	৭৪	১৩-	যশ্রে পাণ্ডবসৈন্তগণের কালীমূর্তি দর্শন এবং অশ্বখামকর্তৃক নিজেদের নিধন দর্শন ...	২৮	৬৪-
মহাদেবের অমৃতর কৃতগণের আবির্ভাব এবং তাহাদের স্বরূপ ও শক্তি বর্ণনা ...	৭৪	১৬-	নানাতাবে অশ্বখামার পাণ্ডবসৈন্ত সংহার ...	২৯	৭২-
মহাদেবকে অশ্বখামার আরাধনা ও উপহার দান ...	৮১	৫১-	ভরাত পাণ্ডবসৈন্তেরা শিবির হইতে নির্গত হইতে লাগিলে, কৃপ ও কৃতবর্ষকর্তৃক তাহাদের বধ ...	১০৫	১০১-
কৃককর্তৃক মহাদেবের আরাধনা এবং কৃকেরই সন্তোষের জন্য মহাদেবের সেই শিবিরস্থার রক্ষা ৮৩	৮৩	৬২-	পাণ্ডবসৈন্ত মধ্যে অশ্বখামার অত্যাচারের আলোচনা ...	১০৮	১১৬-
অশ্বখামার দেহে মহাদেবের অধিষ্ঠান ও মহাদেবকর্তৃক অশ্বখামাকে খজা দান ...	৮৪	৬৫	সমগ্র পাণ্ডবসৈন্ত সংহারে কৃপপ্রভৃতির আনন্দ প্রকাশ কৃপপ্রভৃতির হৃষ্যোধনের নিকটে গমন ...	১১৫	১১৮- ১-
অশ্বখামা পাণ্ডবশিবিরের নিকটে গমন করিলে, কৃপ ও কৃতবর্ষার হারদেশে অবস্থান ...	৮৫	৪	কৃপাচার্যের সখেদোক্তি ...	১১৮	১০-
কৃপ ও কৃতবর্ষার প্রতি কর্তব্য নির্দেশ করিয়া অস্ত্র দিয়া অশ্বখামার পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ ...	৮৬	৬-	হৃষ্যোধন স্বর্ণবর্ণ ছিলেন ...	১১৮	১১
অশ্বখামার ধৃষ্টদ্যুম্ন দর্শন ও পদাঘাতদ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রবুদ্ধ করণ ৮৭	৮৭	১১-	অশ্বখামার সঙ্কল্প ও সাক্ষিপোক্তি ...	১২০	১৮-
অশ্বখামকর্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নের কেশাকর্ষণ ও ভূতলে মুখনিষেধণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের সখিন্যোক্তি ও অশ্বখামার তীব্রপ্রত্যুত্তর এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুত্র ভায় হত্যা ...	৮৮	১৫-	হৃষ্যোধনের নিকটে অশ্বখামার সর্ব পাণ্ডবসৈন্ত সংহার জ্ঞাপন এবং পাণ্ডবপক্ষে সাত জন ও কৌরবপক্ষে তিন জন অবশিষ্ট ইহা নিবেদন ...	১২৫	৪৭-
অশ্বখামকর্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নের অমৃতর- গণ বধ ...	৯০	২৮-	অশ্বখামার প্রতি হৃষ্যোধনের সন্তোষোক্তি ও ঐশ ত্যাগ	১২৭	৫৩-
অশ্বখামার হস্তে উত্তমৌজা ও যুধামন্যুর মৃত্যু ...	৯১	৩২-	হৃষ্যোধনের ঐশত্যাগের পরে সম্রাটের ব্যাগদত্ত দিব্যদৃষ্টির তিরোধান ...	১২৮	৬১
অশ্বখামার অবাধে পাণ্ডবসৈন্ত সংহার ...	৯২	৩৬-	প্রত্যুত্তরকালে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি বাইরা যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির নিকটে সেই স্তম্ভবধবৃত্তান্ত জানাইয়াছিল ১৩০	১৩০	২-
অশ্বখামার সহিত যৌপদীর পুত্রগণের যুদ্ধ ও অশ্বখামার হস্তে তাহাদের বৃত্তা ...	৯৪	৪৪-	স্তম্ভবধবৃত্তান্ত শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের বিলাপ ...	১৩১	১০-
			যৌপদীকে আনয়ন করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের নকুলকে প্রেরণ ১৩৬	১৩৬	২৭

পাঠক্রমে সৌতিকপর্বের বৃহৎ সূচীপত্র ।

৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক
যুধিষ্ঠিরের স্বকীয় পূর্ব শিবিরে গমন, হস্তবধ দর্শন ও শোকে ভূতলে পতন ... ১৩৬	২৩-		কৃষ্ণকর্তৃক 'পরিকিৎ নাভের ব্যুৎপত্তিকথন ... ১৩৬	২-	
দ্রৌপদীর আগমন ও শোকে পতন এবং ভীষ্মকর্তৃক তাঁহাকে ধারণ ১৩৮	৪-		উত্তরার গর্ভে ঐবীকান্ত পতনের বিষয়ে অশ্বখামার দৃঢ়তাজ্ঞাপন (অভিশাপ) ... ১৩৬	৬-	
দ্রৌপদীর সাক্ষাৎশোভা ও প্রায়োগবেশন ... ১৩৯	১১-		অশ্বখামার প্রতি কৃষ্ণের অভিশাপ ... ১৩৯	৮-	
অশ্বখামার যজ্ঞকরণি আনয়নের অন্ত দ্রৌপদীর প্রয়োচনা ও ভীষ্মকে প্রেরণ ... ১৪১	২০-		উত্তরার গর্ভ রক্ষা বিষয়ে কৃষ্ণের সঙ্গকোক্তি ... ১৭০	১৬-	
অশ্বখামার রথচিহ্ন অহুসারে তাঁহার প্রতি ভীষ্মের অহুসরণ ১৪৩	৩১		পাণ্ডবগণকে মণি দান করিয়া অশ্বখামার বনে গমন ... ১৭১	২০-	
দ্রোণের নিকটে অশ্বখামার 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র লাভ, কৃষ্ণের নিকটে গমন ও তাঁহার হৃদযজ্ঞচক্র প্রার্থনা এবং সেই হৃদযজ্ঞচক্র চালনে অসামর্থ্য কৃষ্ণের রথে আরোহণ করিয়া অর্জুনপ্রভৃতির ভীষ্মসেনের অহুসরণ ... ১৪২	৪১-		অশ্বখামার মণি লইয়া পাণ্ডব- গণের দ্রৌপদী সমীপে আগমন ১৭১	২২-	
পাণ্ডবগণকর্তৃক বেদব্যাসের নিকটে অশ্বখামাকে দর্শন এবং ভীষ্মকর্তৃক তাঁহাকে আক্রমণ ১৪৪	২-		ভীষ্মকর্তৃক দ্রৌপদীকে আশ্বাসন ১৭২	২৭-	
অশ্বখামার ঐবীকান্ত (ব্রহ্মশির অস্ত্র) নিক্ষেপ ... ১৪৫	৪১-		যজ্ঞকে মণি ধারণ করিবার অন্ত যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর অহুরোধ এবং যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞকে সেই মণি ধারণ ... ১৭৪	৩৪-	
কৃষ্ণের উপদেশে অশ্বখামার প্রতি অর্জুনেরও ব্রহ্মশির অস্ত্রক্ষেপ ১৪৭	৪১-		'একাকী অশ্বখামা কি করিয়া যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি সমস্ত পাণ্ডববোদ্ধা- দিগকে বধ করিল' যুধিষ্ঠিরের এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণের সম্ভাবনা জ্ঞাপন ... ১৭৫	১-	
উত্তর অস্ত্রের মধ্যস্থানে নাশ ও বেদব্যাসের গমন এবং সেই অস্ত্র উপসংহার করিবার অন্ত উত্তরের প্রতি অহুরোধ ১৪৮	৪৩-		কৃষ্ণকর্তৃক মহাদেবের মাহাত্ম্য বর্ণন ... ১৭৭	৮-	
অর্জুনকর্তৃক আপন অস্ত্রের উপসংহার ... ১৫০	৪৩-		দেবগণকর্তৃক মহাদেব ব্যতীত অন্ত দেবগণের যজ্ঞভাগ কল্পনা, মহাদেবের ক্রোধ এবং মহাদেবকর্তৃক ভগ্নের নেত্র নাশ, সূর্যের বাহু ছেদন ও অন্তান্ত দেবতার নানাদুর্দশা করণ ... ১৮১	১-	
ব্রহ্মশির অস্ত্র উপসংহারে অশ্বখামার অসাদৃশ্যজ্ঞাপন ১৫২	১২-		সেই যজ্ঞ মহাদেবকর্তৃক বিদ্ধ হইয়া যুগলপ ধারণ করিয়া আকাশে গমন করিয়াছিল ১৮৪	১২-	
অশ্বখামার প্রতি বেদব্যাসের উপদেশ ... ১৫৪	১৩-		মহাদেবের আপন ক্রোধকে সমুদ্রে বিসর্জন এবং সেই ক্রোধেরই- বড়বানলয় প্রাপ্তি ... ১৮৬	১৩	
অশ্বখামার মণির উৎকর্ষ জ্ঞাপন এবং উত্তরার গর্ভে ঐবীকান্ত পতন নিবেদন ... ১৫৫	১৩-		দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে, মহাদেবের পুনরায় দেবগণকে সেই সেই অস্ত্র দান ১৮৭	২০-	

পাঠক্রমে সৌতিকপর্বের বৃহৎ সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

সৌপ্তিকপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা ।

—:~:—

মহর্ষি মহাত্মার্তের আদিপর্ক-বিতীয় অধ্যায়ে গণনা করিয়াছেন—

“এতৈষ দশমঃ পর্কঃ সৌপ্তিকঃ সমুদাহৃতম্ ।

অষ্টাদশাশ্বিরথ্যায়ঃ পর্কগুণ্যক্তা মহাত্মনা ॥৩১০॥

শ্লোকানাং কথিতাজ্জ শতাত্তঠৌ এসংখ্যয়া ।

শ্লোকান্ত শপ্ততিঃ প্রোক্তা মুনিনা ব্রহ্মবাদিনা ॥৩১১॥”

অর্থাৎ এই সৌপ্তিকপর্কে ১৮টি অধ্যায় এবং ৮৭০টি শ্লোক আছে। নিম্নলিখিত তালিকাটি দেখিলেই ইহার সম্পূর্ণ মিল বুঝা যাইবে।

অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
১	৪৩	৭	৩৪	১৩	৬১
২	৪৩	৮	৬৭	১৪	১৬
৩	৬৭	৯	১৫২	১৫	৩৪
৪	৩৪	১০	৬২	১৬	৩৭
৫	৬৮	১১	৩১	১৭	২৬
৬	৪০	১২	৩১	১৮	২৪
২২৫		৩৭৭		১২৮	

$$\text{একুণ} = ২২৫ + ৩৭৭ + ১২৮ = ৮৭০$$

—:~:—

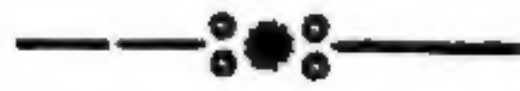
সৌপ্তিকপর্বের উপপর্ব

	পৃষ্ঠাঙ্ক
১। মূলপর্ব	১-
২। ঐবীকপর্ব	১২২-

মহাভারতম্



সৌপ্তিকপর্ব



(১। স্তম্বপর্ব।)

প্রথমোহধ্যায়ঃ । ●



নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীকৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
দ্বুতরাষ্ট্র উবাচ ।

অধিষ্ঠিতঃ পদা যুদ্ধি ভয়সক্ধো মহীং গতঃ ।
শৌচীৰ্য্যমানী পুত্রো মে কিমভাবত সঞ্জয় ॥১॥

ভারতকৌমুদী

প্রভুয়সি ভুবনানাং তাসি বাসাপদাধঃ
বসসি নিখিলভূতে মাদৃশৈর্নানুভূতঃ ।
স্বজসি অগমশেষং নিজিরঃ পাসি হংসি
অরহসি । তব ভাবং নৈব জানাতি কোহপি ।
সমাধিমানধানার নাগরাজেন রাজতে ।
তবার তবপারার যোগিনে ভোগিনে নমঃ ॥

অথ পূর্বপর্বাস্তিমাধ্যায়ে “সমাস্ত চ গান্ধারীং দ্বুতরাষ্ট্রক বাববঃ । ত্রৌশিককল্পিতং
ভাববদ্ব্যস্ত কেশবঃ ॥” ইত্যনেন প্রাক্কথিতং সৌপ্তিকপর্বোক্তভূতে দ্বুতরাষ্ট্র উবাচ ।

● অয়ং প্রথমোহধ্যায়ো দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত বহুবেব পুস্তকেষু খল্যপর্বশেবে সন্নিবেশিতো
বৃহত্তে ; তজ্জাতীয়াসদৃশম্ । আৰ্য্যপ্রমাণমুপভূতৈব ভবমাতিঃ খল্যপর্বাস্তিযতাপে সপ্রমাণ-
কৃতং বদ্যম্ ।

অত্যাৰ্থং কোপনো রাজা জাতবৈরশ্চ পাণ্ডু ।

ব্যসনং পরমং প্রাপ্তঃ কিমাহ পরমাহবে ॥২॥

সঞ্জয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি যথারূপং নরাধিপ ! ।

রাজ্ঞা যদুস্তং ভগ্নেন তস্মিন্ ব্যসন আগতে ॥৩॥

ভগ্নসক্খো নৃপো রাজন্ ! পাণ্ডুনা মোহবশুষ্ঠিতঃ ।

যময়ন্ মুৰ্ছজাংস্তত্র বীক্ষ্য চৈব দিশো দশ ॥৪॥

কেশান্ নিয়ম্য যত্নেন নিখসন্নুরগো যথা ।

সংরস্তাশ্রপরীতাভ্যাং নেত্রাভ্যামভিবীক্ষ্য মাম্ ।

বাহু ধরণ্যাং নিষ্পিণ্ড মুহমন্ত ইব দ্বিপঃ ॥৫॥

প্রকীর্ণান্ মুৰ্ছজান্ ধূমন্ দন্তৈর্দন্তানুপম্পৃশন্ ।

গর্হয়ন্ পাণ্ডবং জ্যেষ্ঠং নিখশ্চেদমখাত্রবীৎ ॥৬॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

অধীতি । হে সঞ্জয় ! ভগ্নে সক্খিনী উক্ত যত সঃ, অতএব মহীঃ গতৌ ভূপতিতঃ, শৌচীৰ্য্য-
হানী আশ্বনঃ সৰ্ব্বপ্রধানবীরহাতিমানী, যে মম পুত্রো হৃষ্যোধনঃ, মুৰ্ছিতমস্তকে, পদা পাদেন
অধিষ্ঠিতো ভীষেনারুঢ়ঃ স্পৃষ্টঃ সন্নিত্যর্থঃ, কিম্ অস্তাবত ॥১॥

অত্যাৰ্থমিতি । পাণ্ডু পাণ্ডবেষু । ব্যসনং বিপদম্ ॥২॥

শৃণুতি । শৃণুং জাতম্ । ভগ্নেন ভগ্নোক্তপা ॥৩॥

ভগ্নেতি । পাণ্ডুনা ধূল্যা, অবশুষ্ঠিত আকৃতগাত্রঃ । যময়ন্ সমীকুৰ্ছন্, মুৰ্ছজান্
কেশান্ । নিয়ম্য যথাহানে সংস্থাপ্য । সংরস্তাশ্রপা কোথাগতনয়নজলেণ পরীতাভ্যাং

ধূতরাষ্ট্র বলিলেন—‘সঞ্জয় ! ভীম বামচরণদ্বারা নিজের মস্তক স্পর্শ করিলে,
ভগ্নোক্ত, ভূপতিত ও সৰ্ব্বপ্রধানহাতিমানী আমার পুত্র হৃষ্যোধন কি বলিলেন ॥১॥

অত্যন্তকোপনস্বভাব, পাণ্ডবগণের প্রতি চিরবৈরবুজ্ঞ ও রাজা হৃষ্যোধন
রণস্থলে গুরুতর বিপদাপন্ন হইয়া তৎপরে কি করিলেন ?’ ॥২॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘নরনাথ রাজা ! ভগ্নোক্ত হৃষ্যোধন সেই বিপদের সময় যাহা
বলিয়াছিলেন এবং যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি আপনার নিকট বলিব,
আপনি অবগত করুন ॥৩॥

রাজা ! ভগ্নোক্ত ও ধূলিধূসরদেহ রাজা হৃষ্যোধন দশ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া,
ইতস্ততঃ বিক্লিষ্ট কেশগুলিকে সমীকরণপূর্বক যথাহানে রাখিয়া, সর্পের স্তায়

(৩)....তস্মিন্ ব্যসনসাগরে—নি ।

ভীয়ে শাস্তনবে নাথে কর্ণে চাত্তভূতাং বরে ।

গৌতমে শকুনৌ চাপি জোণে চাত্তভূতাং বরে ॥৭॥

অশ্বখান্নি তথা শল্যে শুরে চ কৃতবর্ষনি ।

ইমামবহ্নাং প্রাপ্তোহস্মি কালো বৈ ছরতিক্রমঃ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)

একাদশচমুভর্তা মোহমেতাং দশাং গতঃ ।

কালং প্রাপ্য মহাবাহো ! ন কশ্চিৎপতিবর্ততে ॥৯॥

আখ্যাতব্যং মদীয়ানাং যেহস্মিন্ জীবন্তি সংযুগে ।

যথাহং ভীমসেনেন ব্যুৎক্রম্য সময়ং হতঃ ॥১০॥

বহুনি স্ননুশংসানি কৃতানি ধনু পাণ্ডবৈঃ ।

ভুরিঞ্জবসি কর্ণে চ ভীয়ে জোণে চ ত্রীমতি ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ব্যাত্তাত্যাম্ । মাং সঙ্গয়ম্ । ঘটপাদোহয়ং শোকঃ । প্রকীর্ত্তান্ বিকিণ্তান্, ধুবন্ কল্পয়ন্, উপস্পৃশন্ বর্ষয়ন্ ॥৮—৬॥

ভীয়ে ইতি । শাস্তনোরপত্যমিতি শাস্তনবস্তমিন্, নাথে মহাবীরতরা অশ্বকং রক্ষকে সতি । অত্র সর্বজ্ঞাঘরঃ । গৌতমে কপে । কালো বিরোধীত্যাশয়ঃ ॥৭—৮॥

একেতি । একাদশচমুভর্তা একাদশাকৌহিনীসৈন্তপতিঃ । অতিবর্ততে অতিক্রমিত্ব-মর্থতি ॥৯॥

আখ্যেতি । আখ্যাতব্যং বক্তব্যম্ । ব্যুৎক্রম্য অতিক্রম্য, সময়ং গদাঘূতনিরবম্ ॥১০॥

নিবাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া, মস্তহস্তীর তুল্য ভূতলে হস্ত সকালন, কেশ কম্পন ও দন্তে দন্তঘর্ষণ করতঃ, ক্রোধাঙ্গগ্লাবিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া, যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিতে করিতে নিবাস ত্যাগের সহিত এই কথা বলিলেন—৥৮—৬॥

‘শাস্তনুনন্দন ভীষ্ম, অশ্বথারিঞ্জের্ত জোণ, কপ, বীরঞ্জের্ত কর্ণ, শকুনি, অশ্বখামা, শল্য ও কৃতবর্ষা—এই সকল বীর আমার রক্ষক ছিলেন ; তথাপি আমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম । হায়, কালকে অতিক্রম করা ছকর ॥৭—৮॥

মহাবাহু সঙ্গয় । একাদশ অকৌহিনী সৈন্তের অধিপতি সেই আমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম । অতএব আমি মনে করি, কোন লোকই কালকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না ॥৯॥

সঙ্গয় । এই যুদ্ধে বীহারা জীবিত আছেন ; তুমি তাঁহাদের নিকটে বলিবে যে, ভীষ্ম গদাঘূতের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, আমাকে নিহত করিয়াছে ॥১০॥

পাণ্ডবেরা মহাবীর ভীষ্ম, জোণ, কর্ণ ও ভুরিঞ্জবার বিষয়ে অতিনিষ্ঠুর বহুতর কার্য্য করিয়াছে ॥১১॥

ইদং কীর্তিঃ কৰ্ম নৃশংসৈঃ পাণ্ডবৈঃ কৃতম্ ।
 যেন তে সংস্থ নির্বেদং গমিষ্যন্তীতি মে মতিঃ ॥১২॥
 কা শ্রীতিঃ সত্বযুক্তস্য কৃৎসোপধিকৃতং জয়ম্ ।
 কো বা সময়ভেদাৎ বুধঃ সংযতমহিতি ॥১৩॥
 অধর্মেন জয়ং লব্ধ্বা কো নু হৃষ্যত পণ্ডিতঃ ।
 যথা সংহৃষ্যতে পাপঃ পাণ্ডুপুত্রো বৃকোদরঃ ॥১৪॥
 কিম্ চিত্রমতস্বচ্ছ ভগ্নসক্ধস্য যন্যম্ ।
 ক্রুদ্ধেন ভীমসেনেন পাদেন হৃদিতং শিরঃ ॥১৫॥
 প্রতপন্তঃ শ্রিয়া জুষ্টিং বর্তমানঞ্চ বন্ধুযু ।
 এবং কুর্য্যামহো যো বৈ স হি সঞ্জয় । পূজিতঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

বহুমীতি । নৃশংসানি অতিনিষ্ঠুরকৰ্ম্মাণি । শ্রীমতি শৌর্য্যশোভাসম্পদে ॥১১॥
 ইদমিতি । যেন কৰ্ম্মণা, তে পাণ্ডবাঃ, সংস্থ সঙ্জনমধ্যে, নির্বেদমাত্মমানি ॥১২॥
 নির্বেদপ্রাপ্তৌ হেতুমাংসে কতি । সত্বযুক্তস্য বলবতঃ, উপধিকৃতং ছলসম্পাদিতম্ ।
 সময়ভেদাচারমাত্রলব্ধ্যিতারম্, সংযতঃ বীরাদিরূপতয়া অতিমহতম্ ॥১৩॥
 অধর্মেনেতি । অয়ং জয়ো হর্ষশ্চ স্বরম্বেব মানিকরনিত্তি ভাবঃ ॥১৪॥
 কিমিতি । অতো বীরমানিকরকার্য্যপ্রবৃত্তেঃ । ভগ্নসক্ধস্য তদ্ব্যবহারঃ ॥১৫॥
 প্রেতি । শ্রিয়া সম্পদা, জুষ্টিং সেবিতম্ । কুর্য্যাম্ কৰ্ত্তুং শক্যাম্ ॥১৬॥

সঞ্জয় । আমার ধারণা হয়, নৃশংস পাণ্ডবেরা এমন নিন্দাজনক এই কার্য্য
 করিয়াছে, যাহাতে তাহারা সমাজে আত্মধিকার প্রাপ্ত হইবে ॥১২॥

ছলক্রমে জয় করিয়া বলবানের কি শ্রীতি হইতে পারে । কোন্ বুদ্ধিমান লোক
 নিয়মলঙ্ঘনকারী লোককে আচারপালক বলিয়া মনে করিতে পারেন ॥১৩॥

পাপাত্মা পাণ্ডুপুত্র ভীমটা যেমন আনন্দ প্রকাশ করিতেছে । শিক্তিত কোন্
 লোক অধর্ম্ম অনুসারে জয় লাভ করিয়া, এইরূপ আনন্দ প্রকাশ করেন ? ॥১৪॥

অতএব আজ ডগ্লোক অবস্থায় আমার মস্তকে ক্রুদ্ধ ভীম যে পদাঘাত
 করিয়াছে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য আছে কি ? ॥১৫॥

সঞ্জয় । প্রতাপশালী, সম্পদযুক্ত ও বন্ধুগণের মধ্যে বিস্তারিত লোকের উপরে
 এইরূপ ব্যবহার যে লোক করিতে পারে, সেই লোকই বীরসমাজে সম্মানিত
 হয় ॥১৬॥

(১২) ইদং গর্হিতং কৰ্ম্ম...নি । (১৩)...কৃৎসোপধিকৃতং জয়ম্ -বল বর্ধ নি ।

অভিজ্ঞো বুদ্ধধৰ্ম্মস্ত মম মাতা পিতা চ মে ।
 তৌ হি সঞ্জয় । দুঃখাতৌ বিজ্ঞাপ্যৌ বচনাম্মম ॥১৭॥
 ইষ্টং ভৃত্য ভূতাঃ সম্যগ্ভূতঃ প্রশান্তা সমাগরা ।
 মুক্তিং স্থিতমামিত্রাণাং জীবতামেব সঞ্জয় । ॥১৮॥
 দত্তা দায়্য যথাসক্তি মিত্রাণাঞ্চ প্রিয়ং কৃতম্ ।
 অমিত্রা বাধিতাঃ সৰ্ব্বে কো নু স্বস্ততরো ময়া ॥১৯॥
 যাতানি পররাষ্ট্রাণি নৃপা ভুক্তাশ্চ দাসবৎ ।
 প্রিয়েভ্যঃ প্রকৃতং সাধু কো নু স্বস্ততরো ময়া ॥২০॥
 মানিতা বান্ধবাঃ সৰ্ব্বে বশ্যঃ সম্পূজিতো জনঃ ।
 ত্রিতয়ং সেবিতং সৰ্ব্বং কো নু স্বস্ততরো ময়া ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

উপদিশতি অভিজ্ঞাবিতি । বিজ্ঞাপ্যৌ স্বয়েতি শেবঃ ॥১৭॥
 ইষ্টমিতি । ইষ্টং যাগঃ কৃতঃ, ভূতা অন্নদানাদিনা পুষ্টাঃ ॥১৮॥
 দত্তা ইতি । দীর্ঘস্ত ইতি দায়্য ধনানি । বাধিতাঃ পীড়িতাঃ । মুহু সন্ধ্যাক্ অন্ততরঃ
 সমুদয়ঃ, অপি তু কোহপি নেত্যর্থঃ । “অন্তঃ স্বরূপে নাশে না” ইত্যমরঃ ॥১৯॥
 যাতানীতি । যাতানি আক্রান্তানি, ভুক্তাঃ পালিতাঃ । সাধু সংকারঃ ॥২০॥

সঞ্জয় । আমার পিতা ও মাতা বুদ্ধধৰ্ম্মে অভিজ্ঞই বটেন ; তথাপি তাঁহারা
 এখন দুঃখার্ভই আছেন ; সুতরাং তুমি আমার আদেশ অনুসারে তাঁহাদিগকে
 জানাইবে—॥১৭॥

সঞ্জয় । আমি যজ্ঞ করিয়াছি, পোষ্যবর্গের সম্যক্ ভরণপোষণ করিয়াছি,
 সমাগরা পৃথিবী শাসন করিয়াছি এবং জীবিত শত্রুগণেরই মাথার উপরে
 বহিয়াছি ॥১৮॥

শক্তি অনুসারে দান করিয়াছি, বহুগণের শ্রীতিবিধান করিয়াছি এবং সমস্ত
 শত্রুকেই দমন করিয়াছি । অতএব সর্বপ্রকারে আমার তুল্য লোক আর কে
 আছে ॥১৯॥

শত্রুর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছি, রাজগণকে ভৃত্যের শ্রায় শাসন করিয়াছি
 এবং বহুগণের সহিত সম্ব্যবহার করিয়াছি । অতএব সর্বপ্রকারে আমার তুল্য
 লোক আর কে আছে ॥২০॥

সমস্ত বহুজনের সম্মান করিয়াছি, বশীভূত লোককেও সম্মানের সহিত পালন
 করিয়াছি এবং যথানিয়মে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিয়াছি । অতএব সর্বপ্রকারে
 আমার তুল্য লোক আর কে আছে ॥২১॥

আঙ্গুষ্ঠং নৃণমুখ্যৈষু মানঃ প্রাপ্তঃ সূহৃৎতঃ ।
 আজ্ঞানেয়ৈস্তথা যাতং কো নু স্বস্ততরো ময়া ॥২২॥
 অধীতং বিধিবদন্তং প্রাপ্তমায়ুনিরাময়ম্ ।
 স্বধর্ম্যেণ জিতা লোকাঃ কো নু স্বস্ততরো ময়া ॥২৩॥
 দিষ্ট্য নাহং জিতঃ সংখ্যে পরান্ প্রেষ্যবদাঞ্জিতঃ ।
 দিষ্ট্য মে বিপুলা লক্ষ্মীমূর্তে বৃদ্ধং গতা বিভো । ॥২৪॥
 যদিষ্ঠং ক্ষত্রবন্ধুনাং স্বধর্ম্মমমুত্তিষ্ঠতাম্ ।
 নিধনং তদ্বরা প্রাপ্তং কো নু স্বস্ততরো ময়া ॥২৫॥
 দিষ্ট্য নাহং পরাবৃত্তো বৈরাৎ প্রাকৃতবর্জিতঃ ।
 দিষ্ট্য নাবিমতিং কাকিষ্ঠজিহ্বা তু পরাজিতঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

মানিতা ইতি । সংপূজিতঃ সম্মানেন পালিতঃ । ত্রিতয়ং ধর্ম্মার্থকামত্রয়ম্ ॥২১॥
 আঙ্গুষ্ঠমিতি । আঙ্গুষ্ঠমাদেশঃ কৃতঃ । আজ্ঞানেয়ৈরকৃতদাটৈঃ ॥২২॥
 অধীতমিতি । নিরাময়ং নীরোগম্ । লোকাঃ শত্রুজনাঃ ॥২৩॥
 দিষ্ট্যেতি । দিষ্ট্য ভাগ্যেন, সংখ্যে বুদ্ধে, প্রেষ্যবদাসবৎ । বৃত্তে ময়ি ॥২৪॥
 যদিষ্ঠি । ক্ষত্রাণি চ তে বন্ধবশ্চেতি তেষাম্ । নিধনং বুদ্ধে মরণম্ ॥২৫॥
 দিষ্ট্যেতি । পরাবৃত্তঃ প্রতিনিবৃত্তঃ, প্রাকৃতবৎ সাধারণলোকবৎ । অবিমতিং সমুখবুদ্ধ-
 প্রতিকূলবুদ্ধিঃ, ভজিহ্বা কৃথা ॥২৬॥

প্রধান প্রধান রাজার উপরে আদেশ চালাইয়াছি । অতিহৃৎত সম্মান
 পাইয়াছি এবং উত্তম উত্তম অশ্বে আরোহণ করিয়া গমনাগমন করিয়াছি ; সুতরাং
 সর্বপ্রকারে আমার তুল্য লোক আর কে আছে ॥২২॥

যথাবিধানে অধ্যয়ন ও দান করিয়াছি, নিরাময় আয় লাভ করিয়াছি এবং
 ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে শত্রুগণকে জয় করিয়াছি । অতএব সর্বপ্রকারে আমার তুল্য
 লোক আর কে আছে ॥২৩॥

রাজা । আমি ভাগ্যবশতঃ ভূত্যের দ্বায় অস্ত্রের আশ্রয়ে থাকিয়া কিংবা বুদ্ধ
 হইতে কিরিয়া বিজিত হই নাই এবং ভাগ্যবশতই আমার বৃত্ত্যর পরেই আমার
 বিশাল রাজলক্ষ্মী অস্ত্রের উপরে গেল ॥২৪॥

স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ক্ষত্রিয়বন্ধুগণের যাহা অভীষ্ট, আমি সেইরূপ নিধনই প্রাপ্ত
 হইলাম । অতএব সর্বপ্রকারে আমার তুল্য লোক আর কে আছে ॥২৫॥

আমি ভাগ্যবশতঃ সাধারণ লোকের দ্বায় পরাশূন্য হইয়া, বিজিত হই নাই
 কিংবা কোন ধর্ম্মবিরুদ্ধ বুদ্ধি করিয়া পরাজিত হই নাই ॥২৬॥

হৃষ্টং বাধ প্রমত্তং বা বধা হস্তাধিবেণ বা ।
 এবং ব্যাংক্রান্তধর্মেন ব্যাংক্রম্য সময়ং হতঃ ॥২৭॥
 অশ্বখামা মহাত্মগঃ কৃতবর্মা চ সাত্ততঃ ।
 কৃপঃ শারদ্যতশ্চৈব বক্তব্য্য বচনাম্ম ॥২৮॥
 অধর্মেন প্রবৃত্তানাং পাণ্ডবানামনেকশঃ ।
 বিশ্বাসং সময়মানাং যুয়ং ন গন্তুমর্হথ ॥২৯॥
 বাতিকাং চাত্রবীজ্রাজা পুত্রন্তে সত্যবিক্রমঃ ।
 অধর্মাস্তীমসেনেন নিহতোহহং যথা রণে ॥৩০॥
 সোহহং দ্রোণং স্বর্গগতং কর্ণশল্যাবুভৌ তথা ।
 বুধসেনং মহাবীর্যং শকুনিকাপি সৌবলম্ ॥৩১॥
 জলসন্ধং মহাবীর্যং ভগদত্তঞ্চ পার্থিবম্ ।
 সৌমদত্তিং মহেষ্वासং সৈন্ধবঞ্চ জয়দ্রুথম্ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

হৃষ্টমিতি । প্রমত্তমসাবধানম্ । ব্যাংক্রান্তধর্মেন অতিক্রান্তধর্মেন ভীমেন ॥২৭॥
 অশ্বখামা । সাত্ততত্তবংশীয়ঃ । শারদ্যতঃ শরদ্যতঃ পুত্রঃ ॥২৮॥
 অধর্মেনেতি । প্রবৃত্তানাং কার্যেবু । সময়মানাং বাচারাতিক্রমকারিণাম্ ॥২৯॥
 বাতিকানিতি । বাতিকান্ ততিপাঠকবিশেষান্, তে তব পুত্ররাষ্ট্রত পুত্রঃ ॥৩০॥
 স ইতি । বুধসেনং কর্ণপুত্রম্ । সৌমদত্তিং ভূরিপ্রবলম্, মহেষ্वासং মহাধর্মুর্জয়ম্ ।

মাহুয যেমন নিদ্রিত ও অসাবধান লোককে হত্যা করে কিংবা বিষদ্বারা গোপনে বিনাশ করে ; তেমন ভীম ধর্ম অতিক্রমপূর্বক গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমাকে নিহত করিয়াছে ॥২৭॥

সঞ্জয় । তুমি আমার আদেশ অমুসারে মহাত্মা অশ্বখামা, সাত্ততবংশীয় কৃতবর্মা এবং শরদ্যানের পুত্র কৃপাচার্য্যকে বলিবে— ॥২৮॥

পাণ্ডবেরা অধর্মক্রমে কার্য্য করিয়া আসিতেছে এবং অনেক বার সন্দাচার লঙ্ঘন করিয়াছে । অতএব আপনারা তাহাদের উপরে আর বিশ্বাস করিতে পারেন না ॥২৯॥

মহারাজ । তাহার পর আপনার পুত্র বধার্থবিক্রমশালী রাজা দ্রুপদধন ততি-পাঠকদিগকে বলিলেন—ভীম অধর্ম অমুসারে যুদ্ধে আমাকে নিহত করিয়াছে ॥৩০॥

দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, মহাবীর বুধসেন, সুবলনন্দন শকুনি, মহাবল জলসন্ধ, রাজা

(৩২)....সৌমদত্তং মহেষ্वासং....বক্ত সো নি ।

হুঃশাসনপুত্রো গাংচ ভ্রাতৃ নাস্তসমাংস্তথা ।
 দৌঃশাসনিক বিক্রান্তঃ লক্ষণকাস্ত্রজাবৃত্তো ॥৩৩॥
 এতাংচাশ্রাংচ হুবহুন্ মদীয়াংচ সহস্রশঃ ।
 পৃষ্ঠতোহনুগমিষ্যামি সার্বহীন ইবান্বগঃ ॥৩৪॥ (কলাপকম্)
 কথং ভ্রাতৃন হতান্ শ্রদ্ধা ভর্তারক স্মরা মম ।
 রোরুয়মাণা হুঃখার্তা হুঃশলা সা ভবিষ্যতি ॥৩৫॥
 স্মৃষ্যতিঃ প্রস্মৃষ্যতিশ্চ বৃদ্ধো রাজা পিতা মম ।
 গান্ধারীসহিতশ্চৈব কাং গতিং প্রতিপৎস্বতে ॥৩৬॥
 নুনং লক্ষণমাতাপি হতপুত্রো হতেশ্বর ।
 বিনাশং যাস্মতি কিপ্রং কল্যাণী পৃথুলোচনা ॥৩৭॥
 যদি জানাতি চার্কাকঃ পরিত্রাড্ বাগ্ বিশারদঃ ।
 করিষ্যতি মহাভাগো ধ্রুবং সৌহৃদপতিং মম ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

সৈকবং সিদ্ধরাজম্ । দৌঃশাসনিং হুঃশাসনপুত্রম্ । সমানঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যত স সার্বঃ
 সহচরন্তেন হীনঃ । অন্বগঃ পথিকঃ ॥৩১—৩৪॥

কথমিতি । কথং কীদৃশী, ভর্তারঃ অরুদ্রধম্, স্মরা ভগিনী । রোরুয়মাণা ভূশং কদম্বী ॥৩৫॥

স্মৃষ্যতিরिति । স্মৃষ্যতিঃ পুত্রবধূতিঃ, প্রস্মৃষ্যতিঃ পৌত্রবধূতিঃ । গতিমবহাম্ ॥৩৬॥

নুনমিতি । লক্ষণমাতা মম ভার্য্যা, হতেশ্বর হতভর্তৃক ॥৩৭॥

যদিতি । জানাতি মহাভারতবধম্, চার্কাকো নাম কচ্ছিকৃষ্ঠঃ । অপচিতিং নিজম্ ॥৩৮॥

ভগদত্ত, মহাধর্ম্মের ছুরিপ্রবা, সিদ্ধরাজ অরুদ্রধ, প্রাণের তুল্য হুঃশাসনপ্রভৃতি
 ভ্রাতৃগণ, বিক্রমশালী হুঃশাসনের পুত্র ও লক্ষণ এই পুত্রদ্বয়, ইহার। এবং অন্তান্ত
 বহুতর মৎপক্ষীয় যোদ্ধা ও সহস্র সহস্র বীর স্বর্গে গমন করিয়াছেন ; এখন আমি
 একাকী সঙ্গিবিহীন পথিকের স্থায় তাঁহাদের পিছনে গমন করিব ॥৩১—৩৪॥

হায় । আমার ভগিনী হুঃশলা ভ্রাতৃগণকে ও ভর্তাকে নিহত শুনিয়া, হুঃখার্ত
 হইয়া, গুরুতর রোদন করিতে থাকিয়া, কিরূপ হইয়া পড়িবেন ॥৩৫॥

বিশেষতঃ আমার বৃদ্ধ পিতা, গান্ধারীদেবী, পুত্রবধূগণ ও পৌত্রবধূগণের
 সহিত কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন ॥৩৬॥

শুভলক্ষণা ও বিশালনয়না আমার ভার্য্যা—পুত্র ও ভর্তা নিহত হওয়ার
 নিশ্চয়ই সখর মুখ্যমুখে পতিত হইবেন ॥৩৭॥

(৩৫) কথং ভ্রাতৃবধং শ্রদ্ধা...পি ।

সমস্তপঞ্চকে পুণ্যে ত্রিষু লোকেষু বিস্তৃতে ।
 অহং নিধনমাসাশু লোকান্ প্রাপ্যামি শাশ্বতান্ ॥৩৯॥
 ততো জনসহস্রাণি বাষ্পপূর্ণানি মারিষ । ।
 প্রলাপং নৃপতেঃ শ্রুত্বা ব্যত্ৰবস্ত দিশো দশ ॥৪০॥
 সমাগরবনা ঘোরা পৃথিবী সচরাচরা ।
 চচালাথ সনিহুঁদা দিশৈশ্চবাবিলাভবন্ ॥৪১॥
 তে দ্রোণপুত্রমাসাশু যথারুতং শ্রুবেদয়ন্ ।
 ব্যবহারং গদায়ুদ্ধে পার্থিবস্ত চ পাতনম্ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

সমস্তেতি । লোকান্ স্বর্গান্, শাশ্বতান্ চিরস্থায়িনঃ ॥৩৯॥
 তত ইতি । নৃপতের্দুর্ঘোধানত, ব্যত্ৰবস্ত ক্রতমপাসরন্ ॥৪০॥
 সেতি । সচরাচরা জলবহাবরসহিতা । সনিহুঁদা সশকা, আবিলভবমিতি বিসর্গ-
 লোপেহপি সন্ধিরার্থঃ ॥৪১॥
 ত ইতি । তে জনাঃ । ব্যবহারং ভীমতাক্ষাচরণম্, পার্থিবস্ত দুর্ঘোধানত ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

অধিষ্ঠিত ইতি । শৌচীরঃ শূরঃ স এব শৌচীর্ধ্যমাত্মনঃ মনুতে শৌচীর্ধ্যমানী ॥১—১৮॥
 ময়া যন্তঃ ॥১৯—২০॥ বার্তিকান্ বার্তাহারিণঃ ॥৩০—৩৭॥ চার্কাকো ব্রাহ্মণবেবধারী
 বাকসঃ । অপচিতিং প্রতীকারন্ ॥৩৮—৪৩॥
 ইতি শল্যপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টপকশতমোহধ্যায়ঃ ॥৫৮॥

আমার সুহৃদ, পরিব্রাজক ও বাক্যবিশারদ, মহাত্মা চার্কাক যদি আমার এই
 অস্ত্রায়বধবৃত্তান্ত জানিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি ইহার প্রতিশোধ
 লইবেন ॥৩৮॥

ত্রিভুবনবিখ্যাত এই পবিত্র সমস্তপঞ্চকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া, নিশ্চয়ই
 আমি চিরস্থায়ী স্বর্গ লাভ করিব ॥৩৯॥

মাননীয় রাজা । তাহার পর সহস্র সহস্র লোক দুর্ঘোধানের বিলাপ শুনিয়া
 অশ্রুপূর্ণ নয়ন হইয়া, দশ দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল ॥৪০॥

তাহার পর সমুদ্র, বন, স্থাবর ও জঙ্গলের সহিত সমগ্র পৃথিবী ভীষণ মূর্ত্তি
 ধারণ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তখন দারুণ শব্দ হইল এবং দিক্ সকল মলিন
 হইয়া পড়িল ॥৪১॥

(৪২) তে দু দ্রোণিং সমাসাত...পি ।

তদাধ্যায় ততঃ সৰ্ব্বৈঃ স্রোণপুত্রৈশ্চ ভারত ।

ধ্যায়। চ স্রুচিরং কালং জগ্মুরার্তা যথাগতম্ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াঃ বৈয়াসক্যাং সৌপ্তিক-
পৰ্ব্বণি স্রুণুবধে দুর্যোধনবিপ্রে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ ●

—:~::~~:—

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

—:~::~~:—

সঞ্জয় উবাচ ।

বাতিকানাং সকাশাতু শ্রুত্ব দুর্যোধনঃ চক্ষুঃ ।

হতশিষ্টান্ততো রাজন্ । কৌরবাণাং মহারথাঃ ॥১॥

বিনিভিমাঃ শিতৈর্বাণৈর্গদাতোমরণশক্তিভিঃ ।

অশ্বখামা রূপশ্চৈব কৃতবর্ণা চ সাস্বতঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । ধ্যায়। যুদ্ধত পূৰ্ণাপরাবহাং বিচিহ্ন্য, আৰ্ত্তাঃ শোকপীড়িতাঃ ॥৪০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যাবিরচিতায়াঃ মহাভারত-

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ঃ সৌপ্তিকপৰ্ব্বণি স্রুণুবধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~::~~:—

বাতিকানামিতি । বাতিকানাং প্রাপ্তকৃত্যনানাম্ । হতৈভ্যঃ শিষ্টা অবশিষ্টাঃ । বিনিভিমা
বিদীর্ণশরীরাঃ, শিতৈঃ স্রুবাণৈঃ । সাস্বতস্তবংশীয়াঃ । অবনৈর্বেগবত্ভিঃ । আয়োজনং গদাযুদ্ধ-

সেই লোকেরা অশ্বখামার নিকটে যাইয়া, ভীমের গদাযুদ্ধে অন্ত্রায় ব্যবহার
এবং দুর্যোধনকে নিপাতিত করা প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা অশ্বখামাকে যথায়থভাবে
জানাইল ॥৪২॥

ভরতনন্দন । তাহারা সকলে অশ্বখামার নিকট সেই বৃত্তান্ত বলিয়া, বহুকাল
চিন্তা করিয়া, দুঃখার্ত্ত হইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল' ॥৪৩॥

—:~::~~:—

সঞ্জয় বলিলেন—‘রাজা । তাহার পর সুধার বাণ, গদা, তোমর ও শক্তি

● ..‘শল্যপৰ্ব্বণি চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ’ শি বদ বর্জ, ‘শল্যপৰ্ব্বণি পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ’ শি ।

স্মৃতিত। অবনৈরনৈরাধোদনমুপাগমন্ ।

তত্রাপশ্যমহাস্থানং ধার্তরাষ্ট্রং নিপাতিতম্ ॥৩॥

প্রভগ্নং বায়ুবেগেন মহাশালং যথা বনে ।

ভূমৌ বিচেষ্টমানং তং রুধিরেণ সমুক্ষিতম্ ॥৪॥

মহাগজমিবারণ্যে ব্যাধেন বিনিপাতিতম্ ।

বিবর্তমানং বহ্নশো রুধিরৌষপরিপ্লুতম্ ॥৫॥

যদৃচ্ছয়া নিপাতিতং চক্রমাদিত্যগোচরম্ ।

মহাবাতসমুত্থেন সংস্কৃমিব সাগরম্ ॥৬॥

পূর্ণচন্দ্রমিব ব্যোম্নি হুয়ারাবৃতমণ্ডলম্ ।

রেণুধবস্তং দীর্ঘভুজং মাতঙ্গসমবিক্রমম্ ॥৭॥

বৃতং ভূতগণৈর্ঘোরেঃ ক্রব্যাদৈশ্চ সমস্ততঃ ।

যথা ধনং লিপ্সমানৈর্ভূতৈর্নৃপতিসত্তমম্ ॥৮॥

ক্রকুটীকৃতবস্ত্রাস্তং ক্রাধাহুদ্রবৃতচক্ষুষম্ ।

সাংসারং নরব্যাঘ্র ব্যাঘ্র নিপাতিতং যথা ॥৯॥ (কুলকম্)

ভারতকৌমুদী

ধনং ধার্তরাষ্ট্রং হৃষ্যোদনম্ । বিচেষ্টমানং বেদনয়া সঞ্চালিতাম্ । বিবর্তমানং পার্শ্বদিশে
পরিবর্তমানম্ । যদৃচ্ছয়া ইন্দ্রেয়জয়া, আদিত্যগোচরং চক্রং সূর্য্যমণ্ডলমিব । মহাবাতসমুত্থেন

আঘাতে কৃত একতদেহ, কৌরব পক্ষের মহারথ, হতাবশিষ্ট কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা ও
কৃত স্মা সেই লোকগুলির নিকটে হৃষ্যোদনের নিধনবৃত্তান্ত শুনিয়া, বেগবান্
অশ্বগণের গুণে সজ্বর রণস্থলে আগমন করিলেন । তাঁহারা সেখানে আসিয়া
দেখিলেন—বনমধ্যে বায়ুবেগে ভগ্ন বিশাল শালবৃক্ষের শ্মাদ, ব্যাধকর্তৃক নিপাতিত
মহাহস্তীর তুল্য, ইন্দ্রেয়জয় ভূতলে নিপাতিত সূর্য্যমণ্ডলের সদৃশ, মহাবায়ুবেগে
সংশোষিত সমুদ্রের সমান, আকাশে নীহারাবৃত চন্দ্রমণ্ডলের তুল্য এবং নিপাতিত
ব্যাঘ্রের শ্মাদ, মহাবাহু, মহাবল, হস্তীর তুল্য বিক্রমশালী ও নরশ্রেষ্ঠ হৃষ্যোদন
ভূতলে নিপাতিত রহিয়াছেন ; তিনি তখন রক্তাক্ত দেহে দারুণ বেদনায় হট্টফট্ট
করিতেছেন এবং বার বার এগাশ ওপাশ করিতেছেন ; ধূলিতে তাঁহার দেহ আবৃত
হইয়া গিয়াছে ; ধনলোভী লোকেরা যেমন রাজাকে সকল দিকে বেষ্টন করিয়া
ধাকে, সেইরূপ মাংসভোজী প্রাণীরা তাঁহাকে সকল দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ;

(৫) চক্রমাদিত্যগোচরম্—নি । (৬) যুগান্তমাকতেমেব শোভিতং বকরালয়ম্...নি ।

তে তং দৃষ্ট্বা মহেশাসা ভূতলে পতিতং নৃপম্ ।
 বোহমভ্যাগমন্ সৰ্বে কৃপাপ্রভৃতয়ো রথাঃ ॥১০॥
 অবতীৰ্ণ্য রথেষ্যশ্চ প্রাজবন্ রাজসম্মিধৌ ।
 দূর্য্যোধনঞ্চ সংশ্ৰেক্য সৰ্বে ভূমাবুপাविशन् ॥১১॥
 ততো দ্রোণিৰ্মহারাজ ! বাস্পপূৰ্ণেক্ষণঃ স্বসন্ ।
 উবাচ ভরতশ্ৰেষ্ঠঃ সৰ্বলোকেশ্বরেশ্বরম্ ॥১২॥
 ন নুনং বিদ্যতে সত্যং মানুষে কিকিদ্দেব হি ।
 যত্র স্বং পুরুষব্যাভ্র ! শেষে পাংস্তষু ক্লষিতঃ ॥১৩॥
 ভূত্বা হি নৃপতিঃ পূৰ্বং সমাজ্ঞাপ্য চ মেদিনীম্ ।
 কথমেকোহ্যত্র রাজেন্দ্র ! তিষ্ঠসে নির্জনে বনে ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

বেগেনেতি শেবঃ । রেণুস্বস্তঃ ধূলিভিরদৃষ্টানন্ । ভূতপতৈঃ প্রানিসমুদৈঃ, ক্রব্যাদৈর্ঘাংস-
 কোজিভিঃ । সামৰ্থ্যসহিকুন্ ॥১—২॥

ত ইতি । মহেশাসা মহাধনুর্ধরাঃ । রথা রথারোহিণঃ ॥১০॥

অবেতি । প্রাজবন্ ক্রতমগচ্ছন্ ॥১১॥

তত ইতি । দ্রোণিৰ্মহাযা । সৰ্বেবাং লোকেশ্বরাণাং রাজ্যামীশ্বরমধিপতিম্ ॥১২॥

নেতি । সত্যং সত্যতয়া স্বায়ি । শেষে স্বপিবি, পাংস্তষু ধূলিষু ॥১৩॥

ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডলে ভীষণ ক্রকুটী প্রকাশ পাইতেছে, নয়নযুগল উপরে
 উঠিয়াছে এবং তিনি আর বেদনা, দুঃখ ও আশ্রয় সহিতে পারিতেছেন না ॥১—২॥

মহাধনুর্ধর সেই কৃপাচার্য্য প্রভৃতি রথীরা—রাজা দূর্য্যোধনকে ভূতলে নিপতিত
 দেখিয়া, প্রথমে যেন মোহ প্রাপ্ত হইলেন ॥১০॥

তাহার পর তাঁহারা সকলে রথ হইতে অবতরণ করিয়া দূর্য্যোধনকে দেখিয়া,
 বেগে তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং ভূতলেই উপবেশন করিলেন ॥১১॥

মহারাজ ! তদনন্তর অশ্বখামা অশ্রুপূর্ণ নয়ন হইয়া, নিশ্বাস ত্যাগ করিতে
 থাকিয়া, ভরতবংশশ্ৰেষ্ঠ ও সমস্ত রাজার অধীশ্বর দূর্য্যোধনকে বলিতে
 লাগিলেন— ॥১২॥

নরশ্ৰেষ্ঠ ! নিশ্চয়ই যমুয়ালোকে কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে । যেহেতু
 আপনি ধূলিধূসর দেহে ধূলির উপরেই শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥১৩॥

রাজশ্ৰেষ্ঠ ! আপনি পূৰ্বে রাজা হইয়া, সমগ্র পৃথিবীর উপরে আদেশ
 চালাইয়া, আজ কেন একাকী নির্জন বনের স্থায় এই রণস্থলে অবস্থান
 করিতেছেন ॥১৪॥

হুঃশাসনং ন পশ্যামি নাপি কর্ণং মহারথম্ ।
 নাপি তান্ হুহুদঃ সর্বান্ কিমিদং পুরুষৰ্ষভ ॥১৫॥
 হুঃখং নুনং কৃতান্তস্ত গতিং জ্ঞাতুং কথঞ্চন ।
 লোকানাক ভবান্ যত্র শেতে পাংশুর্ রুধিতঃ ॥১৬॥
 এষ মূৰ্দ্ধাভিষিক্তানামগ্রে গচ্ছা পরস্তপঃ ।
 স ভুশং এসতে পাংশুং পশ্য কালবিপর্যায়ম্ ॥১৭॥
 ক তে তদমলং হুত্বং ব্যজনং ক চ পার্ধিব ।।
 সা চ তে মহতী সেনা ক গতা পার্ধিবোত্তম । ॥১৮॥
 হুৰ্বিজেয়া গতিনূনং কার্যাণাং কারণাস্তরে ।
 যথৈ লোকগুরুভূত্বা ভবানেতাং দশাং গতঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

ভূষেতি । মেদিনীং মেদিনীহান্ সর্বান্ লোকান্ । নির্জনে বন ইব ॥১৫॥
 হুঃশাসনমিতি । হুহুদো ভূরিশ্রবঃপ্রভৃতীন্ ॥১৬॥
 হুঃখমিতি । কৃতান্তস্ত দৈবত । লোকানাক গতিমিতি সৰ্বকঃ ॥১৭॥
 উপহিতামুদিত্ত ব্রবীতি এষ ইতি । মূৰ্দ্ধাভিষিক্তানাং রাজায্ । পাংশুং ধূলিয্ ॥১৮॥
 কেতি । কালবিপর্যায়াদেব তবৈতৎ সৰ্বং বিনষ্টমিতি ভাবঃ ॥১৮॥
 হুরিতি । কারণাস্তরে বিভিন্নহেতাবুপস্থিতে সৃতি । লোকগুরুলোকশ্রেষ্ঠঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

বার্তিকানামিতি ॥১—৫॥ চক্রাদিত্যাগোচরং সূর্য্যমণ্ডলমিবেতি সূত্রোপমা ॥৬—১৮॥
 কারণাস্তরে অদৃষ্টরূপে সৃতি, তেন দৃষ্টসামগ্রীবৈষম্যং ভারত ইতি ভাবঃ ॥১৯—৪৩॥
 ইতি শল্যপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনবষ্টিতমোধ্যায়ঃ ॥৬৫॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ । হুঃশাসন, মহারথ কর্ণ এবং সেই সকল বহুদিগকে দেখিতেছি না ;
 এটা কি ব্যাপার । ॥১৫॥

দৈবের কোন গতি ও মানুষের অবস্থা জানা নিশ্চয়ই হুঙ্কর । যেহেতু আপনি
 ধূলিধূসর দেহে ধুলির উপরেই শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥১৬॥

ইনি রাজগণের অগ্রবর্তী থাকিয়া, শত্রু দমন করিতেন ; আর আজ ধূলি ভঞ্জন
 করিতেছেন । কালের পরিবর্তনটা দেখ ॥১৭॥

রাজা । আপনার সেই নির্মল হুত্ব কোথায়, চামর কোথায় গেল এবং
 রাজশ্রেষ্ঠ । আপনার সেই বিশাল সৈন্তই বা কোথায় গিয়াছে ॥১৮॥

বিভিন্ন কারণ উপস্থিত হইলে কার্য্যও যে তিন্ন তিন্ন প্রকার হইতে থাকে, পূর্বে

(১৬)....লোকনাথো ভবান্ যত্র শেবে...মি ।

অথবা সর্বমর্থেষু ধ্রুং ত্রীরূপলক্ষ্যতে ।
 ভবতো ব্যসনং দৃষ্ট্বা শক্রবিস্পাদিনো ভূশম্ ॥২০॥
 তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা হুঃখিতস্য বিশেষতঃ ।
 উবাচ রাজন্ ! পুত্রস্তে প্রাপ্তকালামদং বচঃ ॥২১॥
 বিমূঢ়া নেত্রে পাণিত্যাং শোকজং বাষ্পমুৎসৃজন্ ।
 কৃপাদীন্ স তদা বীরান্ সর্বান্বেব নরাধিপঃ ॥২২॥ (যুগ্মকম্)
 ঈদৃশো মর্ত্যধর্মোহয়ং ধাত্মা নির্দিষ্ট উচ্যতে ।
 বিনাশঃ সর্বভূতানাং কালপর্যায়কারিতঃ ॥২৩॥
 মোহয়ং মাং সমনুপ্রাপ্তঃ প্রত্যক্ষং ভবতাং হি যঃ ।
 পৃথিবীং পালয়িষ্যামেতাঃ নিষ্ঠামুপাগতঃ ॥২৪॥
 দিষ্ট্যা নাহং পরাসুতো যুদ্ধে কশ্যাকিদাপি ।
 দিষ্ট্যাহং নিহতঃ পাতৈশ্চুলেনৈব বিশেষতঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

অথবেতি । অথবা অচিরস্থায়িনী, ত্রিঃ সম্পদঃ । ব্যসনং বিপদম্ ॥২০॥
 ভবতি । বিশেষত আধিক্যেন । প্রাপ্তকালঃ তৎকালোচিতম্ । বাষ্পমশ্রু ॥২১—২২॥
 ঈদৃশ ইতি । কালত পর্যায়েণ পরিবর্তনেন কারিতঃ ॥২৩॥
 স ইতি । নিষ্ঠাঃ নিশ্চিতিঃ পরিণামমিতি বাবৎ ॥২৪॥
 দিষ্ট্যেতি । দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, পরাসুতঃ পরাসুভূতঃ । চুলেন নাভেরধঃপ্রহারে ॥২৫॥

সেগুলির অবস্থা জানা হুইল । যেহেতু আপনি লোকশ্রেষ্ঠ হইয়া বর্তমান সময়ে
 এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন ॥১৯॥

আপন ইন্দ্রেরও স্পর্ক করতেন ; অথচ বর্তমান সময়ে আপনার এই বদ
 দে খিয়া উহাই স্থির বুঝেছি যে, মানুষের সম্পদ চরমায়ী নহে' ॥২০॥

রাজা । অঃ নার পুত্র রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত দুঃখিত অশ্বখামার সেই কথা
 শুনিয়া হস্তযুগলদ্বারা নয়ন মার্জনা করিয়া, অশ্রু বসর্জন করিতে থাকিয়া,
 কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি বীরগণকে তৎকালো চিত এই কথা বললেন—॥২১—২২॥

‘কালের পরিবর্তনবশতঃ সমস্ত পদার্থই বেধাস হয়, ইহা বিধাতারই নির্দিষ্ট
 প্রাণিকর্মেদের ধর্ম ॥২৩॥

সেই অবস্থাই আমার উপস্থিত হইয়াছে, যাহা আপনার প্রত্যক্ষ করিতেছেন ।
 আমি পৃথিবী পালন করিয়া গেবে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম ॥২৪॥

(২০)....কালপর্যায়মাগতঃ—পি বদ বর্জ । (২৫) দিষ্ট্যা নাহং পরাসুতো যুদ্ধে...পি ।

উৎসাহশ্চ কৃতো নিত্যং ময়া দিষ্টো। যুযুৎসতা ।
 দিষ্টো চান্ম হতো যুদ্ধে নিহতজ্ঞাতিবান্ধবঃ ॥২৬॥
 দিষ্টো চ বোহহং শ্চামি যুক্তানশ্মাজ্জনকয়াৎ ।
 স্বস্তিযুক্তাশ্চ কল্যাণশ্চ তন্মে প্রিয়মমুত্তমম্ ॥২৭॥
 মা ভবন্তোহমুত-্যস্তাং সৌহৃদান্নিধনেন মে ।
 যদি বেদাঃ প্রমাণং বো জিতা লোকা ময়াক্ষয়াঃ ॥২৮॥
 মনুষ্যানঃ প্রভাবঞ্চ কৃষ্ণশ্চামিততেজসঃ ।
 তেন ন চ্যাবিতশ্চাহং কত্রধশ্চান্ম শ্রুতিতঃ ॥২৯॥
 স ময়া সমমুপ্রাপ্তো নান্মি তোচাঃ কথঞ্চন ।
 কৃতং ভবন্তিঃ শৃণুশ্চক্ষুরূপান্মিবাত্মনঃ ।
 যতীতং বিজয়ে নিত্যাং দৈবঞ্চ দুৰ্য্যক্রমম্ ৷৩০॥

ভা তকৌমুদী

উৎসাহ ইতি । যুযুৎসতা যাক্ষুবিহতা । নিহতা জ্ঞাতরো বান্ধবান্ধবত সঃ ॥২৬॥
 দিষ্টোতি । স্বস্তিযুক্তান্ কল্যাণনঃ, কল্যাণ নিরায়রান্ । ন বিজতে উত্তমং বশ্যতঃ ॥২৭॥
 মেতি । বেদা "দাবিমৌ পুরুষৌ লোকে" ইত্যাহ্বাক্ষমূলকৃতমঃ ॥২৮॥
 মন্তেতি । চ্যাবিতঃ পরাশুখবিধানাদিনা ন অংশিতঃ ॥২৯॥
 স ইতি । স কত্রধর্মঃ । শৃণুশ্চক্ষুরূপান্মিবাত্মনঃ । যতীতাদোহঃ শ্লোকঃ ৷৩০॥

ভাগ্যবশতঃ আমি যুদ্ধে কোন সঙ্কটের সময়েই পরাশুখ হই নাই এবং ভাগ্য-
 বশতঃ পাপাচারে বিশেষ ছলপূর্বকই আমাকে নিহত করিয়াছে ॥২৬॥

আমি ভাগ্যবশতই যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সর্বদা উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছি
 এবং ভাগ্যবশতই আমি জ্ঞাতিগণ ও বান্ধবগণ নিহত হওয়ার পরেই নিহত
 হইয়াছি ॥২৭॥

ভাগ্যবশতই আমি আপনাদিগকে কুশলে ও অক্ষতদেহে এই লোককর হইতে
 মুক্ত দেখিতেছি । তাহা আমার অত্যন্ত শ্রীতিকর হইয়াছে ॥২৮॥

আপনারা আমার মৃত্যুতে সৌহার্দবশতঃ অনুতপ্ত হইবেন না । কারণ, বেদবাক্য
 যদি প্রমাণ বলিয়া আপনাদের অতিমত হয়, তাহা হইলে আমি অক্ষয় বর্গ জয়
 করিয়াছি ॥২৯॥

অমিততেজা কৃষ্ণের প্রভাব আমি জানি ; কিন্তু তথাপি তিনি আমাকে সম্যক
 অনুষ্ঠিত কত্রিধর্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই ॥৩০॥

আমি সেই কত্রিধর্ম যথাযথভাবে রক্ষা করিয়াছি । অতএব আপনারা

(২৭)....স্বস্তিযুক্তাশ্চ কল্যাণান্...নি । (২৮)....জনমানঃ প্রভাবঞ্চ...নি ।

এতাবহুত্ৱা বচনং বাম্পব্যাকুললোচনঃ ।
 তুষ্ণীং বভূব রাজেন্দ্র । ক্ৰদ্ধাগৌ বিহ্বলো হৃদয় ॥৩১॥
 তথা তু দৃষ্ট্ৱা রাজানং বাম্পশোকসমাস্থতম্ ।
 দ্রোণিঃ ক্রোধেন জজ্বাল যথা বহ্নির্জগৎকরে ॥৩২॥
 স তু ক্রোধসমাবিষ্টঃ পার্শ্বো পাণিঃ প্রপীড্য হ ।
 বাম্পবিহ্বলয়া বাচা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥৩৩॥
 পিতা মে নিহতঃ কুত্রেঃ স্তনুশংসেন কর্মণা ।
 ন তথা তেন তপ্যামি যথা রাজন্ ! স্বয়াদ্ভ বৈ ॥৩৪॥
 শৃণু চেদং বচো মহৎ সত্যেন বদতঃ প্রভো ! ।
 ইক্ষাপূর্তেন দানেন ধর্ম্মেণ স্কৃতেন চ ॥৩৫॥
 অদ্বাহং সর্বপাকালান্ বাহুদেবস্ত পশ্বতঃ ।
 সর্বোপায়ৈহি নেষ্টামি প্রেতরাজনিবেশনম্ ।
 অনুজ্ঞাস্তু মহারাজ ! ভবাম্মে দাতুমর্হতি ॥৩৬॥ (যুগাক্ষয়)

ভারতকৌমুদী

এতাবদिति । তুষ্ণীং নীরবঃ, ক্ৰদ্ধা উরুভঙ্গবেদনয়া ॥৩১॥
 তথেন্তি । রাজানং হৃদ্যোধনম্ । দ্রোণিরন্থখামা ॥৩২॥
 স ইতি । স দ্রোণিঃ । প্রপীডা নিপীড়্য । রাজানং হৃদ্যোধনম্ ॥৩৩॥
 পিতেন্তি । পিতা দ্রোণঃ । স্বয়া জ্বলারিহতেনেতি ভাবঃ ॥৩৪॥

কোনপ্রকারেই আমার জন্ত শোক করিতে পারেন না । আমার আপনারাও
 নিজদের অমুরূপ উপযুক্ত কার্য্য সকল করিয়াছেন । তা'র পর আপনারা সর্বদাই
 জয়লাভের জন্ত চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু দৈবকে অতিক্রম করা ছকর বলিয়া সে
 জয় হইল না' ॥৩০॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! হৃদ্যোধন এই পর্য্যন্ত বলিয়া বেদনায় বিহ্বল হইয়া, বাম্পাকুল-
 নয়নে নীরব হইলেন ॥৩১॥

অন্থখামা হৃদ্যোধনকে সেইরূপ শোক ও বাম্পযুক্ত দেখিয়া, প্রলয়কালীন
 অগ্নির দ্বায় ক্রোধে অলিয়া উঠিলেন ॥৩২॥

অন্থখামা ক্রুদ্ধ হইয়া, হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া, বাম্পগদগদ বাক্যে
 হৃদ্যোধনকে এইরূপ বলিলেন—॥৩৩॥

'রাজা ! ক্ষুদ্র পাকালেরা অভিনুশংসভাবে আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে ।
 তাহাতেও আমি সেইরূপ হুঃখিত হই নাই, আজ আপনাকে হলপূর্বক নিহত করায়
 বেরূপ হুঃখিত হইরাছি ॥৩৪॥

ইতি শ্রুত্বা তু বচনং জ্ঞোণপুত্রস্ত কৌরবঃ ।
 মনসঃ শ্রীতিজননং কৃপং বচনমব্রবীৎ ।
 আচার্য্য ! শীঘ্রং কলসং জলপূর্ণং সমানয় ॥৩৭॥
 স তদ্বচনমাজ্ঞায় রাজ্ঞো ব্রাহ্মণসন্তমঃ ।
 কলসং পূর্ণমাদায় রাজ্ঞোহস্তিকমুগাগমৎ ॥৩৮॥
 তমব্রবীন্মহারাজ ! পুত্রস্তব বিশাংপতে ।।
 মমাজ্ঞয়া বিজ্ঞশ্ৰেষ্ঠ ! জ্ঞোণপুত্রোহভিষিচ্যতাম্ ।
 সৈন্যপত্যেন ভদ্রং তে মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

পুত্রিতি । মমং মম । ইষ্টমগ্নিহোত্রাদিকরণম্, পুত্রং জলাশয়াদিনিৰ্মাণক তেন । সমাহারবশে
 হ্রস্বত দীৰ্ঘতা । অনয়োঃ প্রমাণত্ব পূৰ্ব্বেবোক্তম্ । শ্লকতেন সম্যগুক্তিভেন । শ্রেতরাজ-
 নিবেশনং যমালয়ম্ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৫—৩৬॥

ইতীতি । কৌরবো হৃষ্যোধনঃ । অয়মপি বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৭॥

স ইতি । স কৃপঃ, আজ্ঞায় শ্রুত্বা । পূর্ণং জলেন ॥৩৮॥

তমিতি । সৈন্যপত্যেন ইদানীন্তমসেনাপতিতাবেন, ভদ্রং মঙ্গলম্ । বটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৯॥

শ্রুত্বা । অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি যজ্ঞ, জলাশয় নিৰ্মাণ, দান এবং সমীচীনভাবে
 সম্পাদিত অস্ত্রাস্ত্র ধৰ্ম্মদ্বারা আমি সত্য শপথ করিতেছি; আপনি তাহা শ্রবণ
 করুন । আজ আমি সৰ্ব্বপ্রকার উপায়ে কৃকের সমকৈই সমস্ত পাকালগণকে
 যমালয়ে প্রেরণ করিব । অতএব মহারাজ ! আপনি আমাকে সে বিষয়ে অনুমতি
 দান করুন' ॥৩৫—৩৬॥

কুরুরাজ হৃষ্যোধন মনের শ্রীতিজনক অশ্বখামার এইরূপ বাক্য শুনিয়া
 কৃপাচার্য্যকে বলিলেন—‘আচার্য্য ! আপনি সহর জলপূর্ণ একটি কলস আনয়ন
 করুন’ ॥৩৭॥

তখন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্য হৃষ্যোধনের সেই বাক্য শুনিয়া, একটি জলপূর্ণ
 কুন্ড লইয়া হৃষ্যোধনের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥৩৮॥

মহারাজ নরনাথ ! পরে আপনার পুত্র হৃষ্যোধন কৃপাচার্য্যকে বলিলেন—
 ‘ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনি যদি আমার প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে,
 আমার আদেশক্রমে অশ্বখামাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করুন । আপনার
 মঙ্গল হউক’ ॥৩৯॥

(৩৭) তদ্বচনং জ্ঞোণপুত্রস্য । ভাষ্যঃ...মি ।

রাজস্ব বচনং শ্রদ্ধা কৃপাঃ শারদতন্তুতঃ ।

দ্রৌণিং রাজ্ঞে। নিয়োগেন সৈন্যপত্যোহভ্যষেচয়ৎ ॥৪০॥

সোহভিষিক্তো মহারাজ ! পরিষজ্য নৃপোত্তমম্ ।

প্রযযৌ সিংহনাদেন দিশঃ সৰ্ব্বা নিনাদয়ন্ ॥৪১॥

দুর্যোধনোহপি রাজেন্দ্র ! শোণিতৌষপরিপ্লুতঃ ।

তাং নিশাং প্রতিপেদেহ সৰ্বভূতভয়াবহাম্ ॥৪২॥

অপক্রম্য তু তে তুর্ণং তস্মাদাযোধনামৃপ ।।

শোকসংবিগ্নমনশ্চিন্তামাপেদিরে ভৃশম্ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং সৌপ্তিক-
পর্বণি স্তম্ভবধে অশ্বখামসৈন্যপত্যাভিষেকে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

ভারতকৌমুদী

রাজ ইতি । শারদতঃ শরদতঃ পুত্রঃ । দ্রৌণিমশ্বখামানম্ ॥৪০॥

স ইতি । পরিষজ্য আলিঙ্গ্য, নৃপোত্তমং দুর্যোধনম্ ॥৪১॥

দুর্যোধন ইতি । প্রতিপেদে প্রাপ, সৰ্বভূতভয়াবহাং মহামারীহেতুত্বাৎ ॥৪২॥

অপেতি । অপক্রম্য অপসৃত্য, আরোহনাদ্রণহলাৎ । শোকেন সংবিগ্নানি অহিরাণি
মনাসি বেষাং তে, চিন্তামুদ্ধেগ্ৰসাধনোপায়ানাম্ ॥৪৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্বণি স্তম্ভবধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥১॥

তাহার পর শরদানের পুত্র কৃপাচার্য্য দুর্যোধনের আদেশ অনুসারে অশ্বখামাকে
সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥৪০॥

মহারাজ ! তখন অশ্বখামা সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া, রাজশ্রেষ্ঠ
দুর্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্বক সিংহনাদে সমস্ত দিক্ নিনাদিত করিয়া প্রস্থান
করিলেন ॥৪১॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! এদিকে রক্তাক্তদেহ দুর্যোধনও সমস্ত প্রাণীর ভয়জনক সেই রাত্রি-
কাল অতিক্রম করিতে লাগিলেন ॥৪২॥

রাজা ! ক্রমে শোকাকুলচিত্ত কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ষা ও অশ্বখামা সেই রণস্থল
হইতে অপসৃত হইয়া, উদ্দেশ্যসাধনবিষয়ে গুরুতর চিন্তাষিত হইলেন ॥৪৩॥

(৩০) ইতঃ পরং 'রাজ্ঞে নিয়োগাদ্ভ্যোহভ্যং ভ্রাম্যপেন বিশেষতঃ । বর্ষতা কত্রধর্ষণে
হেৎ ধর্মবিদো বিহুঃ ॥' মোকোহরনধিকঃ বঙ্গ বর্দ্ধ নি ।

(৪৩)....চিন্তাধ্যানপর্য্যন্তম্—পি বঙ্গ বর্দ্ধ ।

* 'শল্যপর্বণি...পঞ্চাষ্টিতমোহধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ । শল্যপর্বণি পঞ্চাষ্টিতমোহধ্যায়ঃ, নি ।

তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

সঞ্জয় উবাচ ।

ততস্তে সহিতা বীরাঃ প্রয়াতা দক্ষিণামুখাঃ ।

সূর্যাস্তমনবেলায়াং শিবিরাত্যাসমাগতাঃ ॥১॥

বিমুচ্য বাহাঃস্বরিতা ভীতাঃ সমভবংসুদা ।

গহনং দেশমাসাদ্য প্রচ্ছমা ন্যবিশস্ত তে ॥২॥

সেনানিবেশমলিতো নাতিদূরমবস্থিতাঃ ।

নিকৃতা নিশিতৈঃ শত্ৰৈঃ সমস্তাং কতবিক্রতাঃ ।

দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্ত পাণ্ডবানহচিস্তয়ন্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সূর্যাস্তমনবেলায়াং সূর্যাস্তগমনসময়ে, শিবিরত অত্যাগং সমীপম্ ॥১॥

বিমুচ্যেতি । বাহান্ রথান্ । গহনং তরুলতাদিভির্নিবিড়ম্ ॥২॥

সেনেতি । অতিত আভিমুখ্যেন । নিকৃতাঃ কেবুচিদঙ্গেষু কিয়চ্ছিন্নাঃ । বট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

• ত্রীগণেশায় নমঃ । পূর্বম্বিন্ পূর্বপার্শ্বাণী কুটুম্বনাশমহু বয়মপি নশ্ততীত্যাভ্যুতম্, ইদানীং পরমধর্ম্মামুগো ব্রাহ্মণস্তদ্বর্মেষপি নিক্যতমং কৰ্ম্ম করোতীত্যাভ্যুতম্—ততস্তে সহিতা বীরা ইত্যাদিনা সৌপ্তিকপূর্বনি । ততঃ ছুর্য্যোদয়েন সৈন্তাপতেহখখারোহতিবেকানবরম্, তে অখখাধকপাচাৰ্য্যকৃতবর্ণাণঃ, শিবিরাত্যাগং শিবিরনিকটম্ দেশম্ আসাদ্য বাহান্ বিমুচ্য

সঞ্জয় বলিলেন—‘তাহার পর সূর্যাস্তের সময়ে সেই বীরেরা সন্মিলিত হইয়া, দক্ষিণমুখে যাইতে থাকিয়া, শিবিরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১॥

পরে তাঁহারা ভীত হইয়া রথ পরিত্যাগ করিয়া, সজ্বর চলিতে লাগিলেন । ক্রমে এক নিবিড় বনের নিকটে আসিয়া, সেখানে গুপ্তভাবে অবস্থান করিলেন ॥২॥

পরে তাঁহারা শিবিরের অভিমুখে অনতিদূরে একটু দাঁড়াইলেন ; তৎকালে তাঁহাদের কোন কোন অঙ্গ সুখার অস্ত্রে একটু একটু ছিন্ন এবং সমস্ত অঙ্গই ক্ষত-বিকৃত ছিল । এইভাবে তাঁহারা সেইস্থানে দাঁড়াইয়া, দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া, পাণ্ডবগণেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৩॥

(১)---উপাস্তমনবেলায়াং---বঙ্গ বর্ড নি ।

• মীলকর্ডেম পর্বসংগ্রহাধ্যায়োক্তং বিরোধবলালোচ্য কেবলাদর্শপুত্রকপাঠাহসারেন প্রাক্তমখ্যায়বয়ং শল্যপর্কীদে মতাকান ইদৃশং ব্যাচষ্টে শ্বেতি জেয়ম্ ।

শ্রীহ্মা চ নিনদং ঘোরং পাণ্ডবানাং জয়েষিণাম্ ।
 অনুসারভয়াস্তীতাঃ প্রাঙ্ মুখাঃ প্রাজ্ববন্ পুনঃ ॥৪॥
 তে মুহূর্তং ততো গম্বা আস্তবাহাঃ পিপাসিতাঃ ।
 নানুশ্রুন্ত মহেষাসাঃ ক্রোধামর্ষবশংগতাঃ ।
 রাজ্ঞো বধেন সন্তপ্তা মুহূর্তং সমবহিতাঃ ॥৫॥

ধৃতরাষ্ট্রে উবাচ ।

অশ্রদ্ধেয়মিদং কৰ্ম্ম কৃতং ভীমেন সঞ্জয় ।।
 যৎ স নাগাবুতপ্রাণঃ পুত্রো মম নিপাতিতঃ ॥৬॥
 অবধ্যঃ সৰ্ব্বভুতানাং বজ্রসংহননো যুবা ।
 পাণ্ডবৈঃ সমরে পুত্রো নিহতো মম সঞ্জয় । ॥৭॥
 ন দিষ্টমভ্যতিক্রাস্তং শক্যং গাবল্লগে । নরৈঃ ।
 যৎ সমেত্য রণে পার্শ্বৈঃ পুত্রো মম নিপাতিতঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

শ্রীহ্মেতি । অনুসারভয়াং বাহুগমনাশঙ্কাতঃ । প্রাজ্ববন্ ক্রতবগচ্ছন্ ॥৪॥
 ত ইতি । গম্বা পুনরপি যথারোহণেন, আস্তা বাহা অস্মা যেষাং তে । নানুশ্রুন্ত
 নানুশ্রুত । বট্ পাদোহরং শোকঃ ॥৫॥

অশ্রদ্ধেয়মিতি । অশ্রদ্ধেয়মবিধাতৃন্ । নাগাবুতপ্রাণো দশসহস্রহস্তিতুল্যবলঃ ॥৬॥

অবধ্য ইতি । বজ্রসংহননো বজ্রবদৃঢ়শরীরঃ, যুবেত্যতোপপত্তিঃ পূৰ্ব্বমুক্তা ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

ভবিশেষেতি বোজনা ॥১—৩॥ অনুসারঃ পৃষ্ঠগমনম্, প্রাজ্ববরিত্তি পুনর্কাহান্ বোজয়িত্বেতি

তদনন্তর তাঁহারা জয়ান্তিলাষী পাণ্ডবপক্ষের ভয়ঙ্কর কোলাহল শুনিয়া,
 অনুসরণের আশঙ্কায় ভীত হইয়া, পুনরায় পূৰ্ব্বমুখে চলিতে থাকিলেন ॥৪॥

ক্রমে তাঁহারা তথা হইতে একটুকাল গমন করিয়া পিপাসার্ত হইয়া পড়িলেন ;
 তাঁহাদের অশ্বগুলিও পরিত্যক্ত হইল । তৎকালে সেই মহাধর্ম্মজেরেরা ক্রোধ ও
 অসন্তোষের বশবর্তী হইয়া আর ক্ষমা করিবার অভিপ্রায় করিলেন না ।
 হর্ষোদ্বোধনের বধে সন্তপ্ত হইয়া, সেই স্থানেই কিছুকাল দাঁড়াইলেন ॥৫॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—‘সঞ্জয় । ভীম যে এই কার্য্যটা করিল ইহা বিশ্বাস করা যায়
 না । কারণ, আমার পুত্র হর্ষোদ্বোধন দশসহস্র হস্তীর তুল্য বলশালী ছিল ।
 তাঁহাকেই সে নিপাতিত করিল । ॥৬॥

সঞ্জয় । বজ্রের দ্বারা দৃঢ় শরীর ও যুবক আমার পুত্র হর্ষোদ্বোধন সমস্ত প্রাণীরাই
 অবধ্য ছিল ; কিন্তু পাণ্ডবেরা যুদ্ধে তাঁহাকে বধ করিল । ॥৭॥

অত্রিসারময়ং নুনং হৃদয়ং মম সঞ্জয় । ।
 হতং পুত্রশতং ক্রুদ্বা বরং দীর্ণং সহস্রথা ॥৯॥
 কথং হি বৃদ্ধমিধুনং হতপুত্রং ভবিষ্যতি ।
 ন হুহং পাণ্ডবেযশ্চ বিষয়ে বক্তব্যংসহে ॥১০॥
 কথং রাজ্ঞঃ পিতা ভূদ্বা বরং রাজা চ সঞ্জয় । ।
 প্রেয়তৃতঃ প্রবর্তেয়ং পাণ্ডবেযশ্চ শাসনাৎ ॥১১॥
 আজ্ঞাপ্য পৃথিবীং সৰ্বাং হিহা যুর্হনি সঞ্জয় । ।
 কথমশ্চ ভবিষ্যামি প্রেয়তৃতো হুরস্ককং ॥১২॥
 কথং ভীষ্মশ্চ বাক্যানি জ্যোতুং শক্যামি সঞ্জয় । ।
 যেন পুত্রশতং পূৰ্ণমেকেন নিহতং মম ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । দিষ্টং দৈবম্ । হে গাবল্গণে । গবল্গণপুত্র ! সঞ্জয় ! ॥৮॥
 অস্মীতি । অত্রিসারময়ং লৌহময়ম্ । নুনং নিশ্চিতম্ ॥৯॥
 কথমিতি । কথং কীদৃশম্, বৃদ্ধরোরাবরোমিধুনং বয়ম্ । বিষয়ে দেশে ॥১০॥
 কথমিতি । প্রেয়তৃতো দাসবরণঃ । শাসনাদাদেশাৎ ॥১১॥
 আজ্ঞাপ্যেতি । যুর্হনি রাজ্ঞাং শিরসি । হুরস্ককং হৃদয়কার্যকারী ॥১২॥
 অত্যন্তমসহং বিষয়মাহ কথমিতি । পূৰ্ণম্, ন নুনমিত্যাশয়ঃ ॥১৩॥

সঞ্জয় ! মানুষ দৈবকে অতিক্রম করিতে পারেনা । যেহেতু পাণ্ডবেরা যাইয়া আমার সেই পুত্রকে নিপাতিত করিয়াছে ॥৮॥

সঞ্জয় ! আমার হৃদয়টা নিশ্চয়ই লৌহময় । যেহেতু একশত পুত্রকে নিহত ওনিয়াও সে হৃদয় সহস্রভাগে বিদীর্ণ হয় নাই ॥৯॥

এই হতপুত্র বৃদ্ধদম্পতির কি অবস্থা হইবে ? আমি ত যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে বাস করিতে পারিব না ॥১০॥

সঞ্জয় ! আমি রাজার পিতা এবং নিজেও রাজা হইয়া কি প্রকারে যুধিষ্ঠিরের আদেশে দাসের স্তায় কার্য্য করিব ॥১১॥

সঞ্জয় ! সমগ্র পৃথিবীর উপরে আদেশ চালাইয়া এবং সমস্ত রাজার মন্তকের উপরে থাকিয়া, এখন কি প্রকারে যুধিষ্ঠিরের দাসের স্তায় হইয়া চলিব ॥১২॥

হায়, সঞ্জয় ! যে ভীষ্ম একক আমার পূর্ণ একশত পুত্রকে নিহত করিয়াছে ; আমি কি প্রকারে সেই ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিতে সমর্থ হইব ॥১৩॥

(১২) প্রেয়তৃত্য পৃথিবীং...নি ।

কৃতং সত্যং বচস্তস্ত বিহরস্ত মহাঙ্গনঃ ।

অকুর্ষ্বতা বচন্তেন মম পুত্রেণ সঞ্জয় । ১৪॥

অধর্ম্যেণ হতে তাত । পুত্রে হৃষ্যোধনে মম ।

কৃতবর্ণা কপো দ্রৌণিঃ কিমকুর্ষ্বত সঞ্জয় । ১৫॥

সঞ্জয় উবাচ ।

গঙ্গা তু তাবকা রাজন্ ! নাতিদূরমবস্থিতাঃ ।

অগস্ত্যস্ত বনং ঘোরং নানাঙ্গমলতারূতম্ ১৬॥

তে মুহূর্ত্তস্ত বিশ্রম্য লকৃতোইয়ৈর্যোতমৈঃ ।

সূর্যাস্তমনবেলায়াং সমাসেছর্মহনম্ ১৭॥

নানামৃগগণৈর্জুষ্ঠং নানাপক্ষিগণারূতম্ ।

নানাঙ্গমলতাচ্ছন্নং নানাব্যালনিষেবিতম্ ১৮॥

নানাতোয়েঃ সমাকীর্ণং নানাপুষ্পোপশোভিতম্ ।

পদ্মিনীশতসংছন্নং নীলোৎপলসমায়ুতম্ ১৯॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

কৃতমিতি । অকুর্ষ্বতা অরক্ষতা, বচো বিহরস্ত, তেন হৃষ্যোধনেন ১৪॥

অধর্ম্যেণেতি । অধর্ম্যেণ নাভেরধো গদাঘাতনিষেধাতিক্রমেণ । দ্রৌণিরবধামা ১৫॥

গংঘেতি । তাবকাৎপক্ষীয়াঃ কপ-কৃতবর্ণাঋখামানঃ ১৬॥

ত ইতি । সমাসেছর্ম্মঃ । মৃগাণাং পশুনাং গণৈঃ, জুষ্ঠং সেবিতম্ । নানাব্যালৈঃ
সপৈর্নিষেবিতম্ । পদ্মিনীনাং পদ্মসরসানাং শতেন সংছন্নং ব্যাপ্তম্ ১৭—১৯॥

সঞ্জয় । আমার পুত্র সেই হৃষ্যোধন বিহরের বাক্য রক্ষা না করিয়া, সেই
মহাত্মা বিহরের বাক্যগুলিকে সত্য করিয়াছে ১৪॥

বৎস সঞ্জয় । ভীম আমার পুত্র হৃষ্যোধনকে অশ্রায়ভাবে নিহত করিলে,
কৃতবর্ণা, কপাচার্য্য ও ঋখামা কি করিলেন ? ১৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘রাজা । আপনার পক্ষের সেই তিন মহাবীর অনতিদূরে
যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং নানাবিধ বৃক্ষ ও লতায় আবৃত ভয়ঙ্কর একটা বন
দেখিলেন ১৬॥

উঁহারা সেইস্থানে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া, উত্তম অশ্বগুলি জলপানে স্নান
হইলে, প্রমন করিতে থাকিয়া, সন্ধ্যাকালে বহু পুষ্পশোভিত সেই বিশাল বনে যাইয়া
উপস্থিত হইলেন । সেই বনে নানাবিধ পক্ষ ও পক্ষী বিচরণ করিতেছিল ; নানাবিধ
বৃক্ষলতা অবস্থিত ছিল ; বহুবিধ সর্প অবস্থান করিতেছিল এবং বহুতর জলাশয়
ছিল । সেগুলিতে আবার অনেক পদ্ম ও নীলোৎপল প্রকাশ পাইতেছিল ১৭—১৯॥

প্রবিশ্য তখনঃ ঘোরঃ বীক্ষ্যমাণাঃ সমস্ততঃ ।
 শাখাসহস্রসংছন্নঃ স্ত্রোত্রোঃ নদৃশুস্ততঃ ॥২০॥
 উপত্য তু তদা রাজন্ । স্ত্রোত্রোঃ তে মহারথাঃ ।
 দদৃশুর্দ্বিপদাঃ শ্রেষ্ঠাঃ শ্রেষ্ঠং তং বৈ বনস্পতিম্ ॥২১॥
 তেহবতীৰ্য্য রথেষু চ বিপ্রমুচ্য চ বাজিনঃ ।
 উপস্পৃশ্য যথাস্থায়ং সন্ধ্যামবাসত প্রভো । ॥২২॥
 ততোহস্তং পৰ্বতশ্রেষ্ঠমুপাশ্ৰে দিবাকরে ।
 সৰ্বশ্চ জগতো ধাত্রী শৰ্বরী সমপশুত ॥২৩॥
 গ্রহনক্ষত্রতারাভিঃ প্রকীর্ণাভিরলঙ্কিতম্ ।
 নভোহংসুকমিবাভাতি প্রেক্ষণীয়ং সমস্ততঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

প্রবিশেতি । সমস্ততঃ সর্কানু দিক্ । স্ত্রোত্রোঃ বটবৃক্ষম্ ॥২০॥
 উপত্যেতি । দ্বিপদাঃ যানুযাণাম্ । বনস্পতিং বৃক্ষম্ ॥২১॥
 ত ইতি । উপস্পৃশ্য আচম্য, অবাসত উপাসত ॥২২॥
 তত ইতি । ধাত্রী বিশ্রামকালতয়া রক্ষিত্রী, শৰ্বরী রাত্রিঃ, সমপশুত সমজায়ত ॥২৩॥
 গ্রহেতি । গ্রহা নক্ষত্রাদয়ঃ নক্ষত্রানি ঞ্জবাদীনি তারাকাদিতরানি ক্ষুদ্রাকারানি জ্যোতীঃ
 তাভিঃ, প্রকীর্ণাভিরিতস্ততো বিকিণ্ডাভিঃ । অংসুকং বিচিত্রং নীলবস্ত্রম্ ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

গম্যতে ॥১॥ নামৃগত ন পরামৃষ্টবস্তঃ, রাজ্ঞো হৃষ্যোদনস্ত ॥১—২১॥ অবাসত
 উপাসিতবস্তঃ ॥২২—২৩॥

তাহার পর কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি সেই ভয়ঙ্কর বনে প্রবেশপূর্বক সকলদিকে
 দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া, বহুশাখাসমাবৃত এক বটবৃক্ষ দর্শন করিলেন ॥২০॥

রাজা । মনুষ্যশ্রেষ্ঠ সেই মহারথেরা তখন সেই বটবৃক্ষের নিকটে যাইয়া, সেই
 বৃক্ষেরই অবস্থা কিয়ৎকাল দর্শন করিলেন ॥২১॥

রাজা । তাঁহারা রথ হইতে নামিয়া, ঘোড়াগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া, আচমন
 করিয়া যথানিয়মে সন্ধ্যোপাসনা করিলেন ॥২২॥

তাহার পর সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে, সমস্ত জগতের রক্ষক রাজিকাল
 উপস্থিত হইল ॥২৩॥

ক্রমে নানাস্থানে বিকীর্ণ গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণে সুশোভিত গগনমণ্ডল সুন্দর
 সুন্দর সূত্রপুষ্পখচিত নীলবস্ত্রের দ্বায় সুদৃশ্য হইয়া একাশ পাইতে লাগিল ॥২৪॥

(১২) নানাতোয়সমাকীর্ণতটাকৈরুপশোভিতম্...নি ।

ইচ্ছয়া তে প্রবল্গন্তি যে সন্তা রাত্রিচারিণঃ ।
 দিব্যচরাশ্চ যে সন্তান্তে নিদ্রাবশমাগতাঃ ॥২৫॥
 রাত্রিকরাণাং সন্তানাং নির্যোযোহুৎ হৃদারুণঃ ।
 ক্রব্যাদাশ্চ প্রমুদিতা ঘোরাঃ প্রাপ্তা চ শৰ্ব্বরী ॥২৬॥
 তস্মিন্ রাত্রিযুগে ঘোরে দুঃখশোকসমম্বিতাঃ ।
 কৃতবৰ্ম্মা কৃপো দ্রৌণিকৃপোপবিবিশুঃ সমম্ ॥২৭॥
 তত্রোপবিষ্টাঃ শোচন্তো মৃত্যোধস্ত সমীপতঃ ।
 তমেবার্ধমতিক্রান্তং কুরুপাণ্ডবয়োঃ ক্ষয়ম্ ॥২৮॥
 নিদ্রয়া চ পরীতাস্থা নিবেদুর্ধরগীতলে ।
 অমেগ হৃদুত যুক্তা বিকৃতা বিবিধৈঃ শরৈঃ ॥২৯॥
 ততো নিদ্রাবশং প্রাপ্তৌ কৃপভোজৌ মহারথৌ ।
 হৃথোচিতাবহুঃখার্হৌ নিষন্ধৌ ধরগীতলে ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

ইচ্ছয়েতি । প্রবল্গন্তি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ কুরুন্তি, সন্তাঃ পেচকাদয়ঃ প্রাণিনঃ ॥২৫॥
 রাত্রিমিতি । ক্রব্যাদা মাংসভোজিনঃ প্রাণিনঃ, প্রাপ্তা উপহিতা ॥২৬॥
 তস্মিন্নিতি । রাত্রিযুগে প্রদোষকালে । উপোপবিবিশুঃ নিকটে উপবিষ্টবন্তঃ ॥২৭॥
 তত্রোতি । উপবিষ্টা আসন্নিত্তি শেবঃ । অর্ধং বিবয়ম্ ॥২৮॥
 নিদ্রয়েতি । পরীতাস্থা ব্যাপ্ততয়া অলসগাত্রাঃ ; নিবেদুর্ধরবতহিরে ॥২৯॥
 তত ইতি । কৃপশ্চ ভোজৌ ভোজবংশীযঃ কৃতবৰ্ম্মা চ তৌ । নিষন্ধৌ শরিতৌ ॥৩০॥

যে সকল প্রাণী রাত্রিতে বিচরণ করে, তাহারা ইচ্ছা অনুসারে নানাবিধ কার্য্য করিতে থাকিল ; আর দিবসচারী প্রাণীরা নিদ্রিত হইয়া পড়িল ॥২৫॥

ক্রমশঃ গভীর রাত্রিকাল উপস্থিত হইল ; তখন রাত্রিচারী প্রাণিগণের অতি-দারুণ কোলাহল হইতে লাগিল এবং মাংসভোজী প্রাণীরা আনন্দিত হইল ॥২৬॥

সেই ভয়ঙ্কর প্রদোষকালে দুঃখে ও শোকে আকুল কৃতবৰ্ম্মা, কৃপাচার্য্য এবং অশ্বখামা সমানভাবে নিকটে নিকটে উপবেশন করিলেন ॥২৭॥

তাহারা বটবৃক্ষের নিকটে উপবেশন করিয়া অতীত কোরব ও পাণ্ডবগণের ক্ষয়বিষয়ে শোক করিতে লাগিলেন ॥২৮॥

নানাবিধ বাণে ক্ষতবিক্ষত দেহ, অত্যন্ত পরিভ্রান্ত এবং নিজাধমনিবন্ধন অলস-গাত্র সেই বীরেরা কিয়ৎকাল ভূতলে অবস্থান করিলেন ॥২৯॥

তাহার পর সুখভোগে অত্যন্ত এবং দুঃখভোগের অযোগ্য মহারথ কৃপাচার্য্য ও কৃতবৰ্ম্মা ভূতলে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন ॥৩০॥

তৌ তু শ্ৰুণৌ মহারাজ । শ্রমশোকসমম্বিতৌ ।
 মহাইশ্বর্যনোপেতৌ কুমাৰেব হনাধবৎ ॥৩১॥
 ক্রোধামৰ্ষবশং প্রাপ্তৌ ক্রোধপুত্রস্ত ভারত । ।
 নৈব স্ম স জগামাধ নিদ্রাং সৰ্প ইব খসন্ ॥৩২॥
 ন লেভে স তু নিদ্রাং বৈ দহমানো হি মনু্যনা ।
 বীক্ষাক্ষক্রে মহাবাহুস্তম্বনং ঘোরদৰ্শনম্ ॥৩৩॥
 বীক্ষমাণো বনোদ্দেশং নানাসঠৈর্নিষেবিতম্ ।
 অপশ্যত মহাবাহুর্ন্যাগ্রোধং বায়সৈবুতম্ ॥৩৪॥
 তত্র কাকসহস্রাণি তাং নিশাং পর্যণায়য়ন্ ।
 স্মখং স্বপন্তি কৌরব্য । পৃথক্ পৃথগপাশ্রয়াঃ ॥৩৫॥
 শ্ৰুণ্ডেযু তেষু কাকেষু বিশ্রক্লেযু সমস্ততঃ ।
 সোহপশ্যৎ সহস্রায়াস্তমূলুকং ঘোরদৰ্শনম্ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

ভাবিতি । মহাইশ্বর্যনোপেতৌ পূৰ্ণং প্রাপ্তমহামূল্যশব্দৌ ॥৩১॥
 ক্রোধেতি । ক্রোধশ্চ অমৰ্ষঃ অসহিষ্ণুতা চ তরোর্বশমধীনতাম্ ॥৩২॥
 নেতি । মনু্যনা ক্রোধানলেন । বীক্ষাক্ষক্রে দর্শন ॥৩৩॥
 বীক্ষেতি । নানাসঠৈর্বিবিধপ্রাণিভিঃ । শ্রুগ্রোধং তমেব বটবৃক্ষম্ ॥৩৪॥
 তত্রৈতি । পর্যণায়য়ন্ অতাক্রামন্ । অপাশ্রয়া অবহিতাঃ ॥৩৫॥

মহারাজ ! বাহারা পূৰ্ণ মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিতেন, সেই কৃপাচার্য্য ও
 কৃতবৰ্ম্মাই আস্ত ও ছঃখার্ত হইয়া, অনাথের স্থায় ভূতলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়া-
 ছিলেন ॥৩১॥

কিন্তু ভরতনন্দন ! ক্রোধে ও অসহিষ্ণুতায় অধীরচিত্ত অশ্বখামা সর্পের স্থায়
 শ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া নিদ্রা যাইতে পারিলেন না ॥৩২॥

মহাবাহু অশ্বখামা ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে থাকিয়া নিদ্রা লাভ করিতে পারেন
 নাই । পুত্ররাং তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া সেই ভয়ঙ্কর বন দর্শন করিতে
 লাগিলেন ॥৩৩॥

তদনন্তর মহাবাহু অশ্বখামা নানাপ্রাণিগণে পরিপূর্ণ সেই বনপ্রদেশ দর্শন
 করিতে থাকিয়া, ক্রমে কাকপরিবৃত বটবৃক্ষ দর্শন করিলেন ॥৩৪॥

কৌরবনন্দন ! সহস্র সহস্র কাক সেই বটবৃক্ষে থাকিয়া রাত্রি অতিবাহিত
 করিত এবং সেই বটবৃক্ষেরই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়া স্মখে নিদ্রা যাইত ॥৩৫॥

(৩৫)....তাং নিশাং পর্যণায়য়ন্...পি নি ।...স্মখং স্বপন্তিঃ কৌরব্য ।...নি ।

মহাশ্বনং মহাকায়াং হর্যাকং বক্রপিঙ্গলম্ ।
 সুদীর্ঘঘোণানথরং সুপর্ণমিব বেগিতম্ ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্)
 মোহন শব্দং যুহুং কৃৎ। লীয়মান ইবাণ্ডজঃ ।
 ঋত্বেদ্যস্ত ততঃ শাখাং প্রার্থয়ামাস ভারত । ॥৩৮॥
 সম্মিপত্য তু শাখায়াং ঋত্বেদ্যস্ত বিহঙ্গমঃ ।
 সুপ্তান্ জঘান সুবহুন্ বায়সান্ বায়সাস্তকঃ ॥৩৯॥
 কেষাকিদচ্ছিনৎ পক্ষান্ শিরাংসি চ চকর্ত হ ।
 চরণাংষ্টৈব কেষাকিষভস্ত চরণায়ুধঃ ।
 কণেনাহত্য বলবান্ যেহস্ত দৃষ্টিপথে স্থিতাঃ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

সুপ্তেস্থিতি । বিশ্রব্ধে বিব্রভে । উলুকং পেচকম্ । হর্যাকং পিঙ্গলনেত্রম্, বক্রপিঙ্গলং
 বক্রপিঙ্গলবর্ণম্ । সুদীর্ঘা ঘোণা নাসিকা নথরাস্ত যত্র তন্ ॥৩৭—৩৮॥
 ন ইতি । লীয়মানো লুকায়িত ইব । অণ্ডজঃ পক্ষী পেচকঃ । শাখাং গন্তম্ ॥৩৮॥
 সম্মিতি । বিহঙ্গমঃ পক্ষী পেচকঃ । বায়সান্ কাকান্ ॥৩৯॥
 কেষাকিদৃষ্টি । চকর্ত চিচ্ছেদ । চরণায়ুধঃ পেচকঃ । বটপাদোহস্তঃ স্রোকঃ ॥৪০॥

ভারতভাবদীপঃ

অলঙ্কৃতং রক্তবিন্দুচিহ্নিতম্ অংকুশং বহুম্ ॥২৪—৩০॥ শরনোপেত্যৌ প্রাগিতি শেষঃ
 ॥৩১—৩৪॥ পর্যাণাবয়বং পরিণীতবস্ত আসন্ ॥৩৫—৩৬॥ হর্যাকং হরিশ্রনিমিত্তলোচনং,

অশ্বখামা দেখিলেন—বিন্দুচিহ্নিত সেই কাকগণ সকলদিকে নিজ্জিত হইয়া
 পড়িলে, ভীষণমূর্ত্তি ও গরুড়ের স্থায় বেগবান্ একটা পেচক হঠাৎ সেইস্থানে
 আগমন করিতে লাগিল ; তাহার কণ্ঠস্বর বৃহৎ, শরীর বিশাল, নমনমূল পিঙ্গলবর্ণ,
 শরীরটাও কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ এবং নাসিকা ও নথগুলি অতিদীর্ঘ ছিল ॥৩৬—৩৭॥

ভরতনন্দন ! তাহার পর সেই পেচক যেন লুকায়িত থাকিয়া যুহু যুহু রব
 করিয়া বটবৃক্ষের শাখাগুলিতে পড়িবার ইচ্ছা করিল ॥৩৮॥

ক্রমে সেই কাকহস্তা পেচক বটবৃক্ষের শাখায় পতিত হইয়া বহুতর নিজ্জিত
 কাক বিনাশ করিল ॥৩৯॥

বলবান্ সেই পেচকের দৃষ্টিপথে যতগুলি কাক পতিত হইয়াছিল, সেগুলির
 মধ্যে কতকগুলির পক্ষ ছেদন করিল ; কতকগুলির মাথা কাটিয়া কেদিল এবং
 কতকগুলির চরণ ভগ্ন করিল ॥৪০॥

(৩৭)...সুদীর্ঘঘোণানথরং...নি । (৩৮)...প্রার্থয়ামাস ভারত।—নি । (৪০)...

কণেনাহত্য ন বলবান্...নি ।

তেষাং শরীরাবয়বৈঃ শরীরৈশ্চ বিশাংপতে ! ।
 শৃংখোদমণ্ডলং সৰ্বং সংছন্নং সৰ্বতোহস্তবৎ ॥৪১॥
 তাংস্ত্ব হস্তা ততঃ কাকান্ কৌশিকে। মুদিতোহস্তবৎ ।
 প্রতিকৃত্য যথাকামং শক্রগাং শক্রসূদনঃ ॥৪২॥
 তদৃষ্ঠ্বা সোপধং কৰ্ম্ম কৌশিকেন কৃতং নিশি ।
 তদ্বাবে কৃতসঙ্কল্পো জ্যোনিরেকোহস্থচিস্তয়ৎ ॥৪৩॥
 উপদেশঃ কৃতোহনেন পক্ষিণা মম সংযুগে ।
 শক্রগাং ক্ষয়ণে যুক্তঃ প্রাপ্তকালশ্চ মে মতঃ ॥৪৪॥
 নাশ্য শক্যা। ময়া হস্তং পাণ্ডবা ক্ষিতকাশিনঃ ।
 বলবন্তঃ কৃতোংসাহা লকলক্ষ্যাঃ প্রহারিণঃ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি । শৃংখোদমণ্ডলং মণ্ডলং গোলাকারঃ অধোদেশঃ ॥৪১॥
 তানিতি । কৌশিকঃ পেচকঃ । প্রতিকৃত্য প্রতীকারং বিধায় ॥৪২॥
 তদ্বাবে । সোপধং ছলপ্রযুক্তম্, কৌশিকেন পেচকেন । তদ্বাবে তৎপ্রকারেণ শক্র-
 সংহারে, কৃতসঙ্কল্পঃ কৌশিকবাণীরত তদ্বাবকথাৎ ॥৪৩॥
 উপদেশঃ । ক্ষয়ণে ক্ষয়করণে, যুক্তো যোগ্যঃ, প্রাপ্তকাল এতৎকালোচিতঃ ॥৪৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ঘোশা নাগা, নধরভীক্লনধঃ ॥৩৭—৪২॥ সোপধং লকপটম্ ॥৪৩॥ তদ্বাবে কপটভাবে ।
 উপদেশ ইতি । হুর্জনাচরিতং মার্গং প্রমাণং কুর্ত্তে খলাঃ । বিশ্বস্তান্ হিংসিতুং জ্যোনি-
 কলুকমকরোদৃষ্টকম্ ॥৪৪—৪৭॥

ইতি শল্যপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬৭॥

নরনাথ । সেই কাকগুলির শরীর ও অঙ্গসকল পতিত হওয়ায় বটবৃক্ষের তলদেশ আবৃত হইয়া গেল ॥৪১॥

শক্রহস্তা পেচক সেই কাকগণকে বিনাশপূৰ্ব্বক ইচ্ছা অল্পসারে শক্রপক্ষের প্রতীকার করিয়া আনন্দ লাভ করিল ॥৪২॥

পেচক ছলকৌশলে সেই কার্য্য করিল দেখিয়া, সেই প্রকারেই শক্রসংহারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, একাকী অশ্বখামা চিন্তা করিতে লাগিলেন—॥৪৩॥

এই পক্ষীটা শক্রসংহারবিষয়ে উপযুক্ত উপদেশই আমাকে দিয়াছে এবং আমার এই ধারণা হইয়াছে যে, এই উপদেশ এই সময়ের যোগ্যও বটে ॥৪৪॥

(৪৪)·· শক্রগাং লকপণং যুক্তং প্রাপ্তঃ কালশ্চ··নি ।

রাজঃ সকাশে তেষাং প্রতিজ্ঞাতো বধো ময়া ।
 পতঙ্গাণিসমাং বৃষ্টিমান্বায়াস্ববিনাশিনীম্ ॥৪৬॥
 শ্রায়তো যুধ্যমানস্ত প্রাণত্যাগো ন সংশয়ঃ ।
 হৃদ্যনা তু ভবেৎ সিদ্ধিঃ শত্রুণাং ক্রয়ো মহান্ ॥৪৭॥
 তত্র সংশয়িতাদর্থাৎসৌখ্যার্থে নিঃসংশয়ো ভবেৎ ।
 তং জনা বহু মনুষ্যে যে চ শাস্ত্রাবশারদাঃ ॥৪৮॥
 যচ্চাপ্যত্র ভবেদ্বাচ্যং গর্হিতং লোকনিন্দিতম্ ।
 কৰ্ত্তব্যং তদ্বাসুশ্ৰেণ ক্রতুধর্ম্মেণ বর্ততা ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

মেতি । ন শক্যা শ্রায়যুদ্ধেন, জিতকামিনো বিজয়শোভিনঃ ॥৪৬॥

রাজ ইতি । রাজো হৃর্যোধনস্ত । পতঙ্গাণিসমামগ্নিবিনাশে পতঙ্গেন কৃতা প্রতিজ্ঞা
 বধা তদ্বিনাশিনী ভবেৎ তথৈতৎ ॥৪৬॥

শ্রায়ত ইতি । যুধ্যমানস্ত ময়, প্রাণত্যাগঃ, তেষাং প্রবলভাষাছল্যাচ্ছেতি ভাবঃ ॥৪৭॥

তত্র ইতি । অর্থাধিবরাৎ, অর্থো বিবয়ঃ । বহু মনুষ্যে আশ্রিত্যে ॥৪৮॥

উক্তার্থে লোকনিন্দামানক্যাহ বদিত্তি । বর্ততা বর্তমানেন ॥৪৯॥

বর্তমান সময়ে পাণ্ডবেরা বলবান, উৎসাহী ও বিজয়শোভী বলিয়া লক্ষ্য
 পাইলেই প্রহার করিতে থাকিবে; সুতরাং আমি শ্রায়যুদ্ধে তাহাদিগকে বধ
 করিতে সমর্থ হইব না ॥৪৬॥

অথচ আমি রাজা হৃর্যোধনের নিকটে পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবার প্রতিজ্ঞা
 করিয়াছি; কিন্তু অগ্নিবিনাশের প্রতিজ্ঞা করিলে, পতঙ্গের (ফড়িংএর) যেমন
 আশ্রবিনাশেরই সম্ভাবনা হয়, তেমন ঐ প্রতিজ্ঞায় আমার আশ্রবিনাশেরই সম্পূর্ণ
 সম্ভাবনা আছে ॥৪৬॥

অতএব শ্রায়ভাবে যুদ্ধ করিলে, আমাকে যে প্রাণত্যাগই করিতে হইবে
 ঐ বিষয়ে সন্দেহ নাই; আর ছলক্রমে যুদ্ধ করিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে । কেননা
 তাহাতে শত্রুপক্ষের গুরুতর ক্ষয় হইবে ॥৪৭॥

সুতরাং সন্দিগ্ধবিষয় ও নিশ্চিতবিষয় এই উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরা
 নিশ্চিত বিষয়ই আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥৪৮॥

এই জগতে যে কার্য্য বাস্তবিক গর্হিত বলিয়া লোকসমাজে নিন্দাই হয়,
 কত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী মানুষের পক্ষে তাহাও কৰ্ত্তব্য ॥৪৯॥

(৪৬) রাজঃ সকাশাভেবাদ্... পি বল বর্জ্জ ।

নিম্নিতানি চ সৰ্বানি কুংসিতানি পদে পদে ।

সোপধানি কৃতান্তেব পাণ্ডবৈরকৃতান্তভিঃ ॥৫০॥

অগ্নিরর্থে পুরা গীতা শ্রয়ন্তে ধর্মচিন্তকৈঃ ।

শ্লোকা শ্রায়মবেকস্তিস্তদ্বার্থান্তদ্বদনিত্তিঃ ॥৫১॥

পরিশ্রান্তে বিদীর্ণে বা ভুজ্জানে বাপি শত্রুভিঃ ।

প্রস্থানে বা প্রবেশে বা প্রহর্তব্যং রিপোর্ক্সলম্ ॥৫২॥

নিজ্জার্তমর্জরাত্রে চ তথা নষ্টপ্রণায়কম্ ।

ভিন্নযোধং বলং যচ্চ বিধায়ুক্তঞ্চ যন্তবেৎ ॥৫৩॥

ইত্যেবং নিশ্চয়ং চক্রে স্থপানং নিশি যারণে ।

পাণ্ডুনাং সহ পাকালৈর্জ্ঞেয়পুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডবানামপি তৎকরণমাহ নিম্নিতানীতি । সোপধানি সঙ্কলানি, অকৃতান্তভিরনিক্ত-
বুদ্ধিভিঃ ॥৫০॥

অগ্নিরর্থে প্রাচীনসংবাদমাহ অগ্নিরিতি । অবেকতিঃ পত্রভিঃ, তদ্বার্থা যথার্থার্থাঃ ॥৫১॥

তান্ শ্লোকানাহ পরীতি । বিদীর্ণে ভগ্নসম্ভে । প্রস্থানে পলায়নে, প্রবেশে গৃহাদৌ ॥৫২॥

নিজ্জতি । নষ্টাঃ প্রণায়কাঃ প্রধানবীরা যন্ত তৎ । ভিন্নাঃ সঙ্ঘচ্যুতা যোধা যন্ত তৎ,
বিধায়ুক্তং বুদ্ধিমদানীং কর্তব্যং নবেতি সন্নিহম্, তদপি প্রহর্তব্যমিত্যনুবৃতিঃ ॥৫৩॥

ইতীতি । পাণ্ডুনাং পাণ্ডবানান্ ॥৫৪॥

অপরিমার্জিত বুদ্ধি পাণ্ডবেরাও ত ছল করিয়াই পদে পদে স্থপিত ও নিম্নিত
কার্যসকল করিয়াছে ॥৫০॥

পূর্বকালে ধর্মচিন্তাকারী, শ্রায়দর্শী ও তদ্বক্ত লোকেরাও এই বিষয়েই কতক-
গুলি শ্লোক বলিয়া গিয়াছেন ; তাহা আমরা তুলিয়া থাকি—॥৫১॥

শত্রুসৈন্য—পরিশ্রান্ত, ভগ্ন, ভোজনপ্রবৃত্ত, পলায়মান ও কোন অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট
হইলে, বিপক্ষেরা তাহাদের উপরে প্রহার করিবে ॥৫২॥

এবং শত্রুসৈন্য অর্জরাজকালে নিজ্জিত হইলে কিংবা প্রধান যোদ্ধারা নিহত
বা নিরুদ্ধ হইয়া গেলে, অথবা যোদ্ধারা সঙ্ঘচ্যুত হইয়া পড়িলে কিংবা 'এখন
বুদ্ধ কর্তব্য কি না' এইরূপ সংশয়াপন্ন হইলে, তখনও তাহাদের উপরে প্রহার
করিবে' ॥৫৩॥

প্রতাপশালী অশ্বপামা এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিয়া, পাকালগণের সহিত
পাণ্ডবগণের সেই রাজিকালে গুপ্তহত্যা করিবার ভ্রম স্থির করিলেন ॥৫৪॥

(৫১)....শ্রয়ন্তে ধর্মচিন্তকৈঃ...নি ।

স ক্রুরাঃ মতিমান্ধার বিনিশ্চিতা মুহূৰ্হঃ ।
 স্ত্রুণৌ প্রাবোধয়তো তু মাতুলং ভোজমেব চ ॥৫৫॥
 তৌ প্রবুদ্ধৌ মহাত্মানৌ কৃপভোজৌ মহাবলৌ ।
 নোত্তরং প্রত্যপদ্যেতাং তত্র যুক্তং হিরাযুতো ॥৫৬॥
 স মুহূৰ্ত্তমিব ধ্যানা বাম্পবিহ্বলমব্রবীৎ ।
 হতো হৃষ্যোধনো রাজা একবীরো মহাবলঃ ।
 যস্তার্থে বৈরমস্মাভিরাশক্তং পাণ্ডবৈঃ সহ ॥৫৭॥
 একাকী বহুভিঃ কুত্ৰৈৱাহবে শুদ্ধবিক্রমঃ ।
 পাতিতো ভীমসেনেন একাদশচমুপতিঃ ॥৫৮॥
 বৃকোদরেণ কুদ্রেণ স্নানশংসমিদং কৃতম্ ।
 মূৰ্দ্ধাভিষিক্তস্য শিরঃ পাদেন পরিমৃদতা ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স্ত্রুণৌ নিদ্রিতৌ, মাতুলং কৃপম্, ভোজং কৃতবর্ণ্যাপম্ ॥৫৫॥
 ভাবিত্তি । প্রবুদ্ধৌ আগরিতৌ । প্রত্যপদ্যেতাং কৃত্যম্, হিরা লজ্জয়া ॥৫৬॥
 স ইতি । সঃ অশ্বখামা । একবীরঃ অধিতীরবীরঃ । আশক্তং অবশিতম্ । ঘটপাদঃ ॥৫৭॥
 একাকীতি । একাকী নিঃসহায়ঃ । একাদশচমুপতিরেকাদশাকৌহিনীসৈন্তপতিঃ ॥৫৮॥
 বৃকোদরেণেতি । স্নানশংসমতীবনির্ভূতম্ । যথাবিধি মূৰ্দ্ধনি অভিষিক্তস্য রাজ্যঃ ॥৫৯॥

অশ্বখামা এইরূপ হিংস্রবুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক বার বার ঐরূপ নিশ্চয় করিয়া,
 নিদ্রিত কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ণ্যাকে আগরিত করিলেন ॥৫৫॥

তখন মহাত্মা ও মহাবল কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ণ্য আগরিত হইয়া সেই বিষয়
 শুনিয়া, লজ্জাবশতঃ কোন উত্তর করিতে পারিলেন না ॥৫৬॥

অশ্বখামা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া, বাম্পগদগদ স্বরে বলিলেন—‘আমরা বাঁহার
 লক্ষ পাণ্ডবগণের সহিত লক্ষতা ঘটাইয়াছি ; সেই অধিতীর বীর ও মহাবল রাজা
 হৃষ্যোধন নিহত হইয়াছেন ॥৫৭॥

যথার্থ বিক্রমশালী একাকী রাজা হৃষ্যোধন বহুতর নীচাশয়কর্তৃক পরিবেষ্টিত
 হইয়াছিলেন ; পরে সেই একাদশ অকৌহিনী সৈন্তের অধিপতি হৃষ্যোধনকে
 ভীমসেন নিপাতিত করিয়াছে ॥৫৮॥

নীচাশয় ভীমসেন চরণদ্বারা মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত রাজা হৃষ্যোধনের মস্তক মর্দন করিয়া
 অতিনৃশংসের কার্য্য করিয়াছে ॥৫৯॥

(৫৫)....সোত্তরং প্রতিপদ্যেতাং...কদ বর্জ্জ মি । (৫৭)....ভাবুতো বাক্যমব্রবীৎ মি

(৫৯)....পাদেন পরিমৃদতা...মি ।

বিন্দুস্তি চ পাফালাঃ ক্ষেড়স্তি চ হস্তস্তি চ ।
 ধমস্তি শব্দান্ শতপো হস্তো যস্তি চ চুন্দুভীন্ ॥৬০॥
 বাদিত্রৈষোবস্তয়ুলো বিমিশ্রঃ শব্দনিঃস্বনৈঃ ।
 অনিলেনেরিতো ঘোরো দিশঃ পূরয়তীব হ ॥৬১॥
 অশ্বানাং হেষমাণানাং গজানাকৈব বৃংহতাম্ ।
 সিংহনাদশ্চ শূরাণাং শ্রুয়তে হুমহানয়ম্ ॥৬২॥
 দিশং প্রাচীং সমাপ্তিত্য হস্তানাং গচ্ছতাং ভূশম্ ।
 রথনেমিস্বনাক্ষৈচব শ্রবন্তে লোমহর্ষণাঃ ॥৬৩॥
 পাণ্ডবৈর্ধর্তিরাষ্ট্রাণাং যদিদং কদনং কৃতম্ ।
 বয়মেব ত্রয়ঃ শিষ্টা অগ্নিস্থহতি বৈশসে ॥৬৪॥
 কেচিরাগশতপ্রাণাঃ কেচিৎ সর্বাঙ্গকোবিদাঃ ।
 নিহতাঃ পাণ্ডবেষৈস্তে মগ্নে কালশ্চ পর্যায়ম্ ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

বিন্দুস্তীতি । ক্ষেড়স্তি সিংহনাদং কুর্ত্তি । ধমস্তি বাদয়তি । যস্তি তাড়য়তি ॥৬০॥
 বাদিত্রৈতি । অনিলেন বায়ুনা, ঈরিতঃ স্ফালিতঃ ॥৬১॥
 অশ্বানামিতি । হেষমাণানাং হেষারবং কুর্ত্ততাম্, বৃংহতাং বৃংহিতধ্বনিং কুর্ত্ততাম্ ॥৬২॥
 দিশমিতি । রথানাং নেমিস্বনাক্ষপ্রান্তধ্বনাঃ ॥৬৩॥
 পাণ্ডবৈরिति । কদনং মহামারী । শিষ্টা অবশেষাঃ অঃ, বৈশসে হিংসারাম্ ॥৬৪॥
 কেচিদিতি । নাগশতপ্রাণাঃ শতহস্তিবলতুল্যাবলাঃ । পর্যায়ং পরিবর্ত্তনম্ ॥৬৫॥

তাহাতে পাফালেরা আনন্দিত হইয়া গর্জন করিতেছে, সিংহনাদ করিতেছে
 এবং শব্দ ও চুন্দুভি বাজাইতেছে ॥৬০॥

শব্দধ্বনি মিশ্রিত সেই তুল বাত্মধ্বনি বায়ুকর্ত্তক স্ফালিত হইয়া, সমস্তদিকই
 ঘেঁ পূর্ণ করিতেছে ॥৬১॥

অশ্বগণের বিশাল হেষারব, হস্তিগণের বৃহৎ বৃংহিতধ্বনি এবং বীরগণের গুরুতর
 সিংহনাদ এই শুনা যাইতেছে ॥৬২॥

পাণ্ডবেরা আনন্দিত হইয়া পূর্বদিকে গমন করিতেছে : তাহাতে তাহাদের
 রথচক্রের লোমহর্ষণ শব্দ শুনা যাইতেছে ॥৬৩॥

পাণ্ডবেরা কৌরবপক্ষের এই যে মহামারী ঘটাইয়াছে ; সেই মহামারী ব্যাপারে
 এখন আমরাই তিনজন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছি ॥৬৪॥

(৬০)....ক্ষেড়স্তি চ হস্তস্তি চ....নি ।

এবমেতেন ভাব্যং হি নুনং কার্যেণ তদ্বতঃ ।

যথা হস্তেদৃশী নির্ভা কৃতে কার্যেহপি হুঙ্করে ॥৬৬॥

ভবতোস্ত যদি প্রজ্ঞা ন মোহাদপনীযতে ।

ব্যসনেহাস্মিন্মহত্যার্থে যমঃ প্রেরয়তুচ্চ্যতাম্ ॥৬৭॥

ইতি শ্রীমহাত্ম্যে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাগিক্যাং সৌপ্তিক-
পর্বণি স্তপ্তবধে দ্বোনিমজ্জনায়াং তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

—:—:—

কুপ উবাচ ।

শ্রুতশ্চৈব বচনং সর্বং যদ্যদ্বক্তং জ্ঞয়া বিভো ॥

মমাপি তু বচঃ কিঞ্চিচ্ছৃণুয্যাদ্য মহাভূজ ! ॥১॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । এতেন যৎসঙ্কল্পিতেন, কার্যেণ পাণ্ডবপক্ষাণাং শুশ্রূহত্যাকর্মণা । ভাব্যং
দৈবান্দেব ভবিতব্যম্ । অত যুক্তত, নির্ভা পরিসমাপ্তির্ভবিষ্যতীতি শেবঃ । হুঙ্করে কার্যে ইয়ত্তং
কালং বাবৎ অসংকল্পনি পাণ্ডবৈঃ কৃতেহপি ॥৬৬॥

ভবতোরিতি । প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ, অপটীয়তে কীরতে । ব্যসনে বিপদি ॥৬৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাত্ম্যে-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যাতাং সৌপ্তিকপর্বণি স্তপ্তবধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥১॥

আমাদের মধ্যে কতকগুলি বীর প্রত্যেকে শত হস্তীর তুল্য বলবান্ ছিলেন,
আবার অনেকে সমস্ত অস্ত্রই প্রয়োগ করিতে জানিতেন; তথাপি পাণ্ডবেরা
তাঁহাদিগকে নিহত করিয়াছে, ইহাতে আমি মনে করি—এটা কাল পরিবর্তনেরই
ফল ॥৬৫॥

পাণ্ডবেরা এইরূপ হুঙ্কর কার্য্য করিয়া থাকিলেও নিশ্চয়ই আমার সঙ্কল্পিত এই
ব্যাপার এইভাবে ঘটিবে এবং এই ব্যাপারেই এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইবে ॥৬৬॥

আপনাদের বুদ্ধি মোহবশতঃ যদি কীণ না হইয়া থাকে, তবে এই মহাবিপদের
সময়ে আমাদের পক্ষে যাহা ভাল হয় তাহা আপনারা বলুন ॥৬৭॥

(৬৬)---কৃতে যদ্যেহপি হুঙ্করে—নি । (৬৭)---ন মোহাদপনীযতে---ব্যপদেহস্মিন্---পি
বদ বর্জ । * '---প্রববোহধ্যায়ঃ---পি বদ বর্জ বা সো নি ।

আবক্ষান্মানুযাঃ সৰ্বে নিবন্ধাঃ কৰ্মণোৰ্যয়োঃ ।
 দৈবে পুরুষকাৰে চ পরং তাত্যাং ন বিদ্যতে ॥২॥
 ন হি দৈবেন সিধ্যস্তি কার্যাণ্যেকেন সত্তম ।।
 ন চাপি কৰ্মণৈকেন বাত্যাং সিদ্ধিস্ত যোগতঃ ॥৩॥
 তাত্যামুতাত্যাং সৰ্বার্থা নিবন্ধা হৃদমোত্তমাঃ ।
 প্রবৃত্তাশ্চৈব দৃশ্যন্তে নিবৃত্তাশ্চৈব সৰ্বণঃ ॥৪॥
 পৰ্জন্তঃ পৰ্বতে বৰ্ষন্ কিম্ সাধয়তে ফলম্ ।
 কৃষ্ণে ক্ষেত্রে তথা বৰ্ষন্ কিং ন সাধয়তে ফলম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুতিমিতি । হে বিভো ! মহাবীরবাৎ সম্প্রত্যাবহোনিয়কদ্বাচ্চ প্রভাবাষিত । ॥১॥

আবক্ষাদিতি । আবক্ষাৎ জগদগ্রহণাদারভ্য, যয়োঃ কৰ্মণোঃ প্রাপ্তনশ্বতাত্যুতকৰ্ম্মত্যা-
 মিত্যর্থঃ । নিবন্ধাঃ সংসৃষ্টা ভবন্তি । তেষাং দৈবে পুরুষকাৰে চ সতি কৰ্ম্মসিদ্ধিৰ্ভবতীতি
 শেষঃ । তাত্যাং দৈবপুরুষকারাত্যাং, পরমন্তং, কৰ্ম্মসিদ্ধিকারণং ন বিদ্যতে ॥২॥

নেতি । কৰ্ম্মণা পুরুষকাৰেণ, যোগতন্তরোঃ সম্মেলনেন ॥৩॥

তাত্যামিতি । সৰ্বে অর্থ্য বিষয়াঃ, নিবন্ধা নিবন্ধিতাঃ । প্রবৃত্তাঃ সম্পদাঃ, নিবৃত্তা
 ব্যাহতাঃ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রুতং ত ইতি ॥১॥ দৈবে অ। সমস্তাৎ বন্ধাঃ, পুরুষকাৰে নিহীনতয়া । বন্ধাঃ, তেন দৈবং
 প্রধানং পুরুষকার উপসর্জনমিত্যুক্তং ভবতি ॥২—৪॥ বৰ্ষন্ কিং ফলং ন সাধয়তে অপি তু
 সাধয়ত্যেব, কৃষিং বিনাপি বনেচরাঃ কেবলং পৰ্জন্তেন জীবন্তি ন তু কৃষীকলাঃ কেবলয়া কৃষ্যা

কৃপাচার্য্য বলিলেন—‘মহাবাহু বীর । তুমি যে যে কথা বলিয়াছ সে সমস্তই
 আমি শুনিয়াছি । এখন আমারও কিছু কথা তুমি শোন ॥১॥

সমস্ত যাহুযই জগদ্রাবধি শুভাদৃষ্ট ও অশুভাদৃষ্টদ্বারা নিয়মিত হইয়া চলিতে
 থাকে ; তা’র পর দৈব ও পুরুষকার উভয় থাকিলে তাহাদের কার্য্য সিদ্ধি হয় ।
 কেননা দৈব ও পুরুষকারব্যতীত কার্য্যসিদ্ধির অন্য কোন কারণ নাই ॥২॥

বিজ্ঞশ্ৰেষ্ঠ । একমাত্র দৈবদ্বারাও কার্য্যসিদ্ধি হয় না, আবার একমাত্র পুরুষ-
 কারদ্বারাও কার্য্যসিদ্ধি হয় না ; কিন্তু দৈব ও পুরুষকার উভয় মিলিত হইলেই
 কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥৩॥

কারণ, ভাল মন্দ সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার উভয়দ্বারা নিয়মিত ।
 সুতরাং সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার উভয় থাকিলে সফল হয়, আর উহার
 একটা না থাকিলেই কার্য্য নিফল হইয়া যায় ॥৪॥

(২) আবক্ষা মানুযাঃ সৰ্বে...বদ বর্ষ ।

উখানকাপ্যদৈবত্ব অমুখানক দৈবতম্ ।

ব্যর্থং ভবতি সৰ্বত্র পূৰ্বকন্তু নিশ্চয়ঃ ॥৬॥

শ্রুশ্চে তু যথা দৈবে সম্যক্ ক্বেত্রে চ কৰ্ষিতে ।

বীজং মহাগুণং ভূয়াতথা সিদ্ধির্হি মানুষী ॥৭॥

তয়োর্দৈবং বিনিশ্চিত্য স্বয়ং নৈব প্রবর্ততে ।

প্রাজ্ঞাঃ পুরুষকারে তু বর্তন্তে দাক্ষ্যমাহিতাঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

পৰ্জন্ত ইতি । পৰ্জন্তো মেঘঃ । ক্বেত্রাহুসারেণৈব ফলং ভবতীতি ভাবঃ ॥৬॥

উখানমিতি । অদৈবত্ব ত্তাদৃষ্টশূন্যত্ব জনত, উখানং কার্যোত্তমশ্চ, দৈবতং দৈবপ্রযুক্তং ত্তাদৃষ্টপ্রযুক্তমিত্যর্থঃ, অমুখানং কার্যোত্তমশ্চ, তত্র পূৰ্বকো নিশ্চয়ঃ প্রেয়ানিতি মেঘঃ, তথা চ অসতি ত্তাদৃষ্টে কার্যোত্তমঃ ফলং ন সাধয়তি । সতি ত্তাদৃষ্টে তু কার্যোত্তমাতাবেহপি ফলং ভবতীতি ত্তাদৃষ্টস্বা পূৰ্বং নির্ণেতব্যেতি ভাবঃ ॥৬॥

শ্রুশ্চে ইতি । দৈবে দৈবপ্রযুক্তে, শ্রুশ্চে প্রচুরবর্ষণে সতি, বীজযুগ্মং সৎ, মহাগুণমধিক-ফলজনকম্ । তথা দৈবে পুরুষকারে সতীত্যর্থঃ ॥৭॥

তয়োরিতি । তয়োর্দৈবপুরুষকারয়োর্মধ্যে, দৈবং কর্তৃ, স্বয়ং পুরুষকারনৈরপেক্ষ্যেণ

ভারতভাবদীপঃ

জীবন্তি, এবং পুরুষকারো দৈবমপেক্ষতে দৈবত্ব নাভীত্ব পুরুষকারাপেক্ষমিতি ভাবঃ ॥৬॥
এতদেবাহ উখানমিতি । দৈবত্ব প্রধানতৌখানম্, পুরুষকারো ব্যর্থং ভবতি তথা অমুখান-মুখানহীনং দৈবমপি ব্যর্থমিতি শক্ভয়ং সৰ্বত্র ব্যবহৃতি, তত্র পূৰ্ব এব শকঃ প্রেয়ান্ ইত্যর্থঃ ॥৬॥
বহোরাহুকূল্যং শ্রেষ্ঠতরমিত্যাহ শ্রুশ্চে ইতি ॥৭॥ দৈবং বলবদिति মেঘঃ । বতঃ স্বয়মপি পুরুষকারং বিনাপি প্রবর্ততে ফলং দাতুমিতি মেঘঃ । তর্হি কিং পুরুষকারে-

মেঘ পৰ্জন্তের উপরে বর্ষণ করিয়া কি ফল জন্মাইয়া থাকে ? আবার কৃষ্টক্বেত্রে (কর্ষণ করা ভূমিতে) বর্ষণ করিয়া কোন্ ফল না উৎপাদন করে ? ॥৬॥

ত্তাদৃষ্টবিহীন লোকের কার্য করার উত্তম এবং ত্তাদৃষ্টযুক্ত লোকের কার্য করার অমুত্তম এই উভয়ই সৰ্বত্র ব্যর্থ হয় । অতএব প্রথমে ত্তাদৃষ্ট আছে কি না এই বিষয় নিরূপণ করিতে হইবে ॥৬॥

ত্বেব প্রচুর বর্ষণ করিলে এবং ভূমিও ভাল কর্ষণ করা থাকিলে, তাহাতে রোপিত বীজ যেমন প্রচুর ফল উৎপাদন করে, মানুষের সিদ্ধিও সেইরূপ (অর্থাৎ দৈব ও পুরুষকার উভয় থাকিলেই মানুষের কার্য সিদ্ধি হয়) ॥৭॥

(৬) উখানং চাপি দৈবত্ব...পূৰ্বকন্তু বিনিশ্চয়ঃ—নি ।

(৮) তয়োর্দৈবং তু হৃদিত্যং স্ববশেনৈব বর্ততে...দৈবমাহিতাঃ—নি ।

তাত্ৰাং সৰ্ব্বং হি কাৰ্য্যার্থা মনুষ্যাণাং নরর্থত ।।
 বিচেষ্টন্তঃ স্য দৃশ্যন্তে নিবৃত্তান্ত তথৈব চ ॥৯॥
 কৃতঃ পুরুষকারশ্চ সোহপি দৈবেন সিধ্যতি ।
 তথাস্ত কৰ্ম্মণঃ কৰ্ত্তুরতিনিবৰ্ত্ততে ফলম্ ॥১০॥
 উত্থানন্ত মনুষ্যাণাং দক্ষাণাং দৈববৰ্জিতম্ ।
 অফলং দৃশ্যতে লোকে সম্যগপ্যুপপাদিতম্ ॥১১॥
 তত্রালস্য মনুষ্যাণাং যে ভবন্ত্যমনস্বিনঃ ।
 উত্থানন্তে বিগর্হন্তি প্রাজ্ঞানাং তন্ন রোচতে ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

নৈব প্রবর্ততে কাৰ্য্যং সাধয়িতুং ন বদ্যততে, অপি তু পুরুষকারমপেক্ষ্যৈব প্রবর্তত
 ইত্যর্থঃ, ইতি বিনিশ্চিত্য, প্রাজ্ঞা জনাঃ, দাক্ষ্যঃ কৌশলম্, আহিতা আশ্রিতাঃ সন্তঃ,
 পুরুষকারে বর্ততে পুরুষকারং কৰ্ত্তুমারতন্ত ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥৮॥

তাত্ৰামিতি । কাৰ্য্যার্থাঃ কৰ্ত্তব্যবিষয়াঃ । বিচেষ্টন্তঃ প্রবর্তমানাঃ ॥৯॥

কৃত ইতি । তথা দৈবে সতি, কৰ্ত্তুঃ পুরুষত, কৰ্ম্মণঃ ফলম্, অতিনিবৰ্ত্ততে নিপ্পত্ততে ॥১০॥

ইদানীং নিবৰ্ত্তমাহ উত্থানমিতি । উত্থানং কাৰ্য্যোত্তমঃ । সম্যক্ সৰ্ব্বাঙ্গপূর্ণং বদ্য
 তাত্ৰা উপপাদিতং সম্পাদিতমপি উত্থানমিতি সধকঃ ॥১১॥

তর্হি পুরুষকারো নিফল এবত্যলসমতদুপকৃত্ত নিবৃত্ততি তত্রোতি । অলসঃ কাৰ্য্যোত্তম-
 হীনাঃ ॥১২॥

সেই দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে দৈব নিজে কোন কাৰ্য্যসাধন করিতে প্রবৃত্ত
 হয় না (হইতে পারে না) । ইহা নিশ্চিতভাবে বুঝিয়া অভিজ্ঞ লোকেরা কৌশল
 অবলম্বন করিয়া পুরুষকার প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥৮॥

নরঞ্জেষ্ঠ । মানুষের সমস্ত কৰ্ত্তব্যবিষয়ই সেই দৈব ও পুরুষকার অনুসরণ
 করিয়া প্রবৃত্ত হয়, আবার সেই চ্যুয়ের অভাবে ব্যাহত হইয়া যায় ॥৯॥

সেই পুরুষকারও আবার দৈবের সাহায্যেই কাৰ্য্য সাধন করে, তাহাতেই
 মানুষের কর্ম্মের ফল নিপ্পন্ন হয় ॥১০॥

মানুষ কাৰ্য্যনিপুণ হইলেও এবং তাহার কাৰ্য্যোত্তম সমীচীনভাবে প্রবৃত্ত হইয়া
 থাকিলেও যদি দৈব না থাকে তবে সেই কাৰ্য্যোত্তমকে জগতে নিফল হইতে দেখা
 যায় ॥১১॥

যাহারা মানুষের মধ্যে অলস ও অমনস্বী তাহারা সমস্ত কাৰ্য্যোত্তমকেই নিন্দা
 করিয়া থাকে ; কিন্তু বিচক্ষণ লোকদিগের তাহা অতিশ্রেষ্ঠ নহে ॥১২॥

প্রায়শো হি কৃতং কৰ্ম নাফলং দৃশ্যতে ভুবি ।
 অকৃৎস্না চ পুনর্দুঃখং কৰ্ম পশ্চেন্নহাফলম্ ॥১৩॥
 চেষ্টামকুর্ষ্বন্ লভতে যদি কিঞ্চিদ্যদৃচ্ছয়া ।
 যো বা ন লভতে কৃৎস্না দুর্দশো তাবুভাবপি ॥১৪॥
 শক্নোতি জীবিতুং দক্ষো নালসঃ স্ত্রথমেধতে ।
 দৃশ্যন্তে জীবলোকেহস্মিন্ দক্ষাঃ প্রায়ো হিতৈষিণঃ ॥১৫॥
 যদি দক্ষঃ সমারম্ভাৎ কৰ্মণো নান্মুতে ফলম্ ।
 নাস্তি বাচ্যং ভবেৎ কিঞ্চিদ্রুব্যং বাধিগচ্ছতি ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

উক্তার্থে বুক্তিমাং প্রায়শ ইতি । কৰ্ম অকৃৎস্না দুঃখং পশ্চেন্নহাফলম্ । কৰ্ম কৃৎস্না তু কদাচিদ্রহাফলং পশ্চৎ দৈবাহুকল্যাৎ ॥১৩॥

চেষ্টামিতি । যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া । কৃৎস্না চেষ্টামিতি শেবঃ, দুর্দশো দুঃখবহো, আত্মতাপবাদাৎ দ্বিতীয়ত্ব তু কৰ্মনৈফল্যাবসাদাদিতি ভাবঃ ॥১৪॥

শক্নোতি । জীবিতুং কার্যসাধনাৎ স্ত্রথেনেত্যর্থঃ, এধতে বর্ধতে । হিতৈষিণঃ প্রবলোত্তমেনাশ্রিতসাধকাঃ, অত আত্মং বিহার উত্তমঃ কার্য এবৈতি ভাবঃ ॥১৫॥

যদীতি । নান্মুতে ন লভতে । বাচ্যং নিন্দা, লুব্ধ্যং ফলম্ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

প্ৰেত্যাশক্যাহ প্রাক্তা ইতি । পুরুষাপরাধনিবৃত্তিমাত্রং তৎফলমিত্যর্থঃ ॥৮॥ বিচেষ্টকঃ প্রবৃত্তা দৃষ্টান্তে লোকদৃষ্টেত্যর্থঃ ॥১০—১২॥ কৰ্মাকৃৎস্না দুঃখং পশ্চেন্নহাফলম্ প্রায়শোহস্তি ॥১৩॥ দুর্দশো দুঃখবহো, চেষ্টাবান্ লভতে নিশ্চেষ্টো নালভত ইত্যুৎসর্গমাত্রমিত্যর্থঃ ॥১৫—১৬॥

জগতে বহু কার্যকেই নিফল হইতে দেখা যায় না । মানুষ কৰ্ম না করিয়া এবং তাহার ফল না পাইয়া দুঃখ অনুভব করে, আবার কৰ্ম করিয়া কখনও বিশেষ ফলই পাইয়া থাকে ॥১৩॥

যে মানুষ কোন চেষ্টা না করিয়াও ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিছু ফল লাভ করে এবং যে লোক চেষ্টা করিয়াও কোন ফল লাভ করে না, সেই দুই প্রকার লোকেরই দুঃখবহা হইয়া থাকে ॥১৪॥

কৰ্মনিপুণ লোক স্ত্রথে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়, আর অলস লোক স্ত্রথে জীবন যাপন করিতে পারে না । এই জীবলোকে প্রায়ই দেখা যায় যে, কৰ্মনিপুণ লোকেরা প্রবল উত্তমের গুণে আশাহুরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছে ॥১৫॥

কৰ্মনিপুণ লোক কৰ্ম আরম্ভ করিয়া যদি তাহার ফল নাও পায় তথাপি তাহার কোন নিন্দা হয় না ; পক্ষান্তরে সে কৰ্মের ফল পাইয়াও থাকে ॥১৬॥

অকৃৎস্না কৰ্ম যো লোকে ফলং বিন্ধতি বিষ্ঠিতঃ ।

স তু বক্তব্যতাং যাতি যেষ্যো ভবতি প্রায়শঃ ॥১৭॥

এবমেতদনাদৃত্য বৰ্ত্ততে যন্ততোহমৃথা ।

স করোত্যাশ্বনোহনর্থানেষ বুদ্ধিমতাং নয়ঃ ॥১৮॥

হীনং পুরুষকারণে যদি দৈবেন বা পুনঃ ।

কারণাভ্যামথৈতাভ্যামুখানমফলং ভবেৎ ।

হীনং পুরুষকারণে কৰ্ম্ম স্থিহ ন সিধ্যতি ॥১৯॥

দৈবতেভ্যো নমস্কৃত্য যদ্বর্থাং সমাগীহতে ।

দক্ষো দাক্ষিণ্যম্প্রমো ন স মোক্ষং বিহমৃতে ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

অকৃৎস্নেতি । বিন্ধতি দৈবার্হততে, বিষ্ঠিতঃ অলস এব স্থিতঃ । বক্তব্যতাম্ আলম্ব্যদেব
নিদ্রাম্, যেষ্যো ভবতি আলম্ব্যনাকৰ্ম্মণ্যস্বাৎ ॥১৭॥

এবমিতি । এতদমৃতং হিতবাক্যম্ । নমো নীতিঃ ॥১৮॥

হীনমিতি । এতাভ্যামুতাভ্যামেব বা, হীনমিতি সম্বন্ধঃ । উখানং কার্যোত্তমঃ । ন
সিধ্যতি দৈবে সত্যপীত্যর্থঃ, অতঃ পুরুষকারঃ কৰ্ম্মব্য এব দৈবস্ত সচ্চৈদ্যগচ্ছৈদিত্যাশয়ঃ ।
যট্ণাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

যদিতি । দক্ষো নিদ্রাতাং ন যাতিতি ভাবঃ ॥১৬॥ অদমস্ত পরপ্রবন্ধার্জিতেন জীবনপি
ভোক্তুম্বেবারং সমর্থো নার্জয়িতুমিতি নিদ্রাত ইত্যাহ অকৃৎস্নেতি ॥১৭॥ এতদৈবদাক্ষ্যায়োঃ
সাহিত্যম্ অমৃথা তন্নোরত্ততরাবলম্বনে ॥১৮॥ এতদেন স্পষ্টমিতি হীনমিতি । পুরুষকারণে
হীনং দৈবোখানমফলমেব দৈবহীনং পুরুষকারতোখানমপি, তস্মাদ্ভ্যামুখাতব্যমিত্যর্থঃ

আর যে লোক আলম্ব্যবশতঃ কৰ্ম্ম না করিয়া দৈবের গুণে ফল লাভ করে, সে
লোক নিদ্রনীয় হয় এবং বহুলোকের বিবেকের পাত্র হইয়া থাকে ॥১৭॥

এইরূপ এই সকল বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া যে লোক অশ্রদ্ধাবে কার্য্য করিতে
প্রবৃত্ত হয়, সে নিজেরই অনর্থ সাধন করে । কারণ, ইহাই বুদ্ধিমানদিগের
নীতি ॥১৮॥

দৈব কিংবা পুরুষকার অথবা সেই উভয়ই যদি না থাকে তবে উত্তম নিফলই
হইয়া যায় । কিন্তু পুরুষকার না থাকিলে এই জগতে কার্য্যসিদ্ধ হয়ই না ॥১৯॥

যে কৰ্ম্মনিপুণ ও উদারস্বভাব লোক দেবগণকে নমস্কার করিয়া কার্য্য সাধন
করিবার চেষ্টা করে, সে লোক ব্যর্থকাম হইয়া কার্য্যচ্যুত হয় না ॥২০॥

(১৭)---ফলং বিন্ধতি বিষ্ঠিতঃ---বল বর্জ, বিন্ধতি কহিচিৎ---নি ।

সম্যগীহা পুনরিয়ং যো বুদ্ধানুপসেবতে ।

আপৃচ্ছতি চ যঃ শ্রেয়ঃ কুরোতি চ হিতং বচঃ ॥২১॥

উপাযোপায় হি সদা শ্রুতব্যা বুদ্ধসম্মতাঃ ।

তে স্ম যোগে পরং মূলং তন্মূলং সিদ্ধিকর্যতে ॥২২॥

বুদ্ধানাং বচনং শ্রুত্বা যোহভ্যুত্থানং প্রযোজয়েৎ ।

উত্থানস্ত ফলং সম্যক্ তদা স লভতেহচিরাৎ ॥২৩॥

রাগাৎ ক্রোধাদ্ভয়াল্লোভাৎ যোহর্থানীহেত মানবঃ ।

অনীশশ্চাবমানী চ স শীঘ্রং ভ্রান্তে শ্রিয়ঃ ॥২৪॥

সোহয়ং দুর্ঘোষেনোর্থো লুকেনাদীর্ঘদর্শিনা ।

অসংমত্ৰা সমারকো যুত্বাদবিচিস্তিতঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

দৈবভেত্তা ইতি । ঈহতে সাধয়িতুং চেষ্টতে । বিহন্তে বিচ্যুতো ভবতি ॥২০॥

সম্যগিতি । ঈহা চেষ্টা । আপৃচ্ছতি বুদ্ধানেব ॥২১॥

উপায়েতি । বুদ্ধত্বেন সম্মতা বুদ্ধসম্মতা অভিজ্ঞা জনাঃ । তে বুদ্ধোপদেশাঃ, যোগে উপায়ে, স উপায় এব মূলং যত্নাঃ সা, সিদ্ধিঃ ফলনিশ্চয়ঃ ॥২২॥

বুদ্ধানামিতি । অভ্যুত্থানং সর্বতোভাবে কার্যোত্তমম্, প্রযোজয়েৎ কুর্য্যাৎ ॥২৩॥

রাগাদিতি । রাগাদ্বৎকটাভিলাষাৎ, অর্থানু বিবরান্, ঈহেত সাধয়িতুং চেষ্টেত, অনীশঃ তৎসাধনে অসমর্থঃ, শ্রিয়ঃ পূর্বসম্পদোহপি ॥২৪॥

স ইতি । অর্থো জয়বিবরঃ । অসংমত্ৰা বৃদ্ধেঃ সহ ॥২৫॥

যে লোক বুদ্ধগণের সেবা করে (বুদ্ধদিগের উপদেশ গ্রহণ করে), বুদ্ধগণের নিকট হিতবিষয় জিজ্ঞাসা করে এবং তাঁহাদের হিতোপদেশ রক্ষা করিয়া চলে ; তাহার সেই আচরণের নামই ‘সম্যক চেষ্টা’ ॥২১॥

মানুষ প্রতিদিন গাত্ৰোত্থান করিয়া অভিজ্ঞ লোকদিগের নিকট হিতবিষয় জিজ্ঞাসা করিবে । কারণ, তাঁহাদের সেই উপদেশগুলি উপায় উদ্ভাবনের মূল এবং সেই উপায়মূলকই মানুষের কার্যসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥২২॥

যে মানুষ অভিজ্ঞ লোকদিগের উপদেশ শুনিয়া সর্বতোভাবে কার্যের উত্তম করে, তখন সে অচিরকালমধ্যেই সেই উত্তমের ফল লাভ করিতে পারে ॥২৩॥

যে মানুষ প্রবল ইচ্ছা, ক্রোধ, ভয় ও লোভবশতঃ কার্যসাধন করিবার চেষ্টা করে সেই মানুষ সেই কার্য সাধন করিতে অসমর্থ ও অপমানী হইয়া পূর্বসম্পদ হইতে বিচ্যুত হয় ॥২৪॥

হিতবুদ্ধীননাদৃত্য সংমদ্র্যাসাধুভিঃ সহ ।
 বার্ষ্যমাণোহকরোঽধ্বেরং পাণ্ডবৈর্গণবতরৈঃ ॥২৬॥
 পূৰ্ব্বমপ্যতিদুঃশীলো ন ধৈর্য্যং কৰ্ত্তুমৰ্হতি ।
 তপত্যৰ্থে বিপন্নো হি মিত্রাণাং ন কৃতং বচঃ ॥২৭॥
 অনুবৰ্ত্তামহে যত্নু বয়ং তং পাপপুরুষম্ ।
 অস্মানপ্যনয়ন্তস্মাৎ প্রাপ্তোহয়ং দারুণো মহান্ ॥২৮॥
 অনেন তু মহাত্মাপি ব্যসনেনোপতাপিতা ।
 বুদ্ধিশ্চিস্তয়তঃ কিঞ্চিৎ স্বং শ্রেয়ো নাববুধ্যতে ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

হিতেতি । হিতে বুদ্ধিৰ্বেবাং তান্ ভীষ্মাদীন, অসাধুভিঃ শকুন্তাদিভিঃ ॥২৬॥
 পূৰ্ব্বমিতি । তপতি ক্রমিকমহুতাপং কৰোতি । বিপন্নো নষ্টে ॥২৭॥
 অৰ্হতি । অনুবৰ্ত্তামহে অনুসরণ্যঃ । অনয়ঃ অনীতিঃ ॥২৮॥
 ভৰ্হি তমেবেদানীং কৰ্ত্তব্যরূপদিশেত্যাহ অনেনেতি । ব্যসনেন বিপদা ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

৥১০॥ কৰ্ম্ম দৈবম্, কলিতমাহ দৈবতেভ্য ইতি ॥২০॥ ঐহাং বিবৃণোতি সমাগতি ॥২১॥
 যোগে অগচ্ছতে ॥২২—২৩॥ অনীপঃ অজিতচিত্তঃ, অবমানী পরমবজানন্ ॥২৪—২৬॥
 তপতি সন্তাপং প্রাপ্নোতি ভীষ্মেন ভগ্নোকঃ সন্ ॥২৭—৩৪॥

ইতি সৌপ্তিকপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥২॥

লোভী ও অহুরদর্শী ত্বর্ষোধন মূঢ়তাবশতঃ অভিজ্ঞলোকদিগের সহিত পরামর্শ
 না করিয়া এবং নিজের বিশেষভাবে ভাবিয়া না দেখিয়া কার্য্য আরম্ভ
 করিয়াছিল ॥২৫॥

কেননা ত্বর্ষোধন হিতৈষী অভিজ্ঞলোকদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া এবং অসৎ
 লোকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, আমরা বারণ করিতে থাকিলেও অধিকগুণ-
 সম্পন্ন পাণ্ডবগণের সহিত শক্রতা আরম্ভ করিয়াছিল ॥২৬॥

ত্বর্ষোধন পূৰ্ব্ব হইতেই কুশভাবের লোক ছিল। সুতরাং সে ধৈর্য্য ধারণ
 করিতে পারিত না এবং সুহৃদগণের উপদেশ রক্ষা করিত না। সেই জন্যই সে
 কার্য্য নষ্ট হইলে অনুতাপ করিত ॥২৭॥

তার পর আমরা যখন সেই পাপাত্মারই অনুসরণ করিয়া আসিতেছি, সেই
 জন্যই আমাদেরও এই দারুণ ও গুরুতর দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে ॥২৮॥

এই বিপদে আমার বুদ্ধি বিকল হইয়া গিয়াছে; সুতরাং আমি চিন্তা করিতে
 থাকিলেও আমার বুদ্ধি নিজের মঙ্গল বুঝিতেছে না ॥২৯॥

মুহুতা তু মনুষ্যেণ প্রকৃত্যঃ সূহৃদো জনাঃ ।
 তত্রাস্ত বুদ্ধির্বিনয়স্তত্র শ্রেয়শ্চ পশ্যতি ॥৩০॥
 ততোহস্ত মূলং কার্য্যাণাং বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য বৈ বুধাঃ ।
 তেহত্র পৃষ্ঠা যথা ক্রয়স্তৎ কৰ্তব্যং তথা ভবেৎ ॥৩১॥
 তে বয়ং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ গান্ধারীঞ্চ সমেত্য হ ।
 উপপৃচ্ছামহে গন্ধা বিহুৰঞ্চ মহামতিম্ ॥৩২॥
 তে পৃষ্ঠাস্ত বদেয়ুৰ্যং শ্রেয়ো নঃ সমনস্তরম্ ।
 তদস্মাভিঃ পুনঃ কার্য্যমিতি মে নৈষ্ঠিকী মতিঃ ।
 অনারস্তাতু কার্য্যাণাং নার্বঃ সম্পদ্রুতে কচিৎ ॥৩৩॥
 কুতে পুরুষকারে চ যেমাং কার্য্যং ন সিধ্যতি ।
 দৈবেনোপহতাস্তে তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যং সৌপ্তিক-
 পৰ্ব্বণি স্তপ্তবধে দ্রৌণিকৃপসংবাদে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥০॥ ❀

ভারতকৌমুদী

মুহুতেতি । মুহুতা কৰ্তব্যার্থে সন্নিহানেন । তত্র সূহৃদুপদেশে সতি, বিনয়ঃ শিলা ॥৩০॥
 তত ইতি । মূলমুপায়ম্ । কৰ্তব্যং নিযোজ্যপুরুষত ॥৩১॥
 ইদানীং স্বমতমাহ ত ইতি । উপপৃচ্ছামহে ইদানীং নমস্মাকং কৰ্তব্যম্ ॥৩২॥
 ত ইতি । নৈষ্ঠিকী নিশ্চিতা । নার্বঃ কলম্ । যট্-পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৩॥

মানুষ মোহাপন্ন হইয়া সূহৃদ্বন্ধনের নিকট কৰ্তব্যবিষয় জিজ্ঞাসা করিবে ।
 সেই সূহৃদ্বন্ধনের উপদেশ পাইলে তাহার প্রকৃতবুদ্ধি ও উপায় উদ্ভাবনের ক্ষমতা
 আপনা হইতে উপস্থিত হয় এবং তখন সে নিজেই নিজের মঙ্গল দেখিতে
 পায় ॥৩০॥

মানুষ কৰ্তব্যবিষয়ে সন্নিহান হইয়া সূহৃদ্বন্ধনের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে,
 তাহার কার্যের উপায় স্থির করিয়া যে প্রকার বলিবেন মানুষ সেই প্রকারে
 কার্য্য করিবে ॥৩১॥

অতএব আইস, আমরা মিলিত হইয়া যাইয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও মহামতি
 বিহুরের নিকট কৰ্তব্যবিষয় জিজ্ঞাসা করি ॥৩২॥

আমরা তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে পর, তাঁহারা আমাদের যে হিতের
 কথা বলিবেন তাহাই আমাদের কৰ্তব্য হইবে ইহাই আমার স্থির ধারণা । কার্য্য
 আরম্ভ না করিলে কখন ফল না ॥৩৩॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

কৃপাশ্চ বচনং শ্রদ্ধা ধর্মার্থসহিতং শুভম্ ।
অশ্বখামা মহারাজ ! দুঃখশোকসমম্বিতঃ ॥১॥
দহমানস্ত শোকেন প্রদীপ্তেনাগ্নিনা যথা ।
ক্রুরং মনস্ততঃ কৃহা তাবুভৌ প্রত্যভাষত ॥২॥ (যুগাকম্)
পুরুষে পুরুষে বুদ্ধির্যা যা ভবতি শোভনা ।
তুষ্টিস্তি চ পৃথক্ সর্বৈ প্রজ্ঞয়া তে স্বয়া স্বয়া ॥৩॥
সর্বৈ হি মন্যতে লোক আত্মানং বুদ্ধিমত্তরম্ ।
সর্বস্তাত্মা বহুমতঃ সর্বোহত্মানং প্রশংসতি ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

কৃত ইতি । উপহতা নিফলীকৃতচেষ্টাঃ । অতঃ খলু হৃষ্যোদনঃ সর্বথা দৈবেনৈবোপহৃত
ইতি প্রবকাশয়ঃ ॥৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্রীহরিনাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যাবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ সৌপ্তিকপর্কনি স্তম্ভবধে চতুর্গোহধ্যায়ঃ ॥৫॥

কৃপান্তেতি । শুভং শুভকরম্ । প্রদীপ্তেন প্রজ্বলিতেন ॥১—২॥

পুরুষ ইতি । প্রজ্ঞয়া বুদ্ধ্যা, তুষ্টিভোব ন পুনবুদ্ধিমত্তাং নন্তমানা বিনীদন্তীতি ভাবঃ ॥৩॥

পুরুষকার করিলে পরও যাহাদের কার্য্য সিদ্ধ হয় না, তাহারা নিশ্চয়ই দৈব-
কর্তৃক উপহৃত ইহা বুঝিতে হইবে । স্তম্ভরাং সে বিষয়ে আর বিচার করিবার
প্রয়োজন হয় না' ॥৩৪॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘মহারাজ ! তাহার পর দুঃখ ও শোকসমম্বিত অশ্বখামা
কৃপাচার্য্যের সেই ধর্মার্থবুদ্ধ ও মঙ্গলজনক বাক্য শুনিয়া, প্রজ্বলিত অগ্নির দ্বারা
শোকে আরও দগ্ধ হইতে থাকিয়া কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে বলিতে লাগিলেন—॥১—২॥

প্রত্যেক মানুষের নিজের নিজের বিবেচনার শোভন বেক্সপ বেক্সপ বুদ্ধি থাকে,
তাহারা সকলেই সেই সেই আপন আপন বুদ্ধির গুণেই সন্তুষ্ট থাকে ॥৩॥

• ‘...বিতীর্নোহধ্যায়ঃ’ নি বদ বর্জ্জ বা সো মি ।

সর্বশ্চ হি স্বকা প্রজ্ঞা সাধুবাদে প্রতিষ্ঠিতা ।

পরবুদ্ধিক নিন্দন্তি স্বাং প্রশংসন্তি চাসকৃৎ ॥৫॥

কারণান্তরযোগেন যোগে যেষাং সমা মতিঃ ।

অন্যোন্মেন চ তুষ্যন্তি বহু মন্যন্তি চাসকৃৎ ॥৬॥

তস্মৈব তু মনুষ্যশ্চ সা সা বুদ্ধিস্তদা তদা ।

কালযোগে বিপর্যাসং প্রাপ্যান্মোহ্যং বিপদ্যতে ॥৭॥ (যুগ্মকম্)

বিচিত্রত্বাতু চিত্তানাং মনুষ্যাণাং বিশেষতঃ ।

চিত্তবৈকল্যমাসাদ্য সা সা বুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥৮॥

যথা হি বৈদ্যঃ কুশলো জ্ঞাত্বা ব্যাধিং যথাবিধি ।

ভৈষজ্যং কুরুতে যোগাং প্রশমার্থমিতি প্রভো ! ॥৯॥

এবং কার্যশ্চ যোগার্থং বুদ্ধিং কুর্কন্তি মানবাঃ ।

প্রজ্ঞয়া হি স্বয়া যুক্তান্তাক নিন্দন্তি মানবাঃ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সর্ব ইতি । বহুতঃ অভ্যাদৃতঃ । সর্বোহিহ্মানমিতি সন্ধিরাগঃ ॥৫॥

সর্বশ্চেতি । আত্মনো বুদ্ধিমত্ত্ববশেন মননত্মৈব ফলমেতদিত্যাশয়ঃ ॥৬॥

কারণেতি । যোগে উপায়বিবরে । বিপর্যাসং বৈপর্যায়তাম্ ॥৬—৭॥

বিচিত্রত্বাদিতি । চিত্তানাং বৈকল্যং বিবিধবটনোপস্থিতেবিবিধবৃত্তিকম্ ॥৮॥

যথেনিতি । কুশলো নিপুণঃ । ভৈষজ্যমৌষধম্, যোগাং ধ্যানাং । যোগার্থমুপায়েন সিদ্ধার্থম্ । ভবানপি তথৈব নিন্দন্তীতি ভাবঃ ॥৯—১০॥

সকল মানুষই আপনাকে প্রধান বুদ্ধিমান্ মনে করে, আপনাকে গৌরবান্বিত বলিয়া ধারণা করে এবং আপনার প্রশংসা করে ॥৪॥

সকলেই নিজের বুদ্ধির ধন্যবাদ দিয়া থাকে, পরবুদ্ধির নিন্দা করে এবং বার বার নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করে ॥৫॥

বিভিন্ন কারণ উপস্থিত হওয়ায় উপায় উদ্ভাবনবিষয়ে যাহাদের একজাতীয় বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, যাহারা পরস্পরের ব্যবহারে সন্তুষ্ট থাকে এবং যাহারা বার বার পরস্পরকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল মানুষের সেই সেই বুদ্ধিই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার হইয়া বিপন্ন হয় ॥৬—৭॥

বিশেষতঃ মানুষের মন নানাপ্রকার বলিয়া সেই মনের বৃত্তি ভিন্নভিন্নরূপ হইয়া থাকে ; সেই জন্তই তাহার বুদ্ধিও ভিন্নভিন্নপ্রকার হয় ॥৮॥

মাতুল । যেমন, বিচক্ষণ বৈদ্য যথাবিধানে রোগ নিরূপণ করিয়া, তাহার

(৬) - যেষাং সংবদতে মতিঃ...নি । (৮) - অনিত্যত্বাতু চিত্তানাং...নি । (১০) -...প্রজ্ঞয়া হি স্বয়া যুক্ত্য তাক গৃহ্মন্তি বৈ বুধাঃ—নি ।

অন্যথা যৌবনে মৰ্ত্যো বুদ্ধ্যা ভবতি মোহিতঃ ।
 মধ্যোহন্যথা জরায়াস্তু মোহিতাঃ রোচয়তে মতিম্ ॥১১॥
 ব্যসনং বা মহাঘোরং সমৃদ্ধিং বাপি তাদৃশীম্ ।
 অবাধ্য পুরুষো ভোজ ! কুরুতে বুদ্ধিবৈকৃতিম্ ॥১২॥
 একস্মিন্নেব পুরুষে সা সা বুদ্ধিস্তদা তদা ।
 ভবত্যকৃতপ্রজ্ঞহাং সা তস্মৈব ন রোচতে ॥১৩॥
 নিশ্চিত্য তু যথাপ্রজ্ঞং যাং মতিং সাধু পশ্যতি ।
 তয়া প্রকুরুতে ভাবং সা তস্মাদযোগকারিকা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

অন্যথেতি । ভিন্নভিন্নবয়সি ভিন্নভিন্নপ্রকারৈব বুদ্ধির্মানুষাণামিত্যর্থঃ ॥১১॥
 বিরক্ত্যা ক্রপয়নাদৃতা রতবর্ণাণং সৎসোধ্যাহ ব্যসনমিতি । ব্যসনং বিপদম্ ॥১২॥
 একস্মিন্নিতি । অকৃতপ্রজ্ঞহাং অনিক্তবুদ্ধিহাং । ন রোচতে কালান্তরাদৌ ॥১৩॥
 নিশ্চিত্যেতি । ভাবং সিদ্ধিচেষ্টাম্, সা মতিরেব ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃপন্তেতি ॥১—৩॥ সর্গাস্থানমিত্যত্র সর্গঃ আস্থানমিতি ক্ষেদঃ, সন্ধিরার্থঃ ॥৪—৫॥
 যোগে সমুদায়ে ॥৬—১১॥ হে ভোজ ! হে কৃতবর্ণন ! একমেব সৎসোধয়ন্ কৃপত্ব বচসি
 অনাদরং হৃচয়তি ॥১২॥ অকৃতধর্মহাং অবলম্বাহুরোধ্যাং, ইদানীং মম শক্তিবুদ্ধির্ন রোচত

উপশমের জন্য বিশেষ চিন্তাসহকারে ঔষধ নির্মাণ করিয়া থাকেন ; এইরূপ মানুষ
 কার্য্যসিদ্ধির জন্য ভিন্নভিন্নপ্রকার বুদ্ধি করিয়া থাকে ; আবার আপন আপন
 বুদ্ধিযুক্ত মানুষ সে বুদ্ধির নিন্দাও করে ॥১—১০॥

মানুষ যৌবনে একপ্রকার বুদ্ধিদ্বারা মোহিত হয় ; মধ্য বয়সে অন্যপ্রকার
 বুদ্ধিদ্বারা চলিতে থাকে ; আবার বৃদ্ধবয়সে অন্যবিধ বুদ্ধিকে ভাল মনে করে ॥১১॥

ভোজনন্দন ! মানুষ ঘোর বিপদে পড়িয়া কিংবা বিশাল সমৃদ্ধি লাভ করিয়া
 ভিন্নভিন্নপ্রকার বুদ্ধি করিয়া থাকে ॥১২॥

অমার্জিতবুদ্ধি বলিয়া এক মানুষেরই ভিন্নভিন্নসময়ে ভিন্নভিন্নপ্রকার বুদ্ধি
 হইয়া থাকে ; আবার সেই মানুষেরই অন্যান্য সময়ে সে সে বুদ্ধি ভাল লাগে
 না ॥১৩॥

মানুষ নিজের জ্ঞান অনুসারে এক বিষয় স্থির করিয়া যেক্রপ বুদ্ধি করা ভাল
 মনে করে, সেই বুদ্ধিদ্বারাই কার্য্যের চেষ্টা করিতে থাকে । কারণ, সেই বুদ্ধিই
 তাহার কার্য্যের প্রতি উত্তম উৎপাদন করে ॥১৪॥

(১৩)---ভবত্যানিত্যপ্রজ্ঞহাং---পি,---ভবত্যানিত্যা প্রজ্ঞা হি---নি ।

সর্বো হি পুরুষো ভোজ । সাধেতদিত্তি নিশ্চিতঃ ।
 কর্তুং মারভতে শ্রীতো মারগাদিষু কৰ্ম্মসু ॥১৫॥
 সর্বো হি যুক্তিমান্হায় প্রজ্ঞাঞ্চাপি স্বকাং নরাঃ ।
 চেষ্টন্তে বিবিধাঃ চেষ্টাং হিতমিত্যেব জানতে ॥১৬॥
 উপজাতা ব্যসনজা যেয়মদ্য মতিশ্রম ।
 যুবয়োস্তাং প্রবক্ষ্যামি মম শোকবিনাশিনীম্ ॥১৭॥
 প্রজ্ঞাপতিঃ প্রজ্ঞাঃ সৃষ্টা কৰ্ম্ম তাসু বিধায় চ ।
 বর্ণে বর্ণে সমাধত্ত হেতৈকং গুণভাগ্গুণম্ ॥১৮॥
 ব্রাহ্মণে বেদমগ্র্যাস্তু ক্ষত্রিয়ে তেজ উত্তমম্ ।
 দাক্ষ্যং বৈশ্যে চ শূদ্রে চ সৰ্ববর্ণানুকূলতাম্ ॥১৯॥
 অদান্তো ব্রাহ্মণোহসাধুর্নিস্তেজাঃ ক্ষত্রিয়োহধমঃ ।
 অদক্ষো নিন্দ্যতে বৈশ্যঃ শূদ্রে চ প্রতিকূলবান্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

সর্ব ইতি । নিশ্চিতো নিশ্চয়বান্ । কর্তুং মারগাদিকৰ্ম্ম ॥১৫॥
 সর্ব ইতি । প্রজ্ঞাঃ বুদ্ধিঃ । চেষ্টন্তে কুর্কন্তি, হিতং তৎকৰ্ম্ম ॥১৬॥
 উপেতি । ব্যসনজা বিপদ উৎপত্তা ॥১৭॥
 প্রজ্ঞেতি । প্রজ্ঞা জনান্ । সমাধত্ত সমস্থাপয়ৎ ॥১৮॥
 ব্রাহ্মণ ইতি । অগ্র্যঃ শ্রেষ্ঠম্ । দাক্ষ্যং বাণিজ্যাদিনৈপুণ্যম্ ॥১৯॥
 অদান্ত ইতি । অদান্ত ইঞ্জিয়ানামনমনকারী । প্রতিকূলবান্ প্রভোবিরুদ্ধকার্য্যকারী ॥২০॥

ভোজনম্ভন । সমস্ত মানুষই ‘ইহা ভাল কার্য্য’ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, হিংসা-
 শ্রদ্ধতি ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকিয়া তাহাই করিতে আরম্ভ করে ॥১৫॥

সকল মানুষই নিজের যুক্তি ও নিজের বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া নানাবিধ কার্য্য
 করে এবং সেই কার্য্যগুলিকেই হিতকর বলিয়া মনে করে ॥১৬॥

আজ বিপদ হইতে আমার এই যে বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আপনাদের
 নিকট বলিব এবং তাহাই আমার শোক দূর করিবে ॥১৭॥

গুণবান্ বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করিয়া এবং তাহাদের কৰ্ম্ম বিধান করিয়া ভিন্ন-
 ভিন্ন বর্ণে ভিন্নভিন্ন গুণ বিধান করিয়াছেন ॥১৮॥

ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের উত্তম তেজ, বৈশ্যে বাণিজ্যাদিনৈপুণ্য এবং
 শূদ্রে পূৰ্ব্ব তিনবর্ণের সুজ্ঞা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ॥১৯॥

সোহ্মি জাতঃ কুলশ্রেষ্ঠে ব্রাহ্মণানাম্ হুপূজিতে ।

মন্দভাগ্যতরাস্ম্যেতং কত্রধর্মমুষ্ঠিতঃ ॥২১॥

কত্রধর্মং বিদিত্বাহং যদি ব্রাহ্মণ্যসংশ্রিতঃ ।

প্রকূর্ষ্যাম্ হুমহং কর্ম ন মে তৎ সাধুসম্মতম্ ॥২২॥

ধারয়াম্ চ ধনুর্দিব্যং দিব্যানুশ্রুতানি চাহবে ।

পিতরং নিহতং দৃষ্ট্বা কিং নু বক্ষ্যামি সংসদি ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)

সোহ্মমগ্ন যথাকামং কত্রধর্মমুপাস্ত্য তম্ ।

গন্তামি পদবীং রাজঃ পিতৃশ্চাপি মহাত্মনঃ ॥২৪॥

অগ্ন স্বপ্যাস্তি পাকানা বিবস্তা জিতকাশিনঃ ।

বিমুক্তযুগ্যকবচা হর্ষণে চ সমন্বিতাঃ ।

জয়ং মহাত্মনশ্চৈব শ্রাস্তা ব্যায়ামকর্মিতাঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । হুপূজিতে অতিপ্রশস্তে । 'অমুষ্ঠিত আশ্রিতঃ' ॥২১॥

কত্রেতি । ব্রাহ্মণ্যসংশ্রিতো হিংসানিবৃত্তিরূপং ব্রাহ্মণধর্মমুপাশ্রিতঃ । কর্ম শত্রুসংহারম্, নেতৃত্ব উত্তরপ্রাপ্যধরঃ । তথা চ হুমহং কর্ম ন প্রকূর্ষ্যাম্ তদা তৎ সাধুসম্মতং ন ভবে-
দিত্যর্থঃ । দিব্যানুশ্রুতম্ । সংসদি লোকসমাজে, কিং নু বক্ষ্যামি, অপি তু কিমপি
নেতৃত্বার্থঃ ॥২২—২৩॥

বিপক্ষকর্তৃকমাশ্রনো বধমানক্যাহ স ইতি । উপাস্ত্য আশ্রিত্য । রাজো দুর্ধ্যোধনত ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ইত্যর্থঃ ॥১৩—২১॥ বিদিত্বা আশ্রিত্য, যদি ব্রাহ্মণ্যং সংশ্রিতঃ সন্ শমনিক্রপং হুমহং কর্ম
প্রকূর্ষ্যাম্ তন্মে সাধু সম্মতং ন, অদলম্বিতত চ কত্রধর্মত নির্কাহোহবস্তং কর্তব্য ইত্যর্থঃ

ইন্দ্রিয়দমনহীন ব্রাহ্মণ নিম্নিত, নিস্তেজ কত্রিয় গর্হিত, বাণিজ্যে অপটু বৈশ্য
অপ্রশস্ত এবং পূর্ষ তিনবর্ণের প্রতিকূলাচারী শূদ্র ভিরঙ্কত হইয়া থাকে ॥২০॥

আমি অতিপ্রশস্ত উত্তম ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াছি; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কত্রিয়
ধর্মের অনুষ্ঠান করিতেছি ॥২১॥

কত্রিয়ের ধর্ম জানিয়া যুদ্ধের উপযোগী দিব্য ধনু ও দিব্য অস্ত্রসকল ধারণ
করিয়াও অশ্রায়ভাবে পিতাকে নিহত দেখিয়া আমি যদি ব্রাহ্মণের ধর্ম অবলম্বন
বশতঃ গুরুতর কার্য সাধন না করি; তাহা হইলে, আমার পক্ষে তাহা সাধুসম্মত
হইবে না এবং আমি নিজেই বা লোকসমাজে কি বলিব ॥২২—২৩॥

অতএব আজ আমি ইচ্ছা অনুসারে সেই কত্রিয়ধর্ম অবলম্বন করিয়া রাজা
দুর্ধ্যোধনের এবং মহাত্মা পিতৃদেবের পথে গমন করিব ॥২৪॥

(২২) · ব্রাহ্মণ্যমুপাশ্রিতঃ... প্রকূর্ষ্যাম্ হুমহং কর্ম...নি । (২৩)...যয়ং জিতা মহাতৈচব...নি ।

তেষাং নিনি প্রহৃষ্টানাং হৃষ্টানাং শিবিরে স্বকে ।
 অবস্কন্দং করিষ্যামি শিবিরস্থাত্ত্ব দুষ্করম্ ॥২৬॥
 তানবস্কন্দ্য শিবিরে প্রেতভূতান্ বিচেতসঃ ।
 সূদয়িষ্যামি বিক্রম্য মঘবানিব দানবান্ ॥২৭॥
 অগ্ন তান্ মহিতান্ সর্ষান্ ধুষ্ঠৈহ্যঙ্গপুরোগমান্ ।
 সূদয়িষ্যামি বিক্রম্য ককং দীপ্ত ইবানলঃ ।
 নিহত্য চৈব পাঞ্চালান্ শাস্তিঃ লক্সামি সত্তম । ॥২৮॥
 পাঞ্চালেষু চরিষ্যামি সূদয়মগ্ন্য সংযুগে ।
 পিনাকপাণিঃ সংজুহুঃ স্বয়ং ক্রুদ্ধঃ পশুশিব ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

পঞ্চাঙ্গরমাহ অচেতি জিতকামিনো বিজয়শোভিনঃ । বিযুক্তানি পরিত্যক্তানি যুগ্যানি
 বাহনানি কবচানি চ বৈভুতৈঃ । ব্যারামেন যুদ্ধপ্রবেশে কবিতাঃ ক্রান্তাঃ । বটপাদঃ শ্লোকঃ ॥২৬॥
 তেষামিতি । প্রহৃষ্টানাং নিদ্রিতানান্ । অবস্কন্দং ধ্বংসম্ ॥২৬॥
 তানিতি । অবস্কন্দ্য বিধ্বংস্ত, প্রেতভূতান্ মৃতান্, বিচেতসতীত্রপ্রহায়েণাচেতনাংস্ত ।
 সূদয়িষ্যামি আলোড়য়িষ্যামি, মঘবান্ ইন্দ্রঃ ॥২৭॥
 অচেতি । ককং শুকতৃণরাশিম্, দীপ্তো অলিতঃ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥
 পাঞ্চালেষুচিতি । সূদয়ন্ সংহরন্, সংযুগে সম্ভাব্যমানে যুদ্ধে ॥২৯॥

অথবা বিজয়শোভী, বিশ্বস্তচিত্ত, বর্ষবাহনবিহীন, স্বপক্ষের জয় হইয়াছে মনে
 করিয়া আনন্দিত, আস্ত ও ক্রান্ত পাঞ্চালেরা আজ ভূতলে শয়ন করিবে ॥২৬॥

সেই পাঞ্চালেরা আজ মুহুর্তিতে আপন আপন শিবিরে নিদ্রিত হইয়া
 পড়িবে, তখন আমি তাহাদিগকে সংহার করিব । এমন কি দুষ্কর শিবিরধ্বংসও
 সম্পাদন করিব ॥২৬॥

ইন্দ্র যেমন বিক্রম প্রকাশ করিয়া দানবসৈন্য আলোড়ন করিতেন ; আমিও
 সেইরূপ আজ বিক্রম প্রকাশ করিয়া সংহারপূর্বক মৃত ও চৈতন্যহীন পাঞ্চালগণকে
 আলোড়ন করিব ॥২৭॥

সাধুশ্রেষ্ট । প্রজ্জলিত অগ্নি যেমন শুক তৃণরাশি দহ করে ; সেইরূপ আমিও
 আজ ধুষ্ঠৈহ্যঙ্গপ্রভৃতি সম্মিলিত সমস্ত পাঞ্চালকে দহ করিব এবং পাঞ্চালগণকে
 দহ করিয়া শাস্তি লাভ করিব ॥২৮॥

পিনাকধর্ম্মকারী স্বয়ং ক্রুদ্ধদেব যেমন সংহার করিতে থাকিয়া পশুগণমধ্যে
 বিচরণ করেন ; আমিও সেইরূপ, আজ যুদ্ধে সংহার করিতে থাকিয়া পাঞ্চালগণের
 মধ্যে বিচরণ করিব ॥২৯॥

অত্যাং সৰ্বপাঞ্চালান্নিকৃত্য চ নিহত্য চ ।
 অৰ্দ্ধমিচ্ছামি সংকুটো রণে পাণ্ডুহতাংস্তথা ॥৩০॥
 অত্যাং সৰ্বপাঞ্চালৈঃ কৃষ্ণা ভূমিঃ শরীরিণীম্ ।
 প্রহতৈত্যৈককশস্ত্রেণ ভবিষ্যাম্যনুগঃ পিতুঃ ॥৩১॥
 দুৰ্য্যোধনস্ত কৰ্ণস্ত ভীষ্মসৈন্ধবয়োরাপি ।
 গময়িষ্যামি পাঞ্চালান্ পদবীমন্ত্য দুৰ্গমাম্ ॥৩২॥
 অত্র পাঞ্চালরাজস্ত ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত বৈ নিশি ।
 নাচিরাং প্রমথিষ্যামি পশোরিব শিরোবলাং ॥৩৩॥
 অত্র পাঞ্চালপাণ্ডুনাং শয়িতানাস্তজ্জামিহি ।
 খড়্গেন নিশিতেনাজো প্রমথিষ্যামি গৌতম ! ॥৩৪॥
 অত্র পাঞ্চালসেনাং তাং নিহত্য নিশি দৌশ্ঠিকে ।
 কৃতকৃত্যঃ স্মখী চৈব ভবিষ্যামি মহামতে ! ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

অত্বেতি । নিকৃত্য হি কৃষ্ণা । উত্তরজ্ঞাপি বীণাবগন্তব্য ॥৩০॥
 অত্বেতি । শরীরিণীঃ মাহুশশরীরব্যাপ্তাম্ । এতৈককশ একমেকম্ ॥৩১॥
 দুৰ্য্যোধনতেতি । সৈন্ধবঃ সিদ্ধুরাজো জয়দ্রথঃ । পদবীং পদানম্ ॥৩২॥
 অত্বেতি । প্রমথিষ্যামি বিলোড়য়িষ্যামি ॥৩৩॥
 অত্বেতি । নিশিতেন স্মধারেণ । প্রমথিষ্যামি ছেৎসামি ॥৩৪॥
 অত্বেতি । দৌশ্ঠিকে স্তম্ভাবস্থারাম্ ॥৩৫॥

আজ আমি যুদ্ধে হুটুটিতে সমস্ত পাঞ্চাল ও সমস্ত পাণ্ডবকে ছেদন ও হনন করিয়া নিঃশেষ করিব ॥৩০॥

আজ আমি পাঞ্চালগণের মধ্যে এক একজনকে বধ করিয়া করিয়া সমরভূমিকে পাঞ্চালগণের শরীরে আবৃত করিয়া পিতৃদেবের নিকট অনুনী হইব ॥৩১॥

আজ আমি পাঞ্চালগণকে দুৰ্য্যোধন, কৰ্ণ, ভীষ্ম ও জয়দ্রথের দুৰ্গম পথে প্রেরণ করিব ॥৩২॥

আজ আমি এই রাজিতে অচিরকাল মধ্যে বলপূৰ্ব্বক পশুর জায় পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের মস্তকটাকে ভূতলে মথিত করিব ॥৩৩॥

গৌতমনন্দন । আজ আমি এই রাজিতেই স্মধার তরবারিধারা পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের নিজিত পুত্রগণকে ছেদন করিব ॥৩৪॥

(৩১)....প্রহতৈত্যৈকেন শস্ত্রেণ...নি । (৩২)....গময়িষ্যামি নিশাবেলাং...নি ।

(৩৫) ইত্যঃ পরং '...ভূতীমোহধ্যায়ঃ' পি বদ বর্জ বা সো মি ।

কৃপ উবাচ ।

দিষ্ট্য তে প্রতিকর্তব্যে মতিৰ্য্যাত্তেয়মচ্যুত ।।
 ন হ্যং বারয়িতুং শক্তো বজ্রপানিরপিস্বয়ম্ ॥৩৬॥
 অমুযাস্থাবহে হ্যস্ত প্রভাতে সহিতাবুভৌ ।
 অগ্ন রাত্রৌ বিশ্রমশ্ব বিমুক্তকবচধ্বজঃ ॥৩৭॥
 অহং স্বামমুযাস্থামি কৃতবৰ্ম্মা চ সাক্ষতঃ ।
 পরানভিমুখং যাস্তং রথাবাস্থায় দংশিতৌ ॥৩৮॥
 আবাত্যাং সহিতঃ শক্রন্ শ্বে নিহন্তা সমাগমে ।
 বিক্রম্য রথিনাং শ্রেষ্ঠ ! পাঞ্চালান্ সপদামুগান্ ॥৩৯॥
 শক্রমুদাসি বিক্রম্য বিশ্রমশ্ব নিশামিমাম্ ।
 চিরং তে জাগ্রতস্তাত ! স্বপ তাবম্মিশামিমাম্ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

দিষ্ট্যেতি । দিষ্ট্য ভাগেন । হে অচ্যুত । বীরধৰ্ম্মাদব্রট । ॥৩৬॥

অসিতি । উভৌ কৃপকৃতবৰ্ম্মাণাবাবাব্ ॥৩৭॥

অহমিতি । সাক্ষতত্ত্বংশীরঃ । আহায় আক্ৰম্য, দংশিতৌ সঙ্গকৌ ॥৩৮॥

অবাত্যামিতি । স্বঃ পরদিনে, সমাগমে যুদ্ধসম্মেলনে ॥৩৯॥

শক্র ইতি । শক্রঃ শক্রন্ হস্তমিতি শেবঃ । চিরং দীর্ঘকালো গত ইত্যর্থঃ, স্বপ
 অপিহি ॥৪০॥

মহামতি মাতুল ! আজ আমি এই রাত্রিতেই সেই পাঞ্চালসৈন্য সংহার
 করিয়া কৃতকার্য ও সুখী হইব ॥৩৬॥

কৃপাচার্য্য বলিলেন—‘বীর ! ভাগ্যবশতই প্রতীকারের বিষয়ে তোমার এই
 বুদ্ধি জন্মিয়াছে ; কিন্তু অয়ং দেবরাজও তোমাকে এই বিষয় হইতে বারণ করিতে
 সমর্থ হন না ॥৩৬॥

বৎস ! আমরা দুইজন প্রভাতকালে তোমার অনুসরণ করিব । অতএব আজ
 এই রাত্রিতে ধ্বজ ও কবচ ত্যাগ করিয়া বিশ্রাম কর ॥৩৭॥

তুমি যখন শক্রগণের অভিমুখে বাইতে থাকিবে, তখন আমি এবং সাক্ষতবংশীয়
 এই কৃতবৰ্ম্মা আমরা দুইজনই যুদ্ধসম্মেলন সজ্জিত হইয়া রথে আরোহণ করিয়া
 তোমার অনুসরণ করিব ॥৩৮॥

রথিশ্রেষ্ঠ ! তুমি কল্য প্রভাতকালে রণস্থলে আমাদের সহিত সন্মিলিত
 হইয়া, বিক্রম প্রকাশ করিয়া অমুচরণের সহিত পাঞ্চালগণকে সংহার করিবে ॥৩৯॥

বিজ্ঞাস্তশ্চ বিনিজ্ঞশ্চ স্থহৃতিশ্চ মানদ ! ।

সমেত্য সমরে শক্রং বধিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥৪১॥

ন হি য্বাং রথিনাং শ্রেষ্ঠং প্রগৃহীতবরায়ুধম্ ।

ক্ষেত্ৰযুৎসহতে কশ্চিদপি দেবেষু বাসবঃ ॥৪২॥

কুপেণ সহিতং যাস্তং গুপ্তং কৃতবৰ্ম্মণা ।

কো দ্রৌণিং যুধি সংরক্তং যোধয়েদপি দেবরাট্ ॥৪৩॥

তে বয়ং নিশি বিজ্ঞাস্তা বিনিজ্ঞা বিগতহুৱাঃ ।

প্রভাতায়াং রজন্ত্যাং বৈ নিহনিষ্যাম শাক্ৰবান্ ॥৪৪॥

তব হস্তাণি দিব্যানি মম তৈব ন সংশয়ঃ ।

সাক্ষতোহপি মহেদ্বাসো নিত্যং যুদ্ধেযু কোবিদঃ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

বিজ্ঞাশ্চ ইতি । বিগতা নিজ্ঞা বক্তৃ সঃ, নিজ্ঞাগমনাদেবেতি ভাবঃ ॥৪১॥

ন হীতি । প্রগৃহীতবরায়ুধং যতোক্তবাক্যম্ । উৎসহতে শকোতি ॥৪২॥

কুপেণেতি । গুপ্তং রক্ষিতম্ । দ্রৌণিবধখামানম্, সংরক্তং ক্লৃপম্ ॥৪৩॥

ত ইতি । বিনিজ্ঞা লক্ষনিহ্নাবিগতনিজ্ঞাবেশাঃ । বিগতহুৱাভিরোহিতজাগরণ-
সমাপাঃ ॥৪৪॥

তবেতি । দিব্যানি অকৃত্যমানি । সাক্ষতজ্ঞানবীরঃ কৃতবৰ্ম্মা, মহেদ্বাসো মহাবীরঃ ॥৪৫॥

বৎস ! তুমি বিক্রম প্রকাশ করিয়াও শক্রগণকে সংহার করিতে সমর্থ হও ;
অতএব এই রাজ্যটা বিজ্ঞাম কর । আগরিত অবস্থায় তোমার দীর্ঘকাল অতীত
হইয়াছে ; অতএব এই রাজ্যটা নিজা যাও ॥৪১॥

গুরুজনের সম্মানকারক ! তুমি বিজ্ঞাম করিয়া, নিজাবেশশূণ্ড ও স্থহৃতি
হইয়া যাইয়া, শক্রগণকে সংহার করিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৪২॥

রথিশ্রেষ্ঠ ! তুমি উত্তম অস্ত্র ধারণ করিলে, কোন ব্যক্তিই তোমাকে জয় করিতে
সমর্থ হয় না ; এমন কি দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রও নহেন ॥৪৩॥

অশ্বখামা ক্লৃপ হইয়া, কুপাচার্যের সহিত যুদ্ধে যাইতে লাগিলে এবং কৃতবৰ্ম্মা
তাহাকে রক্ষা করিতে থাকিলে, কোন্ ব্যক্তি সে অশ্বখামার সহিত যুদ্ধ করিতে
পারে ? বয়ং দেবরাজও পারেন না ॥৪৪॥

অতএব আমরা এই রাজ্যে নিজা যাইয়া, বিজ্ঞাম করিয়া, আগরণের স্রাস্তি-
শূণ্ড হইয়া, রাজ্যপ্রত্যাহতকালে শক্রগণকে সংহার করিব ॥৪৫॥

কারণ, তোমার ও আমার অস্ত্র সকল অতিশয় উত্তম, এ বিষয় কোন সন্দেহ
নাই ; তা'র পর আবার কৃতবৰ্ম্মাও মহাবীর এবং যুদ্ধে অত্যন্ত বিচক্ষণ ॥৪৬॥

তে বয়ং সহিতান্তাত । সৰ্বান্ শক্রান্ সমাগতান্ ।
 প্রসহ সমরে হুয়া শ্রীতিং প্রাপ্যাম পুঙ্কলাম্ ।
 বিশ্রামস্ব স্বমব্যগ্রঃ স্বপ চেমাং নিশাং সুখম্ ॥৪৬॥
 অহং কৃতবৰ্ম্মা চ হুয়াং প্রয়াস্তং নরোত্তমম্ ।
 অনুযাশ্রাব সহিতৌ ধ্বিনৌ পরতাপনৌ ।
 রধিনং স্বরয়া যাস্তুং রথাবাস্থায় দংশিতৌ ॥৪৭॥
 স গহ্বা শিবিরং তেষাং নাম বিশ্রাব্য চাহবে ।
 ততঃ কৰ্ত্তাসি শক্রগাং যুধ্যতাং কদনং মহৎ ॥৪৮॥
 কুহ্মা চ কদনং তেষাং প্রভাতে বিমলেহহনি ।
 বিহরস্ব যথা শক্রঃ সুদয়িত্বা মহাসুরান্ ॥৪৯॥
 স্বং হি শক্তো রণে জেতুং পাঞ্চালানাং বরুধিনীম্ ।
 দৈত্যসেনামিব ক্রুদ্ধঃ সৰ্বদানবসুদনঃ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । প্রসহ বলেন । পুঙ্কলাং প্রচুরাম্ । স্বপ স্বপিহি । বট্পাদোহুয়ং শ্লোকঃ ॥৪৬॥
 অহমিতি । প্রয়াস্তং প্রতিষ্ঠমানম্ । দংশিতৌ সন্নকৌ । অস্বপনি বট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪৭॥
 স ইতি । কৰ্ত্তাসি করিষ্যসি, যুধ্যতাং যুধ্যমানানাম্, কদনং ধ্বংসম্ ॥৪৮॥
 কুহ্মেতি । শক্ভো বিজহারেতি শেবঃ । সুদয়িত্বা বিনাশ্ত ॥৪৯॥
 স্বমিতি । বরুধিনীং সেনাম্ । সৰ্বদানবসুদন ইজ্ঞঃ ॥৫০॥

সূতরাং বৎস । আমরা তিনজন সম্মিলিত হইয়া, যুদ্ধে সমাগত শক্রগণকে
 সংহার করিয়া, প্রচুর আনন্দ লাভ করিব ; অতএব এই রাত্রিতে আকুল না হইয়া
 বিশ্রাম কর এবং সুখে নিদ্রা যাও ॥৪৬॥

নরজ্যেষ্ঠ । তুমি রথারোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া, সহর গমন করিতে লাগিলে,
 শক্রসম্ভাপী ও ধনুর্ধর আমি এবং কৃতবৰ্ম্মা যুদ্ধসজ্জার সজ্জিত হইয়া, রথে
 আরোহণ করিয়া, তোমার অনুসরণ করিব ॥৪৭॥

তাহার পর তুমি শক্রগণের শিবিরের নিকটে যাউয়া, নিজের নাম শুনাইয়া
 শুনাইয়া, রণস্থলে যুধ্যমান শক্রগণের মহামারী ঘটাইবে ॥৪৮॥

পূর্ব্বকালে দেবরাজ যেমন মহাসুরগণকে মর্দন করিয়া বিহার করিতেন ;
 তুমিও তেমন নির্মল প্রভাতকালে এবং দিনের বেলায় শক্রগণের মহামারী ঘটাইয়া
 বিহার করিও ॥৪৯॥

ময়া হ্যং সহিতং সংখ্যে গুপ্তঞ্চ কৃতবৰ্মণা ।
 ন সছেত বিভুঃ সাক্ষাৎপাণিরপি স্বয়ম্ ॥৫১॥
 ন চাহং সমরে তাত । কৃতবৰ্ম্মা ন চৈব হি ।
 অনির্জিত্য রণে পাণ্ডুন ব্যপধাস্তাব কহিচিৎ ॥৫২॥
 হৃদ্য চ সমরে ক্রুদ্ধান্ পাণ্ডালান্ পাণ্ডুভিঃ সহ ।
 নিবর্তিষ্ঠামহে সৰ্ব্বে হতা বা স্বৰ্গগা বয়ম্ ॥৫৩॥
 সৰ্ব্বোপায়ৈঃ সহায়ান্তে প্রভাতে বয়মাহবে ।
 সত্যমেতন্মহাবাহো ! প্রত্নবীমি তবানঘ ! ॥৫৪॥
 এবমুক্তস্ততো দ্রৌণিৰ্মাতুলেন হিতং বচঃ ।
 অত্নবীম্মাতুলং রাজন ! ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥৫৫॥

ভাঃতকৌমুদী

ময়েতি । সংখ্যে যুদ্ধে, গুপ্তং রক্ষিতম্ । বিভূর্মহাপ্রতাপশালী ॥৫১॥
 নেতি । পাণ্ডুন পাণ্ডবান্, ব্যপধাস্তাব ইতি বিসর্গলোপ আর্থঃ ॥৫২॥
 হৃদ্যেতি । স্বৰ্গগাঃ স্বৰ্গদামিনো ভবিষ্যামঃ ॥৫৩॥
 সৰ্ব্বোপায়ৈঃ সহায়ান্তে ইতি শেবঃ । এতাবতা প্রবন্ধেন নৃপংসহত্যাব্যাপার-
 দ্ব্যর্থার্থো নিবর্তনমেব কৃপত মুখ্যমুদ্দেশ্যমিত্যবধেয়ম্ ॥৫৪॥
 এবমিতি । দ্রৌণিরবখামা, মাতুলেন কৃপেণ ॥৫৫॥

বৎস । ইন্দ্র যেমন দৈত্যসৈন্য জয় করিতে সমর্থ ছিলেন ; তুমিও ডেমনই
 পাণ্ডালসৈন্য জয় করিতে সমর্থ আছ ॥৫০॥

আমি ও কৃতবৰ্ম্মা সম্মিলিতভাবে রক্ষা করিতে থাকিলে, মহাপ্রতাপশালী এবং
 বজ্রপাণি স্বয়ং ইন্দ্রও তোমাকে সহ্য করিতে পারিবেন না ॥৫১॥

বৎস । আমি ও কৃতবৰ্ম্মা যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে জয় না করিয়া, কখনও ফিরিব
 না ॥৫২॥

আমরা সকলে যুদ্ধে পাণ্ডবগণের সহিত ক্রুদ্ধ পাণ্ডালগণকে সংহার করিয়া
 নিবৃত্তি পাইব ; অথবা নিহত হইয়া অর্পে যাইব ॥৫৩॥

মহাবাহু নিম্পাপ বৎস । প্রত্যাতকালে আমরা যুদ্ধে সর্বপ্রযত্নে তোমার সহায়
 হইব : ইহা তোমার নিকট সত্য বলিতেছি' ॥৫৪॥

রাজা । মাতুল কৃপাচার্য্য এইরূপ হিতবাক্য বলিলে, অশ্বখামা ক্রোধে আরক্ত-
 নয়ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন— ॥৫৫॥

(৫৩)....নিবর্তিষ্ঠামহে সৰ্ব্বে....বদ বর্জ ।

আতুরস্ত কুতো নিজা নরস্ত্যমর্ষিতস্ত চ ।
 অর্থাংশ্চিস্তয়তশ্চাপি কামরানস্ত বা পুনঃ ॥৫৬॥
 তদিদং সমনুপ্রাপ্তং পশ্য মেহং চতুষ্টয়ম্ ।
 যস্ত ভাগশ্চতুর্ধো মে স্বপ্নমহায় নাশয়েৎ ॥৫৭॥
 কিং নাম হুঃখং লোকেহস্মিন্ পিতৃবধমনুস্মরন্ ।
 হৃদয়ং নির্দহন্ মেহং রাজ্যহানি ন শাম্যতি ॥৫৮॥
 যথা চ নিহতঃ পাতৈঃ পিতা মম বিশেষতঃ ।
 প্রত্যক্ষমপি তে সর্বং তন্মে মর্য়ানি কৃন্ততি ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

‘বিশ্রান্তাশ্চ বিনিদ্রাশ্চ’ ইতি প্রাক্তনীং কপোক্তিং প্রত্যাচষ্টে আতুরভেতি । আতুরস্ত
 পীড়িতস্ত, অমর্ষিতস্ত ক্রুদ্ধস্ত । কামরানস্ত ভাষার্তস্ত ॥৫৬॥

অথাতুরাদীনাং কতমমর্ষিত্যাহ তদिति । চতুষ্টয়ম্—আতুরবদম্, অমর্ষিতবদম্, অর্থচিন্তা-
 পরবদম্, শত্রুসংহারকামবদম্ । চতুর্ধো ভাগ এতেবাং চতুর্ণামেকৈকমেবেত্যর্থঃ । স্বপ্নং
 নিদ্রা, অহাং ঋতিতি ॥৫৭॥

অথোক্তানাং চতুর্ণামেকৈকমেকৈকেন লোকেন আত্মনি যোজয়তি কিমिति । কিং নাম
 হুঃখং ন প্রাপ্নোমীতি শেবঃ । নির্দহন্ হুঃখানলঃ । এতেন হুঃখাতুরবদম্ ইতি
 সূচিতম্ ॥৫৮॥

যথেষতি । তৎ স্বতঃ সৎ । কৃন্ততি হিনতি । এতেনামর্ষো ধ্বনিতঃ ॥৫৯॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২২—২৩॥ গহ্বানি গমিষ্ঠানি, পদবীমানুগম্য ॥২৪—৩৮॥ নিহতা নিহনিষ্ঠসি ॥৩৯—৪৬॥
 চতুর্ধ আতুরাদীনাং চতুর্ণাং মধ্যে একো ভাগঃ অবর্ষঃ যে মম স্বপ্নম্ অহাং ঋতিতি নাশয়েৎ

‘মাতুল! যে মানুষ পীড়িত ও ক্রুদ্ধ থাকে, কিংবা বহুবিস্ময় চিন্তা করে, অথবা
 কামাকুল হয়, তাহার নিজা হইবে কেন? ॥৫৬॥

মাতুল! আপনি দেখুন, আজ আমার সে চারিটা অবস্থাই উপস্থিত হইয়াছে ;
 সে চারিটার একটা অবস্থাও যে আমার সম্বন্ধে নিজা নাশ করিতে পারে ॥৫৭॥

আমি পিতৃবধ স্মরণ করিতে থাকিয়া, এই জগতে কোন্ হুঃখ অনুভব করিতেছি
 না? সেই হুঃখানল দিবারাত্রিই আমার হৃদয় দহন করিতে থাকিয়াও নিবৃতি
 পাইতেছে না ॥৫৮॥

পাপ্যস্বারা যেভাবে আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছে ; সে সমস্তই আপনার
 প্রত্যক্ষ হইরাছিল ; স্মরণ করিলে তাহা আমার মর্ষ হেতু করে ॥৫৯॥

কথং হি নাদৃশো লোকে মুহূৰ্ত্তমপি জীবতি ।
 দ্রোণহন্তেতি যদ্বাচঃ পাক্যালানাং নৃণোম্যহম্ ॥৬০॥
 ধৃষ্টদ্যাম্নঃসহস্রাজ্ঞৌ নাহং জীবিতুমুৎসহে ।
 স মে পিতুর্বধাবধ্যঃ পাক্যলা য়ে চ সঙ্গতাঃ ॥৬১॥
 বিলাপো ভগ্নসক্ধস্ত যন্ত রাজ্ঞো ময়া শ্রুতঃ ।
 স পুনর্হৃদয়ং কস্ত ক্রুরস্তাপি ন নির্দহেৎ ॥৬২॥
 কস্ত হৃকরুণস্তাপি নেত্রোভ্যামশ্রু নাত্রজ্ঞেৎ ।
 নৃপতের্ভগ্নসক্ধস্ত শ্রদ্ধা তাদৃগ্ভচঃ পুনঃ ॥৬৩॥
 যশ্চায়ং মিত্রপক্ষো মে ময়ি জীবতি নির্জিতঃ ।
 শোকং মে বর্দ্ধয়তোষ বারিবেগ ইবার্ণবম্ ।
 একাগ্রমনসো মেহু কুতো নিদ্রা কুতঃ স্বপ্নম্ ॥৬৪॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যাম্ন ইতি শেষঃ । এতেন তদ্ব্যনোপায়চিন্তাকুলং প্রত্যা-
 য়িতম্ ॥৬০॥

ধৃষ্টেতি । সঙ্গতাস্তেন সহ তদানীং মিলিতা আসন্ । অনেন তদ্ব্যকামিকমুদ্যাবিতম্ ॥৬১॥
 নিদ্রাভাবে কারণান্তরমাহ বিলাপ ইতি । ভগ্নসক্ধস্ত ভগ্নোন্নোঃ রাজ্ঞো হৃষ্যোধনস্ত ।
 ক্রুরস্ত কঠিনস্ত । অতো ময়াপি দহত্যেবেতি ভাবঃ ॥৬২॥

কতেতি । অকরুণস্ত নির্দয়স্ত । নৃপতের্হৃগোপনস্ত ॥৬৩॥

ব ইতি । বারিবেগো নস্তাদীনাম্ । একাগ্রমনসঃ শত্রুজ্ঞ ইতি শেষঃ । যট্পাদঃ ॥৬৪॥

অগতে আমার মত লোক কি করিয়া মুহূৰ্ত্তকালও জীবিত থাকে । যেহেতু
 আমি প্রায়ই পাক্যালগণের মুখে এই কথা শুনিতে পাই যে, ‘ধৃষ্টদ্যাম্ন—
 দ্রোণহন্তা’ ॥৬০॥

আমি যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যাম্নকে বধ না করিয়া জীবন ধারণই করিতে পারিতেছি না ।
 কারণ, আমার পিতাকে বধ করিয়াছে বলিয়া সে আমার বধ্য এবং তৎকালে
 বাহারা তাহার সহিত মিলিত ছিল, তাহারাও আমার বধ্য ॥৬১॥

তা’র পর ভগ্নোন্ন হৃষ্যোধনের যে বিলাপ আমি শুনিয়াছি, সে বিলাপ কোন্
 কঠিন ব্যক্তিরও হৃদয় দধ না করে ॥৬২॥

এবং ভগ্নোন্ন হৃষ্যোধনের সেইরূপ করুণ বাক্য সকল শুনিয়া কোন্ নির্দয়
 লোকেরও নরনবুগল হইতে অশ্রু নির্গত হয় না ? ॥৬৩॥

আমি জীবিত থাকিতেই আমার এই যে মিত্রপক্ষ পরাজিত হইয়াছে, জলের

(৬০)....দ্রোণো হন্তেতি...পি বধ বর্দ্ধ ।

বাহুদেবার্জুনাত্যাং হি তানহং পরিরক্ষিতান্ ।
 অবিসম্বৃত্তমান্ মমো মহেন্দ্রেণাপি মাতুল । ৬৫৥
 ন চান্মি শক্তঃ সংবৃত্তং কোপমেতং সমুখিতম্ ।
 ন তং পশ্যামি লোকেহস্মিন্ যো মাং কোপামিবর্তয়েৎ ।
 ইতি মে নিশ্চিতা বুদ্ধিরেবা সাধুমতা চ মে ৬৬৥
 বাতিকৈঃ কথ্যমানস্ত মিত্রাণাং মে পরাভবঃ ।
 পাণ্ডবানাঞ্চ বিজয়ো হৃদয়ং দহতীব মে ৬৭৥
 অহস্ত কদনং কৃষ্ণা শত্রুণামগ্ন সৌপ্তিকে ।
 ততো বিপ্রমিতা চৈব স্বপ্না চ বিগতকুরঃ ৬৮৥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-
 পর্বনি স্তপ্তবধে দ্রৌণিমন্ত্রণায়াং পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ৥১৥ *

ভারতকৌমুদী

অথ এতাতে বুদ্ধেন পাণ্ডবপক্ষবিজয়ে তব কথ্যমানভিরিত্যাহ বাবিত্তি । তান্ শত্রু ৬৫৥
 নেতি । সংবৃত্তং সংবরীকৃতম্ । নিশ্চিতা রাজ্যাবেব বুদ্ধকরণে । যট্পাদঃ শ্লোকঃ ৬৬৥
 বাতিকৈরিত্তি । বাতিকৈঃ প্রাণুক্তব্যাপ্যানাদ্ভবদুষ্করানন্তলোকৈঃ ৬৭৥

বেগ যেমন সমুদ্রকে বর্ধিত করে ; তেমন সেই মিত্রপক্ষই আমার শোক বর্ধিত
 করিতেছে । সেই নিমিত্তই আমি শত্রুগণকে জয় করিবার জন্য একাত্তিত্ত
 হইয়াছি ; সুতরাং আমার কি করিয়া নিজা আসিবে এবং কি করিয়াই বা
 বিজ্ঞানমুখ হইবে ৬৪৥

মাতুল । তাঁর পর আমি মনে করি—প্রভাতকালে কৃষ্ণ ও অর্জুন সর্বতো-
 ভাবে রক্ষা করিতে থাকিলে, সে বিপক্ষগণ ইন্দ্রেরও গুরুতর অসম্ব হইবে ৬৫৥

তাঁর পর আমার যে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা সংবরণ করিতেও পারিতেছি
 না এবং যে লোক আমাকে এই ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে, তেমন লোক
 আমি এই জগতে দেখিতেও পাইতেছি না ; এই জন্যই আমি এবিষয়ে বুদ্ধি স্থির
 করিয়াছি এবং তাহা ভাল করিয়াছি বলিয়াই মনে করিতেছি ৬৬৥

অগত লোকগুলিরা যে বলিয়াছিল—‘আমার মিত্রগণের পরাজয় ও পাণ্ডব-
 গণের জয় হইয়াছে’ তাহা যেন আমার হৃদয় দহ করিতেছে ৬৭৥

অতএব আমি এই রাজিতেই নিমিত্তবাহ্য শত্রুগণকে সংহার করিয়া পরে
 বিজ্ঞান করিব ও নিজামুখ লাভ করিব’ ৬৮৥

(৬৭) বাতিকৈঃ কথ্যমানস্ত বদ বর্জ । • ‘...চতুর্থোহধ্যায়ঃ’ পি বদ বর্জ বা সো মি ।

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

কুপ উবাচ ।

তত্রৈবুরপি হুৰ্বেধাঃ পুরুষোহনিরতেজস্রিয়ঃ ।

নালং বেদয়িতুং কৃৎস্নৌ ধৰ্ম্মার্থাবিত্তি যে মতিঃ ॥১॥

তথৈব তাবদ্যেধাবী বিনয়ং যো ন শিকতে ।

ন চ কিকন জানাতি সোহপি ধৰ্ম্মার্থনিষ্ঠয়ন্ ॥২॥

চিরং হপি অড়ঃ শুরঃ পণ্ডিতং পশ্য'পাস্ত হ ।

ন স ধৰ্ম্মান্ বিজানাতি দৰ্ব্বী সুপন্নসানিব ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

অহমিতি । কখনং মহামারীন্ । সৌপ্তিকে ভাবে স্তম্ভাবস্থানান্ । বিশ্রমিতা বিশ্রামং
করিত্যমি । স্তম্ভা নিদ্রাং বাত্মনি । বিগতজরঃ শক্রবধেন তিরোহিতকোষসংগাপঃ ॥৬৬॥

ইতি মহাবহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাত্মরত্ন
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপৰ্ব্বনি স্তম্ভবধে পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

তত্রৈবুরিতি । হুৰ্বেধা বিকৃতবুদ্ধিঃ, অনিরতেজস্রিয়ঃ অজিতেজস্রিশ্চ পুরুষঃ, তত্রৈব
ধৰ্ম্মার্থোজাতুমিচ্ছুঃ সন্নপি, কৃৎস্নৌ সৰ্ব্বৌ, ধৰ্ম্মার্থৌ, বেদয়িতুং জাতুন্ । যাবে ইন্ ।
ন অন্যং ন শক্যো ভবতি, ইতি যে মতির্ধারণা । অতএবপি শোককোপাত্যাং বিকৃতবুদ্ধিতা
হনিরতেজস্রিহ্মাক ধৰ্ম্মার্থৌ তত্রৈবুরপি জাতুং ন শক্যোবীতি ভাবঃ । এবমরত্ন স্তম্ভা ভাবা
উদেষ্যঃ ॥১॥

তথেষতি । য়েধাবী বুদ্ধিবান্, বিনয়ং গুরুজনাভিকৈ নম্রতান্ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

ভাবাং যপেত্বাত্তং তন্ন বুধ্যতে ॥৫৭॥ অহংবদ্যন্ অহংবদতঃ ন শাস্যতি অমৰ্শ ইত্যর্থঃ ।
সার্কস্লোকঃ ॥৫৮—৬৭॥ স্তম্ভা স্তম্ভ্যামি ॥৬৮॥

ইতি সৌপ্তিকপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠে ভারতভাবদীপে তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ॥৩॥

কুপাচার্য্য বলিলেন—‘বিকৃতবুদ্ধি ও অসামর্থ্যচিত্ত লোক বুঝবার ইচ্ছা করিয়াও
সমস্ত ধর্ম ও অর্থ বুঝতে সমর্থ হয় না ; ইহাই আমার ধারণা ॥১॥

সেইরূপই বুঝমানু হইয়াও যে লোক গুরুজনের নিকট নম্রতা শিক্ষা না করে,
সে লোকও কোন ধর্মার্থনিষ্ঠর বুঝতে পারে না ॥২॥

মুহূর্তমপি তং প্রাপ্তঃ পণ্ডিতঃ পর্যাপ্ত হ ।

কিপ্রং ধৰ্ম্মান্ বিজানাতি জিহ্বা সুপরমানিব ॥৪॥

শুশ্রূষেব মেধাবী পুরুষো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।

জানীয়াদাগমান্ সৰ্বান্ গ্রাহক ন বিরোধয়েৎ ॥৫॥

অনেষুত্বমানী যো ছুরাক্সা পাপপুরুষঃ ।

দিষ্টমুৎসৃজ্য কল্যাণং কৰোতি বহু পাপকম্ ॥৬॥

নাথবস্তস্ত সূহৃদঃ প্রতিবেদন্তি পাপকাৎ ।

নিবর্ততে তু লক্ষ্মীবান্ নালক্ষ্মীবান্ নিবর্ততে ॥৭॥

যথা ছাচ্চাবচৈর্বাটক্যঃ ক্ষিপুচিহ্নো নিয়ম্যতে ।

তথৈব সূহৃদা শক্যো ন শক্যস্তবসীদতি ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

চিরমিতি । উপাত্ত শিকার্বং নিষেধ্য । দক্ষী সংঘটনদণ্ডবিশেষঃ ॥৩॥

মুহূর্তমিতি । প্রাক্সো বুদ্ধিমান্ জনঃ ॥৪॥

শুশ্রূষিতি । আগমান্ শাস্ত্রানি, গ্রাহমুপাদেয়ঃ বিষয়ম্, বিরোধয়েৎ বৈমত্যেন পরিত্যাজেৎ ॥৫॥

অনেষ ইতি । অনেষঃ শিকরাপি মঙ্গলবিষয়ে প্রবর্তয়িতুমশক্যঃ । দিষ্টমুপদিষ্টম্ ॥৬॥

নাথেনি । নাথবস্তমভিতাবকবস্তম্ । লক্ষ্মীবান্ ভাগ্যবান্ । মোপধ্বাধস্তঃ ॥৭॥

যথেনি । উচ্চাবচৈর্নানাবিধৈঃ, নিয়ম্যতে অসম্বিবরাৎ নিবাহ্যতে । শক্যঃ অসম্বিবরা-
নিবহঃ যোগ্যো জনো মোদন্ত ইতি শেধঃ । অবসীদতি বিপততে ॥৮॥

দক্ষী (হাতা) যেমন সুপের (ডাইলের) রস অনুভব করিতে পারে না ; তেমন নির্বোধ মানুষ বীর হইয়াও এবং দীর্ঘকাল পণ্ডিতের নিকট উপদেশ পাইয়াও ধর্ম্ বুদ্ধিতে পারে না ॥৩॥

আবার জিহ্বা যেমন সুপের রস বুদ্ধিতে পারে ; তেমন বুদ্ধিমান্ লোক মুহূর্তকালমাত্র পণ্ডিতের নিকট উপদেশ পাইয়াই সমস্ত ধর্ম্ বুদ্ধিতে পারেন ॥৪॥

বুদ্ধিমান্ ও সংযতচিত্ত মানুষ বুদ্ধিবীর ইচ্ছা করিয়াই সমস্ত শাস্ত্র বুদ্ধিতে পারেন এবং নিজের অমত থাকিলেও উপাদেয় বিষয় পরিত্যাগ করেন না ॥৫॥

যে মানুষ সংপথে চালাইবার অযোগ্য, নিকটচিত্ত ও পাপকুচিসম্পন্ন, সেই মানুষ সুহৃদ্বন্ধনের উপদিষ্ট মঙ্গলময় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বহুতর পাপ করে ॥৬॥

সুহৃদ্বন্ধনের সহায়শালী লোককে পাপকার্য্য করিতে নিষেধ করে ; কিন্তু ভাগ্যবান্ লোক সে পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন, আর ভাগ্যহীন লোক নিবৃত্ত হয় না ॥৭॥

তথৈব ব্রহ্মণঃ প্রাজ্ঞাঃ কুর্মাণঃ কৰ্ম পাপকম্ ।
 প্রাজ্ঞাঃ সংপ্রতিবেদন্তি যথাপক্তি পুনঃ পুনঃ ॥১০॥
 স কল্যাণে বনঃ কৃষ্ণা নিরুমাঙ্গানবান্ধনা ।
 কুরু মে বচনং তাত ! যেন পশ্চাদ্ তস্যাসে ॥১০॥
 ন বধঃ পূজ্যতে লোকে স্থপ্তানামিহ ধর্ম্যতঃ ।
 তথৈবাপাস্তশত্রুণাং বিমুক্তরথবাজিনাম্ ॥১১॥
 যে চ ক্রয়ন্তবাস্মীতি যে চ স্যঃ শরণাগতাঃ ।
 বিমুক্তমূর্খজা যে চ যে চাপি হতবাহনাঃ ॥১২॥
 অশ্ব স্বপ্যন্তি পাকলা বিমুক্তকবচা বিভো ! ।
 বিশ্বস্তা রজনীং সর্বে প্রেতা ইব বিচেতসঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তথেষি । প্রাজ্ঞাঃ বুদ্ধিবন্তঃ ॥১০॥
 ইদানীং প্রকৃতমুপদিশতি স ইতি । কল্যাণে বহুলকরে বিবরে ॥১০॥
 নেতি । পূজ্যতে প্রণততে । অপাস্তশত্রুণাং ত্যক্তাশ্রাণাম্ ॥১১॥
 ব ইতি । তব অধীন ইতি শেবঃ । বিমুক্তমূর্খজাঃ অনিতকেশাঃ । তেবাপি বধো
 ন পূজ্যত ইত্যভ্যুত্তিঃ ॥১২॥

মানুষ নানাবিধ বাক্যদ্বারা কিণ্ড চক্ৰ লোককে যেমন অসং কার্য্য হইতে নিবৃত্ত
 করে, তেমনই শুল্কজন কিণ্ডচিত্ত লোককে নিবৃত্ত করিতে পারে; বাহাকে
 পারে, সে লোক পরে আমোদ অমুভব করে, আর বাহাকে পারে না, সে লোক
 পরে বিপন্ন হয় ॥৮॥

সেইরূপই বুদ্ধিমান শুল্কজন পাপকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বুদ্ধিমান
 শুল্কজনেরা বার বার তাহাকে নিবেদ করিয়া থাকে ॥৯॥

অতএব বৎস ! তুমি মঙ্গলের দিকে মন রাখিয়া নিজেরই নিজেকে সংযত
 করিয়া, আমার উপদেশ অনুসারে কার্য্য কর; বাহাতে পরে অমুভব হইবে
 না ॥১০॥

নিজিত, ত্যক্তশত্রু ও অন্তরংগবিহীন লোকদিগকে বধ করিলে, ধর্ম্মানুসারে এই
 ভগতে কেহই তাহার প্রশংসা করে না ॥১১॥

‘আমি আপনারই’ এইরূপ বাহারা বলে, বাহারা শরণাগত হয়, আকুলতা-
 বশতঃ বাহাদের কেশকলাপ অন্তিত হইয়া যায় এবং বাহাদের বাহন বিনষ্ট হয়,
 তাহাদিগকে বধ করিলেও কেহ তাহার প্রশংসা করে না ॥১২॥

(৩) তথৈব ব্রহ্মণোঃ প্রাজ্ঞাঃ কুর্মাণাম্...মি ।

যন্তেষাং তদবস্থানং ক্রহেত পুরুষোহনৃজুঃ ।
 ব্যক্তং ন নরকে মজ্জেনগাধে বিপুলেহমবে ॥১৪॥
 সৰ্ব্বাত্তবিদ্রুবাং লোকে শ্রেষ্ঠত্বমসি বিক্রতঃ ।
 ন চ তে জাতু লোকেহস্মিন্ অসূক্ষ্মমপি কিঞ্চিৎ ॥১৫॥
 স্বং পুনঃ সূর্য্যসকাশঃ শোভুত উদিতে রবৌ ।
 প্রকাশে সৰ্ব্বভূতানাং বিজেতা যুধি শাস্ত্রবান্ ॥১৬॥
 অসম্ভাবিতরূপং হি স্থয়ি কৰ্ম্ম বিগর্হিতম্ ।
 শুক্রে রক্তমিব স্তম্ভং ভবেদিত্তি মতির্মম ॥১৭॥

অশ্বখামোবাচ ।

এবমেব যথাশ্ব স্বং মাতুলেহ ন সংশয়ঃ ।
 তৈস্ত পূৰ্ব্বময়ং সেতুঃ শতধা বিদলীকৃতঃ ॥১৮॥

ভারতকৌয়ুদী

অশ্বতি । শ্রেতা যুতাঃ, বিচেতসশ্চৈতন্তহীনাঃ ॥১৩॥
 য ইতি । তদবস্থানং তদবস্থাবস্থিতিম্, ক্রহেত ব্যাহত্যাং, অনৃজুঃ কুটিলঃ ॥১৪॥
 সর্কেতি । জাতু কদাচিত্, কিঞ্চিৎ পাপমস্তীতি শেষঃ ॥১৫॥
 স্থমিতি । শোভুতে পরদিনে জাতে । প্রকাশে দিবালোকে জাতে ॥১৬॥
 অসমিতি । অসম্ভাবিতরূপং চিরসৎকৰ্ম্মপরম্বাৎ সর্কেরনাশঙ্কিতরূপম্ ॥১৭॥

প্রভাবশালী বৎস । পাকালেরা কবচ পরিত্যাগ করিয়া, বিশ্বস্ত হইয়া, আজ রাত্রিতে নিদ্রা যাইবে এবং তখন তাহারা মৃত মানুষদের স্তায় একেবারে অচেতন হইয়া থাকিবে ॥১৩॥

কুটবুদ্ধি যে মানুষ তাহাদের সেই অবস্থার ব্যাঘাত ঘটাইবে; নিশ্চয়ই সেই মানুষ অগাধ তরগীবিহীন ও বিশাল নরকার্ণবে মগ্ন হইবে ॥১৪॥

বৎস ! তুমি জগতে সমস্ত অস্ত্রজাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ; অথচ এই জগতে তোমার কখনও অত্যন্ত পাপও ছিল বলিয়া জানি না ॥১৫॥

অতএব আগামী কল্য সূর্য্যোদয় হইলে এবং সমস্ত প্রাণীর পক্ষে দিবালোক প্রকাশ পাইলে, তুমি সূর্য্যের স্তায় তেজের সহিত বৃদ্ধে যাইয়া, শত্রুগণকে জয় করিবে ॥১৬॥

আমার এইরূপ ধারণা যে, শুক্রবর্ণ বস্ত্রে সমর্পিত রক্তবর্ণের স্তায় তোমাতে গর্হিত কর্মের সম্ভাবনা পূর্বে কেহই করে নাই ॥১৭॥

(১৮)....অশ্বখামসি মাতুল ।...সম্ভাবিতলীকৃতঃ—মি ।

প্রত্যকং ভূমিপালানাং ভবতাকাপি সন্নিধৌ ।
 শ্বস্তশস্ত্রো যম পিতা ধূৰ্ত্তদ্ব্যম্নেন পাতিতঃ ॥১৯॥
 কৰ্ণশ্চ পতিতে চক্রে রথস্ত রথিনাং বরঃ ।
 উত্তমে ব্যাসনে সন্মো হতো গাণ্ডীবধম্বনা ॥২০॥
 তথা শাস্তনবো ভীষ্মো শ্বস্তশস্ত্রো নিরাসুধঃ ।
 শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য হতো গাণ্ডীবধম্বনা ॥২১॥
 ভূরিশ্রবা মহেশ্বাসস্তথা প্রায়গতো রণে ।
 ক্রৌশতাং ভূমিপালানাং যুযুধানেন পাতিতঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । আখ ব্রবীষি । তৈঃ পাণ্ডবৈঃ, সেতুর্ন্যায়মার্গঃ, বিদলীকৃতো ভগ্নঃ ॥১৮॥
 অথ কিং তত্র প্রমাণমিত্যাহ প্রত্যকমিতি । শ্বস্তশস্ত্রং পাতনমেব ভ্রাতৃত্বকঃ ॥১৯॥
 কৰ্ণ ইতি । পতিতে ভূমৌ বগ্নে । ব্যাসনে বিপদি, সন্মঃ অবসরঃ ॥২০॥
 তথেষতি । নিরাসুধত্বাক্ষকায়ুকঃ । ভীষ্মেণ ত্রিযাঃ ত্রীপূৰ্ণত চ যুধামৰ্শনপ্রতিজ্ঞানাং
 শিখণ্ডিনঃ পুরস্করণমেব ভ্রাতৃত্বক ইত্যংশয়ঃ ॥২১॥
 ভূরীতি । মহেশ্বাসো মহাধনুৰ্দ্ধরঃ, প্রায়গতঃ শ্বচ্ছয়া দেহত্যাগায় স্থিতঃ । ক্রৌশতাং
 'ন হস্তব্যো ন হস্তব্য' ইত্যাক্ষৈকচ্যায়রতাম্ । অনাদয়ে বহী । যুযুধানেন সাত্যকিনা ।
 তত্র প্রায়গতত্বকাক্ষুনেন ত্রায়ং লজ্বরতা বাহুচ্ছেদাদিতি স্মৃতিতম্ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

তত্রবুরিতি । হৃদ্ষেণা মূঢ়ঃ, অনিয়তেতি ছেদঃ ॥১—৫॥ অনেয়ঃ সন্মার্গঃ নেতৃবশক্যঃ,
 দিষ্টমুপদিষ্টম্ ॥৬—১০॥ অগ্নবে ইতি ছেদঃ ॥১৪—১৭॥ বিদলীকৃতঃ দলিতঃ ॥১৮॥

অশ্বখামা বলিলেন—‘মাতুল । আপনি যেরূপ বলিতেছেন তাহা সত্য বটে,
 এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; তবে সেই পাণ্ডবেরাই পূৰ্বে এই স্তায়সেতু শত ভাগে
 ভগ্ন করিয়াছে ॥১৮॥

রাজাদের সমক্ষে এবং আপনাদের নিকটে আমার পিতৃদেব যখন অস্ত্র ত্যাগ
 করিয়াছিলেন; সেই সময়ে ধূৰ্ত্তদ্ব্যয় তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে ॥১৯॥

রথের চক্রে ভূমিতে যন্ন হইয়াছিল, সেই বিপদের সময়ে রথির্জ্যেষ্ঠ কৰ্ণ
 অবসর হইয়া পড়িয়াছিলেন; সেই সময়ে অৰ্জুন তাঁহাকে বধ করিয়াছে ॥২০॥

শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিলে, শাস্তনুনন্দন ভীষ্ম অস্ত্র ও ধনু ত্যাগ করিয়াছিলেন,
 সেই অবস্থায় অৰ্জুন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে ॥২১॥

অৰ্জুন স্তায় লজ্বর করিয়া, বাহুচ্ছেদন করিলে, মহাধনুৰ্দ্ধর ভূরিশ্রবা রণস্থলে
 প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন; তখন উত্তর পক্ষেরই রাজারা ‘বধ করিবেন না,

হুৰ্য্যোধনশ্চ ভীমেন সমৈত্য গদয়া বণে ।
 পশ্চতাং কুৰ্মিপালানামধৰ্ম্মেণ নিপাতিতঃ ॥২৩॥
 একাকী বহুভিস্তত্র পরিবার্য্য মহারথৈঃ ।
 অধৰ্ম্মেণ নরব্যাত্ৰো ভীমসেনেন পাতিতঃ ॥২৪॥
 বিলাপো ভগ্নসক্খশ্চ যো মে রাজ্ঞঃ পরিশ্রুতঃ ।
 বাতিকানাং কথয়তাং স মে মৰ্ম্মাণি কুশ্ৰুতি ॥২৫॥
 এবকাধার্ম্মিকাঃ পাপাঃ পাকালো ভিন্নসেতবঃ ।
 তানেবং ভিন্নমৰ্ম্মাদান্ কিং ভবান্ ন বিগৰ্হিত ॥২৬॥
 পিতৃহন্তু নহং হৃদ্বা পাকালান্ নিশি সৌখিকে ।
 কামং কাটঃ পতন্তো বা জন্ম প্রাপ্য ভবামি বৈ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

হুৰ্য্যোধন ইতি । অধৰ্ম্মেণ নাভেরধোগদাঘাতাদিত্যাশয়ঃ ॥২৩॥

ভজাপ্যতিরিক্তং দোষমাহ একাকীতি । পরিবার্য্য পরিবেষ্ট । নরব্যাত্ৰো হুৰ্য্যোধন
 এব ॥২৪॥

বিলাপ ইতি । ভগ্নসক্খশ্চ ভগ্নোরোঃ । বাতিকানাং ভদ্রানীয়াগতামাং অনানাম্ ॥২৫॥

এবমিতি । পাকালো ইতি পাণ্ডবপক্ষমাত্ৰোপলক্ষণম্ । ভিন্নসেতবো লম্বিত-
 স্তারবাণীঃ ॥২৬॥

পিতৃহত্যারূপঃপাতোপীঠ এবত্যাহ পিতৃহিত্তি । সৌখিকে ভাবে সুপ্রাবহায়া ॥২৭॥

বধ করিবেন না' এইরূপ উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেও পাপাত্মা সাত্যাক যাইয়া
 সেই ভূরিজ্বালকে বধ করিয়াছে ॥২২॥

তা'র পর ভীম গদাঘাৱা অস্ত্রায়ত্তাবে রাজাদের সমক্ষেই যুদ্ধে হুৰ্য্যোধনকে
 নিপাতিত করিয়াছে ॥২৩॥

তৎকালে ভীম বহুতর মহারথঘাৱা একাকী নরশ্রেষ্ঠ হুৰ্য্যোধনকে পরিবেষ্টন
 করাইয়া অস্ত্রায়ত্তাবে নিপাতিত করিয়াছে ॥২৪॥

তৎপরে বার্তাবাহী লোকদিগের যুদ্ধে ভগ্নোক্ত হুৰ্য্যোধনের যে বিলাপ আমি
 শুনিয়াছি, তাহা শ্রবণ করিলে আমার মৰ্ম্মস্থানগুলি যেন ছিন্ন হইয়া যায় ॥২৫॥

এইভাবে পাপাত্মা পাণ্ডবেরা পদে পদে ভার লক্ষন করিয়াছে; সুতরাং ভার-
 লক্ষনকারী সেই পাণ্ডবগণকে আপনি কি মিন্ধা করেন না ? ॥২৬॥

অতএব আমি আজ রাজিতেই নিব্রিষ্ট অবস্থায় সেই পিতৃহত্যা পাকালগণকে

(২৩)....পশ্চতাং কুৰ্মিপালানামধৰ্ম্মেণ নিপাতিতঃ—পি । (২৫)....বাতিকানাং কথয়তাং
 ...কথ বর্ধ ।

ধ্বরে চাহমনেনাপ্ত যদিদং মে চিকীৰ্ষিতম্ ।
 তস্মৈ মে স্বরমাণস্ত কৃতো নিদ্রা কৃতঃ শ্লথম্ ॥২৮॥
 ন স জাতঃ পুমাস্তৌকে কশ্চিন্ন স ভবিষ্যতি ।
 যো মে ব্যাবর্তয়েদেতাং বধে তেষাং কৃত্যং মতিম্ ॥২৯॥
 সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা মহারাজ ! দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।
 একান্তে যোজয়িত্বান্ প্রায়াদতিযুধঃ পরান্ ॥৩০॥
 তমজ্ঞেতাং মহাত্মানৌ ভোজশারদ্যতাবৃতৌ ।
 কিমর্থং স্তন্দনো যুক্তঃ কিঞ্চ কার্য্যং চিকীৰ্ষিতম্ ॥৩১॥
 একসার্বপ্রয়াতো স্বদুয়া সহ নরর্ষভ ! ।
 সমদুঃখমুখৌ চাপি নাবাং শক্তিতুমহঁসি ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

ধ্বর ইতি । ধ্বরে ধ্বরাং করোমি । মে যদা, চিকীৰ্ষিতং কৰ্ত্ত্ব মিষ্টং হৃদ্যানাং হননম্ ॥২৮॥
 নেতি । ব্যাবর্তয়েৎ নিবর্তয়িতুং শক্যম্ । দৃঢ়প্রতিজ্ঞেবেরমিতি ভাবঃ ॥২৯॥
 এবমিতি । একান্তে একদেশে স্থিতে বধ ইতি শেষঃ ॥৩০॥
 তমিতি । ভোজশারদ্যতৌ কৃতবর্ষকৃপাচার্যৌ । স্তন্দনো বধঃ, যুক্তঃ সজ্জিতঃ ॥৩১॥
 একেতি । একঃ অধিতীয়ঃ সমানন্ত অর্থঃ প্রয়োজনং বশিন্ কর্শ্বনি তদ্বৎ তথা
 প্রয়াতো প্রস্থিতৌ, নাবাং কৃপাকৃতবর্ষণৌ । শক্তিতুমহঁসি কৰিয়্যাব ইতি সংশ্লিষ্টম্ ॥৩২॥
 বধ করিয়া, সেই পাশে জন্মাক্ষরে যদি কীট বা পতঙ্গ হই, তাহাও আমার
 অতীত ॥২৭॥

আমি এই যাহা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, তাহার জন্তই ধ্বরাধিত হইয়াছি;
 সুতরাং ধ্বরাধিত ব্যক্তির নিদ্রাই বা আসিবে কেন, বিজ্ঞান শ্লথই বা হইবে
 কেন ॥২৮॥

পাকালগণের বধ বিষয়ে আমি যে বুদ্ধি স্থির করিয়াছি, তাহা যে ফিরাইতে
 পারে, তেমন কোন লোক অগতে অস্ত্র গ্রহণ করে নাই বা করিবেও না' ॥২৯॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘মহারাজ ! প্রতাপশালী অশ্বখামা এইরূপ বলিয়াই এক-
 প্রান্তে অবস্থিত রথে অশ্ব যোজনা করিয়া, শত্রুগণের অতিমুখে প্রস্থান করিবার
 উপক্রম করিলেন ॥৩০॥

তখন মহাত্মা কৃতবর্ষা ও কৃপাচার্য্য তাঁহাকে বলিলেন—‘তুমি কি অস্ত্র বধ
 সজ্জিত করিয়াছ এবং কি কার্য্যই বা করবার ইচ্ছা করিয়াছ ? ॥৩১॥

(৩২)---সমে দুঃখমুখে চাপি...পি...তমাজ্ঞংসিতুমহঁসি—নি ।

অশ্বখামা তু সংক্রুদ্ধঃ পিতুর্বধমমুশ্রবন্ ।
 তাত্যাং তথ্যং তদাচখ্যৌ যদস্ত্যস্তচিকীর্ষিতম্ ॥৩৩॥
 হস্তা শতসহস্রাণি যোধানাং নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 স্তম্ভশস্ত্রে। মম পিতা ধুষ্ঠহ্যস্মেন পাতিতঃ ॥৩৪॥
 তং তথৈব হনিষ্যামি স্তম্ভবর্শ্মাণমদ্য বৈ ।
 পুত্রং পাকালরাজস্ত পাপং পাপেন কৰ্ম্মণা ॥৩৫॥
 কথঞ্চ নিহতঃ পাপঃ পাকাল্যঃ পশুবদ্যয়া ।
 শস্ত্রেণ বিজিতাসৌ কামাপ্রুয়াদিতি মে মতিঃ ॥৩৬॥
 ক্রিপ্রং সম্রদ্ধকবচৌ সখভৃগাবাতকান্মুকৌ ।
 মামান্হায় প্রতীক্কেতাং রথবর্ষ্যৌ পরস্তুপৌ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

অশ্বখিত। তথ্যং সত্যম্। আশ্বনঃ চিকীর্ষিতং কৰ্ত্ত্ব মিষ্টম্ ॥৩৩॥
 কিং তত্থ্যমিত্যাহ হস্বতি। স্তম্ভশস্ত্রঃ তৎপ্রবর্তিতমিধ্যামছোকাদেব ত্যক্তাঙ্গঃ ॥৩৪॥
 তমিতি। স্তম্ভবর্শ্মাণং পুনর্ভূতাস্তবান্মুককবচম্। কৰ্ম্মণা প্রহারেণ ॥৩৫॥
 কথমিতি। কথঞ্চ কেন প্রকারেণ চ। শস্ত্রেণ শস্ত্রাঘাতমুচ্যনা ॥৩৬॥
 ক্রিপ্রমিতি। আহ্বায় আকৃহ। পরস্তুপৌ যুবাম্ ॥৩৭॥

নরশ্রেষ্ঠ! আমরা তোমার সহিত এক উদ্দেশ্যেই হৃর্যোধনের নিকট হইতে
 প্রস্থান করিয়াছি এবং আমাদের সুখ ও দুঃখ তোমার সমানই বটে। অতএব
 তুমি আমাদের উপরে কোন সন্দেহ করিতে পার না ॥৩২॥

তখন অশ্বখামা পিতার বধ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া—তাঁহার নিজের
 যাহা করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কৃপাচার্য ও কৃতবর্শ্মার নিকটে তাহা সত্যরূপে
 বলিলেন—॥৩৩॥

‘আমার পিতৃদেব সুধার বাণসমূহদ্বারা শত সহস্র যোদ্ধাকে বধ করিয়া অস্ত্র
 ত্যাগ করিয়াছিলেন; সেই সময়ে ধুষ্ঠহ্যর মাইয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছে ॥৩৪॥

আমিও আজ সেইভাবেই পাপজনক প্রকারে কবচবিহীন, পাকালরাজপুত্র
 পাপাত্মা ধুষ্ঠহ্যরকে বধ করিব ॥৩৫॥

আমার ইচ্ছা এই যে, আমি কোনপ্রকারে পশুর দ্বায় ধুষ্ঠহ্যরকে নিহত করার
 সে পাপাত্মার আর শত্ৰুহত লোকের প্রাণ্য বর্গ লাভ করিতে না পারে ॥৩৬॥

অতএব শত্রুসম্ভাপক আপনারা হুইজন সম্বর বর্শ্ম ধারণ করিয়া, তরবারি ও
 ধনু লইয়া, উত্তম রথে আরোহণপূর্বক আমায় প্রতীক্ষা করিতে থাকুন’ ॥৩৭॥

ইত্যুক্ত্বা রথমাহার প্রারাদভিযুধঃ পরাম্ ।

তমবগাং কৃপো রাজন্ । কৃতবর্ণ্যা চ সান্ততঃ ॥৩৮॥

তে প্রয়াতা ব্যরোচন্ত পরানভিমুখাস্ত্রয়ঃ ।

হুয়মানা যথা যজ্ঞে সমিদ্ধা হব্যবাহনাঃ ॥৩৯॥

যযুশ্চ শিবিরং তেষাং সংগ্রহপুঙ্জনং বিভো ।।

স্বারদেশস্ত সংপ্রাপ্য দ্রৌণিস্তম্ভৌ মহারথঃ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈম্বাসিক্যাং সৌপ্তিক-
পৰ্বণি স্তম্ভবধে দ্রৌণিপাণ্ডবশিবিরগমনে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । প্রায়াং অশ্বখামা প্রাতিষ্ঠত । সান্ততন্তবঃশ্রয়ঃ ॥৩৮॥

ত ইতি । সমিদ্ধাঃ প্রজ্বলিতাঃ, হব্যবাহনা দক্ষিণাগ্নিগার্হপত্যাহবনীয়াখ্যাঃ ॥৩৯॥

যযুরিতি । সংগ্রহপুঙ্জাঃ সম্যক্তনিত্রিতা জনা যযিষু তৎ । দ্রৌণিরশ্বখামা ॥৪০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাসীশতটোচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ সৌপ্তিকপৰ্বণি স্তম্ভবধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

অত্যক্ষমিতি । ছুটৌ দৌটৌনৈব ক্ষেতব্য ইত্যর্থঃ ॥১২—২২॥ অশ্বর্শেণ নাভেরধস্তাং
প্রহারেণ ॥২৩—২৪॥ বার্তিকানাং বার্তাহরাণাম্ ॥২৫—৩১॥ একসার্বপ্রয়াতো স্বঃ
একসাহিত্যেন প্রযত্নবন্তৌ স্বঃ, অন্তর্লট্ উত্তমত বিবচনম্ ॥৩২—৪০॥

ইতি সৌপ্তিকপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥৪॥

রাজা । অশ্বখামা এই কথা বলিয়া রথে আরোহণ করিয়া, শত্রুগণের
অভিযুখে প্রস্থান করিলেন । তখন কৃপাচার্য্য, সান্ততবংশীয় কৃতবর্ণ্যা রথারোহণ-
পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন ॥৩৮॥

তাঁহার তিনজন শত্রুগণের অভিযুখে প্রস্থান করিয়া, যজ্ঞে আহুতি প্রদানে
প্রজ্বলিত দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয় নামক তিনটি অগ্নির জ্বায় প্রকাশ
পাইতে থাকিলেন ॥৩৯॥

রাজা । ক্রমে তাঁহার তিন জন পাণ্ডবশিবিরের নিকটে গমন করিলেন ।
তৎকালে শিবিরের লোকেরা সকলেই নিদ্রিত ছিল ; কিন্তু মহারথ অশ্বখামা
শিবিরের স্বারদেশে আসিয়া অবস্থান করিলেন ॥৪০॥

* ‘... পৰ্ব্বোহধ্যায়ঃ’ নি বদ বর্জ্জ বা লো মি ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

—:•••:—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

স্বারদেশে ততো দ্রৌণিববস্থিতমবেক্ষ্য তৌ ।

অকুর্ষ্বতাং ভোজকূপৌ কিং সঞ্জয় ! বদস্ব মে ॥১॥

সঞ্জয় উবাচ ।

কৃতবর্মাণমামস্ত্র্য কৃপঞ্চ স মহারথঃ ।

দ্রৌণির্মহ্যাপরীতাস্ত্রা শিবিরদ্বারমাসদৎ ॥২॥

তত্র ভূতং মহাকাশং চন্দ্রার্কসদৃশদ্যুতিম্ ।

সোহপশ্যাদ্দ্বারমাপ্তিত্য তিষ্ঠন্তং লোমহর্ষণম্ ॥৩॥

বসানং চন্দ্রম বৈদ্যস্রং মহাকুধিরবিঅবম্ ।

কৃষ্ণাজিনোত্তরাসঙ্গং নাগবজ্রোপবীতিনম্ ॥৪॥

বাহুভিঃ স্বায়তৈঃ পীনৈর্নানা প্রহরণোদ্রুতৈঃ ।

বদ্ধান্ধমহাসর্পং জ্বালামালাকুলাননম্ ॥৫॥

দষ্ট্রাকরালবদনং ব্যাদিতাস্রং ভয়ানকম্ ।

নয়নানাং সহস্রৈশ্চ বিচিত্রৈরভিভূষিতম্ ॥৬॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

স্বারেতি । স্বারদেশে পাণ্ডবশিবিরস্ত । ভোজকূপং শীঘ্রঃ কৃতবর্মণা ॥১॥

কৃতেন্তি । মহানা কোথেন পরীতাস্ত্রা ব্যাপ্তচিহ্নঃ । আসদৎ অত্যগচ্ছৎ ॥২॥

তত্রোতি । ভূতং ককিং প্রাণিনম্ । অবখ্যামা শিবতাদৃষ্টপূর্কদ্বাং ভূতমিতি সাক্ষাৎ
নির্দেশঃ । বসানং পরিদধানম্, ব্যাঘ্রভেদমিতি বৈদ্যস্রম্ । মহান্ কুধিরবিঅবো মুখাৎ
রক্তস্রাবো যত্র তম্ । কৃষ্ণাজিনং কৃষ্ণসারমৃগচর্ম উত্তরাসঙ্গ উত্তরীয়ং যত্র তম্ । নাগঃ
কচ্ছিং সর্প এব বজ্রোপবীতমত্যাত্তি তম্ । স্বায়তৈরভিভূষিতঃ, পীনৈঃ কুলৈঃ, নানা-
প্রহরণানি বহুবিধাভূতানি উদ্রুতানি উত্তোলিতানি বেষু তৈবিশিষ্টম্ । বদ্ধা বাহু যুতা

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—‘সঞ্জয় ! কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য্য অশ্বখামাকে পাণ্ডবশিবিরের
স্বারদেশে অবস্থিত দেখিয়া কি করিলেন, তাহা আমার নিকট বল’ ॥১॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘অত্যন্তক্ষুদ্র চিত্ত মহারথ অশ্বখামা কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য্যকে
আহ্বান করিয়া, শিবিরদ্বারের নিকটে গমন করিলেন ॥২॥

(৩)–স্বারমাত্ত্য...নি । (৪)–বসাকুধিরবিঅবম্...নি । (৫)–স্বায়তৈভূষিতৈঃ...নি ।

নৈব তস্মৈ বপুঃ শক্যং প্রবক্তুং বেষণ এব চ ।
 সৰ্ব্বথা তু তদানন্ত্য ক্ষুণ্টেয়ুরপি পৰ্বতাঃ ॥৭॥
 তস্মাশ্চনাসিকাত্যাস্ত প্রবণাত্যাঞ্চ সৰ্ব্বশঃ ।
 তেভ্যশ্চাক্ষিসহস্ৰেভ্যঃ প্রাহুরাসম্মহাক্ষিণঃ ॥৮॥
 তথা তেজোমরীচিত্যঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ ।
 প্রাহুরাসন্ হৃষীকেশাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥৯॥
 তদত্যাছুতমালোক্য ভূতং লোকভয়করম্ ।
 দ্রৌণিরব্যথিতো দিব্যৈরস্ত্রবর্ষৈরবাকিরতঃ ।
 দ্রৌণিমুক্তাঙ্কুরাঃস্তাংস্ত্ব তদুতং মহদগ্রসং ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অঙ্গদানি কেবুরাণীব মহাস্তঃ সর্পা যেন তম্ । আলামালয়া তেজঃশিখাশ্ৰেণ্যা আকুলং
 ব্যাপ্তমাননং যন্ত তম্ । দংষ্ট্রয়া দন্তশ্ৰেণ্যা করালং ভীষণং বদনং যন্ত তম্ । ব্যাদিতাত্তং
 প্রকটিতমুখম্ ॥৩—৬॥

নেতি । প্রবক্তুং প্রকর্ষণেণ বর্ণয়িতুম্ । ক্ষুণ্টেয়ুর্বিদীর্ণা ভবেয়ুঃ ॥৭॥

তত্তেতি । আত্মং মুখম্, প্রবণাত্যাং কর্ণাভ্যাম্ । মহাক্ষিণো বিশালাগ্নিশিখাঃ ॥৮॥

তথেন্তি । তেজসাং মরীচিত্যঃ কিরণেভ্যঃ । হৃষীকেশা বিকৃবঃ ॥৯॥

তখন অশ্বখামা সেই দ্বারদেশে দর্শন করিলেন—একটা ভীষণ পুরুষ দাঁড়াইয়া
 রহিয়াছে ; তাহার শরীর বিশাল, শরীরের তেজ চন্দ্র ও সূর্য্যের তুল্য, পরিধানে
 ব্যাঘ্রের চর্ম্ম, উত্তরীয় বসনের স্থানে কৃষ্ণসারের চর্ম্ম ও গলদেশে সর্পের যজ্ঞোপবীত
 রহিয়াছে ; মুখ হইতে রক্তের ধারা পড়িতেছে, অতিদীর্ঘ ও স্থূল বহুতর বাহু
 প্রকাশ পাইতেছে, সে গুলিতে আবার নানাবিধ অস্ত্র উন্মোচিত আছে, প্রত্যেক
 বাহুতেই মহাসর্পের কেয়ূর রহিয়াছে, মুখ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে,
 দন্তপঙ্ক্তি দুইটা মুখখানাকে অতিভীষণ করিয়াছে, মুখমণ্ডল বিবৃত রহিয়াছে
 এবং বিচিত্র সহস্র নয়ন প্রকাশ পাইতেছে ॥৩—৬॥

সেই পুরুষের আকৃতির বা বেশের বর্ণনা করা আমার শক্তিসাধ্য নহে ; (তবে
 এইটুকু বলিতে পারি যে,) সেই পুরুষকে দেখিয়া পর্ষত সকলও ভয়ে নিশ্চয়ই
 বিদীর্ণ হইয়া যায় ॥৭॥

সেই পুরুষের মুখ, নাসিকা, কর্ণবৃগল এবং সেই বহু সহস্র নেত্র হইতে বিশাল
 অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল ॥৮॥

এবং সেই অগ্নিশিখার কিরণ হইতে শত শত ও সহস্র সহস্র শঙ্খচক্রগদাধারী
 বিহু আবির্ভূত হইতেছিলেন ॥৯॥

উদধেয়িব বার্থ্যোযান্ পাবকো বড়বামুখঃ ।
 অগ্রসতাংস্তদা ভূতং জ্যোনিম্ প্রহিতাক্ষরান্ ॥১১॥
 অশ্বখামা তু সংপ্ৰেক্ষ্য শরৌঘাংস্তাম্বিরর্থকান্ ।
 রথশক্তিং যুমোচাট্যৈ দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥১২॥
 সা তমাহত্য দীপ্তায়া রথশক্তিরদীৰ্য্যত ।
 যুগান্তে সূর্য্যমাহত্য মহোন্ধেব দিবশ্চ্যুতা ॥১৩॥
 অথ হেমংসকুং দিব্যং খড়্গমাকালবর্জ্জনম্ ।
 কোষাৎ সমুদ্ববর্হাশ্চ বিলাদীপ্তমিবোরগম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

ভম্বিত্তি । ভূতং পুরুষম্ । অব্যবহিতো নির্ভয়ঃ । তদ্বূতং কহু । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১০॥
 উদধেয়িতি । বড়বা অশ্বী ভক্তা মুখমিব মুখং যত্ন সঃ । ভূতং স পুরুষঃ ॥১১॥
 অশ্বখামা । রথশক্তিং রথস্থিতং শক্তি নামকমস্তম্ । যুমোচ চিহ্নেপ ॥১২॥
 সেতি । দীপ্তায়া অলিতমুখী । যুগান্তে প্রলয়কালে ॥১৩॥
 অশ্বখামা । হেমঃ বর্ণতঃ স্কন্ধমুষ্টিদেশো যত্ন তম্ । আকাশভেব বর্জো নির্মলং তেজো
 যত্ন তম্ । সমুদ্ববর্হ নিকায়রামাস অশ্বখামেতি শেষঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ভারতদেশে ইতি ॥১—৪॥ বদ্ধাঃ মহাসর্পাঃ অঙ্গদরূপা যেন তম্, অগ্নিআলাব্যাণমুখং
 কুন্ডমিত্যর্থঃ ॥৫॥ নরনানাং সহস্রৈরিত্যনেনানলৌকিকং দর্শিতম্ ॥৬—১১॥ রথশক্তিং

অশ্বখামা অতিশয় অদ্বুত ও অগতের ভয়কর সেই পুরুষকে দেখিয়াও নির্ভয়চিত্ত
 হইয়াই তাহার দিকে অলৌকিক অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং সেই
 বিশাল পুরুষও অশ্বখামনিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল গ্রাস করিতে লাগিল ॥১০॥

বাড়বানল যেমন সমুদ্রের জলগ্রবাহ গ্রাস করে ; তেমন সেই পুরুষও অশ্বখাম-
 নিক্ষিপ্ত বাণ সকল গ্রাস করিতে থাকিল ॥১১॥

অশ্বখামা সেই বাণগুলিকে ব্যর্থ দেখিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার দ্যায় একটা
 রথশক্তি সেই পুরুষের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥১২॥

তখন প্রলয়কালীন আকাশচ্যুত বিশাল উজ্জ্বল যেমন সূর্য্যমণ্ডলকে আঘাত
 করিয়া বিদীর্ণ হইয়া যায় ; তেমন অশ্বখামার সেই উজ্জ্বল রথশক্তিটাও সেই
 পুরুষকে আঘাত করিয়া বিদীর্ণ হইয়া গেল ॥১৩॥

তাহার পর ব্যালগ্রাচী (সাপুড়িয়া) যেমন গর্ভের ভিতর হইতে উজ্জ্বল সর্প

ততঃ খড়্গবরং ধীমান্ ভূতায় প্রাহিণোতদা ।

স তদাসাদ্য ভূতং বৈ বিলং নকুলবদ্যযৌ ॥১৫॥

ততঃ স কুপিতো জ্যোগিরিক্রকেতুনিভাং গদাম্ ।

কুলস্তীং প্রাহিণোতনৈঃ ভূতং তামপি চাশ্রমং ॥১৬॥

ততঃ সৰ্ব্বায়ুধাভাবে বীৰ্যমাণস্ততস্ততঃ ।

অপশ্যৎ কৃতমাকাশমনাকাশং জনার্দনৈঃ ॥১৭॥

তদদ্রুততমঃ দৃষ্ট্বা জ্যোৎস্নপুত্রো নিরায়ুধঃ ।

অত্রবীদতিসমুপ্তঃ কৃপবাক্যমমুশ্রবন্ ॥১৮॥

ক্রবতামপ্রিয়ং পথ্যং হৃদদাং ন শৃণোতি যঃ ।

স শোচত্যাগদং প্রাপ্য যথাহমতিবর্ত্য তৌ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ধীমান্ অশ্বখামা । স খড়্গাঃ, ভূতং ভূতমুখবিবরম্ ॥১৫॥

তত ইতি । ইক্রেতুনিভামিক্রধকতুল্যাম্ । ভূতং স পুরুষঃ ॥১৬॥

তত ইতি । জনার্দনৈঃ তদ্রুতভেজোনির্গতৈঃ প্রাক্তকবীকৈশ্চ, আকাশং গগনম্, অনাকাশং নিরবকাশং কৃতমপশ্যদশ্বখামা ॥১৭॥

তদিত্তি । নিরায়ুধঃ সৰ্ব্বাশ্রুতঃ, তেন ভূতেনৈব প্রাসাদিত্তি ভাবঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্রমঃ ॥১২॥ যুগান্তে মিথুনরাসেরন্তে অতিদীপ্তম্ ॥১৩—১৬॥ অনাকাশং নিরবকাশম্, ॥১৭—১৮॥ অতিবর্ত্য অতিক্রম্য, তৌ তয়োঃ কৃপকৃতবর্ণণোবাক্যমিতি শেষঃ ॥১৯॥

নিকশিত করে ; তেমন অশ্বখামাও কোষের ভিতর হইতে স্বর্ণমুষ্টি ও আকাশের স্তায় নির্মল তরবারি নিকশিত করিলেন ॥১৪॥

তৎপরে অশ্বখামা সেই তরবারি সেই পুরুষের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ; তখন নকুল (বেলী) যেমন গর্ভের ভিতরে প্রবেশ করে, তেমন সেই তরবারিখানা যাইয়া সেই পুরুষের মুখবিবরের ভিতরে প্রবেশ করিল ॥১৫॥

তদনন্তর অশ্বখামা ক্রুদ্ধ হইয়া, ইক্রেতুকের স্তায় উজ্জল একটা গদা সেই পুরুষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ; পরে সেই পুরুষ সেই গদাটাকেও প্রাস করিল ॥১৬॥

তাহার পর সমস্ত অস্ত্র নিঃশেষ হইয়া গেলে, অশ্বখামা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া দেখিলেন—পূর্বোক্ত শম্ভুক্রসদাধারী বিষ্ণুগণ আকাশটাকে নিরবকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন ॥১৭॥

পরে সে অত্যশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া নিরস্ত্র অশ্বখামা অত্যন্ত অদ্রুতগু হইয়া, কৃপাচার্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে বলিলেন—॥১৮॥

শাস্ত্রদৃষ্টানবিধান্ যঃ সমতীত্য জিঘাংসতি ।

স পথঃ প্রচ্যুতো ধর্ম্যাং কুপথে প্রতিহন্ততে ॥২০॥

গোত্রাক্ষগ্নপত্নীষু সখ্যমীতুর্গুরৌস্তথা ।

হীনপ্রাণজড়াক্ষেষু স্থপ্তভীতোদ্ধিতেষু চ ॥২১॥

মতোন্মত্তপ্রমত্তেষু ন শস্ত্রাণি নিপাতয়েৎ ।

ইত্যেবং গুরুভিঃ পূর্বমুপদিষ্টং নৃণাং সদা ॥২২॥ (যুগ্মকম্)

সোহহমুৎক্রম্য পশ্চানং শাস্ত্রদৃষ্টং সনাতনম্ ।

অমার্গেণৈবমারভ্য ঘোরামাপদমাগতঃ ॥২৩॥

তাক্ষাপদং ঘোরতরাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।

যদুদ্যম্য মহৎ কৃত্যং তস্মাদপি নিবর্ততে ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

ক্রবতামিতি । পথ্যং হিতম্ । অতিবর্ত্য অতিক্রম্য, তৌ কুপকৃতবর্ণ্যাণৌ ॥২০॥

শাস্ত্রেতি । জিঘাংসতি হস্তমিচ্ছতি । প্রতিহন্ততে ব্যাহতকামো ভবতি ॥২০॥

গমিতি । নৃপো যজ্ঞপ্রবৃত্তো রাজা “রাজ্যকং সর্বনহানারং ব্রহ্মহত্যাসমো বধঃ” ইতি শরণ্যৎ । জীদামাত্তোক্তাবপি পুনর্মীতুকুপাদানং তৎপ্রহারে অধিকদোষজ্ঞাপনার্থম্ । হীনপ্রাণো দুর্বলঃ, জড়ঃ অকর্মণ্যঃ, স্থপ্তো নিদ্রিতঃ, উদ্ধিতে মিজাতঃ সত্তো আগরিতঃ । মত্তো মত্তপানাদিনা, উন্মত্তো রোগেন, প্রমত্তঃ কার্যাস্তরব্যাপৃততয়া অনবহিতঃ । এত-
দুপদেশাতিক্রমেণ স্থপ্তেষু প্রহারপ্রবৃত্ততয়ৈব সমায়ং মহান্ বিদ্য ইতি তাবঃ ॥২১-২২॥

স ইতি । উৎক্রম্য অতিক্রম্য । অমার্গেণ অসংপথেন ॥২৩॥

শূরজ্ঞানেরা অপ্রিয় অথ চ হিতকর বাক্য বলিলে তাহা যে শ্রবণ না করে, সে লোক—আমি যেমন কুপ ও কৃতবর্ণ্যাকে অতিক্রম করিয়া বিপদে পতিত হইয়াছি, তেমন বিপদে পতিত হয় ॥২০॥

যে মূর্খলোক নীতিশাস্ত্রদৃষ্ট বিষয় অতিক্রম করিয়া শত্রু সংহার করিবার ইচ্ছা করে, সে লোক ধর্ম্যপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া, কুপথে যাইয়া বিফলকাম হয় ॥২০॥

গো, ত্রাক্ষণ, যজ্ঞপ্রবৃত্ত রাজা, জীলোক, সখা, মাতা, গুরু, দুর্বল, জড়, অকর্ম, নিদ্রিত, ভীত, নিজা হইতে সত্ত আগরিত, মত্ত, উন্মত্ত এবং অসাবধান ব্যক্তির উপরে কখনও অজ্ঞাঘাত করিবে না—এইরূপ মহর্ষিরা পূর্বের মনুষ্যগণের প্রতি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ॥২১—২২॥

আমি শাস্ত্রদৃষ্ট সনাতন সংপথ অতিক্রম করিয়া অসংপথে এইরূপ কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, ভীষণ বিপদে পতিত হইয়াছি ॥২৩॥

অশক্যৈকৈব তৎ কৰ্ত্ত্বং কৰ্ম শক্তিবলাদিহ ।
 ন হি দৈবাদ্গরীয়ো বৈ মানুষঃ কৰ্ম কথ্যতে ॥২৫॥
 মানুশ্যং কুৰ্ব্বতঃ কৰ্ম যদি দৈবাম সিধ্যতি ।
 স পথঃ প্রচ্যুতো ধৰ্ম্মাধিপদং প্রতিপদ্যতে ॥২৬॥
 প্রতিজ্ঞানং হবিজ্ঞানং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।
 যদারভ্য ক্রিয়াং কাক্ষিস্তয়াদিহ নিবর্ততে ॥২৭॥
 তদিতং দুশ্রণীতেন ভয়ং মাং সমুপস্থিতম্ ।
 ন হি জ্ঞোণহতঃ সংখ্যে নিবর্তেত কথঞ্চন ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

অথ ভবাধুনাপি ন কাচিদাপদিভ্যাহ তামিতি । উত্তম্য আরভ্যা । অনিশ্চয়ঃ শক্তি-
 হীনম্ ॥২৪॥

নহিদানীং কিং ন হুশ্রুত্যাং করোমীত্যাহ অশক্যমিতি । শক্তিবলং কেবলং ।
 মানুষঃ কৰ্ম পুরুষকারঃ ॥২৫॥

মানুশ্যমিতি । মানুশ্যং পুরুষকারসাধ্যম্ । ধৰ্ম্মাদ্ধৰ্ম্মাদিনপেতাৎ ॥২৬॥

প্রতীতি । প্রতিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাম্, অবিজ্ঞানমজ্ঞানপূৰ্ব্বকম্ ॥২৭॥

তদिति । দুশ্রণীতেন হুশ্রুতেন কৰ্ম্মণা এনং পুরুষং প্রতি প্রহারেণেত্যর্থঃ ॥২৮॥

মানুষ কোন গুরুতর কার্য্য করিবার উত্তম করিয়া ভয়বশতঃ যে নিবৃত্তি
 পায়, তাহাকেই জ্ঞানীরা ঘোর বিপদ বলিয়া থাকেন ॥২৪॥

কেবল শক্তির প্রভাবে কোনও গুরুতর কার্য্য করিতে পারা যায় না । কারণ,
 নীতিজ্ঞেরা বলেন—‘দৈব অপেক্ষা পুরুষকার অবল নহে’ ॥২৫॥

মানুষ পুরুষকারসাধ্য কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই কার্য্য যদি
 দৈববশতঃ সিদ্ধি লাভ না করে, তবে সে মানুষ ধৰ্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিপদাপন্ন
 হয় ॥২৬॥

জ্ঞানীরা বলেন—‘মানুষ কোন কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়া যদি ভয়বশতঃ
 নিবৃত্তি পায়, তবে তাহার পূৰ্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞাটাই অজ্ঞানবশতঃ হইয়াছিল ইহা
 বলিতে হইবে ॥২৭॥

অতএব বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করায় আমার এই

(২৪) অশক্যৈকৈব বঃ কৰ্ত্ত্বং শক্তঃ...মি । (২৫)...ধৰ্ম্মাধিপদং...বদ বর্জ । (২৭)
 প্রতিজ্ঞাতং হবিজ্ঞানং...পি বদ বর্জ ।

ইদঞ্চ স্মহতং দৈবদণ্ডমিবোদ্ধতম্ ।
 ন চৈতদভিজানামি চিস্তয়মপি সৰ্ব্বথা ॥২৯॥
 ধ্রুবং মেয়মধর্ম্মেণ প্রবৃত্তা কলুষা মতিঃ ।
 তস্তাঃ ফলমিদং ঘোরং প্রতিঘাতায় দৃশ্যতে ॥৩০॥
 তদিদং দৈববিহিতং মম সংখ্যে নিবর্তনম্ ।
 নান্যত্র দৈবাদ্ভদ্রদৃশ্যমিহ শক্যং কথকন ॥৩১॥
 মোহহমন্ত মহাদেবং প্রপঞ্চে শরণং প্রভুম্ ।
 দৈবদণ্ডমিদং ঘোরং স হি মে নাশয়িষ্যতি ॥৩২॥
 কপর্দিনং দেবদেবমুমাপতিমনাময়ম্ ।
 কপালমালিনং রুদ্রং ভগনেত্রহরং হরম্ ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি । ভূতম্ অদৃষ্টপূর্ণপ্রাপ্তি, উদ্ধতং মাং ব্যাহতমিতি শেনঃ ॥২৯॥
 ধ্রুবমিতি । অধর্ম্মেণ অস্ত্রায়েন কলুষা পাপজনিকা । প্রতিঘাতায় বিঘ্নায় ॥৩০॥
 তদিতি । দৈবাদ্ভদ্রং দৈবার্জনং বিনা । উদ্ব্যভং শক্যম্, উদ্ব্যমঃ কৰ্ত্তুং শক্যঃ ॥৩১॥
 স ইতি । প্রপঞ্চে প্রাপ্তোমি । কপর্দিনং ভটাজুটবস্তম্, অনাময়ং সৰ্ব্বত্বেব পীড়া
 নিবর্তকম্ । কপালমালিনং নরনিরোমালাধারিণম্ । ভগন্ত তদাখ্যত দেবন্ত নেত্রহরং
 দক্ষস্বস্তে নরনাশকম্ ॥৩২—৩৩॥

ভয় উপস্থিত হইয়াছে । হউক, অস্থখামা কোন প্রকারেই যুদ্ধে নিবৃত্তি পাইবে না ॥২৮॥

এই বিশাল পুরুষ দৈবদণ্ডের জ্বালা আমার বিঘ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । অথচ আমি সর্বপ্রকারে চিন্তা করিয়াও ইহাকে চিনিতে পারিতেছি না ॥২৯॥

অস্ত্রায়ভাবে আমার এই যে পাপমতি হইয়াছিল, আমার বিঘ্নের অস্ত্র নিশ্চয়ই তাহার এই ফল দেখতেছি ॥৩০॥

অতএব যুদ্ধে আমার এই নিবৃত্তিটা দৈববশতই ঘটতেছে ; শুভরাং দৈব ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই পুনরায় উদ্ব্যম করিতে সমর্থ হইব না ॥৩১॥

অতএব আমি এখন প্রভাবশালী, ভটাজুটধারী, দেবদেব, উমাপতি, হৃৎধনশক, নরমুণ্ডমালাসম্বিত, রুদ্র, ভগদেবের নেত্রনাশক ও কামহস্তা মহাদেবের শরণাপন্ন হইব । নিশ্চয়ই তিনি আমার এই ভীষণ দৈবদণ্ড দূর করিবেন ॥৩২—৩৩॥

(৩০)....প্রহিতা কলুষা মতিঃ...নি । (৩৩) কপর্দিনং প্রপঞ্চেহহং...নি ।

স হি দেবোহত্যগাদেবাংস্তপসা বিক্রমেণ চ ।

তস্মাচ্ছরণমভ্যেযি গিরিশং শূলপাণিনম্ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-
পৰ্ব্বণি স্তম্ভবধে মহাস্তুতদর্শনে দ্রৌণিচিস্তায়াং সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ •

—:~:—

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:~:~:—

সঞ্জয় উবাচ ।

এবং স চিস্তয়িত্বা তু দ্রোণপুত্রো বিশাংপতে ।

অবতীৰ্য্য রথোপহ্বাদ্বেবেশং প্রণতঃ স্থিতঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

অখাত্তান্ দেবান্ বিহার্য কথং হরং শরণং প্রপন্ন ইত্যাহ স ইতি । অত্যগাং
অত্যক্রামৎ ॥৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপৰ্ব্বণি স্তম্ভবধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:~:~:—

এবমিতি । রথস্ত উপহ্বাৎ মধ্যদেশাৎ, দেবেশং মহাদেবম্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

শত্রুদুষ্টান্ অবধ্যত্বেন শাস্ত্রে জ্ঞাতান্, সমতীত্য শত্রুদুঃখ্যা ॥২০—৩৩॥ দেবান্ অত্যগাৎ
দেবেভ্যোহধিকঃ ॥৩৪॥

ইতি সৌপ্তিকপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥৬॥

—:~:~:~:—

কারণ, সেই মহাদেবই তপস্তা ও বিক্রমের প্রভাবে অস্তাগ্র দেবতাকে
অতিক্রম করিয়াছেন । অতএব সেই শূলপাণি মহাদেবেরই শরণাপন্ন হই’ ॥৩৪॥

—:~:~:~:—

সঞ্জয় বলিলেন—‘নরনাথ ! অর্থখামা এইরূপ চিন্তা করিয়া, রথ হইতে তুতলে
অবতীর্ণ হইয়া, মহাদেবের সম্মুখে অবনত অবস্থায় রহিলেন ॥১॥

(৩৪)---তস্মাচ্ছরণমভ্যেযে...নি । • ‘...ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ’ পি বদ বর্জ বা সো নি ।

(১)---রথোপহ্বাদ্বেষ্যো স প্রণতঃ স্থিতঃ—নি ।

জ্যোতির্যুবাচ ।

উগ্রঃ শ্বাপুং শিবঃ ক্রতুঃ সৰ্ব্বমীশানমীশ্বরম্ ।

গিরিশঃ বরদঃ দেবঃ ভবভাবনমব্যয়ম্ ॥২॥

শিতিকৰ্ণমজঃ শুক্রঃ দক্ষক্ৰতুহরঃ হরম্ ।

বিশ্বরূপঃ বিরূপাক্ষঃ বহুরূপমুদাপতিম্ ॥৩॥

শ্মশানবাসিনঃ দৃগুঃ মহাগণপতিং বিভূম্ ।

খট্ৱাক্ষধারিণঃ ক্রতুঃ জটিলঃ ব্রহ্মচারিণম্ ॥৪॥

মনসা সুবিশুদ্ধেন চক্রেণোন্নতেজসা ।

সোহহমাত্মোপহারেণ যক্ষ্যে ত্রিপুরধাতিনম্ ॥৫॥ (কলাপকম্)

স্বতঃ স্বত্যং সূর্যমানমমোঘং কৃতিবাসসম্ ।

বিলোহিতং নীলকৰ্ণমসহঃ দুর্নিবারণম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

উগ্রমিতি । উগ্রঃ ভীষণমূর্ত্তিম্, শ্বাপুং নিত্যতয়া চিরস্থিরম্, শিবঃ মঙ্গলকরম্, ক্রতুঃ সংহারমূর্ত্তিম্, সৰ্ব্বঃ সৰ্ব্বব্যাপিনম্, ইশানঃ পূৰ্ব্বোত্তরকোণাধিপতিম্, ইশ্বরঃ সৰ্ব্বোত্তমৈশ্বর্য-
শালিনম্ । গিরিশঃ কৈলাসপৰ্ব্বতস্থিতম্, বরদঃ ভক্তঃ প্রতি বরদাতারম্, দেবঃ নীলম্বা-
জীড়াশ্রবণম্, ভবভাবনঃ জগৎসৃষ্টিকরম্, অব্যয়মবিনশ্বরম্ । শিতিকৰ্ণঃ কালকূট-
পানানীলকৰ্ণম্, অজঃ অমরস্থিতম্, শুক্রঃ শুক্রবর্ণম্, দক্ষক্ৰতুহরঃ যজ্ঞনাশকম্, হরঃ
কামহন্তারম্ । বিশ্বঃ সৰ্ব্বম্, বিশ্বরূপঃ সৰ্ব্বভূতম্, বিরূপাক্ষঃ চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপভাৱং বিষমাদি-
অক্ষীণি যত তম্, বহুরূপমষ্টমূর্ত্তিভাৱং, উদাপতিং পার্শ্বভীতকর্তারম্ । দৃগুঃ দৰ্শাদিতম্, মহতাং
গণানাং প্রমথানাং পতিতম্, বিভূঃ ব্রহ্মমহাব্যাপিনম্ । জটিলঃ জটাবলম্, ব্রহ্মচারিণঃ
মহাযোগিভাৱং । সুবিশুদ্ধেন সৰ্ব্বথা রাগদোষাদিরহিতেন, অন্নতেজসা অকিকিৎকরেণ ।
যক্ষ্যে পূজয়িষ্যে ॥২—৫॥

পরে অশ্বখামা বলিলেন—‘দেবদেব । আমি নিৰ্ম্মলচিত্তে এবং অকিকিৎকর
হইলেও চক্রে আত্মোপহার দিয়া আপনার পূজা করিব । কেন না, আপনি—উগ্র,
শ্বাপু, শিব, ক্রতু, সৰ্ব্ব, ইশান, ইশ্বর, গিরিশ, বরদাতা, দেব, জগৎসৃষ্টিকর্তা,
অবিনশ্বর, শিতিকৰ্ণ, অমরস্থিত, শুক্রবর্ণ, দক্ষযজ্ঞনাশক, কামহন্তা, বিশ্বরূপ,
বিরূপাক্ষ, বহুরূপধারী, উদাপতি, শ্মশানবাসী, দৰ্শাদিত, বিশাল প্রমথগণের
অধিপতি, সৰ্ব্বব্যাপী, খট্ৱাক্ষধারী, ক্রতুমূর্ত্তি, জটাজুটযুক্ত ব্রহ্মচারী এবং ত্রিপুর-
হন্তা ॥২—৫॥

(২) ...ভবভাবনমীশ্বরম্,—পি বদ্য বর্জ । (৩) ...অজঃ ক্রতুঃ...মি । (৪) ...খট্ৱাক্ষ-
ধারিণঃ ক্রতুঃ...মি । (৫) ...ব্রহ্মচারিণঃ...অতঃ ক্রতুোপহারেণ ...মি ।

শুভ্রং ব্রহ্মসূত্রং ব্রহ্ম ব্রহ্মচারিণম্বেব চ ।
 ব্রতবস্ত্রং তপোনিষ্ঠমনস্তং তপতাং গতিম্ ॥৭॥
 বহুরূপং গণাধ্যক্ষং ত্র্যক্ষং পারিষদপ্রিয়ম্ ।
 ধনাধ্যক্ষেক্ষিতমুখং গৌরীহৃদয়বল্লভম্ ॥৮॥
 কুমারপিতরং পিতৃং গোবৃষোত্তমবাহনম্ ।
 তনুবাসসমত্যাগমুমাভূষণতৎপরম্ ॥৯॥
 পরং পরেভ্যঃ পরমং পরং যশ্মান বিদ্যতে ।
 ইষত্রোত্তমভর্তারং দিগন্তং দেশরক্ষিণম্ ॥১০॥
 হিরণ্যকবচং দেবং চন্দ্রমৌলিবিভূষণম্ ।
 প্রপদ্যে শরণং দেবং পরমেণ সমাধিনা ॥১১॥ (কুলকম্)

ভারতকৌমুদী

স্ততিমিতি । সর্গপ্রধানত্বাৎ স্ততং দেবাদিভিঃ, স্ততাং ভাবিকালে, স্তুরমানং বর্তমানকালে, অমোঘমব্যর্থকামং কৃতিবাসসং ব্যাঘ্রচর্মপরিধানম্, বিলোহিতং রক্তনেত্রম্, অসহ্যং দুর্নিবারণকমহাশক্তিযুগ্মং ব্রহ্মসূত্রং, বিরিক্ষিজনকম্, ব্রহ্ম পরমাত্মানম্, ব্রতবস্ত্রং তপোনিয়মযুক্তম্, অনস্তং ব্রহ্মদেবাগীশম্, তপতাং তপস্বিনাম্, গণাধ্যক্ষং সামান্তপ্রথমগণনেতারম্, ত্র্যক্ষং ত্রিলোচনম্, পারিষদানাং ভূতানাং প্রিয়ম্, ধনাধ্যক্ষেন কুবেরেন ঈক্ষিতং প্রসাদলিন্দয়া তক্ত্যা দৃষ্টং মুখং যত্র তম্। কুমারপিতরং কার্ত্তিকেরজনকম্, পিতৃং পিতৃলজ্জটম্, গোবৃষঃ প্রধানবৃষত উত্তমং বাহনং যত্র তম্। তনু সূত্রং বাগচর্ম বসনং যত্র তম্। অত্যাগমতি-ভীষণমূর্ত্তিম্, উমায়াঃ পার্শ্বত্যা ভূষণে অনঙ্করণে তৎপরং ব্যাসক্তম্। পরেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যোহপি পরমমত্যন্তং পরং শ্রেষ্ঠম্, কিং বহনং, অগত্যাং যশ্মাৎ পরং শ্রেষ্ঠং বস্ত্রম্ বিদ্যতে তম্। ইষবো বাণাঃ তদন্তান্ত্রাণি চ তেবু উত্তমং পাশুপতং নামাত্মং বিতর্জীভি তম্, দিগন্তং দিগন্তব্যাপিনম্, দেশরক্ষিণং অগৎপালকম্। হিরণ্যং স্বর্ণময়ং কবচং যত্র তম্, দেবং স্তোতমানম্, চন্দ্র এব মৌলের্মণ্ডকত্ব বিভূষণং যত্র তম্। প্রপদ্যে প্রাণোমি, শরণ-মাপ্রয়ম্, সমাধিনা একাগ্রচিন্ত্যতাবেন ॥৬-১১॥

মহাদেব! দেবতারা পূর্বকালে আপনার স্তব করিয়াছেন, ভবিষ্যৎকালে স্তব করিবেন এবং বর্তমানকালেও স্তব করিতেছেন। কারণ, আপনি অব্যর্থকাম, কৃতিবাসা, রক্তনেত্র, নীলকণ্ঠ, বিরোধীদিগের অসহ্য ও অনিবার্য, নির্মল চিত্ত, সৃষ্টিকর্তারও সৃষ্টিকর্তা, পরব্রহ্ম, ব্রহ্মচারী, তপোনিয়মযুক্ত, তপোনিষ্ঠ, অসীম, তপস্বীদিগের আশ্রয়, বহুরূপ, সামান্ত প্রথমগণের অধিপতি, ত্রিলোচন, নিজ পারিষদগণের প্রিয়, কুবেরদৃষ্টমুখ, পার্শ্বতীর হৃদয়বল্লভ, কার্ত্তিকের পিতা, পিতৃলবর্ণ-

(৮)....ধনাধ্যক্ষপ্রিয়সখা....মি।

ইমাকেন্দাপদং ঘোরাং তরায্যন্ত সুহৃন্তরাম্ ।
 সর্বভূতোপহারেণ যক্যেহং শুচিনা শুচিম্ ॥১২॥
 ইতি তস্মৈ ব্যবসিতং জ্ঞাহোদ্যোগাৎ স্বকর্মণঃ ।
 পুরস্তাৎ কাকনী বেদী প্রাহুরানীমহাস্থনঃ ॥১৩॥
 তস্মাৎ বেদ্যাং তদা রাজন্ । চিত্রভানুরজায়ত ।
 স দিশো বিদিশঃ খণ্ড জ্বালাভিরভিপূরয়ন্ ॥১৪॥
 দাপ্তাস্ত্রনয়নাশ্চাত্র নৈকপাদশিরোভূজাঃ ।
 রত্নচিত্রাঙ্গনধরাঃ সমুত্ততকরাস্তথা ॥১৫॥
 দ্বিপশৈলপ্রতীকাশাঃ প্রাহুরাসম্মহাগণাঃ ।
 শ্ববরাহোষ্ট্রেবক্ত্রাশ্চ হয়গোমায়ুগোমুখাঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

ইমামিতি । সর্বভূতস্ত কিত্যাদিপকভূতমহত্বং বদেহত উপহারেণ, যক্যে পূজয়িত্ব
 শুচিনা পবিত্রেণ, শুচিমধিরূপং তবস্তম্ ॥১২॥

ইতীতি । তস্ত অর্থখ্যায়ঃ, স্বকর্মণঃ বদেহোপহারস্ত উদ্যোগাৎ ব্যবসিতমধ্যবসায়ঃ
 হৃদে, হিতস্ত, মহাস্থনো মহাদেবস্ত, পুরস্তাদগ্রতঃ, কাকনী স্বর্ণময়ী কাচিৎ বেদী পরিক্রতা
 ভূমিঃ, প্রাহুরানীং । তস্ত প্রত্যাবেষ্টেবেতি ভাবঃ ॥১৩॥

ততামিতি । চিত্রভানুরমিঃ । যমাকামম্, জ্বালাভিঃ শিখাভিঃ ॥১৪॥

দীপেতি । দীপ্তানি উজ্জ্বলানি আত্মানি মুখানি নয়নানি চ যেষাং তে, নৈকে বহবঃ
 পাদাঃ শিরাসি ভূজাশ্চ যেষাং তে । রত্নচিত্রাণি অঙ্গদানি কেয়ুরাণি ধরতীতি তে,
 সমুত্ততকরাঃ সমুত্তোলিতহস্তাঃ । দ্বিপানাং বে শৈলাস্তেষাং প্রতীকাশাঃ সপ্তাঃ, মহাগণাঃ

জটাকারী, বৃষবাহন, ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধারী, অতিভীষণ মূর্ত্তি, পার্বতীর ভূষণকার্য্যে
 ব্যাপৃত, ব্রহ্মাদিশ্রেষ্ঠগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ, এমন কি জগতে যাহা হইতে কোন বস্তু
 শ্রেষ্ঠ নাই, বাণ ও অস্ত্রাণ্ড অস্ত্রমধ্যে উত্তম পাণ্ডপত অস্ত্রধারী, দিগন্তব্যাপী, জগৎ-
 পালক, স্বর্ণময়করচবুস্ত, দীপ্তিমান্ ও চন্দ্রশেখর । অতএব মহাদেব । আমি অত্যন্ত
 একান্ত চিন্তে আপনার আশ্রয় লইলাম ॥৬—১১॥

আমি যদি আজ অতিহস্তর ও ভীষণ এই আপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারি,
 তবে এই পবিত্র দেহ উপহার দিয়া অগ্নিময়মূর্ত্তি আপনার পূজা করিব' ॥১২॥

অর্থখ্যায়র এইরূপ নিজ দেহ উপহার দানের উদ্যোগ ও অধ্যবসায় দর্শনের
 পরে, মহাস্থা মহাদেবের সম্মুখে একটি স্বর্ণময়ী বেদী আবির্ভূত হইল ॥১৩॥

রাজা । সেই সময়ে আবার সেই বেদীর উপরে অগ্নি অলিয়া উঠিল এবং
 তাহার শিখার দিক্, বিদিক্ ও আকাশ পূর্ণ হইতে থাকিল ॥১৪॥

ঋক্ষমার্জারবদনা ব্যাঘ্রদ্বীপিমুখাস্থা ।

কোকবক্ত্রাঃ প্লবমুখাঃ শুকবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥১৭॥

মহাজগরবক্ত্রাশ্চ হংসবক্ত্রাঃ সিতপ্রভাঃ ।

দার্বাঘাটমুখাশ্চাপি চাসবক্ত্রাশ্চ ভারত ॥১৮॥

কূৰ্মনক্রমুখাশ্চৈব শিশুমারমুখাস্থা ।

মহামকরবক্ত্রাশ্চ তিমিবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥১৯॥

হরিবক্ত্রাঃ ক্রৌঞ্চমুখাঃ কপোতেভমুখাস্থা ।

পারাবতমুখাশ্চৈব মদগুবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥২০॥

পাণিকর্ণাঃ সহস্রাকাস্তথৈব চ মহোদরাঃ ।

নিৰ্ম্মাংসাঃ কাকবক্ত্রাশ্চ শ্চোনবক্ত্রাশ্চ ভারত ॥২১॥

তথৈবাশিরসো রাজন্ ! ঋক্ষবক্ত্রাশ্চ ভারত ! ।

প্রদীপ্তনেত্রজিহ্বাশ্চ জ্বালাবর্ণাস্তথৈব চ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

প্রধানপ্রবধাঃ । শানঃ কুকুরা বরাহা উষ্ট্রাশ্চ তেবাং বক্ত্রাণীব বক্ত্রাণি মুখানি যেবাং
তে, হ্রা অবা গোমারবঃ শৃগালা গাবশ্চ তেবাং মুখানীব মুখানি যেবাং তে । ঋক্ষা তন্নুকা
মার্জারাস্চ তেবাং বদনানীব বদনানি যেবাং তে । ব্যাঘ্রা দ্বীপিনোহপি ব্যাঘ্রবিশেষাশ্চ
তেবাং মুখানীব মুখানি যেবাং তে । এবমভ্যাপি সমাসা উদ্রেকাঃ । প্লবো বানরঃ ।
দার্বাঘাটো দ্রোণকাকঃ । শিশুমারো অলম্ববিশেষঃ । হরির্ভেকঃ, ইভো হস্তী । মদগু-
বংশবিশেষঃ । পাণ্যোঃ কর্ণো যেবাং তে । শুকবক্ত্রা তন্নুকমুখাঃ । জ্বালাবর্ণা অগ্নিশিখা-

ভরতনন্দন । ক্রমে মহাদেবের সম্মুখে দ্বিগে উল্লিখিত পৰ্ব্বতের স্থায় দীর্ঘাকৃতি
মহাপ্রমথগণ আক্লিভূত হইল ; তাহাদের মুখ ও নয়ন উজ্জল এবং বহুতর চরণ,
অনেক মস্তক ও প্রচুর বাহু ছিল, তাহারা প্রত্যেকেই রত্নময় বিচিত্র কেয়ুর ধারণ
করিতেছিল, সকলেই হস্ত উত্তোলন করিয়াছিল । তাহাদের মধ্যে কাহারও কুকুরের
স্থায়, কাহারও শূকরের তুল্য, কাহারও উটের সদৃশ, কাহারও অশ্বের সমান,
কাহারও শৃগালের তুল্য, কাহারও গরুর সমান, কাহারও তন্নুকের মত, কাহারও
বিড়ালের স্থায়, কাহারও ব্যাঘ্রের সদৃশ, কাহারও চিতাবাঘের মত, কাহারও
মৃগবিশেষের তুল্য, কাহারও বানরের স্থায়, কাহারও শুকপক্ষীর তুল্য, কাহারও
বিশাল সর্পের স্থায়, কাহারও হংসের সদৃশ, কাহারও দাঁড়কাকের মত, কতকগুলির
চাসপক্ষীর সদৃশ, কতকগুলির কচ্ছপের তুল্য, অনেকের কুস্তীরের স্থায়, বহুর
তত্তর মত, কতকগুলির বিশাল মকরমৎস্তের সদৃশ, অনেকের তিমিমৎস্তের
সমান, অনেকের ভেকের স্থায়, বহুর কৌটবকের মত, কতকগুলির গৃহকপোতের

ଜ୍ଵାଳାକେଶାଂଚ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ! ଜ୍ଵଳନ୍ନୋମଚତୁର୍ଭୁଜାଃ ।

ମେଷବକ୍ତ୍ରାଂଚୁଥୈବାଞ୍ଚେ ତଥା ଛାଗମୁଖା ନୃପ ! ॥୨୩॥

ଶଞ୍ଜାଭାଃ ଶଞ୍ଜବକ୍ତ୍ରାଂଚ ଶଞ୍ଜକର୍ଣ୍ଣାଂଚୁଥୈବ ଚ ।

ଶଞ୍ଜମାଳାପରିକରାଃ ଶଞ୍ଜଧ୍ବନିମୟନାଃ ॥୨୪॥

ଜଟାଧରାଃ ପଞ୍ଚଶିଖାଂଚୁଥା ମୁଖାଃ କୁଶୋଦରାଃ ।

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଂଷ୍ଟ୍ରାଂଚତୁର୍ଭିହ୍ବାଃ ଶଞ୍ଜକର୍ଣ୍ଣାଃ କିରୀଟିନଃ ॥୨୫॥

ମୌଞ୍ଜୀଧରାଂଚ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ! ତଥା କୁଞ୍ଚିତମୂର୍ଦ୍ଧଜାଃ ।

ଉଞ୍ଜୀମିଣୋ ମୁକୁଟିନଂଚାରୁବକ୍ତ୍ରାଃ ଅଳଙ୍କୃତାଃ ॥୨୬॥

ପଦ୍ମୋଽଂପଳାପୀଢ଼ଧରାଂଚୁଥା ବୁଝୁଟଧାରିନଃ ।

ମାହାଞ୍ଜ୍ୟାନ ଚ ସଂଯୁକ୍ତାଃ ଶତଶୋହଥ ସହସ୍ରଶଃ ॥୨୭॥

ଭାରତକୌମୁଦୀ

ବର୍ଣ୍ଣାଃ । ଭଲନ୍ତି ଅଗ୍ନିବହୁଞ୍ଜଳାନି ରୋମାଗି ଯେଥାଂ ତେ ଚ ଚତୁର୍ଭୁଜାଂଚେତି ତେ । ଶଞ୍ଜାଭାଃ ଶଞ୍ଜବକ୍ତ୍ରବର୍ଣ୍ଣାଃ । ଶଞ୍ଜମାଳା ଏବ ପରିକରା ବଞ୍ଚୋଭୁଷଣାନି ଯେଥାଂ ତେ । ମୁଖା ମୁଞ୍ଚିତମୁଖକାଃ । ଶଞ୍ଜବଂ ଶଲ୍ୟାଣୀବ କର୍ଣ୍ଣୋ ଯେଥାଂ ତେ । ମୌଞ୍ଜୀଧରା ମୁଞ୍ଜମେଧଳାଧାରିନଃ । କୁଞ୍ଚିତମୂର୍ଦ୍ଧଜାଃ କୁଟିଳକେଶାଃ । ଆପୀଢ଼ଃ ଶେଷରଃ ଶତ୍ରୀମୁତ୍ତିସ୍ଥାଗି । ବଦା ଇଷ୍ଠୟନ୍ତୁନିରା ଯେତେ । ହୁମା-
ନ୍ତାର, ଅନେକେର ହାତୀର ମତ, ଅନେକେର ଶ୍ଵେତକପୋତେର ତୁଲ୍ୟ, ବହର ମନ୍ତ୍ରମୟଶ୍ରେଣୀ
ମନ୍ତ୍ର, ଅନେକେର କାକେର ମତ ଏବଂ କତକଗୁଳିର ଶ୍ଵେତପଙ୍କଜୀର ମନ୍ତ୍ର ମୁଖ ହିଲ । କତକ-
ଗୁଳି ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ହିଲ, କତକଗୁଳିର କାମ୍ବ ହିଲ ହାତେ, କତକଗୁଳିର ହାଜାର ହାଜାର
ଚୋଷ ହିଲ, ଆବାର ଅନେକେର ବିଶାଳ ଉଦର ହିଲ । କାହାର କାହାର ଦେହେ ଯାଂସ
ହିଲ । ରାଜା ! ସେହିରୂପେ କତକଗୁଳିର ମନ୍ତ୍ରକ ହୈତେ ଆରମ୍ଭ କରିয়া, ଭଲୁକେର
ନ୍ତାୟ ମୁଖ ହିଲ, କତକଗୁଳିର ନୟନ ଓ ଭିହ୍ବା ଭଲିତେହିଲ, ଅନେକେର ବର୍ଣ୍ଣ ହିଲ ଅଗ୍ନି-
ଶିଖାର ଗ୍ରାୟ ଗିଞ୍ଜଳବର୍ଣ୍ଣ, ବହର କେଶ ହିଲ ଅଗ୍ନିଶିଖାର ଗ୍ରାୟ ଉଞ୍ଜଳ, ଅନେକେର ଲୋମ-
ଗୁଳି ଭଲିତେହିଲ, କତକଗୁଳି ଚତୁର୍ଭୁଜ ହିଲ, ଅନେକେର ମୁଖ ହିଲ ମେଷମୁଖେର ଗ୍ରାୟ,
ବହର ମୁଖ ହିଲ ଛାଗମୁଖେର ମନ୍ତ୍ର, ଅନେକେର ବର୍ଣ୍ଣ ହିଲ ଶଞ୍ଜେର ଗ୍ରାୟ ଶୁଭ୍ର, ମୁଖଓ ହିଲ
ଶଞ୍ଜେର ତୁଲ୍ୟ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଓ ହିଲ ଶଞ୍ଜେର ମନ୍ତ୍ର, ଅନେକେ ଶଞ୍ଜେର ମାଳା ଧାରଣ କରିତେହିଲ,
କତକଗୁଳିର କର୍ଣ୍ଣଧର ହିଲ ଶଞ୍ଜଧ୍ବନିର ତୁଲ୍ୟ, କତକଗୁଳି ଜଟାଧାରୀ, କତକଗୁଳି
ପଞ୍ଚଶିଖାଶାଳୀ, କତକଗୁଳି ମୁଞ୍ଚିତମୁଖ ଏବଂ କତକଗୁଳି କୁଶୋଦର ହିଲ । କତକ-
ଗୁଳିର ଚାରିଟା ନାଭ, ଅନେକଗୁଳିର ଚାରିଟା ଭିହ୍ବା ଏବଂ କତକଗୁଳିର କାମ୍ବ ପେରେକେର
ମତ ହିଲ, କତକଗୁଳିର ମନ୍ତ୍ରକେ ମୁକୁଟ, କତକଗୁଳିର କର୍ଣ୍ଣେ ମୌଞ୍ଜୀମେଧଳା, କତକଗୁଳିର
କେଶ କୁଞ୍ଚିତ, କତକଗୁଳିର ମନ୍ତ୍ରକେ ଉଞ୍ଜୀବ, କତକଗୁଳିର ମନ୍ତ୍ରକେ ମୁକୁଟ ଏବଂ କତକ-
ଗୁଳିର ମୁଖ ଅଳଙ୍କୃତ ହିଲ, କତକଗୁଳିର ମାତ୍ରେ ଧାନା ଭଲହାର, କତକଗୁଳିର ମନ୍ତ୍ରକେ

শতশ্রীবজ্রহস্তাশ্চ তথা মুঘলপাণয়ঃ ।

ভূষুণীপাশহস্তাশ্চ গদাহস্তাশ্চ ভারত । ২৮॥

পৃষ্ঠেষু বন্ধেষুধরশ্চিত্রবাণা রণোৎকটাঃ ।

সম্বজাঃ সপতাকাশ্চ সম্বর্টাঃ সপরাশ্বাঃ ২৯॥

মহাপাশোদ্রুতকরাস্তথা লগুড়পাণয়ঃ ।

সুণাহস্তাঃ খড়্গহস্তাঃ সর্পোচ্ছিতকিরীটিনঃ ৩০॥

মহাসর্পাঙ্গদধরাশ্চিত্রোভরণধারিণঃ ।

রজোধ্বস্তাঃ পক্ষদিগ্ধাঃ সর্কেষ শুক্রাশ্বরঅঙ্গঃ ।

নীলাঙ্গাঃ কপিলান্গাশ্চ মুণ্ডবস্ত্রাস্তথৈব চ ৩১॥ (কুলকম্)

ভেরীশব্দমুদঙ্গাংস্তে অর্কারানকগোমুখান্ ।

অবাদয়ন্ পারিষদাঃ প্রহৃষ্টাঃ কনকপ্রভাঃ ৩২॥

গায়মানাস্তথৈবাশ্চে নৃত্যমানাস্তথাপরে ।

লজ্জায়ন্তঃ প্ৰবন্তশ্চ বরন্তশ্চ মহারবাঃ ৩৩॥

ভারতকৌমুদী

হস্তাঃ প্রস্তরস্তম্ভধারিণঃ । সর্পা এব উচ্ছ্রিতা উন্নতাঃ কিরীটা এবাং গজীতি তে, রজোধ্বস্তা
মূল্যাবতাঃ, পক্ষদিগ্ধাঃ কর্দ্দমলিপ্তাঙ্গাঃ । মুণ্ডবস্ত্রা মুণ্ডিতমস্তকাঃ । খট্ পাদঃ শ্লোকঃ ১৫—৩১॥
ভেরীতি । অর্কারাদহোহপি বাতবিশেষাঃ । কনকপ্রভাঃ স্বর্ণবর্ণাঃ ৩২॥

পদ্ম, কতকগুলির মস্তকে উৎপল এবং কতকগুলির মস্তকে কুমুদ ছিল । শত শত ও
সহস্র সহস্র ভূত মাহাত্ম্যশালী ছিল । কতকগুলির হাতে শতশ্রী, অনেকের হাতে
বজ্র, কাহার কাহার হাতে মুঘল, বহুর হাতে ভূষুণী, অনেকের হাতে পাশ ও
কতকগুলির হাতে গদা ছিল ; অনেকের পৃষ্ঠে তুণ বন্ধ ছিল, রণমস্তগণের হস্তে
বিচিত্র বাণ ছিল, অনেকের হাতে ধ্বজ, বহুর হাতে পতাকা, কাহার কাহার হাতে
ঘণ্টা, কতকগুলির হাতে পরশু, অনেকের উন্মোলিত হস্তে বিশাল পাশ, অনেকের
হাতে লগুড়, বহুর হস্তে প্রস্তরস্তম্ভ, অনেকের হাতে তরবারি, কতকগুলির মস্তকে
সর্পের উন্নত কিরীট, অনেকের বাহুতে বিশাল সর্পের কেয়ুর, অনেকের অঙ্গে বিচিত্র
অলঙ্কার, বহুর অঙ্গ ধূলিধূসর, অনেকের অঙ্গ কর্দ্দমলিপ্ত, সকলের অঙ্গেই শুভ্র
বস্ত্র ও শুভ্রবর্ণ মালা, কতকগুলির অঙ্গ নীলবর্ণ, অনেকের অঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ ও
অনেকের মস্তক মুণ্ডিত ছিল ১৫—৩১॥

সেই স্বর্ণবর্ণ পারিষদগণের মধ্যে অনেকে ভেরী, কেহ কেহ শব্দ, কেহ কেহ
মুদঙ্গ বহু ব্যক্তি অর্কার, অনেকে আনক ও কতকগুলি গোমুখ বাজাইতেছিল ৩২॥

(৩১)...করালাঙ্গাঃ সপুঙ্গাঙ্গো মুণ্ডবস্ত্রাস্তথৈব চ...পি ।

ধাবন্তো জবনাশ্চণ্ডাঃ পবনোকৃতমূৰ্ছজাঃ ।
 মতা ইব মহানাগা বিনদন্তো মুহমূহঃ ॥৩৪॥
 স্তম্ভীমা ঘোররূপাশ্চ শূলপট্টিশপাণয়ঃ ।
 নানাবিরাগবসনাশ্চিত্রমালামুলেপনাঃ ॥৩৫॥
 রত্নচিত্রাঙ্গদধরাঃ সমুদ্রতকরাসুখা ।
 হস্তারো দ্বিষতাং শূরাঃ প্রসঙ্গাসম্বিক্রমাঃ ॥৩৬॥
 পাতারোহস্যগ্ৰসাদ্যানাং মাংসাদ্ভক্ষকভোজনাঃ ।
 চূড়ালঃ কর্ণিকারাশ্চ প্রহুষ্ঠাঃ পিঠরোদরাঃ ॥৩৭॥
 অতিক্রিয়াতিদীর্ঘাশ্চ প্রলম্বাশ্চাত্তিভৈরবাঃ ।
 বিকটাঃ কাললম্বোষ্ঠা বৃহচ্ছফাণ্ডপিণ্ডকাঃ ॥৩৮॥
 মহার্হনানামুকুটা মুণ্ডাশ্চ জটীলাঃ পরে ।
 সার্কেন্দুগ্রহনক্ষত্রাং দ্বাং কুৰ্য্যন্তে মহীতলে ॥৩৯॥ (কুলকম্ব)

ভারতকৌমুদী

গারেতি । লজ্জবস্ত্রঃ ক্ষুদ্রপারিষদান্, প্রবস্ত্রঃ গগনে উত্তীৰ্ণবস্ত্রঃ, বস্ত্র উল্লক্ষনাদিকং
 কূৰ্জবস্ত্রঃ । জবনা বেগবস্ত্রঃ, চণ্ডা অত্যন্তকোপনাঃ । পবনোকৃতা বায়ুচালিতা মূৰ্ছজাঃ কেশাঃ
 যেষাং তে । নাগা গজাঃ । নানা বিরাগা বহুবিধরঙ্গনানি যेषু তানি তাদৃশানি বসনানি যেষাং
 তে । প্রসঙ্গ বলেন । পাতারঃ পানকর্তারঃ, মাংসৈরঙ্গৈঃ শিরাবিশেষৈশ্চ কৃতং ভোজনং
 যেষাং তে । চূড়ালশ্চূড়ালিনঃ, কর্ণিকারাঃ কর্ণিকারবৃক্ষবহুরতাঃ । পিঠরোদরাঃ হালীতুল্য-
 মূলোদরাঃ । কালৌ ককৌ লম্বৌ লম্বিতৌ চ ওষ্ঠৌ যেষাং তে । বৃহচ্ছি শেফাণ্ডপিণ্ডানি
 শিরাণ্ডকোবা যেষাং তে । শেফঃশব্দস্ত অদন্তব্যর্থম্ । পিণ্ডশব্দাচ্চ বহুব্রীহৌ ক প্রত্যয়ঃ ।
 মহার্হানি মহামূল্যানি নানা বহুবিধানি মুকুটানি যেষাং তে । মুণ্ডা মুণ্ডিতশিরসঃ, জামাকাম্ব,
 কুৰ্য্যঃ কৰ্জুং শব্দঃ, শিবাঙ্গগ্রহাৎ বপ্রত্যবাচ্ছেতি তাবঃ ॥৩৩—৩৯॥

কেহ কেহ গান, কেহ কেহ নৃত্য, কেহ কেহ লজ্জন, কেহ কেহ উল্লক্ষন,
 কেহ কেহ প্রলক্ষন করিতেছিল ; কেহ কেহ মহারবে ও মহাবেগে ধাবিত হইতে-
 ছিল, কতকগুলির স্বভাব অত্যন্ত কোপন ছিল, কতকগুলির কেশ বায়ুতে
 উড়াইতেছিল এবং অনেকে মত্তহস্তীর স্থায় মুহমূহ গর্জন করিতেছিল ; অনেকের
 ভীষণ মুষ্টি, অনেকের ভয়ঙ্কর বর্ণ এবং বহু ব্যক্তির হস্তে শূল ও পট্টিশ ছিল ;
 অনেকের বস্ত্র সকল নানারাগে রঞ্জিত ছিল, কতকগুলি বিচিত্রমালা ও অমুলেপন
 ধারণ করিতেছিল । অনেকে রত্নখচিত বিচিত্র কেয়ুর ধারণ করিতেছিল ; অনেকে
 হস্ত উত্তোলন করিয়াছিল, অনেকে অঙ্গসম্বিক্রমশালী, বীর ও বলপূৰ্ব্বক শত্রুসংহার
 করিতে সমর্থ ছিল, অনেকে রক্ত ও বসাদ্রবুতি পান করিত, বহু ব্যক্তি মাংস ও

উৎসহেরং চ বে হস্তং ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্ ।
 যে চ বীতভয়া নিত্যং হরস্ত্র্যাকুটীগহাঃ ॥৪০॥
 কামকারকরা নিত্যং ত্রৈলোক্যেশ্বরেশ্বরাঃ ।
 নিত্যানন্দপ্রমুদিতা বাগীনা বীতমৎসরাঃ ॥৪১॥
 প্রাপ্যাক্ষেপণমৈশ্বর্যং বে ন যাস্তি চ বিস্ময়ম্ ।
 যেহাং বিস্ময়তে নিত্যং ভগবান্ কৰ্ম্মভির্হরঃ ॥৪২॥
 মনোবাককৰ্ম্মভির্ভক্তৈর্নিত্যমারাদিতম্ চ যৈঃ ।
 মনোবাককৰ্ম্মভির্ভক্তান্ পাতি পুত্রানিবোরসাম্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

উদিত্তি । উৎসহেরং শরীরঃ, ভূতগ্রামঃ প্রাণিসমূহঃ, চতুর্বিধম্—অরারুজাওঅবেদ-
 জোত্তিকরণম্ । বীতভয়াভ্যাকুটীয়াঃ সত্তাঃ । কামকারকরাঃ বেচ্ছয়া কার্যকারিণঃ ;
 ঈশ্বরেশ্বরাঃ প্রভূনামপি প্রভবঃ । বাগীনা বক্তারঃ । বীতমৎসরাভ্যাকুটপরাশ্রবিষেবাচ ।
 অষ্টকপদ—“এনিবা লবিবা প্রাপ্তিঃ প্রাকায়ং মহিবা তথা । ইশিবক বশিবক তথা কামাব-
 সারিতা ।” ইত্যুক্তমষ্টবিধম্ । বিস্ময়ঃ বশস্তিষু । আরাধিতো হর ইত্যম্বুজিঃ । ভক্তান্
 নাড়ী ভঙ্গণ করিত, অনেকের চূড়া ছিল, বহু ব্যক্তির দেহ স্থলপদ্মবৃক্ষের স্থায় দীর্ঘ
 ছিল, অনেক সর্বদাই হৃষ্টচিত্ত ছিল, অনেকের উদর স্থালীর স্থায় স্থল ছিল,
 কতকগুলি অত্যন্ত স্বর্ক, কতকগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ, কতকগুলি লুলিতদেহ ও
 কতকগুলি অতিভীষণ মূর্তি ছিল, কতকগুলির আকার বিকট, কতকগুলির ওষ্ঠ
 কৃষ্ণবর্ণ ও লম্বিত, (ঝুলান) কতকগুলির বৃহৎ শিখা ও কতকগুলির বিশাল অণ্ডকোষ
 ছিল ; অনেকের মহামূল্য নানাবিধ মুকুট, অনেকের মুণ্ডিত মস্তক এবং অনেকের
 মস্তকে জটা ছিল । সেই পারিষদেরা (শিবের অনুগ্রহে ও নিজেদের প্রভাবে)
 চন্দ্র, সূর্য, অশ্বাশ্ব গ্রহ ও নক্ষত্রবৃক্ষ আকাশমণ্ডলকেও ভূতলে পাতিত করিতে
 পারিত ॥৩৩—৩৯॥

যাহারা অরারুজ, অণ্ডক, বেদজ ও উত্তিক—এই চতুর্বিধ প্রাণিসমূহ সংহার
 করিতে সমর্থ ছিল এবং যাহারা নির্ভয়চিত্তে মহাদেবের অকুটী সহ করিতে
 পারিত ; আর যাহারা ইচ্ছামুসারে কার্য করিতে পারিত, ত্রিভুবনের প্রভুগণের
 উপরেও প্রভু করিতে সমর্থ ছিল এবং সর্বদা আনন্দে প্রফুল্লচিত্ত বক্তা ও বিবেক-
 বিহীন ছিল, যাহারা অষ্টবিধ ঐশ্বর্য লাভ করিয়াও আপনাদের মহিমার বিস্ময়ানর
 হয় নাই, প্রভুত্ব যাহাদের কার্যে ভগবান্ মহাদেব বিস্ময়ানর হইয়া থাকেন ;
 যাহারা সর্বদা ভক্তিযুক্ত হইয়া কার, মন, বাক্য ও কৰ্ম্মদ্বারা আরাধনা করে
 বলিয়া, ভগবান্ মহাদেবও ঔরসপুত্রগণের স্থায় যে ভক্তগণকে কার, মন, বাক্য ও

পিবন্তোহস্যগ্বেসাম্‌চান্দ্রে ক্রুদ্ধা ব্রহ্মধিবাং সদা ।
 চতুর্বিধাশ্বকং সোমং যে পিবন্তি চ সর্বদা ॥৪৪॥
 প্রতেন ব্রহ্মচর্যেণ তপসা চ দমেন চ ।
 যে সমারাধ্য শূলকং ভবসায়ুজ্যামগতাঃ ॥৪৫॥
 যৈরাশ্বত্থৈতৈর্ভগবান্ পার্জত্যা চ মহেশ্বরঃ ।
 মহাভূতগণৈর্ভুক্তে ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ ॥৪৬॥
 নানাবাদিত্রহসিতক্লেড়িতোৎকৃষ্টগজিতৈঃ ।
 সমাদয়ন্তস্তে বিশ্বমশ্বখামানমভ্যয়ুঃ ॥৪৭॥ (কুলকম)
 সংস্ববন্তো মহাদেবঃ ভাঃ কৃষ্ণাণাঃ স্ববর্চসঃ ।
 বিবর্কয়িষবো দ্রোণের্মহিমানং মহাশ্বনঃ ।
 জিজ্ঞাসমানাস্তেজঃ সৌপ্তিকঞ্চ দিদৃক্ষবঃ ॥৪৮॥
 ভীমোত্রপরিঘালাতশূলপট্টিণপাণয়ঃ ।
 ঘোররূপাঃ সমাজগ্ধুভূতসংঘাঃ সমস্ত তঃ ॥৪৯॥ (বৃগকম)

ভারতকৌমুদী

তান্ পারিষদান্ । ব্রহ্মধিবাং বেদধিষাম্ । চতুর্বিধাশ্বকম্—অশ্বং মধুরং মাদকং কটুক ।
 প্রতেন শাস্ত্রজ্ঞানেন । দমেন ইন্দ্রিয়দমনেন । শূলকং শূলপানিম্ । ভবত ততৈব শূলকত
 সায়ুজ্যং সাহচর্য্যম্ । আশ্বত্থৈতঃ স্বসদৃশৈঃ । ভুক্তে যজ্ঞভাগমিতি শেষঃ । বাদিত্রাণি
 বাস্তবনয়ঃ, ক্লেড়িতানি সিংহনাদাঃ, উৎকৃষ্টানি উচ্চৈরাহ্বানানি ॥৪০—৪৭॥

গমিতি । ভাঃ দীপ্তিঃ । বিবর্কয়িষবো বর্কয়িতুমিচ্ছবঃ । জিজ্ঞাসমানা জাতুমিচ্ছবঃ ।

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—১৬॥ প্রবন্ধাঃ মণ্ডুকবক্তৃতাঃ ॥১৭॥ দার্কীয়াটঃ পক্ষিবিশেষঃ ॥১৮—৩৭॥
 বৃহন্তঃ শেফাঃ মেট্রাণি, অণ্ডাঃ বৃশ্ণাঃ, পিণ্ডিকাঃ জাহ্নুনোরধঃ পশ্চাৎগন্ত যেষাং তে
 বৃহজেফাণ্ডপিণ্ডিকাঃ ॥৩৮—৪৩॥ চতুর্বিধাশ্বকং সোমম্ অরুণং লতারসরূপম্ অমৃতরূপং
 কর্মদ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন ; যাহারা রক্ত ও বসা পান করিতে থাকিয়াও
 বেদবিদ্যেয়ী অশুর ও রাক্ষসগণের প্রতি সর্বদা ক্রুদ্ধ থাকে এবং যাহারা সর্বদা
 চতুর্বিধ সোমরস পান করে ; যাহারা শাস্ত্রজ্ঞান, ব্রহ্মচর্যাচরণ, তপস্বী ও ইন্দ্রিয়-
 দমনকারী মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার সহচর হইয়াছে ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও
 বর্তমানের নিয়ন্তা ভগবান্ মহাদেব নিজের তুলা যে ভূতগণ ও পার্বতীদেবীর সহিত
 যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন ; সেই ভূতেরা নানাবিধ বাস্তব, হান্তরব, সিংহনাদ,
 উচ্চস্বরে আহ্বান ও গর্জন করিয়া সমস্ত শিবিরপ্রদেশ নিনাদিত করিতে থাকিয়া
 অশ্বখামার নিকটে গমন করিতে লাগিল ॥৪০—৪৭॥

অনয়েষু ভয়ং যে স্ম ত্রৈলোক্যস্তাপি দৰ্শনাৎ ।

তান্ প্রেক্ষমাণোহপি ব্যথাং ন চকার মহাবলঃ ॥৫০॥

অথ দ্রোণিধ'মুপ্পাণিৰ্বন্ধগোধান্মুলিত্রবান্ ।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানমুপহারমুপাহরৎ ॥৫১॥

ধনুংষি সমিধস্তত্র পবিত্রাণি শিতাঃ শরাঃ ।

হবিরাত্তবতশ্চাত্মা তস্মিন্ ভারত । কৰ্ম্মণি ॥৫২॥

ততঃ সৌম্যেন যজ্ঞেণ দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।

উপহারং মহামনু্যরথাত্মানমুপাহরৎ ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

লৌপ্তিকং স্তম্ভানাং বধব্যাপারম্ । দিদ্মবো দ্রষ্টুমিচ্ছবঃ । বট্পাদঃ শ্লোকঃ । অলাতানি অলং-
কাষ্ঠানি । অতএব অগ্নিশিখাককারেহপ্যশ্বখারো দৃষ্টিমন্তব ইতি বোধ্যম্ ॥৪৮—৪৯॥

অনয়েষুরিতি । ব্যথাং ভয়বেদনাম্, মহাবলঃ অশ্বখামা ॥৫০॥

অথেতি । গোধা হস্তাবাপঃ । উপাহরৎ মহাদেবায় প্রায়স্ ॥৫১॥

ধনুংষীতি । সমিধঃ কাষ্ঠানি, পবিত্রাণি কুশপত্রাণি ॥৫২॥

ভারতভাবদীপঃ

চত্বৰ্ণগলরূপক ক্রমাদধ্যাক্ষাধিয়জ্ঞাধিদৈবাবিলোকহৃদেবতারূপা ইত্যর্থঃ ॥৪৮—৫২॥ ততঃ
সৌম্যেন সৌম্যদৈবত্যেন যজ্ঞেণ । “আপ্যারম্ সমেতু তে বিবৃতঃ সোম বৃক্ষাং তবা
বাক্ত সঙ্গম” ইত্যনেন যজ্ঞেণ আত্মানঃ শরীরম্ উপহারং হবিষ্যম্ উপাহরৎ উপসাদিতবান্ ।
মন্তার্থঃ—হে সোম ত্বম্ আপ্যারম্ কথং তে ভাং প্রেতি বিবৃতঃ সর্গাশ্রনা বৃক্ষাং বৃকেবীধর-
জাবির্ভাবহানঃ শরীরম্ এহু প্রেতিতু ততশ্চ তেন শরীরেণাপ্যারিতম্ সঙ্গমে
সংগ্রামে বাক্ত বীৰ্য্যত দাতা তব, কৰ্ম্মণি যত্নী । বাক্তং তব প্রাপন্ন । ভূপ্রাপ্যাবিত্যত
রূপম্ ॥৪৮—৫১॥

ইতি লৌপ্তিকপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠে ভারতভাবদীপে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥৭॥

ক্রমে ভীষণ পরিষ, অলাত (মশাল), শূল ও পট্টিশধারী এবং অত্যন্ত তেজস্বী
ও ভীষণমূর্তি সেই ভূতেরা মহাদেবের স্তব ও আলোক উৎপাদন করিতে থাকিয়া
মহাত্মা অশ্বখামার মহাত্ম্য বৃদ্ধি, তাঁহার ভেজের পরীক্ষা এবং স্তম্ভপাণ্ডবপক্ষের
হত্যাকাণ্ড দেখিবার ইচ্ছা করিয়া, সকল দিকে বিচরণ করিতে লাগিল ॥৪৮—৪৯॥

বাহারা দৰ্শন দান করিয়াই ত্রিভুবনেরও ভয় জন্মাইতে পারে, সেই ভূত-
পণকে দেখিয়াও মহাবল অশ্বখামা কোন ভয় করিলেন না ॥৫০॥

তাঁহার পর অশ্বখামা ধনু, হস্তাবরণ ও অশূলিত্র ধারণ করিয়া, নিজেই নিজের
শরীরটাকে মহাদেবের উদ্দেশে উপহার দিবার উপক্রম করিলেন ॥৫১॥

ভরতনন্দন । সেই হোমকার্য্যে ধনুগুলি সমিধ, সুধার বাণ সকল পবিত্র এবং
বলবান্ অশ্বখামার দেহটা হবি হইল ॥৫২॥

তং রুদ্রং রৌদ্রকর্ণাণং রৌদ্রেঃ কৰ্ম্মভিরচ্যুতঃ ।

অভিষ্টেত্য মহাত্মানমিত্যুবাচ কৃতাজ্জলিঃ ॥৫৪॥

জ্যোতিরুবাচ ।

ইমমাত্মানমচ্যাহং জাতমাস্মিরসে কুলে ।

অগ্নৌ জুহোমি ভগবন্ । প্রতিগৃহীষ মাং বলিম্ ॥৫৫॥

তব ভক্ত্যা মহাদেব ! পরমেন সমাধিনা ।

অশ্রামাপদি বিশ্বাত্মন্ । উপাকুৰ্ম্মি তবাশ্রিতঃ ॥৫৬॥

অগ্নি সৰ্ব্বাণি ভূতানি সৰ্ব্বভূতেষু চাসি বৈ ।

গুণানাং হি প্রধানানামেকত্বং অগ্নি তিষ্ঠতি ॥৫৭॥

সৰ্ব্বভূতাশ্রয় । বিভো ! হবির্ভূতমবস্থিতম্ ।

প্রতিগৃহাণ মাং দেব ! যদ্বশক্যাঃ পরে ময়া ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

স্তুত ইতি । সৌম্যেন “জ্যোতঃ বজ্রমহে” ইত্যাদিনাদ্বয়েণ । মহামহ্যাবধিকঃ
কৌষঃ ॥৫৩॥

ভবিতি । অচ্যুতো বীরব্রতাদব্রটঃ অবখ্যামা । অভিষ্টেত্য সৰ্ব্বতোভাবেন স্বক্কা ॥৫৪॥

ইমমিতি । আত্মানং দেহম্ । বলিমুপহারম্ ॥৫৫॥

ভবেতি । সমাধিনা ঐকাগ্ৰেণ । উপাকুৰ্ম্মি উপহারামি ॥৫৬॥

অগ্নীতি । প্রধানানামবিকৃততয়া প্রেষ্ঠানাম্, গুণানাং সত্ত্বরজতমসাম্, একত্বং বেগনে-
নৈকীভাবঃ প্রকৃতিরিত্যর্থঃ “সত্ত্বরজতমসাম্ সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ” ইতি সাংখ্যহিত্যে ॥৫৭॥

সৰ্বেতি । পরে দেহান্তিরা হোমপদার্থাঃ, দাতৃমশক্যাঃ তদাপীত্যর্থঃ ॥৫৮॥

ভদ্রনন্দুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও প্রতাপশালী অবখ্যামা সৌম্যমন্ত্রে মহাদেবকে নিজ
শরীরটা উপহার দিতে উদ্বৃত্ত হইলেন ॥৫৩॥

পরে বীরনিরমশালী অবখ্যামা ভীষণ কার্য্যদ্বারা ভীষণ কৰ্ম্মা মহাদেবকে সন্তুষ্ট
করিয়া, কৃতাজ্জলি হইয়া এই কথা বলিলেন—॥৫৪॥

‘ভগবন্ । আজ আমি অগ্নির বংশে উৎপন্ন এই দেহটিকে অগ্নিতে হোম
করিতেছি ; আপনি এই উপহার গ্রহণ করুন ॥৫৫॥

হেপবিত্রাত্মন্ । মহাদেব ! আপনার প্রতি ভক্তি ও একাগ্রতা সহকারে এই
বিপদের সময়ে আপনার সম্মুখে এই দেহ উপহার দিলাম ॥৫৬॥

ভগবন্ । সমস্ত ভূত আপনাতে রহিয়াছে, আপনিও সমস্ত ভূতে রহিয়াছেন
এবং প্রধান গুণগুলির একতা (প্রকৃতি) আপনাতে আছে ॥৫৭॥

হে সৰ্ব্বভূতের আশ্রয় । হে প্রভো । হে মহাদেব । আমি যদি অন্য উপহার

ইত্যান্ত্ৰা দ্রৌণিরাহাৱ তাং বেদীং দীপ্তপাবকাম্ ।

সত্যজ্ঞানমাক্রুহ কৃষ্ণবজ্রমুপাধিশং ॥৫৯॥

তযুর্জ্বাহং নিশ্চক্রে দৃষ্ট্ৱা হবিরূপস্থিতম্ ।

অত্রবীন্তগবান্ সাক্ষান্মহাদেবো হসন্নিব ॥৬০॥

সত্যশৌচার্জবত্যাগৈস্তপসা নিয়মেন চ ।

কাস্ত্যা ভক্ত্যা চ ধৃত্যা চ বুদ্ধ্যা চ বচসা তথা ॥৬১॥

যথাবদহমারাক্তঃ কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকৰ্ম্মণা ।

তস্মান্নিষ্টতমঃ কৃষ্ণাদন্তো মম ন বিদ্রুতে ॥৬২॥ (যুগ্মকম্)

কুৰ্বত। তস্ম সন্মানং দ্বাঞ্চ জিজ্ঞাসতা ময়া ।

পাঞ্চালাঃ সহসা শুণ্ডা মায়াশ্চ বহুশঃ কৃতাঃ ॥৬৩॥

কৃতস্তশ্চৈব সন্মানঃ পাঞ্চালান্ বক্ষতা ময়া ।

অভিভূতান্ কালেন নৈষামপ্যাস্তি জীবিতম্ ॥৬৪॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । আহাৱ আক্ৰহ, দীপ্তপাবকাং অলিতাৱিদ্ । কৃষ্ণবজ্রনি অর্থো ॥৫৯॥

তমিতি । হবিঃ হব্যকৃতম্ ॥৬০॥

সত্যেতি । আৰ্জবং সরলতা, নিয়মেন শাস্ত্রনির্দিষ্টধানাদিনা । কাস্ত্যা কষা, বৃত্ত্যা বৈৰ্য্যেণ । আৱাক্তঃ স্তপ্তানাং বক্ষণারোপাক্তঃ, কৃষ্ণেন বাহুদেবেন ॥৬১—৬২॥

কুৰ্বতেতি । জিজ্ঞাসতা পরীক্ষিতুমিচ্ছতা । শুণ্ডা দ্বারবক্ষণেন বক্ষিতাঃ । মায়াঃ প্রাণতত্ত্ববীকেশতুতগণাবিভাবনাদয়ো ব্যাপাৱাঃ ॥৬৩॥

নাও দিতে পারি ; তথাপি আমার এই দেহটিকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি ; আপনি ইঙ্গ প্রহণ করুন' ॥৫৮॥

এই কথা বলিয়া অশ্বখামা সেই বেদীর উপরে উঠিয়া নিজের মমতা ত্যাগ করিয়া, অলিত বহিৰুক্ত অগ্নিতে আরোহণ করিয়া বসিলেন ॥৫৯॥

অশ্বখামা উৰ্জ্বাহ ইইয়া নিশ্চেষ্টভাবে হব্যরূপে অবস্থান করিলেন দেখিয়া, ভগবান্ মহাদেব হাসিতে হাসিতেই বেন প্রত্যক্ষভাবে বলিলেন—॥৬০॥

‘অন্যাসে কার্য্যকারী কৃষ্ণ সত্য, শৌচ, সরলতা, দান, তপস্তা, ব্রত, কমা, ভক্তি, ধৈর্য্য, জ্ঞান ও বাক্যদ্বারা যথাযথভাবে আমার আরাধনা করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত কৃষ্ণ ভিন্ন আমার অধিক প্রিয় ব্যক্তি আর নাই ॥৬১—৬২॥

সেই কৃষ্ণের সন্মান রাখিবার জন্য এবং তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পাঞ্চালগণকে বক্ষা করিতেছি এবং ইষ্ঠাং তোমার নিকটে মানাবিধ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছি' ॥৬৩॥

এবমুক্তা মহাত্মানং ভগবানাত্মনস্তনুম্ ।

আবিবেশ দদৌ চাষ্ট্মৈ বিনলং খড়্গমুক্তমম্ ॥৬৫॥

অথাবিষ্টৌ ভগবতা সূর্যো জজ্বাল তেজসা ।

বলবাংশচাত্তবদ্যুদ্ধে দৈবসৃষ্টেন তেজসা ॥৬৬॥

তমদৃষ্টানি ভূতানি রক্ষাংসি চ সমাদ্রবন্ ।

অভিতঃ শক্রশিবিরং যাস্তুং সাক্ষাদিবেশ্বরম্ ॥৬৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-
পর্বনি সপ্তবধে দ্রৌণিশিবিরপ্রবেশে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

ভারতকৌমুদী

কৃত ইতি । তত ককত । অভিতুতাঃ পাকাল্য আক্রান্তাঃ, অভি হাততি ॥৬৪॥

এবমিতি । মহাত্মানমবখানানম্, আত্মনস্তনুং স্বতৈব শরীরভূতম্, রজাংশেনৈবাখ-
খারো জাতত্বাৎ তথৈবাদিপৰ্কণ্যুক্তত্বাৎ । অষ্টম অধ্যায়ে ॥৬৫॥

অথেতি । জজ্বাল অশ্বখামা । অতএবাস্ত সৰ্বসংহারসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥৬৬॥

তমিতি । অদৃষ্টানি সত্ত্বি, ভূতানি প্রাণুজাঃ প্রমথ্যঃ, সমাদ্রবন্ অগচ্চন্ । অভিতঃ
সৰ্বতঃ, ঈশ্বরং মহাদেবম্ ॥৬৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্বনি সপ্তবধে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

আমি পাকালগণকে রক্ষা করিতে থাকিয়া কক্ষেরই গৌরব বৃদ্ধি করিতে-
ছিলাম ; কিন্তু পাকালেরা কালকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে ; সুতরাং আজ উহাদের
আর জীবন থাকিবে না' ॥৬৪॥

এইরূপ বলিয়া ভগবান্ মহাদেব নিজেরই অংশস্বরূপ মহাত্মা অশ্বখামার
শরীরে আবিষ্ট হইলেন এবং অশ্বখামাকে একখানা নির্মল উত্তম তরবারি সমর্পণ
করিলেন ॥৬৫॥

ভগবান্ মহাদেব শরীরে আবিষ্ট হইলে, অশ্বখামা তেজে সাতিশর অলিয়া
উঠিলেন এবং দৈবকৃত তেজে যুদ্ধবিষয়ে গুরুতর বলশালী হইলেন ॥৬৬॥

ক্রমে অশ্বখামা শক্রশিবিরের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলে, সেই কূতেরা
এবং সাক্ষসেরা অদৃশ্য হইয়া, সাক্ষাৎ মহাদেবেরই তুল্য অশ্বখামার সকল দিকে গমন
করিতে লাগিল' ॥৬৭॥

(৬৫) এবমুক্তা মহাত্মানং...পি । (৬৬) অথাবিষ্টৌ ভগবতা...পি । (৬৭) তত
ককত, সৰ্বভূতানি... । অভিতঃ শিবিরং যাস্তুং দ্রোণপুত্রং মহারথম্ । দেবদেবঃ হরঃ স্বাপুং
...নি । • '...সপ্তমোহধ্যায়ঃ' পি বদ বর্জ বা লো নি ।

नवमोऽध्यायः ।

ধূতরাস্ত্র উবাচ ।

তথা প্রয়াতে শিবিরং জ্যোৎস্নপুত্রো মহারথঃ ।

কচ্চিৎ কুপশ্চ ভোজশ্চ ভয়াৰ্ত্তৌ ন শ্যবৰ্ত্ততাম্ ॥১॥

কচ্ছিন্ন বারিতো ক্ষুদ্রে রক্ষিত্বিনোপলক্ষিতো ।

असहमिति मवानो न निवृत्तो महारथो ॥२॥

कच्छिह्नमथ शिविरं हस्त। सोमकपाश्वरान् ।

দুৰ্য্যোধনস্ত পদবীং গতো পরমিকাং রণে ॥ ৩৯ ॥

ମହାୟ ଉବାଚ ।

तस्मिन् प्रयाते शिविरं द्रोगपुत्रे महावनि ।

कूपञ्च कृतवर्मा च शिविरद्वार्यातिष्ठताम् ॥४॥

ভারতকোমুদী

তথেষ্ঠি । কচ্চিৎସেনিভুবিচ্ছায়ীত্যর্থঃ । ভোজ্যভ্যংসীঃ কৃতবৰ্ণা ॥১॥

କଳିଦିତି । ଅଗ୍ରହଃ ସୁପ୍ତାନାଃ ହନନସ୍ମି କର୍ତ୍ତବ୍ୟମକାମ, ନିବୃତ୍ତୋ ଗୋକର୍ଣ୍ଣପୁରୀ । ୨ ।

কচ্ছিত্তি । উন্নত্যা আলোড়্য । পদবোঃ পঠো পঠৈর্নিহতাবিত্যর্থঃ । ৩।

ভবিদ্বিতি । মহাশক্তি মহাসাহসিকে ॥৪॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—‘সজ্জয়! মহারথ অশ্বখামা পাণ্ডবশিবিরের দিকে গমন করিতে লাগিলে, কূপ এবং ক্রোধবশত ভয়ানক হইয়া নিবৃত্তি পান নাই ত ? ১৯।

এবং মহারথ কৃপ ও কৃতবর্মা যাইতে লাগিলে, ক্ষুদ্র ষাররক্ষকেরা তাঁহাদিগকে দেখিয়া বারণ করে নাই ত ? কিংবা 'সমস্ত নিরজিতব্যক্তিগণের হত্যা করাও অসাধ্য' ইহা মনে করিয়া তাঁহারা কিরেন নাই ত ? ২৥

অথবা তাঁহারা পাণ্ডবশিবির আলোড়নপূর্ব্বক সোমক ও পাণ্ডবগণকে বধ করিয়া, হুৰ্য্যোধনের পরম পথে গমন করিয়াছেন কি ? (নিহত হইয়াছেন কি ?) ৷৩৥

সময় বলিলেন—‘অত্যন্ত সাহসী অশ্বখায়া পাণ্ডবশিবিরের দিকে গমন করিলে,
কৃপ ও কৃতবর্মা তাহার দ্বারে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৪॥

(२) ईतः प्रवृत्ति नाकिपात्तानुवृत्ते बहवः श्लोका अधिका दृश्यन्ते । (३) ईतः परम् 'पाकालैर्निहतो वीर्यो कश्चिन्न वपतां किंतो । कश्चित्पात्तां कृतं कर्म तन्नमाचक्ष, सन्नम् ।।' श्लोकोऽत्राधिकः पि बलं वर्द्ध ।

অশ্বখ্যমা তু তৌ দৃষ্ট্ৱা যত্নবন্তৌ মহারথৌ ।
 প্রহৃষ্টেঃ শনৈকৈ রাজনু ! ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৫॥
 যতৌ ভবন্তৌ পর্যাণ্তৌ সৰ্ব্বকল্পস্য নাশনে ।
 কিং পুনর্যোধনেষশ্চ প্রস্তুপ্তশ্চ বিশেষতঃ ॥৬॥
 অহং প্রবেক্ষ্যে শিবিরং চরিষ্যামি চ কালবৎ ।
 যথা ন কশ্চিদপি বাং জীবনুচ্যেত মানবঃ ।
 তথা ভবন্ত্যাং কার্য্যং শ্রাদিত্তি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥৭॥
 ইত্থাক্ত্ৱা প্রাবিশদুর্জৌনিঃ পার্থানাম্ শিবিরং মহৎ ।
 অদ্বারেণাত্যবক্ষন্ত্য বিহায় ভয়মাস্থনঃ ॥৮॥
 স প্রবিশ্য মহাবাহুরুদ্দেশজ্ঞশ্চ তস্য হ ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ নিলয়ং শনৈকৈরভ্যুপাগমৎ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অবেতি । যত্নবন্তৌ শত্রুবধে । শনৈকৈর্মন্দং মন্দম্ ॥৫॥
 যত্নাবিত্তি । যতৌ যত্নবন্তৌ, পর্যাণ্তৌ সমর্থৌ । যোধানাম্ শেষত অবশেষত ॥৬॥
 অহমিতি । কালবৎ বম ইব । বাং যুবয়োঃ সকাশাৎ । যট্পাদোহয়ং শোকঃ ॥৭॥
 ইতীতি । অদ্বারেণাপ্রণত্বদ্বারেণ, অত্যবক্ষন্ত্য উল্লক্ষ্য । তাবঃ স্তম্ভমঃ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ভবেতি ॥১॥ কচ্চিরোপলক্ষিতাবিত্যত্র কচ্চিদিতি্যাবর্ততে ॥২—৩॥ পাকটিলে: পূৰ্ব্বং
 নিহন্তৌ সন্তৌ স্বপত্নাং কচ্চিং কোপাৎ স্বপত্নাং পাকটিলানাং কৰ্ম্ম বধাখ্যং তাভ্যাং কচ্চিং

রাজা । মহারথ কৃপ ও কৃতবৰ্ম্মা শত্রুবধে যত্নবান্ হইয়াছেন দেখিয়া,
 অশ্বখ্যমা আনন্দিত হইয়া মূহু মূহু ভাবে তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন—॥৫॥

‘আপনারা যত্নবান্ হইয়া প্রবৃত্ত হইলে, সমস্ত ক্ষত্রিয়কেও বিনাশ করিতে
 সমর্থ হন ; তাহাতে অবশিষ্ট যোদ্ধাদের বিশেষতঃ নিদ্রিতগণের বিনাশবিষয়ে
 আর কি বলিব ॥৬॥

আমি শিবিরের ভিতরে প্রবেশ করিব এবং যমের শ্রায় বিচরণ করিব । কিন্তু
 আমার নিশ্চিত ধারণা এই যে, কোন মানুষই জীবিত অবস্থায় যাহাতে আপনাদের
 নিকট হইতে মুক্তি না পায়, আপনারা সেইরূপ কার্য্যই করিবেন’ ॥৭॥

এই কথা বলিয়া অশ্বখ্যমা ভয় পরিত্যাগ করিয়া, অপ্রশস্তদ্বার দিয়া লক্ষ-
 প্রদানপূৰ্ব্বক বিশাল পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিলেন ॥৮॥

পাণ্ডবশিবিরের প্রদেশজ্ঞ মহাবাহু অশ্বখ্যমা প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে
 ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহের দিকে গমন করিলেন ॥৯॥

তে তু কৃষ্ণা মহৎ কৰ্ম্ম প্রাপ্তাস্তি বলবজ্জগে ।
 প্রমুখাশ্চৈব বিশ্বস্তাঃ সমেত্য পরিবারিতাঃ ॥১০॥
 অথ প্রবিষ্ট্য তদেব ধূম্রদ্বারং ভারত । ।
 পাকাল্যং শয়নে দ্রৌণিরপশ্যৎ সুপ্তমস্তিকাং ॥১১॥
 কৌমাবদাতে মহতি স্পর্ক্যাস্তরঙ্গসংবৃতে ।
 মাল্যপ্রবরঙ্গযুক্তে ধূম্রৈশ্চূর্ণৈশ্চ বাসিতে ॥১২॥ (যুগ্মকম্)
 তং শয়ানং মহাত্মানং বিশ্রকমকুতোভয়ম্ ।
 প্রাবোধয়ত পাদেন শয়নস্থং মহীপতে । ॥১৩॥
 সংবুধ্য চরণস্পর্শমুখায় রণদুর্শমদঃ ।
 অভ্যজানদমেয়াস্মা দ্রোণপুত্রং মহারথম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

ন ইতি । উদ্দেশ্যঃ অবস্থিতিস্থানজঃ । গুপ্তচরমুখশ্রবণাদিতি ভাবঃ ॥১০॥
 ত ইতি । বলবৎ শান্তিশয়নম্ । পরিবারিতা আত্মীয়জনৈরিত্তি শেষঃ ॥১১॥
 অথেনি । বেষ্ম গৃহম্ । শয়নে শয়্যামা; অপশ্যৎ তত্রত্যাদীপালোকেন । কৌমেণ
 কৌমবদ্রাবরণেন অবদাতে শুভ্রে । স্পর্কত ইতি স্পর্কি তদেবাস্তরঙ্গং স্পর্ক্যাস্তরঙ্গং তুলাদি-
 পূর্ণাস্তরাস্তরঙ্গবিশেষভেদেন সংবৃতে । বাসিতে সুরতীকৃতে ॥১১—১২॥
 তমিতি । বিশ্রকং বিশ্বজম্ । প্রাবোধয়ত অজাগরয়দমুখামা ॥১৩॥
 সমিতি । অবমেয়াস্মা অজ্ঞেয়বতাবো ধূম্রদ্বারঃ ॥১৪॥

সেই শিবরের লোকেরা যুদ্ধে শুরুতর কার্য্য করিয়া অত্যন্ত পরিভ্রান্ত হইয়া
 শিবিরে আসিয়া, বিশ্বস্তাচৈব এবং আত্মীয়জনপরিবেষ্টিতভাবে নিজা যাইতে-
 ছিল ॥১০॥

ভরতনন্দন । ভারত পর অমুখামা ধূম্রদ্বারের গৃহে প্রবেশ করিয়া নিকটেই
 দেখিতে পাইলেন—ধূম্রদ্বার শয়্যার উপরে শয়ন করিয়া নিজা যাইতেছেন । সেই
 শয়্যাটি ভূতলে পাতিত ছিল, তাহাতে একটি স্পর্ক্যাস্তরঙ্গ (গদি) বিস্তৃত, তাহার
 উপরে আবার পটবস্ত্রের আবরণ ও উত্তম পুষ্পমালা বিস্তৃত ছিল এবং তাহা ধূম্রচূর্ণে
 সুবাসিত ছিল ॥১১—১২॥

রাজা । মহাবল ধূম্রদ্বার বিশ্বস্তাচৈব ও অকুতোভয়ে নিজা যাইতেছিলেন,
 সেই অবস্থায় অমুখামা পদাঘাত করিয়া তাহাকে জাগরিত করিলেন ॥১৩॥

অজ্ঞেয়শক্তি ও যুদ্ধদুর্ভব ধূম্রদ্বার পদাঘাত বুঝিতে পারিয়া, মহারথ অমুখামাকে
 জানিতে পারিলেন ॥১৪॥

তমুৎপতস্তং শয়নাদশ্বখামা মহাবলঃ ।
 কেশেষালম্বা পাণিত্যাং নিষ্পিপেম মহীতলে ॥১৫॥
 স বলান্তেন নিষ্পিক্তঃ সাধ্বসেন চ ভারত ।।
 নিদ্রয়া চৈব পাঞ্চাল্যো নাশকচেষ্টিতুং তদা ॥১৬॥
 তমাক্রম্য পদা রাজন্ ! কণ্ঠে চোরসি চোভয়োঃ ।
 নদন্তং বিম্বুরন্তঞ্চ পশুয়ারময়ারয়ৎ ॥১৭॥
 তুদমথৈস্ত স দ্রোণিঃ নাতিব্যক্তমুদাহরৎ ।
 আচার্য্যপুত্র ! শস্ত্রেণ জহি মাং মা চিরং কৃথাঃ ।
 স্বংকৃতে স্বকৃতান্নৌকান্ গচ্ছেয়ং দ্বিপদাং বর ! ॥১৮॥
 এবমুক্ত্বা তু বচনং বিররাম পরশুপঃ ।
 সূতঃ পাঞ্চালরাজস্ত আক্রান্তো বলিনা ভূশম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

ভমিতি । উৎপতস্তম্ উচ্চিষ্টম্, শয়নাৎ শয্যাতে । আলম্বা ধ্বা ॥১৫॥
 স ইতি । সাধ্বসেন ভয়েন । চেষ্টিতুং কানি চালয়িতুম্ ॥১৬॥
 ভমিতি । উরসি বকসি । পশুনিব মারয়িষ্যেতি পশুয়ারম্ । “কর্মণি চোপমানে”
 ইতি শম্ । অমাবয়ৎ প্রাহরৎ ॥১৭॥
 তুদমিতি । তুদন্ ব্যধরন্ । নাতিব্যক্তমগতিস্পষ্টম্, উদাহরৎ অবদৎ । নট্পাদঃ ॥১৮॥
 এবমিতি । বলিনা শিবতেজসৈব ধৃষ্টদ্যামাপেক্ষয়া সমধিকবলশালিনা অশ্বখামা ॥১৯॥

পরে ধৃষ্টদ্যায় শয্যা হইতে উঠিতেছিলেন, এমন সময় মহাবল অশ্বখামা হস্তযুগলদ্বারা ধৃষ্টদ্যায়ের কেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে ভূতলে নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

ভরতনন্দন । অশ্বখামা বলপূর্বক নিষ্পেষণ করিতে থাকিলে, ভয় ও নিদ্রার আবেশে ধৃষ্টদ্যায় কোন অঙ্গই সঞ্চালন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥১৬॥

রাজা । সেই অবস্থায় অশ্বখামা ধৃষ্টদ্যায়ের বক্ষে ও কণ্ঠে আক্রমণ করিলেন ; তখন ধৃষ্টদ্যায় আর্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকিলেন । সেই অবস্থায় অশ্বখামা তাঁহাকে পশুর ন্যায় প্রহার করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তখন ধৃষ্টদ্যায় অশ্বখামার অঙ্গে নখাঘাত করিতে থাকিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন—‘মহুযশ্রেষ্ঠ আচার্য্যপুত্র ! আপনি বিলম্ব করিবেন না । আমাকে অস্ত্রদ্বারা বধ করুন ; তাহা হইলে আমি আপনার জন্ত পুণ্যালোকে গমন করিতে পারিব’ ॥১৮॥

তস্মাব্যক্তাস্তু তাং বাচং সংশ্রুত্য জ্যোতিরব্রবীৎ ।

আচার্য্যঘাতিনাং লোকা ন সন্তি কুলপাংসন । ।

তস্মাচ্ছস্ত্রেণ নিধনং ন হুমহঁসি হুৰ্ম্মতে ! ॥২০॥

এবং ক্রবাণস্তং বীরং সিংহো মন্তমিব দ্বিপম্ ।

মৰ্ম্মস্বভ্যবধীং ক্রুদ্ধঃ পাদাষ্ঠীলৈঃ স্তদাক্রুণৈঃ ॥২১॥

তস্ম বীরস্ম শব্দেন মার্য্যমাণস্ম বেশ্মনি ।

অবুধ্যন্ত মহারাজ ! স্ত্রিয়ো যে চাস্ম রক্ষিণঃ ॥২২॥

তে দৃষ্ট্ৱা ধৰ্ম্ময়ন্তং তমতিমানুষবিক্রমম্ ।

ভূতমেবাধ্যবস্ত্রস্তো ন স্ম প্রবাহরন্ ভয়াৎ ॥২৩॥

তন্ত তেনাভ্যুপায়েন গময়িত্বা ঘমকয়ম্ ।

অদ্যতিষ্ঠত তেজস্বী রথং প্রাপ্য স্তদর্শনম্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তত্তেতি । লোকাঃ বর্গাঃ । হে কুলপাংসন ! বংশদূষক ! । ঘটুংগাদঃ শ্লোকঃ ॥২০॥

এবমিতি । অভ্যবধীং সর্কতোভাবেন প্রাহরৎ । পাদয়োঃ রষ্ঠীলৈশ্চ ল্টকৈঃ ॥২১॥

তত্তেতি । মার্য্যমাণস্ত প্রহর্যমাণস্ত । অবুধ্যন্ত ভাগবিতাঃ আসন্ ॥২২॥

ত ইতি । ধৰ্ম্ময়ন্তং ভীষ্মাক্রাময়ন্তম্ । ভূতং দেবযোনিবিশেষম্ । অধ্যবস্ত্রস্তো
নিশ্চিবস্তঃ ॥২৩॥

বলবান্ অশ্বখামা ভীষ্ম আক্রমণ করায় শক্রসম্ভাপক ধৃষ্টদ্যায় এইটুকুমাত্র
বলিয়াই বিরত হইলেন ॥১৯॥

ধৃষ্টদ্যায়ের সেই অস্পষ্ট বাক্য শুনিয়া অশ্বখামা বলিলেন—‘কুরুত্রিয় কুলকলঙ্ক !
গুরুহত্যাকারিগণের পুণ্যলোক প্রাপ্য হয় না । অতএব হুৰ্ম্মতি !’—অস্ত্রাঘাতদ্বারা
তোমার মৃত্যু হওয়া উচিত নহে’ ॥২০॥

ক্রুদ্ধ অশ্বখামা এইরূপ বলিতে থাকিয়া—সিংহ যেমন মন্তহস্তীকে আঘাত
করে, সেইরূপ অতিদারুণ চরণের গোড়ালিদ্বারা ধৃষ্টদ্যায়ের সমস্ত মৰ্ম্মস্থানে ভীষ্ম
আঘাত করিতে লাগিলেন ॥২১॥

মহারাজ ! অশ্বখামা সেইরূপ প্রহার করিতে লাগিলে, বীর ধৃষ্টদ্যায়ের
আর্দ্রনাদে সেই গৃহের জ্বীলোকেরা এবং যাহারা রক্ষক ছিল, সেই পুরুষেরা ভাগবিত
হইল ॥২২॥

অশ্বখামা বলপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যায়কে ভীষ্ম আক্রমণ করিয়াছেন দেখিয়া সেই
লোকেরা সকলেই তাঁহাকে অলৌকিকবিক্রমশালী কোন ভূত নিশ্চয় করিয়া
ভয়ে কোন কথা বলিতে পারিল না ॥২৩॥

স তস্মা ভবনাদ্রাজন্ ! নিক্রম্য নাদয়ন্ দিশঃ ।
 রথেন শিবিরং প্রায়াক্ষিঘাংসুর্দ্বিষতো বলী ॥২৫॥
 অপক্রান্তে ততস্তস্মিন্ দ্রোণপুত্রে মহারথে ।
 সহিতৈ রক্ষিভিঃ সর্কৈঃ প্রণেছূর্ঘোষিতস্তদা ॥২৬॥
 রাজানং নিহতং ধৃষ্ট্য ভৃগুং শোকপরায়ণাঃ ।
 ব্যক্রোশন্ কত্রিয়াঃ সর্কৈঃ ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত ভারত ! ॥২৭॥
 তাসাস্তু তেন শব্দেন সমীপে কত্রিয়র্ষভাঃ ।
 ক্রিপ্রঞ্চ সমনহস্ত কিমেতদিতি চাক্রবন্ ॥২৮॥
 ত্রিয়স্ত রাজন্ ! বিত্রস্তা ভারতাজং নিরীক্ষ্য তাঃ ।
 অক্রবন্ দীনকণ্ঠেন ক্রিপ্রমাদ্রবতেতি বৈ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । যমস্ত কয়ং ভবনম্ । রথং স্বকীরমেব । সুদর্শনং শোভনম্ ॥২৪॥
 স ইতি । শিবিরং শিবিরান্তরম্ । অিঘাংসুর্দ্বিমিচ্ছুঃ ॥২৫॥
 অপেতি । অপক্রান্তে নির্গতে । সহিতৈর্মিলিতৈঃ, রক্ষিভিঃ সহ ॥২৬॥
 রাজানমিতি । রাজানং পাকালরাজং ধৃষ্টদ্যুম্নম্ । কত্রিয়াঃ কত্রিয়জাতীয়া স্রমণ্যঃ,
 ব্যক্রোশন্ উচ্চৈরবদন্ ॥২৭॥
 তাসামিতি । শব্দেন আর্ন্তনাদেন, সমীপে হিতা ইতি শেবঃ ॥২৮॥
 ত্রি ইতি । ভারতাজমস্বখামানম্ । দীনকণ্ঠেন আর্ন্তস্বরেণ । আক্রবত আগচ্ছত ॥২৯॥

অস্বখামা সেইভাবে ধৃষ্টদ্যুম্নকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া, নিজের সুন্দর রথে আসিয়া আরোহণ করিলেন ॥২৪॥

রাজা ! বলবান্ অস্বখামা ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহ হইতে নির্গত হইয়া সিংহনাদে দিক্‌সকল পূর্ণ করিতে থাকিয়া, রথারোহণেই পাণ্ডবপক্ষের অস্ত্র শিবিরে গমন করিলেন ॥২৫॥

মহারথ অস্বখামা ধৃষ্টদ্যুম্নের শিবির হইতে নির্গত হইয়া গেলে, সম্মিলিত রক্ষি-
 গণের সহিত স্ত্রীলোকেরা আর্ন্তনাদ করিতে লাগিল ॥২৬॥

ভরতনন্দন ! ধৃষ্টদ্যুম্নের ভোগ্য কত্রিয়রমণীরা সকলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত দেখিয়া,
 অত্যন্ত শোকাক্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিল ॥২৭॥

তাহাদের সেই আর্ন্তনাদে নিকটবর্তী কত্রিয়শ্রেষ্ঠেরা সশর বৃদ্ধসম্মার সজ্জিত
 হইলেন এবং ‘এ কি এ কি’ এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥২৮॥

(২৭)....কত্রিয়াঃ সর্কৈ পি নি । (২৮)....সংস্রাভাঃ সমনহস্ত...নি ।

রাক্ষসো বা মনুষ্যো বা নৈনং জানীমহে বয়ম্ ।
 হত্বা পাকালরাজানং রথমারুহ্য তিষ্ঠতি ॥৩০॥
 ততস্তে যোধযুধ্যাস্ত চ সহসা পর্যাবারয়ন্ ।
 স তানাপততান্ সৰ্বান্ রুদ্ধাভ্রৈঃ ব্যপোধয়ৎ ॥৩১॥
 ধুষ্টহ্যন্নকং হত্বা স তাংশ্চৈবাস্ত পদানুগান্ ।
 অপশ্যচ্ছয়নে হুণ্ডমুত্তমৌজসমস্তিকে ॥৩২॥
 তমপ্যাক্রম্য পাদেন কণ্ঠে চোরসি তেজসা ।
 তথৈব মারয়ামাস বিনর্দন্তুমরিন্দমম্ ॥৩৩॥
 যুধামন্যুশ্চ সংপ্রাপ্তো যত্না তং রক্ষসা হতম্ ।
 গদামুগ্ৰম্য বেগেন হৃদি দ্রৌণিমতাড়য়ৎ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

রাক্ষস ইতি । পাকালরাজানং ধুষ্টহ্যন্নম্ । অদন্তবাতান অর্ধঃ ॥৩০॥
 তত ইতি । পর্যাবারয়ন্ অশ্বখামানং পর্যবেষ্টক । ব্যপোধয়ৎ ব্যনাশয়ৎ ॥৩১॥
 ধুষ্টেতি । পদানুগান্ অনুচরান্ । শয়নে শয়াম্যাম্ ॥৩২॥
 তমিতি । উরসি বকসি, তেজসা বলেন । বিনর্দন্তমার্তনাদং কুর্কন্তম্ ॥৩৩॥
 যুধেতি । সংপ্রাপ্ত আগতঃ, রক্ষসা রাক্ষসেন । হৃদি দ্রৌণেদেব বকসি ॥৩৪॥

রাজা ! সেই জ্বীলোকেরা অশ্বখামাকে দেখিয়া, ভয়ে আকুল হইয়া, আর্তস্বরে বলিতে লাগিল—‘তোমরা সত্বর আইস ॥২৯॥

এটা কি রাক্ষস না মানুষ—ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না ; কিন্তু এই ব্যক্তি ধুষ্টহ্যন্নকে বধ করিয়া, রথে উঠিয়া রহিয়াছে’ ॥৩০॥

তাহার পর যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠেরা তৎকণাৎ যাইয়া অশ্বখামাকে পরিবেষ্টন করিবার উপক্রম করিলেন ; কিন্তু অশ্বখামা মহাদেবপ্রদত্ত অস্ত্রদ্বারা আসিবার সময়েই তাহাদিগকে বধ করিলেন ॥৩১॥

এইভাবে অশ্বখামা ধুষ্টহ্যন্নকে ও তাহার অনুচরগণকে বধ করিয়া, একটু অগ্রসর হইয়াই নিকটে দেখিলেন—উত্তমৌজা শয্যার উপরে শয়ন করিয়া নিজা যাইতেছেন ॥৩২॥

পরে অশ্বখামা চরণদ্বারা বলপূর্বক উত্তমৌজারও বক্ষস্থল এবং কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিলে, শক্রদমনকারী উত্তমৌজা আর্তনাদ করিতে লাগিলেন ; তখন অশ্বখামা তাঁহাকেও বধ করিলেন ॥৩৩॥

(৩০)....জানীম কোষয়ম্...নি । (৩৪)....যত্না তং রাক্ষসং শ সঃ...নি ।

তমভিভ্রত্য জগ্ৰাহ কিতৌ চৈনমতাড়য়ৎ ।
 বিস্ফুরন্তঞ্চ পশুবতথৈবৈনমমারয়ৎ ॥৩৫॥
 তথা স বীরো হত্বা তং ততোহস্থান্ সমুপাদ্ৰবৎ ।
 সংস্পৃশ্যানেব রাজেন্দ্র ! তত্র তত্র মহারথান্ ॥৩৬॥
 স্ফুরতো বেপমানাংশ্চ শমিতেব পশুশ্মথে ।
 ততো নিদ্রিংশমাদায় জঘানাস্থান্ পৃথগ্জনান্ ॥৩৭॥
 ভাগশো বিচরন্মার্গানসিযুদ্ধবিশারদঃ ।
 তথৈব গুল্মে সংপ্ৰেক্ষ্য শয়ানাস্থধ্যগোল্লিকান্ ।
 শ্রান্তান্ ক্লান্তায়ুধান্ সর্কান্ কণেনৈব ব্যপোথয়ৎ ॥৩৮॥
 যোধানস্থান্ দ্বিপাংশ্চৈব প্রাচ্ছিনৎ স বরাসিনা ।
 রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গঃ কালশৃষ্ঠ ইবাস্তকঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । অভিভ্রত্য ভ্রতমভিপত্য, কিতৌ নিপাত্যতি শেষঃ ॥৩৫॥
 তথৈতি । বীরঃ অশ্বখামা । সমুপাদ্ৰবৎ অত্যধাবৎ ॥৩৬॥
 স্ফুরত ইতি । শমিতা ছেদা । নিদ্রিংশঃ স্বপ্নাশ্চ, পৃথগিতি নীপ্সা ক্ষেয়া ॥৩৭॥
 তথৈতি । গুল্মে শিবিরে, মধ্যাগোল্লিকান্ সেনামধ্যাগায়িনঃ সৈনিকান্ শিবিরমধ্যস্থিতান্
 বীরান্ বা । ব্যপোথয়দ্যনাশয়ৎ । শৃট্পাদোহয়ঃ শ্লোকঃ ॥৩৮॥

কোন রাগস উত্তমোজ্জ্বল নিহত করিয়াছে ইহা মনে করিয়া, বিক্রমশালী
 যুধামন্যু আগমন করিলেন এবং তিনি গদা উত্তোলন করিয়া বেগে অশ্বখামার
 বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥৩৪॥

তখন অশ্বখামা বেগে পতিত হইয়া যুধামন্যুকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া,
 প্রহার করিতে লাগিলেন ; সেই সময় যুধামন্যু হস্তপদ সঞ্চালন (ছটফট) করিতে
 লাগিলে, অশ্বখামা তাঁহাকেও পশুর স্থায় হত্যা করিলেন ॥৩৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! মহাবীর অশ্বখামা সেইভাবে যুধামন্যুকে বধ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন
 স্থানে নিদ্রিত অন্যান্য মহারথগণের দিকে বেগে যাইতে লাগিলেন ॥৩৬॥

যজ্ঞীয় পশুগণ কম্পিত ও স্ফুরিত হইতে লাগিলে, ছেদনকারী লোক যেমন
 সেগুলিকে ছেদন করে ; তেমন অশ্বখামাও খড়্গ ধারণ করিয়া, স্ফুরিত ও কম্পিত
 লোকদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ছেদন করিলেন ॥৩৭॥

অসিযুদ্ধবিশারদ অশ্বখামা শিবিরের ভাগে ভাগে ভিন্ন ভিন্ন পথে বিচরণ
 করিতে থাকিয়া, সেইরূপই শিবিরের মধ্যস্থানে নিদ্রিত, পরিশ্রান্ত ও নিরস্ত্র
 সমস্ত যোদ্ধাকেই কণকাল মধ্যে বিনাশ করিলেন ॥৩৮॥

বিস্ফুরতিষ্ঠ চ তৈর্দ্রৌণিনিমিত্তিঃ শস্যোদ্যমেন চ ।
 আক্ৰেপণেন চৈবাসেন্দিধা রক্তোক্ষিতোহভবৎ ॥৪০॥
 তস্য লোহিতসিক্তস্য দীপ্তখড়গস্য যুধ্যতঃ ।
 অমানুষ ইবা কারো বভৌ পরমভীষণঃ ॥৪১॥
 যে স্বজাগ্রত কৌরব্য ! তেহপি শকেন মোহিতাঃ ।
 নিরীক্ষ্যমাণা অন্তোমুখং দ্রৌণিঃ দৃষ্ট্ৱা প্রবিব্যধুঃ ॥৪২॥
 তদ্রূপং তস্য তে দৃষ্ট্ৱা কত্রিয়াঃ শত্রুকর্ষণঃ ।
 রাক্ষসং মন্যমানাস্তং নরনানি মমীলয়ন্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

যোধানিতি । বরাগিনা উত্তমখড়্গেন । কালশৃঙো দৈবপ্রেরিতঃ ॥৩৯॥
 বীতি । বিস্ফুরতিঃ সকলতিঃ, তৈর্দ্রৌণিনিমিত্তমানেচ গজাদিতিঃ, নিমিত্তিশত খড়্গত,
 উদ্যমেন উত্তোলনেন । আক্ৰেপণেন আকর্ষণেন ॥৪০॥
 ভবতি । লোহিতসিক্তস্য রক্তাপ্তস্য, যুধ্যতো যুধ্যমানত ॥৪১॥
 ব ইতি । শকেন মার্যমাণানামার্তনাদেন । প্রবিব্যধুর্বিভ্র্যুঃ ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃতমিতি সৎকঃ ॥৪—৬॥ বাং যুবাং প্রাপ্যতি শেবঃ ॥৭—৮॥ উদ্যমজ্ঞো যুগ্মহারহলজঃ
 ॥৯—২০॥ পাদাষ্টীলৈঃ পাদগ্রহিতিঃ পার্শ্বাষ্টীরিত্যর্থঃ ॥২১—৩২॥ তৈর্দ্রৌণিগর্ভৈর্বিস্ফুরতি-
 জেবাং শরীরাহুললতী রক্তরিন্দুতিরিত্যর্থঃ । অসেঃ শোণিতার্জ্জ্বোত্তমাবুষ্টিধারা লোহিত-
 ধারা বাহুল্যমায়তি, বরাগিঃ কিণ্ডাতে ততোহপি স্থানান্তরুৎসবঃ উচ্ছলতি, তৈর্দ্রৌণিঃ

ক্রমে রক্তে অশ্বখামার সমস্ত অঙ্গ আগ্রত হইয়া গেল ; সেই অবস্থায় তিনি
 উত্তম খড়্গদ্বারা দৈবপ্রেরিত যমের দ্বায় হস্তী, অশ্ব ও যোদ্ধাদিগকে ছেদন করিতে
 লাগিলেন ॥৩৯॥

হির ও ভিষ্মমান লোকদিগের অঙ্গ সঞ্চালন, খড়্গ উত্তোলন এবং খড়্গ
 আকর্ষণ—এই তিনটা ব্যাপারেই অশ্বখামার সমস্ত অঙ্গ রক্তে আগ্রত হইয়া
 গিয়াছিল ॥৪০॥

রক্তাপ্তদেহ ও উচ্ছল খড়্গধারী যুধ্যমান অশ্বখামার আকৃতিটা অতিভীষণ ও
 অমানুষিক হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৪১॥

কৌরবনন্দন । তৎকালে যাহারা জাগরিত হইল, তাহারাও অশ্বখামাকে
 দেখিয়া মোহিত হইয়া পড়িল এবং পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া,
 অশ্বখামার দিকে চাহিয়া ভয়ে আকুল হইতে লাগিল ॥৪২॥

(৪৩) কত্রিয়াঃ শত্রুকর্ষণম...নি

স ঘোররূপো ব্যচরৎ কালবচ্ছিবিরে ততঃ ।
 অপশ্চদ্রোপদীপুত্রানবশিষ্টাংশ্চ সোমকান্ ॥৪৪॥
 তেন শব্দেন বিত্রস্তা ধমুর্হস্তা মহারথাঃ ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নং হতং ব্রহ্মা দ্রোপদেয়া বিশাংপতে । ।
 অবাকিরন্ শরত্রাতৈর্ভারহাজমভীতবৎ ॥৪৫॥
 ততস্তেন নিনাদেন সংপ্রবৃদ্ধাঃ প্রভদ্রকাঃ ।
 শিলীমুথৈঃ শিখণ্ডী চ দ্রোণপুত্রং সমাদ্দিয়ন্ ॥৪৬॥
 ভারহাজঃ স তান্ দৃষ্ট্বা শরবর্ষণি বর্ষতঃ ।
 ননাদ বলবম্নাদং জিঘাংসুস্তান্মহারথান্ ॥৪৭॥
 ততঃ পরমসংক্রুদ্ধঃ পিতুর্বধমমুস্মরন্ ।
 অবরুহ রথোপস্থাত্ত্বরমাণোহভিহুঙ্কবে ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । ততঃ অখপারঃ । শক্রকর্ষণঃ শক্রহস্তারঃ ॥৪৩॥

স ইতি । কালবদ্যন ইব ॥৪৪॥

তেনেতি । দ্রোপদেয়া দ্রোপস্তাঃ পুত্রাঃ । শরণাং ত্রাতৈতঃ সমুদৈঃ । বটপাদঃ ॥৪৫॥

তত ইতি । সংপ্রবৃদ্ধা আগ্রিতাঃ । প্রভদ্রকাস্তবংশীয়াঃ । শিলীমুথৈর্বাণৈঃ ॥৪৬॥

ভারহাজ ইতি । বর্ষতঃ কুর্ষতঃ । ননাদ চকার, বলবম্নহাস্তম্ ॥৪৭॥

তত ইতি । রথস্ত উপস্থানাদেশাৎ । অভিহুঙ্কবে ক্রুতং দ্রোপদেয়ানামভিমুখং
 অগাম ॥৪৮॥

শক্রহস্তা সেই শত্রুরেরা অশ্রুধামার সেই আকৃতি দেখিয়া তাঁহাকে রাক্ষস
 মনে করিয়া, ভয়ে নয়ন মূর্ছিত করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥

তদনন্তর ভীমশূন্য অশ্রুধামা যমের দ্বায় শিবিরে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।
 ক্রমে তিনি দ্রোপদীর পুত্রগণকে ও অবশিষ্ট সোমকদিগকে দেখিতে পাইলেন ॥৪৪॥

নরনাথ ! মহারথ দ্রোপদীর পুত্রগণ সেই কোলাহলে চকিত হইয়া ধমু ধারণ
 করিয়া, ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত শুনিয়াও নির্ভয় থাকিয়া বাণসমূহদ্বারা অশ্রুধামাকে
 প্রহর করিতে লাগিলেন ॥৪৫॥

তাহার পর সেই কোলাহলে, শিখণ্ডী ও প্রভদ্রকেরা আগ্রিত হইয়া বাণদ্বারা
 অশ্রুধামাকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৪৬॥

তখন অশ্রুধামা দ্রোপদীর পুত্রগণকে বাণ বর্ষণ করিতে দেখিয়া, সেই মহারথ-
 গণকে বধ করিবার উচ্চা করিয়া বিশাল সিংহনাদ করিলেন ॥৪৭॥

সহস্রচন্দ্রং বিমলং গৃহীত্বা চন্দ্র সংযুগে ।
 খড়্গাৎ বিপুলং দিব্যং জাতরূপপরিষ্কৃতম্ ।
 দ্রৌপদেয়ানভিধৃত্য খড়্গেন ব্যধমম্বলী ॥৪৯॥
 ততঃ স নরশাৰ্দ্দুল ! প্রতিবিদ্যং মহাহবে ।
 কুক্ষিদেহেবনীজ্রাজ্জন্ । স হতো মৃতপতঙ্গুবি ॥৫০॥
 প্রাসেন বিদ্ধা দ্রৌণিস্ত স্ততসোমঃ প্রতাপবান্ ।
 পুনশ্চাসিং সমুদ্রম্য দ্রৌণপুত্রমুপাদ্রবৎ ॥৫১॥
 স্ততসোগম্য সাসিং তং বাহুং ছিত্বা নরধ্বজ ! ।
 পুনরপ্যাহনৎ পার্শ্বে স ভিন্নহৃদয়োহপতৎ ॥৫২॥
 নাকুলিস্ত শতানীকো রথচক্রেণ বীৰ্য্যবান্ ।
 দোৰ্ভ্যামুৎক্ষিপ্য বেগেন বক্ষশ্চেনমতাড়য়ৎ ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

সহস্রেতি । সহস্রং চন্দ্রাশ্চজ্ঞাকাররোপ্যখণ্ডা যজ্ঞ তৎ । জাতরূপপরিষ্কৃতং স্বর্ণশোভিতম্ ।
 অভিধৃত্য ক্রতমভিগতা, ব্যধনদাক্রামৎ । খড়্গপাদেহয়ং শ্লোকঃ ॥৪৯॥
 তত ইতি । প্রতিবিদ্যং দ্রৌপদ্যং বৃন্থিরাচ্ছাতম্ । কুক্ষিদেহে উদরস্থানে ॥৫০॥
 প্রাসেনেতি । স্ততসোমো দ্রৌপদ্যং ভীনাঙ্গং পরঃ । উপাদ্রবদভ্যাবৎ ॥৫১॥
 স্ততেতি । অসিনা সহেতি সাসিস্তম্ । আহনৎ অতাড়য়ৎ, পার্শ্বে হৃদয়ম্ভেদ ॥৫২॥
 নাকুলিরিতি । দ্রৌপদ্যং জাতো নকুলপুত্রো নাকুলিঃ । দোভ্যাং বাহুভ্যাম্ ॥৫৩॥

তাহার পর অশ্বখামা পিতার বধ অরণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, রথ হইতে
 অবতরণপূর্বক সহর দ্রৌপদীপুত্রগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৪৮॥

ক্রমে বলবান্ অশ্বখামা সহস্র চন্দ্রচিহ্নসমন্বিত চন্দ্র (টাল) এবং স্বর্ণখচিত
 বিশাল তরবারি ধারণ করিয়া, সহর যাইয়া দ্রৌপদীর পুত্রগণকে আক্রমণ
 করিলেন ॥৪৯॥

নরশ্রেষ্ঠ রাজা ! তদনন্তর অশ্বখামা তরবারিধারা প্রতিবিদ্যের উদরদেশে
 আঘাত করিলেন ; তখন তিনি নিহত হইয়া পতিত হইলেন ॥৫০॥

এই সময় প্রতাপশালী স্ততসোম প্রাসদ্বারা অশ্বখামাকে বিদ্ধ করিয়া, পুনরায়
 তরবারি উত্তোলন করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫১॥

নরশ্রেষ্ঠ ! তখন অশ্বখামা তরবারিধারা স্ততসোমের তরবারিযুক্ত দক্ষিণবাহু
 ছেদন করিয়া তাঁহার হৃদয়ের পার্শ্বে আঘাত করিলেন ; তখন স্ততসোম বিদীর্ণহৃদয়
 হইয়া পতিত হইলেন ॥৫২॥

(৫০) ততঃ স নরশাৰ্দ্দুলঃ...নি ।

অতাড়য়চ্ছতানীকং যুক্তচক্রং বিজন্ত সঃ ।
 স বিহ্বলো যযৌ ভূমিং ততোহস্তাপাহরচ্ছিরঃ ॥৫৪॥
 ঞ্জতকর্ণা তু পরিঘং গৃহীত্বা সমতাড়য়ৎ ।
 অভিফ্রতা যযৌ দ্রৌণিং সব্যে সফলকে ভূশম্ ॥৫৫॥
 স তু তং ঞ্জতকর্ণাণমাস্তে জগ্নে বরাসিনা ।
 স হতো ন্যপতদ্রুমৌ বিমূঢ়ো বিকৃতামনঃ ॥৫৬॥
 তেন শকেন বীরন্ত ঞ্জতকীৰ্ত্তিমহারথঃ ।
 অশ্বখামানমাসাশ্চ শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥৫৭॥
 তস্তাপি শরবর্ষাণি চক্ষুণা প্রতিবার্য্য সঃ ।
 স কুণ্ডলং শিরঃ কায়াদ্ভ্রাজমানমপাহরৎ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

অতাড়য়দিত্তি । যুক্তচক্রং নিকৃষ্টরথচক্রম্, বিজ্ঞো ব্রাহ্মণোহশ্বখামা ॥৫৪॥
 ঞ্জতেতি । ঞ্জতকর্ণা দ্রৌপস্তামৰ্জুনানুৎপন্নঃ । সব্যে বামে বাহৌ, সফলকে চক্ষু
 যুক্তে ॥৫৫॥
 স ইতি । আস্তে যুখে, জগ্নে আজঘান । বিমূঢ়ো মুচ্ছিতঃ ॥৫৬॥
 তেনেতি । তেন ঞ্জতকর্ণকৃতেন, শকেন আৰ্ত্তনাদেন, ঞ্জতকীৰ্ত্তিদ্রৌপস্তাং সহদেবা-
 জাতম্ ॥৫৭॥

পরে নকুলপুত্র বলবান্ শতানীক বাহুযুগলদ্বারা রথচক্রে উত্তোলন করিয়া,
 বেগে অশ্বখামার বক্ষে আঘাত করিলেন ॥৫৩॥

শতানীক রথচক্র নিক্ষেপ করিলে, অশ্বখামাও তাঁহাকে প্রহার করিলেন ।
 তখন শতানীক বিহ্বল হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ; সেই সময় অশ্বখামা তাঁহার
 মস্তক ভেদন করিলেন ॥৫৪॥

পরে ঞ্জতকর্ণা একটা পরিঘ ধারণ করিয়া বেগে যাইয়া অশ্বখামাকে চক্ষুফলক-
 যুক্ত বাম হস্তে আঘাত করিলেন ॥৫৫॥

পরে অশ্বখামা উত্তম তরবারিদ্বারা ঞ্জতকর্ণার মুখদেশে আঘাত করিলেন ;
 তখন ঞ্জতকর্ণা বিকৃতমুখ, নিহত ও অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥৫৬॥

ঞজিকর্ণার আৰ্ত্তনাদ শুনিয়া বীর ও মহারথ ঞ্জতকীৰ্ত্তি আসিয়া, বাণবর্ষণ
 করিয়া, অশ্বখামাকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৫৭॥

(৫৫).... পরিঘং বোরং গৃহ্ হৃদাকর্ণম্...অতাড়য়ৎ সমুত্তম্য বেগেন দ্রৌণিবুৎশরম্—নি ।

(৫৬)....নিমূঢ়ো বিকৃতামনঃ...নি ।

ততো ভীষ্মনিহস্তারং সহ সৰ্বৈঃ প্রভজ্জকৈঃ ।
 আহনৎ সৰ্বতো বীরং নানাপ্রহরনৈর্বলী ।
 শিলীমুখেন চাপোনং ভ্রুবোমধ্যে সমার্পয়ৎ ॥৫৯॥
 স তু ক্রোধসমাবিষ্টো দ্রোণপুত্রো মহাবলঃ ।
 শিখণ্ডিনং সমাসাশ্ব বিধা চিচ্ছেদ সোহসিনা ॥৬০॥
 শিখণ্ডিনং ততো হৃদা ক্রোধাবিষ্টঃ পরস্তপঃ ।
 প্রভজ্জকগণান্ সৰ্ব্বানভিছুদ্রাব বেগবান্ ।
 যচ্চ শিষ্টং বিরাটশ্চ বলস্তু ভূশমাদ্ৰবৎ ॥৬১॥
 ক্রপদশ্চ চ পুত্রাণাং পৌত্রাণাং সূহৃদামপি ।
 চকার কদনং ঘোরং দৃষ্ট্ৱা দৃষ্ট্ৱা মহাবলঃ ॥৬২॥
 অশ্বানশ্চ পুরুষানভিসৃত্যভিসৃত্য চ ।
 শূক্ৰসুদসিনা দ্রোণিরসিমার্গবিশারদঃ ॥৬৩॥

ভারতকৌমুদী

ততেতি । স অশ্বখামা । ভ্রাবানং শোভয়ানম্ ॥৫৮॥

তত ইতি । ভীষ্মনিহস্তারং শিখণ্ডিনম্ । আহনৎ প্রাহরৎ । বিকরণলোপাতাব
 অর্থঃ । প্রহরনৈর্বলৈঃ । শিলীমুখেন বাণেন । সমার্পয়দপীড়য়ৎ । বট্পাদঃ স্লোকঃ ॥৫৯॥

স ইতি । মহাবলঃ শিবপ্রসাদেন পূৰ্ব্বতোহপি সমধিকবলঃ ॥৬০॥

শিখণ্ডিনমিতি । শিষ্টমবশিষ্টম্ । অশ্ববর্যপীড়য়ৎ । বট্পাদোহরং স্লোকঃ ॥৬১॥

ক্রপদতেতি । কদনং মহামারীম্ । মহাবলঃ অশ্বখামা ॥৬২॥

তখন অশ্বখামা চর্মদ্বারা শ্রুতকীর্তির বাণ সকল নিবারণ করিয়া তরবারির
 আঘাতে তাঁহারও কুণ্ডলযুক্ত সুন্দর মস্তকটা ছেদন করিলেন ॥৫৮॥

তদনন্তর বলবান্ অশ্বখামা নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা সমস্ত প্রভজ্জকের সহিত
 শিখণ্ডীকে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং একটা বাণদ্বারা তাঁহার ভ্রুবুগলের মধ্যে
 আঘাত করিলেন ॥৫৯॥

পরে মহাবল অশ্বখামা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যাইয়া তরবারিদ্বারা শিখণ্ডীকে হৃদ-
 ভাগে ছেদন করিলেন ॥৬০॥

ক্রুদ্ধ ও শক্রসম্ভাপকারী অশ্বখামা শিখণ্ডীকে বধ করিয়া, বেগে প্রভজ্জকগণের
 অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং বিরাটের বে সকল সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগকেও
 গুরুতর পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৬১॥

ক্রমে মহাবল অশ্বখামা দেখিয়া দেখিয়া ক্রপদরাজার পুত্র, পৌত্র ও সূহৃদগণের
 মধ্যে মহামারী ঘটাইতে থাকিলেন ॥৬২॥

কালীং রক্তাশ্চনয়নাং রক্তমালামুলেপনাম্ ।
 রক্তাশ্চরধরামেকাং পাশহস্তাং কুটুম্বিনীম্ ॥৬৪॥
 দদৃশুঃ কালরাত্রিং তে গায়মানামবস্থিতাম্ ।
 নরাশ্চকুঞ্জরান্ পাশৈর্বদ্ধা যোঠৈঃ প্রত্যঙ্গুধীম্ ॥৬৫॥ (যুগ্মকম্)
 হরস্তীং বিবিধান্ প্রেতান্ পাশবদ্ধান্ বিমূৰ্ছজান্ ।
 তথৈব চ সদা রাজন্ ! শ্যামশস্ত্রান্ মহারথান্ ॥৬৬॥
 স্বপ্নে হৃষ্টান্ নয়ন্তীং তাং রাত্রিষষ্ঠাং মারিষ । ।
 দদৃশুর্যোধমুখ্যাস্তে ব্রহ্মং দ্রৌণিকং সৰ্বদা ॥৬৭॥ (যুগ্মকম্)
 যতঃ প্রভৃতি সংগ্রামঃ কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ ।
 ততঃ প্রভৃতি তাং কন্যামপশুন্ দ্রৌণিমিব চ ॥৬৮॥
 তাংস্ব দৈবহতান্ পূৰ্ব্বং পশ্চাদ্দ্রৌণিন্যাপাতয়ৎ ।
 ত্রাসয়ন্ সৰ্বভূতানি বিনদন্ ভৈরবান্ রবান্ ॥৬৯॥

ভারতকৌমুদী

অজ্ঞানিতি । কুটুম্বদচ্ছিনৎ । শিবপ্রসাদ এবাত্র মূলমিতি বোধ্যম্ ॥৬৩॥

শিবপ্ররোচনয়া কালরাত্রেরেব তৎসংহারে মুখ্যকৃত্ত্বমতিধাতুমাহ কালীমিতি ।
 কুটুম্বিনীমস্তাসহচরীযুক্তাম্ । তে পাণ্ডবশিবিরস্থা জনাঃ । প্রত্যঙ্গুধীং প্রস্থিতবতীম্ ॥৬৪—৬৫॥

হরস্তীমিতি । প্রেতান্ মৃতান্ । বিমূৰ্ছজান্ বিমূৰ্ছকেশান্ । হৃষ্টান্ নিদ্রিতান্ ॥৬৬—৬৭॥

যত ইতি । সংগ্রামঃ প্রবৃত্তঃ । অপশুন্ অনেকে স্বপ্ন এবেতি শেবঃ ॥৬৮॥

অসিগার্গবিশারদ অশ্বখামা অজ্ঞান্য পুরুষগণের নিকটে যাইয়া যাইয়া অসিধারা
 তাহাদিগকে ছেদন করিতে লাগিলেন ॥৬৩॥

তৎকালে সেই পুরুষেরা দেখিল—রক্তবদনা, রক্তনয়না, রক্তমালা, রক্তামু-
 লেপনা, রক্তবসনা, পাশহস্তা, অনেক সহচরীযুক্তা ও কালরাত্রিস্বরূপা এক কালীমূর্তি
 কখনও গান করিতেছে, কখনও দাঁড়াইতেছে এবং কখনও ভীষণ পাশদ্বারা হস্তী,
 অশ্ব ও মনুষ্যগণকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে ॥৬৪—৬৫॥

মাননীয় রাজা ! সেই পুরুষেরা পূৰ্ব্বেও প্রত্যেক রাত্রিতেই স্বপ্নে দেখিত—
 কালরাত্রিস্বরূপা কালী মৃত ও নিদ্রিত নানাবিধ দ্রৌণিগণকে এবং মূৰ্ছকেশ ও
 নিরস্ত্র মহারথদিগকে পাশে বন্ধন করিয়া হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন ; আর
 অশ্বখামা অনবরত তাহাদিগকে বধ করিতেছেন ॥৬৬—৬৭॥

যদবধি কৌরবসৈন্য ও পাণ্ডবসৈন্যের যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল ; তদবধি অনেকেই
 সেই কালীকে ও অশ্বখামাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইত ॥৬৮॥

তদমুস্মত্য তে বীরা দৰ্শনং পূৰ্ব্বকালিকম্ ।
 ইদং তদিত্যমশ্ৰুত্ব দৈবেনোপনিপীড়িতাঃ ॥৭০॥
 ততস্তেন নিনাদেন প্রত্যবুধ্যস্ত ধ্বনিঃ ।
 শিবিরে পাণ্ডবেয়ানাং শতশোহথ সহস্রশঃ ॥৭১॥
 মোহচ্ছিনং কশ্চিৎ পাদৌ জঘনকৈব কশ্চিৎ ।
 কাংশ্চিদ্ধিভেদ পার্শ্বেষু কালশৃষ্ঠে ইবাস্তকঃ ॥৭২॥
 অত্যাগ্রপ্রতিপিকৈশ্চ নদস্থিষ্ণু ভূশাতুরৈঃ ।
 গজাশ্বমথিতৈশ্চাত্মৈর্মহী কীর্ণাভবৎ প্রভো ! ॥৭৩॥

ভারতকৌমুদী

অতএব কলিতার্পমাহ তানিতি । সৰ্বভূতানি গজাশ্বাদীন্ সৰ্বপ্রাণিনঃ ॥৬৯॥
 তদিত্তি । দৰ্শনং স্বপ্নকালীনম্ ॥৭০॥
 তত ইতি । তেন জৌগিক্তেন, প্রত্যবুধ্যস্ত জাগরিতা আগন্ ॥৭১॥
 স ইতি । সঃ অশ্বখামা । বিভেদ বিদারয়ামাস, কালশৃষ্ঠো দৈবপ্রেরিতঃ ॥৭২॥
 অতীতি । অত্যাগ্রং যথা শতশোহথ প্রাতিপিকৈঃ অশ্বখামৈব ভূমি মর্দিতৈঃ ; কীর্ণা
 ব্যাঘ্রাঃ ॥৭৩॥

সেই সকল লোক পূৰ্বেই দৈবকর্তৃক নিহত হইয়াছিল ; পরে অশ্বখামা ভীষণ
 গর্জনকরতঃ, সমস্ত প্রাণীর ডর জন্মাইতে থাকিয়া, তাহাদিগকে নিপাত্তিত
 করিয়াছিলেন ॥৬৯॥

দৈবপীড়িত সেই বীরেরা পূৰ্ব্বের সেই স্বপ্নদৰ্শন স্মরণ করিয়া, 'এই সেই।'
 এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন ॥৭০॥

তাহার পর পাণ্ডবশিবিরের শত শত ও সহস্র সহস্র ধনুর্ধর সেই শব্দে
 জাগরিত হইয়া উঠিলেন ॥৭১॥

তখন কালপ্রেরিত যমের দ্বায় অশ্বখামা তরবারিদ্বারা কাহারও চরণমূল
 এবং কাহারও জঘনদেশ ছেদন করিতে লাগিলেন ; আর কাহারও কাহারও
 পার্শ্বদেশ বিদারণ করিতে থাকিলেন ॥৭২॥

রাজা । তৎকালে অশ্বখামা অতিভীষণভাবে ভূতলে নিপেষণ করিয়া কতক-
 গুলি লোককে নিহত করিলেন । কতকগুলি লোক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আত্মনাশ
 করিতে লাগিল, অপর কতকগুলি লোক হস্তী ও অশ্বের পদাঘাতে মর্দিত হইল ;

চরাং তখন মাহুঘের দেহে ভূতল ব্যাপ্ত হইয়া গেল ॥৭৩॥

ক্রোশতাং কিমিদং কোহয়ং কঃ শব্দঃ কিম্ কিং কৃতম্ ।

এবং তেষাং তদা দ্রৌণিরস্তু কঃ সমপদ্যত ॥৭৪॥

অপেতশত্রুসমাহান্ সমদ্বান্ পাণ্ডুসুগ্ধান্ ।

প্রাহিণোশ্চ তুলোকার্য দ্রৌণিঃ প্রহরতাং বরঃ ॥৭৫॥

ততস্তচ্ছবিত্রস্তা উৎপতন্তো ভয়াভুরাঃ ।

নিদ্রাক্ষা নষ্টসংজ্ঞাশ্চ তত্র তত্র নিলিল্যিরে ॥৭৬॥

উরুস্তস্তগৃহীতাশ্চ কশ্মলাভিহতোজসঃ ।

বিনদন্তো ভৃশং ত্রস্তাঃ সমাসীদন্ পরম্পরম্ ॥৭৭॥

ভারতকৌমুদী

ক্রোশতামিতি । ক্রোশতামুচ্চৈবদতাম্ । কৃতমনেন । সমপদ্যত সমভারত ॥৭৪॥

অপেতেতি । অপেতশত্রুসমাহান্ অশ্রুয়ঙ্গসজ্জাহীনান্, সমদ্বান্ সহসা কৃতযুদ্ধসজ্জান্ ॥৭৫॥

তত ইতি । উৎপতন্তঃ শয়নাভুষ্টিষ্ঠন্তঃ । নষ্টসংজ্ঞাভিরোহিতচেতনাঃ, নিলিল্যিরে নিপেতুঃ । অশ্বখারঃ প্রহারৈর্নিহতবাদিতি ভাবঃ ॥৭৬॥

উর্কিতি । উর্কোঃ ত্রস্তো ভয়েন নিষ্ঠলঃ তেন গৃহীতা আক্রান্তাঃ, কশ্মলেন কর্তব্যতা-
মোহেন অভিহতোজসো নষ্টভেজসঃ । সমাসীদন্ পরিকটো অভবন্ ॥৭৭॥

‘এ কি ।’ ‘এ কো ।’ ‘এ কাহার শব্দ’ ‘কি হইল’ এবং ‘এ কি করিল’ এই ভাবে তত্রত্য লোকেরা উচ্চস্বরে বলিতেছিল ; এমন সময় অশ্বখানা তাহাদের যম্বরূপ হইতে লাগিলেন ॥৭৪॥

তত্রত্য বীরেরা নিজা যাইবেন বলিয়া পূর্বে অস্ত্র ভ্যাগ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধসজ্জা খুলিয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু তৎকালে পুনরায় যুদ্ধসজ্জার সজ্জিত হইতেছিলেন ; এমন সময়ে বীরশ্রেষ্ঠ অশ্বখামা তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥৭৫॥

পরে কতকগুলি যোদ্ধা নিজাতুর ও অচেতনপ্রায় অবস্থায় সেই কোলাহল শুনিয়া, ভীত হইয়া, শয়্যা হইতে উঠিতে থাকিয়াই অশ্বখামার প্রহারে নিহত হইয়া, ভূতলে পতিত হইল ॥৭৬॥

ভয়ে কতকগুলি যোদ্ধার উরুযুগল নিষ্ঠল হইয়া গেল এবং কর্তব্যমোহ উপস্থিত হওয়ার তেজ তিরোহিত হইল ; সেই অবস্থায় তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়া, আত্মনাশ করিতে থাকিয়া, পরস্পর নিকটবর্তী হইতে লাগিল ॥৭৭॥

(৭৪)---পাকালানাং তদা দ্রৌণিঃ - নি । (৭৬) ততস্তচ্ছবিত্রস্তা তদাদত্যপতন্
নরাঃ---নিপেতিরে—নি ।

ততো রথং পুনর্দ্রৌগিরান্বিতো ভীমনিশ্বনম্ ।

ধনুস্পানিঃ শরৈরমৃশ্চান্ প্রৈষয়ত্বে যমক্ষয়ম্ ॥৭৮॥

পুনরুৎপততশ্চাপি দূরাদপি নরোত্তমান্ ।

শূরান্ সম্পততশ্চামৃশ্চান্ কালরাট্র্যো ঋবেদয়ৎ ॥৭৯॥

তথৈব স্তম্ভনাগ্রেণ প্রমথন্ স বিধাবতি ।

শরবর্ষৈশ্চ বিবিধৈরবর্ষচ্ছাত্ত্বাঃস্ততঃ ॥৮০॥

পুনশ্চ স্ত্রবিচিত্রেণ শতচ্ছ্রেণ চক্ষুণা ।

তেন চাকাশবর্ণেন তদাচরত সোহসিনা ॥৮১॥

তথা স শিবিরং তেষাং দ্রৌগিরাহবহুর্শ্বদঃ ।

ব্যাকোভয়ত রাজেন্দ্র ! মহাহ্রদমিব হ্রিপঃ ॥৮২॥

উৎপেতুস্তেন শকেন যোধা রাজন্ ! বিচেতসঃ ।

নিদ্রার্তাশ্চ ভয়ার্তাশ্চ ব্যধাবস্ত ততস্ততঃ ॥৮৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । আহ্বিত আকৃষ্ণঃ । যমস্ত ক্ষয়ং ভবনম্ ॥৭৮॥

পুনরিত্তি । উৎপততঃ প্রহারেণ পতিত্বা উত্তীর্ণতঃ । কালরাট্র্যো ঋবেদয়দ্যনাশয়ৎ ॥৭৯॥

তথেন্তি । তদনন্ত বরষন্ত অগ্রেণ সঙ্গুপভাগেন, বিধাবতি ক্রতং চরতি অ ॥৮০॥

পুনরিত্তি । আকাশবর্ণেন আকাশবর্ণিশ্রলেন, অসিনা ঋজোন চ বিশিষ্টঃ ॥৮১॥

তথেন্তি । ব্যাকোভয়ত ব্যালোভয়ৎ । হ্রিপো হস্তী ॥৮২॥

তদনন্তর অশ্বখামা গুরুতর শব্দকারী রথে আরোহণপূর্বক ধনু ধারণ করিয়া বাণদ্বারা অপর কতকগুলি যোদ্ধাকে সমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥৭৮॥

নরশ্রেষ্ঠেরা অশ্বখামার প্রহারে ভূতলে পতিত হইয়া, আবার উঠিতে লাগিলে এবং অস্ত্র বীরেরা আসিতে থাকিলে, সেই দূরবর্তীদিগকেও অশ্বখামা বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥৭৯॥

সেইরূপই অশ্বখামা রথসম্মুখদ্বারা আলোড়ন করিতে থাকিয়া, বেগে বিচরণ করিতে থাকিলেন এবং নানাবিধ বাণদ্বারা শত্রুগণকে শীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৮০॥

পুনরায় অশ্বখামা শতচ্ছত্রচিহ্নযুক্ত বিচিত্র চর্ম্ম এবং আকাশের স্তায় নিখল তরবারি ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥৮১॥

রাজশ্রেষ্ঠ । হস্তী যেমন বিশাল হ্রদ আলোড়ন করে, সেইরূপ যুদ্ধহর্ষ অশ্বখামা পাণ্ডবশিবির আলোড়ন করিতে লাগিলেন ॥৮২॥

(৮০).... প্রমথন্ স ব্যরোচত....নি ।

বিশ্বরং চুক্রশুশ্চাশ্চো বহুবন্ধং তথাবদন্ ।
 ন চ স্ম প্রত্যপদ্যন্ত শত্ৰুগি বসনানি চ ॥৮৪॥
 বিমুক্তকেশাশ্চাপ্যন্তো নাভ্যজানন্ পরস্পরম্ ।
 উৎপতন্তোহপতন্তু স্তাঃ কেচিত্তদ্রাভ্রমংস্তথা ॥৮৫॥
 পুরীষমসৃজন্ কেচিৎ কেচিস্মৃত্রং প্রসৃজবুঃ ।
 বন্ধনানি চ রাজেন্দ্র ! সংছিদ্য তুরগা দ্বিপাঃ ॥৮৬॥
 সমং পর্যাপতংশ্চাশ্চো কুর্কন্তো মহদাবুলম্ ।
 তত্র কেচিমরা ভীতা ব্যলীয়ন্ত মহীতলে ।
 তথৈব তান্ নিপতিতানপিংসন্ গজবাজিনঃ ॥৮৭॥
 তস্মিংস্তথা বর্তমানে রক্ষাংসি পুরুষৰ্ষভ ! ।
 হৃষ্টানি বানদমুচ্চৈর্মুদা ভরতসত্তম ! ॥৮৮॥

ভারতকৌমুদী

উদিতি । উৎপেতুঃ শয়নাদ্ভ্রতুঃ, বিচেতন্যো নিজাক্রতয়া বিশিষ্টচেতনাহীনাঃ ॥৮৩॥
 বিশ্বমিতি । বিশ্বং বিকৃতবদং যথা তাতথা চুক্রশুশ্চাশ্চবুঃ ; অবন্ধমসংবন্ধম্ ॥৮৪॥
 বিমুক্তেতি । উৎপতন্তুঃ শয়নাদ্ভ্রতুঃ এব দ্রৌণিপ্রহারেণাপতন্ ॥৮৫॥
 পুরীষমিতি । পুরীষং বিষ্ঠাম্, অসৃজন্ অসৃজন্ ॥৮৬॥
 সমমিতি । মহৎ শিবিরম্ । ব্যলীয়ন্ত ক্রপতন্ত । যট্পাদোহয়ং লোকঃ ॥৮৭॥

রাজা । তখন অনেক যোদ্ধা অচেতনপ্রায় অবস্থায় শয্যা হইতে উঠিতে লাগিল এবং নিজাক্র ও ভয়ার্ত্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকিল ॥৮৩॥

অনেকে বিকৃতভাবে আত্মীয়গণকে আহ্বান করিতে লাগিল এবং বহুলোক অনেক অসংবদ্ধ কথা বলিতে থাকিল ; কিন্তু তাহারা নিজার আবেশে আপনাদের অস্ত্র ও বস্ত্র গুঁজিয়া পাইতে লাগিল না ॥৮৪॥

মুক্তকেশ কতকগুলি লোক নিজার আবেশে পরস্পরকে চিনিতে পারিল না, অনেক লোক শয্যা হইতে উঠিতে থাকিয়া অশ্বখামার প্রহারে আবার পতিত হইতে থাকিল এবং অনেকে পরিশ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥৮৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! হস্তী ও অশ্বগণ বন্ধন ছেদন করিয়া ভয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করিতে থাকিল ॥৮৬॥

অনেক লোক বিশাল পাণ্ডবশিবিরকে আকুল করিতে থাকিয়া যুগপৎ নানানিকে ধাবিত হইতে থাকিল, কতকগুলি লোক ভীত হইয়া ভূতলে লুকারিত হইল ; সেই সময় হস্তী ও অশ্বগণ ভাঙাদিগকে নিষ্পেষণ করিতে লাগিল ॥৮৭॥

স শব্দঃ পুরিতো রাজন্ । ভূতসংঘৈর্মুদায়ুতৈঃ ।
 অপূরয়দিশঃ সৰ্বা দিব্যকৃতিমহাস্বনঃ ॥৮৯॥
 তেষামার্তস্বরং শ্রদ্ধা বিজ্ঞস্তা গজবাজিনঃ ।
 মুক্তাঃ পর্য্যপতন্ রাজন্ । মুদন্তঃ শিবিরে জনান্ ॥৯০॥
 তৈস্তত্র পরিধাবন্তি চরণৌদীরিতঃ রজঃ ।
 অকরোচ্ছিবিরে তেষাং রজম্ভাং দ্বিগুণং তমঃ ॥৯১॥
 তস্মিন্স্থমসি সজ্জাতে প্রমুঢ়াঃ শিবিরে জনাঃ ।
 নাজানন্ পিতরঃ পুত্রান্ ভ্রাতৃন্ ভ্রাতর এব চ ॥৯২॥
 গজা গজানতিক্রম্য নির্মলুষ্ঠান্ হয়া হয়ান্ ।
 অতাড়য়ন্তুথাতপ্পন্তুথামুদন্ত চ ভারত ! ॥৯৩॥

ভারতকৌমুদী

তন্নিরুতি । তন্নি জনকরে । রজাংসীতি মাংসভোজিপ্রাণিমাাত্রপরন্ ॥৮৮॥
 স ইতি । পুরিতঃ সশব্দেন বর্জিতঃ, অতএব মহাস্বনো মহাশব্দতয়া পরিণতঃ ॥৮৯॥
 তেষামিতি । মুক্তা বকনাং খলিতাঃ সত্তাঃ, পর্য্যপতন্ সমস্তাদধাবন্ ॥৯০॥
 তৈরिति । চরণৈঃ উদীরিতম্ উত্তোলিতম্, রজো ধূলিঃ ॥৯১॥
 তন্নিরুতি । প্রমুঢ়া দৃষ্টিশক্তিহীনতয়া একতনির্ণয়াক্ষমচিত্তাঃ ॥৯২॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রকারেরেব বস্ত্রোদ্ভিতো ন তু স্বদেহভাগেনে প্রহারাদিত্যর্থঃ ॥৮৮—৮৯॥ ফলকেহতাড়য়-
 দিত্যর্থঃ ॥৯০—৯১॥ পাণ্ডুস্বয়ম্ভান্ পাণ্ডবসহস্রিনঃ স্বয়ম্ভান্, পাণ্ডোগোত্রোপত্যানি স্বয়ম্ভান্

ভরতবংশপ্রধান পুরুষশ্রেষ্ঠ ! সেইরূপ লোককর চলিতে লাগিলে, মাংসভোজী
 প্রাণীরা আনন্দিত হইয়া উচ্চস্বরে নানাবিধ রব করিতে থাকিল ॥৮৮॥

রাজা ! আনন্দিত প্রাণীরা সেই শব্দকে বর্জিত করিলে, তাহা মহাশব্দে
 পরিণত হইয়া সমস্ত দিক্ ও আকাশ পূর্ণ করিতে লাগিল ॥৮৯॥

রাজা ! তাহাদের আর্তনাদ শুনিয়া হস্তী ও অশ্বগণ ভীত ও বকনমুক্ত হইয়া,
 শিবিরमध्ये নিদ্রিত মনুষ্যগণকে নিষ্পেষণ করিতে থাকিয়া, সকল দিকে ধাবিত
 হইতে লাগিল ॥৯০॥

সেগুলি সকল দিকে ধাবিত হইতে লাগিলে, তাহাদের পদাঘাতে ধূলি উখিত
 হইয়া শিবিরের অন্ধকারকে দ্বিগুণ করিয়া ফেলিল ॥৯১॥

সেইরূপ অন্ধকার জন্মিলে শিবিরের লোকদিগের মধ্যে পিতারা পুত্রদিগকে
 এবং ভ্রাতারা ভ্রাতৃগণকে আর চিনিতে পারিল না ॥৯২॥

(৮৯) স শব্দঃ প্রেরিতো রাজন্—নি বা নি । (৯৩)---নির্মলুষ্ঠা---নি ।

তে ভয়াঃ প্রপতন্তি স্ম নিরস্ত্যচ পরম্পরম্ ।

স্তপাতয়ন্তথা চান্মান্ পাতয়িষ্য। তদাপিষন্ ॥২৪॥

বিচেতসঃ সনিদ্রোচ্চ তমসা চাবৃত্তা নরাঃ ।

অমুঃ স্থানেব তত্রাথ কালেনাভিপ্রচোদিতাঃ ॥২৫॥

ত্যক্তাঃ ধারানি চ বাহ্যাস্তথা গুণানি গৌল্লিকাঃ ।

প্রোজ্জবন্ত যথাশক্তি কান্দিশীকা বিচেতসঃ ॥২৬॥

বিপ্রনষ্টোচ্চ তেহন্যোচ্চং নাজানন্তস্তথা বিভো ।।

ক্ৰোশন্তস্তাত । পুত্রোতি দৈবোপহতচেতসঃ ॥২৭॥

পলায়তাং দিশন্তেবাং তানপুংস্বজ্য বান্ধবান্ ।

গোত্রনামভিরন্যোন্মাক্রন্দন্ত ততো জনাঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

গভা ইতি । নিবহ্মান্ নিরাবকমহ্মশূনান্ । অমুদুন্ অপিংবন্ ॥২৩॥

ত ইতি । ভয়া সঙ্কটত্যাঃ, প্রপতন্তি পরিধাবন্তি । অপিষন্ অপিংবন্ ॥২৪॥

বিচেতস ইতি । বিচেতসো বিকৃতচিত্তাঃ । কালেন অভিপ্রচোদিতাঃ প্রেরিতাঃ
সন্তঃ ॥২৫॥

ত্যক্তেতি । বাহাঃ দৌবারিকাঃ ধারানি, গৌল্লিকাঃ সেনাবিভাগরক্ষকাস্তে ভয়ানি
সেনাবিভাগান্ ত্যক্তাঃ বিচেতসো ভয়বিমুচচিত্তাঃ, অতএব কাং দিশং গচ্ছাম ইতি
কান্দিশীকাঃ সন্তঃ; যথাশক্তি প্রোজ্জবন্ত ক্রতমগচ্ছন্ । কান্দিশীকা ইতি পুৰ্ব্বোদরাধিষ্ঠাৎ
সাধু ॥২৬॥

বিপ্রোতি । বিপ্রনষ্টা অদর্শনং গতাঃ । ক্ৰোশন্ত আশ্রয়ন্তঃ ॥২৭॥

ভরতনন্দন । হস্তী ও অশ্বগণ মনুষ্যবিহীন হস্তী ও অশ্বদিগকে অতিক্রম
করিয়া তাড়ন, ভঞ্জন ও নিষ্পেষণ করিতে লাগিল ॥২৩॥

সেই হস্তী ও অশ্বগণ সজ্জা হইয়া সকল দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল,
পরস্পর আঘাত করিয়া নিপাতিত করিতে থাকিল এবং নিপাতিত করিয়া নিষ্পেষণ
করিতে লাগিল ॥২৪॥

নিদ্রোথিত, বিকৃতচিত্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকেরা এবং নিজাবেশযুক্ত ব্যক্তিরা
কালকর্ষক প্রেরিত হইয়া অপকীর লোকদিগকেই নিহত করিতে লাগিল ॥২৫॥

দৌবারিকেরা দ্বার এবং সেনাবিভাগরক্ষকেরা স্ব স্ব সেনাবিভাগ পরিত্যাগ
করিয়া ভয়াকুলচিত্ত ও 'কোন্ দিকে যাইব' এইরূপ বিমূঢ় হইয়া শক্তি অনুসারে
বেগে চলিতে লাগিল ॥২৬॥

রাজা । তাহারা কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরস্পরকে চিনিতে না পারিয়া 'তাত ।
পুত্র ।' এইরূপ আহ্বান করিতে থাকিয়া অদৃষ্ট হইতে লাগিল ॥২৭॥

হাহাকারক কুৰ্ব্বাণাঃ পৃথিব্যাং শেরতে পরে ।
 তান্ বুদ্ধা রণমধ্যেহসৌ জ্ঞোণপুত্রো স্তপাতরৎ ॥১০৯॥
 তত্রাপরে বধ্যমানা মুহমুহরচেতসঃ ।
 শিবিরান্ধিতস্তি স্ম কত্রিয়া ভরণীড়িতাঃ ॥১১০॥
 তাংচ নিম্পততস্ততান্ শিবিরান্ধীবিভৈষণঃ ।
 কৃতবৰ্ম্মা কৃপাশ্চৈব দ্বারদেশে নিজমতুঃ ॥১১১॥
 বিশদ্রবদ্রবচান্মুক্তকেশান্ কৃতাজলীন্ ।
 বেপমানান্ কিতৌ ভীতান্নৈব কাংশ্চিদমুকতাগ্ ॥১১২॥

ভারতকৌমুদী

পলারতামিতি । পলারতাং পলারমানানাম্ । অক্রন্দত আহ্বরত ॥১০৮॥
 হাহেতি । বুদ্ধা শরিতক্ষেণাবগম্য, স্তপাতরৎ ব্যনাশরৎ ॥১০৯॥
 তজ্জেতি । অচেতসঃ কৰ্ত্তব্যবিস্মৃতিভাঃ । নিম্পতন্তি নির্গচ্ছন্তি ॥১১০॥
 তানিতি । জীবিতৈষণো জীবনরক্ষণার্থিনঃ ॥১১১॥
 বীতি । বিগতানি শস্ত্রানি বস্ত্রানি রথাদীনি কবচানি চ যेषাং তান্ । অমুকতাং
 কৃতকৃপবৰ্ম্মাণো ॥১১২॥

তাহারা আপন আপন বান্ধবদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া নানাদিকে পলারন
 করিতে লাগিলে, অস্ত্রাশ্র লোকেরা গোত্র ও নাম ধরিয়া তাহাদিগকে আহ্বান
 করিতে লাগিল ॥১০৮॥

অস্ত্র লোকেরা হাহাকার করিতে থাকিয়া ভয়ে ভূতলে শয়ন করিতে থাকিল,
 তখন অশ্বখামা তাহাদিগকে শরিত জানিয়া বধ করিতে লাগিলেন ॥১০৯॥

অস্ত্র কত্রিয়েরা অনবরত নিহত হইতে থাকিয়া, বিমুহ ও ভয়ে আকুল হইয়া
 শিবির হইতে নির্গত হইতে লাগিলেন ॥১১০॥

তাহারা ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়া, শিবির হইতে নির্গত
 হইতে লাগিলে, কৃতবৰ্ম্মা ও কৃপাচার্য্য দ্বারদেশে তাহাদিগকে বধ করিতে
 লাগিলেন ॥১১১॥

কেহ কেহ নিরস্ত্র, বাহনশূণ্য ও বৰ্ম্মবিহীন হইয়া দ্বারদেশে আসিতে লাগিল,
 কেহ কেহ মুক্তকেশে দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে থাকিল, কেহ কেহ কৃতাজলি হইয়া
 দাঁড়াইল এবং কেহ কেহ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ; কিন্তু কৃপ ও কৃতবৰ্ম্মা কাহাকেও
 ছাড়িতে লাগিলেন না ॥১১২॥

(১০৯)....ব্যাপোথরৎ....বা মি । (১১২) বিদ্রবদ্রবচান্—মি ।

নামুচ্যত তয়োঃ কশ্চিৎ নিকৃষ্টঃ শিবিরাবহিঃ ।
 কৃপস্ত চ মহারাজ । হার্দিক্যস্ত চ দুৰ্ম্মতেঃ ॥১০৩॥
 ভূয়শ্চৈব চিকীৰ্ষন্তৌ জ্যোৎস্নাত্তৌ প্রিয়ম্ ।
 ত্রিষু দেশেষু দদতুঃ শিবিরস্ত হতাশনম্ ॥১০৪॥
 ততঃ প্রকাশে শিবিরে খড়্গেন পিতৃনন্দনঃ ।
 অশ্বখামা মহারাজ । ব্যচরৎ কৃতহস্তবৎ ॥১০৫॥
 কাংশ্চিদাপততো বীরানপর্যন্তৈশ্চৈব ধাবতঃ ।
 ব্যযোজয়ত খড়্গেন প্রাণৈর্বিজবরোত্তমঃ ॥১০৬॥
 কাংশ্চিদঘোধান্ স খড়্গেন মধ্যে সংছিদ্য বীৰ্য্যবান্ ।
 অপাতয়দ্জ্যোৎস্নাত্তঃ সংরক্তস্তিলকাণ্ডবৎ ॥১০৭॥
 বিনদন্তিভূষণায়ৈস্তূর্ণরাস্বদ্বিরদোত্তমৈঃ ।
 পতিতৈরভবৎ কীর্ণা মেদিনী ভরতর্ষভ ॥১০৮॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । দুৰ্ম্মতিঃ কানয়োনিরত্নাদীনাং বধগ্রব্ধেরিতি ভাবঃ ॥১০৩॥
 কৃত-ইতি । চিকীৰ্ষন্তৌ কৰ্ত্তৃমিচ্ছন্তৌ । ত্রিষু দেশেষু সমস্তৈস্তেব দহনার ॥১০৪॥
 তত ইতি । প্রকাশে অগ্নিরা আলোকময়ীকৃতে । কৃতহস্তবৎ শিকিতহস্ত ইব ॥১০৫॥
 কাংশ্চিদিত্তি । আপতত আগচ্ছতঃ । বিজবরোত্তম অশ্বখামা ॥১০৬॥
 কাংশ্চিদিত্তি । সংরক্তঃ ক্রুদ্ধঃ, তিলকাণ্ডবৎ তিলদণ্ডবৎ ॥১০৭॥

মহারাজ । তৎকালে শিবিরের বাহিরে নির্গত কোন ব্যক্তিই দুৰ্ম্মতি কৃপ ও কৃতবর্ষার নিকট মুক্তি পাইল না ॥১০৩॥

বিশেষতঃ কৃপ ও কৃতবর্ষা অশ্বখামার প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিয়া, শিবিরের তিনটা স্থানে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন ॥১০৪॥

মহারাজ । তাহার পর সমগ্র শিবিরটাই আলোকময় হইয়া উঠিল, পিতার আনন্দকারী অশ্বখামা শিকিতহস্ত ঐশ্রজালিকের দ্বারা খড়্গহস্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১০৫॥

কেহ কেহ আসিতে লাগিলে এবং কেহ কেহ ভাবিত হইতে থাকিলে, অশ্বখামা খড়্গদ্বারা তাহাদের সকলকেই প্রাণহীন করিতে থাকিলেন ॥১০৬॥

ক্রুদ্ধ ও বলবান্ অশ্বখামা খড়্গদ্বারা তিলদণ্ডের দ্বারা কোন কোন যোদ্ধার শরীরের মধ্যভাগই ছেদন করিতে লাগিলেন ॥১০৭॥

(১০৭) অপাতয়দ্জ্যোৎস্নাত্তঃ—বা নি ।

মানুযাণাং সহস্ৰেবু হতেবু পতিতেবু চ ।
 উদতিষ্ঠন্ কবছানি বহুশুখায় চাপতন্ ॥১০৯॥
 সানুধান্ সাজ্ঞান্ বাহুন্ বিচকৰ্ত্ত শিরাংসি চ ।
 হস্তিহস্তোপমান্ উরুন্ হস্তান্ পাদাংশ্চ ভারত । ॥১১০॥
 পৃষ্ঠচ্ছিন্নান্ শিরচ্ছিন্নান্ পার্শ্বচ্ছিন্নাংস্তথাগরান্ ।
 স মহান্নাকরোদ্ভ্রোণিঃ কাংশ্চিচ্চাপি পরাশুধান্ ॥১১১॥
 মধ্যদেশে নরানশ্চাংশ্চিচ্ছেদান্শ্চ কৰ্ণতঃ ।
 অঙ্গদেশে নিহত্যান্শ্চ কায়ে প্রাবেশয়চ্ছিন্নঃ ॥১১২॥
 এবং বিচরতস্তস্মৈ নিম্নতঃ স্তবহুন্ নরান্ ।
 তমসী রজনী ঘোরা বভৌ দারুণদৰ্শনা ॥১১৩॥

ভারতকৌরুদী

বীতি । ভূশায়তৈঃ ধাবনাদিনা অতীবশ্রাটৈঃ । কীর্ণা ব্যাণ্ডা, যেদিনী শিবিরভূমিঃ ॥১০৮॥
 মানুযাণামিতি । কবছানি শিরোবিহীনশরীরাণি ॥১০৯॥
 সানুধানিতি । বিচকৰ্ত্ত চিচ্ছেদ । হস্তিহস্তোপমান্ হস্তিতুল্যান্ ॥১১০॥
 পৃষ্ঠেতি । পৃষ্ঠে ছিন্নান্ পৃষ্ঠচ্ছিন্নান্ । এবংভক্ত । মহান্না শক্রসংহারে মহাবীরঃ ॥১১১॥
 বভোতি । অঙ্গদেশে বহুহানে । প্রাবেশয়ৎ হস্তভরেণ ॥১১২॥
 এবমিতি । তত্ অর্থস্বায়ঃ । তমসী, তমসীমহাবভাতিবিদ্যামিতি ভাবঃ ॥১১৩॥

ভারতক্ষেপ্ত । তৎকালে অত্যন্ত পরিভ্রান্ত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যেরা আতর্জনাদ
 করিতে থাকিয়া পতিত হইতে লাগিল ; তাহাতে শিবিরভূমি আবৃত হইয়া
 গেল ॥১০৮॥

সহস্র সহস্র মনুষ্য নিহত হইয়া পতিত হইতে লাগিলে, বহুতর কবছ উঠিতে
 লাগিল এবং উঠিয়া আবার পতিত হইতে থাকিল ॥১০৯॥

ভারতনন্দন । ক্রমে অশ্বখামা তত্রত্য লোকদিগের অস্ত্র ও কেয়ুরযুক্ত বাহু,
 মস্তক, হস্তিহস্তের তুল্য উরু, হস্ত ও চরণ ছেদন করিতে লাগিলেন ॥১১০॥

তৎকালে শক্রসংহারে গুরুতর যত্নশীল অশ্বখামা অনেকের পৃষ্ঠ, কতকগুলির
 মস্তক ও বহু লোকের পার্শ্বদেশ ছেদন করিলেন এবং অপর কতকগুলি লোককে
 পরাশুখ অবস্থায় কাটিয়া ফেলিলেন ॥১১১॥

তিনি কাহারও কাহারও শরীরের মধ্যদেশ এবং কাহারও কাহারও কৰ্ণ হইতে
 ছেদন করিলেন, আর কাহারও কাহারও অঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া মস্তকটাকে
 শরীরের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন ॥১১২॥

কিকিৎপ্রাণৈশ্চ পুরুষৈহিতৈশ্চাশ্রয়ৈঃ সহস্রশঃ ।

বহুনা চ গজাশ্চেন ভূরভূম্যদর্শনা ॥১১৪॥

যক্ষরক্ষঃসমাকীর্ণে রথাস্বদ্বিপদারুণে ।

ক্রুদ্ধেন দ্রোণপুত্রেন সংহ্রিমাঃ প্রাপতন্ ভূবি ॥১১৫॥

ভ্রাতৃনন্তো পিতৃনন্তো পুত্রানন্তো বিচূক্রুশুঃ ।

কেচিদূচূর্ণ তৎ ক্রুদ্ধৈর্ধার্ত্তরাষ্ট্রেঃ কৃতং রণে ॥১১৬॥

যৎ কৃতং নঃ প্রমুপ্তানাং রক্ষোভিঃ ক্রুরকর্ম্মভিঃ ।

অসামিধ্যাক্ষি পার্থানামিদং নঃ কদনং কৃতম্ ॥১১৭॥

ন দেবাস্ত্ররগন্ধর্বেণ যত্নেন চ রাক্ষসৈঃ ।

শক্যো বিজ্ঞেতুং কোন্তেয়ো গোপ্তা যন্ত জনাঙ্গিনঃ ॥১১৮॥

ভারতকৌমুদী

কিকিঁদিত্তি । কিকিৎপ্রাণৈঃ অশ্বখারঃ প্রহারেণাশ্রীভূতবলৈঃ ॥১১৪॥

যক্ষেতি । সপ্তম্যস্তদ্বয়ং শিবিরবিশেষণম্ ॥১১৫॥

ভ্রাতৃনিত্তি । বিচূক্রুশুঃ আহতবন্তঃ । তৎ স্তাদৃশং কদনম্ ॥১১৬॥

যদিত্তি । প্রমুপ্তানাং নিভ্রিত্তানাম্ । পার্থানাং পাণ্ডবানাম্, কদনং মহামারী ॥১১৭॥

অথ পার্থসামিধ্যো কঃ স্বস্বাস ইত্যাহ নেতি । কোন্তেয়োহর্জুনঃ, গোপ্তা রক্ষকঃ ॥১১৮॥

অশ্বখামা এইভাবে শত্রুসংহার করিতে থাকিয়া বিচরণ করিতে লাগিলে, সেই ভীষণ রাত্রিটা অন্ধকারে আরও ভীষণাকার ধারণ করিল ॥১১৩॥

অশ্বখামার প্রহারে অনেকে কাতর হইয়া নিপতিত হইল, অস্ত্র সহস্র সহস্র লোক নিহত হইয়া পড়িয়া গেল এবং বহুতর হস্তী ও অশ্ব ভূতলে শয়ন করিল; তাহাতে শিবিরভূমি ভীষণমূর্তি হইয়া পড়িল ॥১১৪॥

যক্ষ, রাক্ষস, হস্তী, অশ্ব ও রথ বিনষ্ট হইতে থাকায় শিবিরভূমি ভীষণাকার ধারণ করিল; তাহাতে আবার অশ্বখামা যাহাদিগকে ছেদন করিতে লাগিলেন, তাহারাও পতিত হইতে থাকিল ॥১১৫॥

অনেকে ভ্রাতাদিগকে, বহুলোক পিতৃগণকে এবং কতকগুলি লোক পুত্রদিগকে ডাকিতে লাগিল; আর বহুলোক বলিতে থাকিল—‘এইরূপ হত্যাকাণ্ড বার্ত্তরাষ্ট্রেরা বুঝে করিতে পারে নাই ॥১১৬॥

নৃশংসকার্য্যকারী রাক্ষসেরা নিভ্রিত অবস্থায় আমাদের বেে হত্যাকাণ্ড করে নাই, পাণ্ডবগণ নিকটে না থাকায় অশ্বখামা আমাদের সেই হত্যাকাণ্ড করিল ॥১১৭॥

(১১৭)....ইদং যঃ কদনং কৃতম্—বা সি ।

ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাগ্‌দাস্তঃ সৰ্বভূতানুকম্পকঃ ।

ন চ স্তম্ভং প্রমত্তং বা স্তম্ভশস্ত্রং কৃতাজ্জলিम् ।

ধাবস্তং মুক্তকেশং বা হস্তি পার্থো ধনঞ্জয়ঃ ॥১১৯॥

তদিদং নঃ কৃতং ঘোরং রক্ষোভিঃ ক্রুরকর্ম্মভিঃ ।

ইতি লালপ্যমানাঃ স্ম শেরতে বহবো জনাঃ ॥১২০॥

স্তনতাক্‌ মনুষ্যাণামপরেষাক্‌ কুজতাম্ ।

ততো মুহূর্ত্তাৎ প্রাশাম্যৎ স শব্দস্তমূলো মহান্ ॥১২১॥

শোণিতব্যতিষিক্তায়াং বস্ত্রধায়াক্‌ ভূমিপ ! ।

তদ্রজস্তমূলং ঘোরং কণেনাস্তরধীয়ত ॥১২২॥

সক্ষেষ্ঠমানানুবিধান্‌ নিক্রৎসাহান্‌ সহস্রশঃ ।

চাপাতয়ৎ নরান্‌ ক্রুদ্ধঃ পশূন্‌ পশুপতির্যধা ॥১২৩॥

ভারতকৌমুদী

ব্রহ্মণ্য ইতি । ব্রহ্মণ্যঃ ব্রাহ্মণহিতৈষী, দাস্ত ইন্দিয়দমনশীলঃ, প্রমত্তমনবহিতম্ ।
ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১৯॥

তদ্বিত্তি । লালপ্যমানাঃ পুনঃ পুনর্লপন্তো বদন্তঃ, শেরতে স্ম ভূমৌ ॥১২০॥

স্তনতামিত্তি । স্তনতামার্জনাদং কুর্জতাম্‌, কুজতামব্যক্তং কবতাম্‌ ॥১২১॥

শোণিতেতি । শোণিতব্যতিনিষ্কৃত্যায়ং রক্তাগ্নুতায়াম্‌ । রক্তো ধূলিঃ ॥১২২॥

কৃক ঘাঁহাকে রক্ষা করেন, সেই অর্জুনকে দেবগণ, অশুরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ ও রাক্ষসগণও জয় করিতে সমর্থ হন না ॥১১৮॥

ব্রাহ্মণহিতৈষী, সত্যবাদী, ইন্দিয়দমনশীল এবং সর্বভূতের প্রতি দয়াকারী প্রধানন্দন অর্জুন, অসাবধান, নিদ্রিত, নিরস্ত্র, কৃতাজ্জলি, পলায়মান ও মুক্তকেশ লোককে বধ করেন না ॥১১৯॥

নৃশংসকার্য্যকারী রাক্ষসেরাই সম্ভবতঃ আমাদের এই হত্যাকাণ্ড করিল' । এইরূপ বার বার বলিতে থাকিয়া, বহুলোক ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল ॥১২০॥

অনেক লোক আর্জুনাদ করিতেছিল এবং বহুলোক কাণ্ডরকণ্ঠে অব্যক্ত রব করিতেছিল ; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে সেই তুমুল ও বিশাল শব্দ নিবৃত্তি পাইল ॥১২১॥

রাক্ষা । ক্রমে শিবিরভূমি রক্তপ্রাবিত হইয়া উঠিলে, পূর্বোবিভ সেই ভীষণ ও তুমুল ধূলিরাশি কণকালমধ্যেই তিরোহিত হইল ॥১২২॥

ক্রয় যেমন পশু সংহার করেন, সেইরূপ অশ্বখামা পলায়নোদ্ভূত, ভীত ও নিক্রৎসাহ সহস্র সহস্র লোককে সংহার করিতে লাগিলেন ॥১২৩॥

অশ্রোক্ষং সংপরিষজ্য শরানাম্ জ্বতোহপরান্ ।
 সংলীনান্ যুধ্যমানাংশ্চ সর্বান্ দ্রৌণিরপোধয়ৎ ॥১২৪॥
 দহমানা হতাপেন বধ্যমানাংশ্চ তেন তে ।
 পরম্পরং তদা বোধাননয়ন্ যমসাদনম্ ॥১২৫॥
 তত্কা রজস্তাস্তুর্ধ্বেন পাণ্ডবানাং মহমলম্ ।
 গময়ামাস রাজেন্দ্র ! দ্রৌণির্যমনিবেশনম্ ॥১২৬॥
 নিশাচরাণাং সম্বানাং রাত্রিঃ সা হর্ষবর্দ্ধিনী ।
 আসীৎ নরগজাঘানাং রৌদ্রী ক্ষয়করী ভূশম্ ॥১২৭॥
 তত্রাদৃষ্টাস্তু রক্ষাসি পিশাচাংশ্চ পৃথগ্ বিধাঃ ।
 খাদন্তো নরমাংসানি পিবন্তুঃ শোণিতানি চ ॥১২৮॥

ভারতকৌমুদী

সমিতি । সকেটমানাং পলারিভূমিতি শেষঃ । তপাত্তরদধ্বানেন্তি শেষঃ ॥১২৫॥
 অত্রোক্তমিতি । সংপরিষজ্য আলিঙ্গ্য, জ্বতো জ্বতং পলারমানান্ । সংলীনান্
 লুকাহিতান্ ॥১২৪॥
 দহেতি । হতাপেন শিবিরং দহতাখিনা, তেন অশ্বখায়া । তে ভয়ঃ ॥১২৫॥
 তত্কা ইতি । দ্রৌণিরশ্বখায়া, যমস্ত নিবেশনং ভবনম্ ॥১২৬॥
 নিশেতি । সম্বানাং প্রাণিনাম্ । রৌদ্রী ভীষণা ॥১২৭॥

যাহারা পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়াছিল, যাহারা বেগে পলারন
 করিতেছিল, যাহারা লুকাহিত হইয়াছিল এবং যাহারা বৃদ্ধ করিতেছিল, তাহাদের
 সকলকেই অশ্বখায়া বিনাশ করিলেন ॥১২৪॥

শিবিরের অগ্নি কতকগুলিকে দহ করিতেছিল এবং অশ্বখায়া কতকগুলিকে
 বধ করিতেছিলেন (আর দ্বারদেশে কৃপ ও কৃতবর্মা অনেককে সংহার করিতেছিলেন),
 এইভাবে তাহারা পরস্পর বোদ্ধাদিগকে যমালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন ॥১২৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! এইভাবে অশ্বখায়া সেই রাত্রির অর্দ্ধকালমধ্যেই পাণ্ডবগণের
 বিশাল সৈন্যকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥১২৬॥

সেই রাত্রিটা নিশাচর প্রাণিগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল এবং হস্তী,
 অশ্ব ও মনুষ্যগণের গুরুতর ক্ষয় জন্মাইতে থাকিয়া ভীষণ হইয়া পড়িল ॥১২৭॥

তখন দেখা গেল—নানাবিধ রাক্ষস ও পিশাচ সকল নরমাংস ভক্ষণ ও নররক্ত
 পান করিতেছে ॥১২৮॥

(১২৪) দহমানান্ হতাপেন বধ্যমানাংশ্চ তেন তে । পরস্পরং তদা বোধাননয়ন-
 দ্বাদনম্ । বধ বর্দ্ধ লো ।

করালাঃ শিখলা রৌদ্রাঃ শৈলদন্তা রজতলাঃ ।

জটিল। দীর্ঘনক্‌শাশ্চ পকপাদা মহোদরাঃ ॥১২০॥

পশ্চাদঙ্গুলরো রুক্ষা বিরূপা তৈরববনাঃ ।

যষ্ঠাঙ্গলাববদ্ধাশ্চ নীলকণ্ঠা বিকীর্ণাঃ ॥১৩০॥

সপুত্রদারাঃ হৃৎকরাঃ হৃৎকর্ণাঃ হৃৎকর্ণাঃ ।

বিবিধানি চ রূপাণি তত্রাদৃশ্যস্ত রক্ষসাম্ ॥১৩১॥ (বিশেষকম্)

দীর্ঘা চ শোণিতং কণ্ঠাঃ প্রান্ত্যান্ গগনঃ পরে ।

ইদং পরমিদং মেধ্যমিদং স্বাধিত্তি চাক্রবন্ ॥১৩২॥

মেনোমজ্জাহিরক্তানাং বসানাক ভূশাশিতাঃ ।

পরে মাংসানি খাদস্তঃ ক্রব্যাদা মাংসজীবিনঃ ॥১৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । অদৃশ্যত তত্রৈতাদর্শনৈঃ ॥১২৮॥

করালা ইতি । করালা বিকটাঃ, শৈলাঃ পৰ্ব্বতা ইব দন্তা বেবাং তে, রজতলা ধূলি-
ধূসরাঙ্গাঃ । দীর্ঘানি নক্‌বিনী উরবো বেবাং তে । পশ্চাৎ পশ্চাদৃশ্যঃ অঙ্গুলরো
বেবাং তে । যষ্ঠানাং কিকিণীনাং জালেন অববদ্ধা বেষ্টিতান্ধাঃ । হৃৎকর্ণা অতীক-
নির্দ্ভাঃ ॥১২৯—১৩১॥

দীর্ঘা ইতি । পরবৃৎকটম্, বেবাং পবিত্রম্, স্বাহু মধুরম্ ॥১৩২॥

আবার দেখা গেল—রাক্ষসগণের মধ্যে অনেকের বিকটমূর্তি, অনেকের শিখল-
বর্ণ, অনেকের ভীষণ আকার, অনেকের দন্ত সকল পৰ্ব্বতের স্তার বৃহৎ বৃহৎ,
অনেকের অঙ্গ ধূলিধূসর, অনেকের মস্তকে জটা, অনেকের উরুগল দীর্ঘ, কতকগুলির
পাঁচখানা করিয়া পা, কতকগুলির উদর বৃহৎ, কতকগুলির অঙ্গুলি সকল পশ্চাদৃশ্য,
কতকগুলির আকৃতি রুক্ষ, কতকগুলির আকার বিকৃত, কতকগুলির কণ্ঠস্বর
ভীষণ, কতকগুলির কটিদেশে কিকিণীর মালা, কতকগুলির কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ এবং
কতকগুলি পুত্র ও কলত্রদের সহিত মিলিত, সকলেই অতিভীষণ, অতিনিশংস,
অতিহৃৎকট ও অতিনির্দ্ভ ছিল; এতদ্বিত্তির রাক্ষসগণের অঙ্গ প্রকারও অনেক
দেখা যাইতেছিল ॥১২৯—১৩১॥

সেই রাক্ষসেরা রক্তপান করিয়া আনন্দিত হইয়া দলে দলে বিকট নৃত্য
করিতে লাগিল এবং অস্ত্র রাক্ষসেরা বলিতে থাকিল—‘ইহা উৎকট, ইহা পবিত্র,
এবং ইহা সুস্বাদু’ ॥১৩২॥

(১৩০)...পদানন্যাক্‌ হৃৎকর্ণা নীলবর্ণা...বা মি । (১৩৩)...পরমাংসানি—পি বদ
বর্জ্য সো ।

বসাইচবাগরে পীড়া পর্য্যাবন্ বিকৃতিকাঃ ।
 নানাবক্ত্রাস্থা রৌদ্রাঃ ক্রব্যাদাঃ পিণিতাশিনঃ ॥১৩৪॥
 অমৃতানি চ তজ্জাসন্ প্রমৃতান্ধকুদানি চ ।
 রক্তসাং ঘোররূপাণাং মহতাং ক্রুরকর্মণাম্ ॥১৩৫॥
 মুদিতানাং বিভূতানাং তন্মিন্ মহতি বৈশসে ।
 সমেতানি বহুশ্যাসন্ তৃতানি চ অনাধিপ ॥১৩৬॥
 প্রত্যাষকালে শিবিরে প্রতিগন্তমিষেব সঃ ।
 নৃশোণিতাবসিক্তস্ত্রোণেরাসীদসিৎসক্লঃ ।
 পাণিনা সহ সংশ্লিষ্ট একীভূত ইব প্রভো ॥১৩৭॥

ভারতকৌমুদী

মেদ ইতি । ভৃশন্ অনিতং ভোজনং যেষাং তে । খাদন্ত আসন্ ॥১৩৩॥
 বস ইতি । বিকৃতিকা বিকৃতোদরাঃ । নানাবক্ত্রা বহুবিধমুখাঃ ॥১৩৪॥
 অমৃতানীতি । প্রমৃতানি নিমৃতানি । সংখ্যানির্দেশো বহুশ্যাস্ত্রজ্ঞাপনার্থঃ ॥১৩৫॥
 মুদিতানীতি । অনাদয়ে বজীরন্ । বৈশসে হিংসাব্যাপারে ॥১৩৬॥
 প্রত্যাষেতি । স শ্রোণিঃ । অসেঃ বক্ত্রাৎ স্কন্ধবুড়িদেশঃ । একীভূতো বনরক্তলেপেন
 সমীকরণাদিতি ভাবঃ । যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

ভাব বা ॥৭৫—১২॥ অতঃপূর্বাঙ্গাণ্যনবরন্, অমৃতন্ পরস্পরং বর্জিতবহুঃ ॥১৩৩॥ অপিবন্
 অপিবন্ ॥১৩৪—১৫॥ কান্দিশীকাঃ ভরুতাঃ ॥১৩৬—১৩৭॥ ভূপাণিতাঃ ভূপং স্তম্ভপিতাঃ ।
 হত্যাপাঠে অসংগতিদীপ্যাদানেবিত্যক্ত বা রূপন্, ভূশব্দীপিতা ইত্যর্থঃ ॥১৩৩॥ বিকৃতিকা
 বিপুলক্করঃ ॥১৩৪—১৫২॥

ইতি সৌখিকপর্বনি নৈলকন্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥৮॥

মাংসভোজনে জীবনধারী এবং মেদ, মজ্জা, অস্থি ও রক্তভোজী রাক্ষসেরা
 মাংস খাইতে লাগিল ॥১৩৩॥

বিকৃতোদর, নানাবিধ মুখ, ভীষণমূর্ত্তি ও মাংসভোজী বহু রাক্ষস বসি পান
 করিয়া, নানাদিকে ছুটাছুটি করিতে থাকিল ॥১৩৪॥

• ভীষণমূর্ত্তি, দীর্ঘাকৃতি ও নিষ্ঠুরকার্যকারী বহুতর রাক্ষস সেখানে আসিয়া-
 ছিল ॥১৩৫॥

নরনাথ । সেই ভীষণ হত্যাকাণ্ড চাইরা গেলে, রক্তপানে পরিতৃপ্ত ও
 আনন্দিত রাক্ষসগণকে অবজ্ঞা করিয়া, অস্ত্রাত বহুতর ভূতও সেখানে আসিয়া
 সমবেত হইল ॥১৩৬॥

হুর্গমাং পদবীং গচ্ছা বিররাজ জনকয়ে ।
 যুগান্তে সর্বভূতানি ভগ্ন কৃষেব পাবকঃ ॥১৩৮॥
 যথাপ্রতিজ্ঞং তং কৰ্ম কৃষা দ্রৌণায়নিঃ প্রভো ।।
 হুর্গমাং পদবীং গচ্ছন্ পিতুরাগীদগতধরঃ ॥১৩৯॥
 যথৈব সংস্পৃক্তনে শিবিরে প্রাবিশন্ নিলি ।
 তথৈব হুষ্ণা নিঃশব্দে নিশ্চক্রাম নরবভ ॥১৪০॥
 নিক্রম্য শিবিরাত্মাতাতাত্যাং সঙ্গম্য বীৰ্য্যবান্ ।
 আচৰ্য্যো কৰ্ম তং সৰ্বং লক্টঃ সংহৰ্ষয়ন্ বিভো ॥১৪১॥
 তাবপ্যাচখ্যভূতশ্চৈব প্রিয়ং প্রিয়করৌ তদা ।
 পাঞ্চালান্ সৃঞ্জয়াংষ্টৈব বিনিকৃতান্ সহস্রশঃ ।
 শ্রীত্যা চোচ্চৈরুদক্রোশংস্তথাবান্ফোটয়ন্তুলান্ ॥১৪২॥

ভারতকৌমুদী

হুর্গমামিতি । পদবীং কার্য্যপ্রকারঃ, বিররাজ দ্রৌণিরিত্যনুবৃতিঃ ॥১৩৮॥
 যথেন্তি । দ্রৌণায়নিঃস্বখায়া । পিতুঃ সৰ্ব্বক্ৰে গতধরভিরোহিতসম্বাপঃ ॥১৩৯॥
 যথেন্তি । সংস্পৃষ্টা সম্যক্তনিত্রিতা জনা যত্র তন্নি । নিঃশব্দে মৃতপ্রানিপূর্ণত্বাৎ ॥১৪০॥
 নিক্রমোতি । তাত্যাং কৃতকৃপবর্ণত্যাম্, সঙ্গম্য মিলিত্বা । আচৰ্য্যো দ্রৌণিঃ ॥১৪১॥

রাজা । ওদিকে অশ্বখামা প্রভাতকালে সেই পাণ্ডবশিবির হইতে বাহির
 হইয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন । তৎকালে তাঁহার সমস্ত অশ্বই রক্তে লিপ্ত
 হইয়াছিল ; তাহাতে তাঁহার তরবারির মুষ্টিদেশ যেন হাতের সহিত এক হইয়া
 গিয়াছিল ॥১৩৭॥

প্রলয়কালে সমস্ত ভূত নষ্ট করিয়া অগ্নি যেমন দীপ্তি পাইতে থাকে, সেইরূপ
 অশ্বখামা হুঙ্কার কার্য্য করিয়া সেই লোককয়ের সময়ে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন ॥১৩৮॥

রাজা । অশ্বখামা নিজের প্রতিজ্ঞা অনুসারে সেই কার্য্য শেষ করিয়া, হুর্গম
 পথে বাহির হইতে থাকিয়া পিতার সন্মুখে সেই শোকসম্বাপপূর্ণ হইলেন ॥১৩৯॥

নরশ্রেষ্ঠ । রাজিতে সমস্ত লোকই নিত্রিত থাকায় সেই শিবিরটাতে কোন
 শব্দ ছিল না, তৎকালে অশ্বখামা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আবার
 তৎকালে সমস্ত লোককে নিহত করায় কোন শব্দই ছিল না, সেই অবস্থায়
 অশ্বখামা তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥১৪০॥

রাজা । বলবান্ অশ্বখামা শিবির হইতে নির্গত হইয়া আসিয়া কৃপাচার্য্য ও
 কৃতবৰ্ম্মার সহিত মিলিত হইয়া, আনন্দের সহিত সেই সমস্ত কার্য্য তাঁহাদের
 নিকট বলিলেন, তাহাতে তাঁহারাও আনন্দিত হইলেন ॥১৪১॥

এবংবিধা হি সা রাজিঃ সোমকানাং জনকরে ।

প্রস্থানাং প্রমতানামাগীং হৃদ্যদারুণা ॥১৪৩॥

অসংশয়ং হি কালস্ত পর্যায়ো ছরতিক্রমঃ ।

তাদৃশা নিহতা যত্র কৃষাস্মাকং জনকরম্ ॥১৪৪॥

ধৃতরাষ্ট্রে উবাচ ।

প্রাগেব হুমহং কৰ্ম্ম দ্রৌণিরেতম্বহারধঃ ।

নাকরোদীদৃশং কস্ম্যগ্নংপুত্রবিজয়ে ধৃতঃ ॥১৪৫॥

অথ কস্মাদ্বতে কত্রে কৰ্ম্মেদং কৃতবানসৌ ।

দ্রৌণপুত্রো মহেষামস্তম্যে সংশিতুমর্হসি ॥১৪৬॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি । বিনিকৃতান্ ছিন্নান্ । উদকোশন্ আনন্দনাদবকুর্লন্, তলান্ করতলানি, অবাক্ষেটয়ন্ পরস্পরতাড়নেন শব্দবকুর্লন্ । বট্গাদোহমং শ্লোকঃ ॥১৪২॥

এবমিতি । প্রস্থানাং গাঢ়নিদ্রাপন্নানাম্, প্রমতানাং যুদ্ধে অনবহিতানাম্ ॥১৪৩॥

অসংশয়মিতি । পর্যায়ঃ পরিবৃতিঃ । যত্র যেন হেতুনেত্যর্থঃ, অস্মাকং কৌরবানাম্ ॥১৪৪॥

প্রাগিতি । যংপুত্রস্ত হৃদ্যোদনস্ত বিজয়ে ধৃতো ব্যাপৃতঃ ॥১৪৫॥

অথেতি । কত্রে তীয়াদৌ । তীয়াদিপতনাং পূর্ববেব কথমীদৃশং ন কৃতমিতি প্রশ্নার্থঃ ॥১৪৬॥

অশ্বখামার প্রিয়কার্যকারী কৃপ এবং কৃতবর্মাও তখন অশ্বখামার নিকটে সহস্র সহস্র পাকাল ও সৃষ্টিগণের সেই প্রীতিকর নিধনবৃত্তান্ত বলিলেন এবং তাঁহারা তিন জনই হর্ষম্বনি করিলেন ও আনন্দে করতাল দিতে লাগিলেন ॥১৪২॥

এইভাবে লোককর হইয়া যাওয়ার গাঢ়নিদ্রিত ও অসাবধান সোমকদিগের পক্ষে সেই রাজিটা অত্যন্ত দারুণই হইয়াছিল ॥১৪৩॥

কালের পরিবর্তননিবন্ধন অবস্থার পরিবর্তনকে অতিক্রম করা হৃদয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । যেহেতু, সেইরূপ বীরেরা আমাদের পক্ষের লোককর করিয়া, পরে নিজেরাও নিহত হইয়াছেন' ॥১৪৪॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—‘সজয় । আমার পুত্রের জয়সম্পাদনে ব্যাপৃত মহারথ অশ্বখামা পূর্বেই এইরূপ গুরুতর কার্য সাধন করেন নাই কেন ? ॥১৪৫॥

মহাধর্ম্মের অশ্বখামা আমার পক্ষের ক্ষত্রিয়েরা নিহত হইলে পর, এরূপ কার্য করিলেন কেন, তাহা তুমি আমার নিকট বল’ ॥১৪৬॥

সঞ্জয় উবাচ ।

তেষাং নুনং ভয়াভ্যাসৌ কৃতবান্ কুরুনন্দন ।।
 অসামিধ্যাচ্চি পার্থানাং কেশবস্ত চ ধীমতঃ ।
 সাত্যকেশ্চাপি কর্ণেদং দ্রোণপুত্রেন সাধিতম্ ॥১৪৭॥
 কো হি তেষাং সমকং তান্ হস্তাদেব মরুৎপতিঃ ।
 এতদীদৃশকং বৃত্তং রাজন্ । হুণজনে বিভো । ॥১৪৮॥
 ততো জনকয়ং কৃষ্ণা পাণ্ডবানাং মহাত্ময়ম্ ।
 দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি চান্দ্রোস্ত্যং সমেত্যোচুমহাবীরধাঃ ॥১৪৯॥
 পর্যাযজত তৌ দ্রোণিস্তাত্যাং সংপ্রতিনন্দিতঃ ।
 ইদং হর্ষাতু স্মমহাদদে বাক্যমুত্তমম্ ॥১৫০॥
 পাকালানিহতাঃ সর্বে দ্রোণদেয়াশ্চ সর্বশঃ ।
 সোমকামং শ্যামশেষাশ্চ সর্বে বিনিহতা ময় ॥১৫১॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি । নুনং নিশ্চিতম্ । পার্থানাং পাণ্ডবানাম্ । বটপাদোহরং শ্লোকঃ ॥১৪৭॥
 ক ইতি । মরুৎপতির্দেবরাজোহপি নেত্যর্থঃ । বৃত্তং জাতম্ ॥১৪৮॥
 তত ইতি । মহান্ অত্যয়ঃ কৃষ্ণঃ যশাৎ তম্ । দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, এতৎকৃতমিতি
 শেবঃ ॥১৪৯॥

পরীতি । পর্যাযজত আলিঙ্গ্য, তাত্যাং কৃপকৃতবর্ষত্যাৎ । আদদে উবাচ ॥১৫০॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘কৌরবনন্দন । অশ্বখামা পূর্বে পাণ্ডবগণের ভয়ে এরূপ
 কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন নাই ; কিন্তু সেই দিনে পাণ্ডবগণ, বুদ্ধিমান্ কৃক এবং
 সাত্যকি নিকটে না থাকার এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা সাধন করিতে
 পারিয়াছেন ॥১৪৭॥

নরনাথ রাজা । কোন্ ব্যক্তি পাণ্ডবগণের সমক্ষে সেই যোদ্ধাদিগকে বধ
 করিতে পারে ? অয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও পারেন না ; এই জন্তই নিম্নিত লোকদিগের
 উপরে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে ॥১৪৮॥

তাহার পর মহারথ অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্মা মহাকষ্টকর পাণ্ডবগণের
 লোককর করিয়া শিবিরের বাহিরে মিলিত হইয়া, পরস্পর বলিলেন—‘ভাগ্যবশতই
 ইহা করিতে পারিয়াছি’ ॥১৪৯॥

পরে অশ্বখামা কৃপ ও কৃতবর্মাকে আলিঙ্গন করিলেন, তাহারাজ ও অশ্বখামাকে
 অভিনন্দিত করিলেন । তৎপরে অশ্বখামা আনন্দের সহিত এই গুরুতর ও উত্তম
 বাক্য বলিলেন—॥১৫০॥

ইদানীং কৃতকৃত্যঃ স্ম যাম তত্ৰৈব মা চিরম্ ।

যদি জীবতি নো রাজা তস্মৈ সংশ্রামহে প্রিয়ম্ ॥১৫২॥

ইতি শ্রীমহাত্ম্যে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-
পর্বণি স্তপ্তবধে পাকালাদিবধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

—:~:—

দশমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

সঞ্জয় উবাচ ।

তে হৃদা সর্বপাকালান্ জ্যোপদেয়াংশ্চ সর্বশঃ ।

আগচ্ছন্ সহিতান্ত্রে যত্র হৃদ্যোধনো হতঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

পাকাল ইতি । জ্যোপদেয়া জ্যোপদাঃ পুত্রাঃ । মৎস্তশেকা মৎস্তদেশীয়াবশিষ্ট-
যোধাঃ ॥১৫১॥

ইদানীমিতি । মা চিরং বিলম্বং ন কুর্মহে । নঃ অনাকম্, রাজা হৃদ্যোধনঃ ॥১৫২॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-শ্রীহরিদাসগিদ্ধান্তবাসীশতটোচাধ্যবিদ্রুচিতায়াং মহাত্ম্যে-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যাতাং সৌপ্তিকপর্বণি স্তপ্তবধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

ত ইতি । জ্যোপদেয়ান্ জ্যোপদাঃ পুত্রান্ । সহিতা মিলিতাঃ, হত আহতঃ ॥১॥

‘আম—সমস্ত পাকাল, জ্যোপদীর সকল পুত্র, সমস্ত সোমক এবং অবশিষ্ট
মৎস্তদেশীয় সৈন্তগণকে বিনাশ করিয়াছি ॥১৫১॥

আমরা এখন কৃতকার্য হইয়াছি ; স্তত্রাং আর বিলম্ব করিব না, চলুন যাউ,
আমাদের রাজা হৃদ্যোধন যদি জীবিত থাকেন, তবে তাঁহার নিকটে যাইয়া এই
প্রিয়সংবাদ বলি’ ॥১৫২॥

•

—:~:—

সঞ্জয় বলিলেন—‘তাঁহারা সমস্ত পাকাল এবং জ্যোপদীর সমস্ত পুত্রকে নিহত
করিয়া সম্মিলিত হইয়া—যেখানে হৃদ্যোধন আহত অবস্থায় রহিয়াছিলেন, সেই-
খানে আগমন করিলেন ॥১॥

* ‘...অষ্টমোহধ্যায়ঃ’ শি বদ বর্জ বা সো শি ।

গন্ধা চৈনমপশ্যন্ত কিকিৎপ্রাণং জনাধিপম্ ।
 ততো রথেষ্যঃ প্রকন্দ্য পরিবক্রন্তবাক্ষজম্ ॥২॥
 তং ভয়সক্ধং রাজেশ্বরে ! কচ্ছুপ্রাণমচেতনম্ ।
 বমন্তঃ কুধিরং বক্ত্রাদপশ্যন্ত বহুধাতলে ॥৩॥
 বৃত্তং সমস্তাঘহতিঃ শাপদৈর্ঘ্যোরদশনৈঃ ।
 শালাবৃকগণৈশ্চৈব ভক্ষয়িষ্যন্তিরস্তিকাং ॥৪॥
 নিবারয়ন্তঃ কচ্ছুতান্ শাপদাংশ্চ চিখাদিষুন্ ।
 বিচেষ্ঠেমানং মহাক্ষ হৃদ্ষং গাঢ়বেদনম্ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)
 তং শয়ানং তথা দৃষ্ট্বা ভূমৌ স্বকুধিরোক্ষিতম্ ।
 হতশিষ্ঠোজ্রয়ো বীরাঃ শোকাকর্ষাঃ পর্য্যবারয়ন্ ।
 অশ্বখামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্ণ্যা চ সাস্বতঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

গচ্ছেতি । কিকিৎপ্রাণং কিরংহিতজীবনম্ । প্রকন্দ্য অবতীৰ্ণ ॥২॥
 তনিত্তি । ভয়ে সক্ধিনি উরু যত তম্, কচ্ছাঃ বষ্টকরাঃ প্রাণা যত তম্, অচেতনমিতি
 বৈদর্ঘ্যে নঞ ॥৩॥
 বৃত্তমিতি । শাপদৈর্ঘ্যঃ অঘহতিঃ, শালাবৃকৈকুর্কুটৈঃ । চিখাদিষুন্ আশ্রমাংসং খাদিতু-
 নিক্ছুন্ । বিচেষ্ঠেমানং বেদনরাজানি চালয়ন্তম্ ॥৪—৫॥

তাহারা যাইয়া দেখিলেন—তখনও হৃষ্যোধনের জীবন কিছু অবশিষ্ট আছে ।
 পরে তাহারা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, হৃষ্যোধনকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥২॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! ক্রমে তাহারা দেখিলেন—হৃষ্যোধনের উরুযুগল ভগ্ন হইয়াছিল,
 প্রাণ থাকাতাই তাহার কষ্ট হইতেছিল, অসমাত্র চৈতন্য ছিল, তিনি যুধ হইতে
 রক্তবমন করিতেছিলেন এবং ভূতলে শয়িত ছিলেন ॥৩॥

ঘোরদর্শন হিংস্রজন্তুগণ ও কুক্কুরগণ মাংস ভক্ষণ করিবে বলিয়া নিকটে
 আসিয়া সকল দিকে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, তিনি অতিকষ্টে সেই
 মাংসভক্ষণার্থী জন্তুগণকে বারণ করিতেছিলেন, হৃদলে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন
 এবং দারুণ বেদনা অনুভব করিতেছিলেন ॥৪—৫॥

তখন অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য ও সাস্বতবংশীয় কৃতবর্ণ্যা হতাবশিষ্ট এই তিন
 মহাবীর, ভূতলে শয়িত ও আপন রক্তেই সংসিক্ত হৃষ্যোধনকে দেখিয়া শোকাকর্ষ
 হইয়া যাইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥৬॥

(১)....বিচেষ্ঠেমানমুক্ত্যাং হৃদ্ষং... বা নি । (৬)....স্বকুধিরোক্ষিতম্—বা নি ।

তৈত্তিতিঃ শোণিতাদিষ্টৈর্নিখমন্তিঃহারথৈঃ ।

শুভতে সংবতো রাজা বেদী ত্রিতিরিবাগ্নিতিঃ ॥৭॥

তে তং শরানং সংশ্ৰেণ্য রাজানমতথোচিতম্ ।

অবিবহেণ হুঃখেন ততস্তে কুরুহুত্রয়ঃ ॥৮॥

ততস্ত কুধিরং হস্তৈর্মুখ্যমির্মজ্য তস্য হি ।

রণে রাজাঃ শরানস্ত কৃপণং পর্য্যদেবয়ন্ ॥৯॥

কৃপ উবাচ ।

ন দৈবস্তাতিভারোহস্তি যদয়ং কুধিরোক্ষিতঃ ।

একাদশচমুত্তর্ভা শেতে হৃষ্যোধনো হতঃ ॥১০॥

পশু চামীকরাতস্ত চামীকরবিভূষিতাম্ ।

গদাং গদাশ্রিয়স্তেমাং সমীপে পতিতাং ভূবি ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । পর্য্যদেবয়ন্ পর্য্যবেষ্টক । সাবতভবঃশীরঃ । বট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥

তৈত্তিতি । শোণিতাদিষ্টৈ রক্তলিপ্তাঙ্গৈঃ । বেদী অগ্নিপ্রণয়নভূমিঃ ॥৭॥

ত ইতি । অতথোচিতং সার্বভৌমত্বাৎ তাদৃক্ শরেনে অযোগ্যম্ ॥৮॥

তত ইতি । কৃপণং দীনং বখা তাত্ত্বা, পর্য্যদেবয়ন্ ব্যলগন্ ॥৯॥

নেতি । অতিভারো হৃকরত্বং, একাদশচমুত্তর্ভা একাদশাকৌহিনীসৈন্তপতিঃ ॥১০॥

তিনটি অগ্নিতে পরিবেষ্টিত যজ্ঞবেদী যেমন শোভা পায়, তেমন রক্তলিপ্ত সেই মহারথ তিন জনে পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজা হৃষ্যোধন তৎকালোচিত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭॥

সেইভাবে শরন করিবার অযোগ্য হইয়াও রাজা হৃষ্যোধন সেইভাবেই শরন করিয়া রহিয়াছেন ইহা দেখিয়া, তাঁহারা তিন জনই অসহ হুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৮॥

তাহার পর তাঁহারা হস্তদ্বারা কুতলে শরিত রাজা হৃষ্যোধনের মুখ হইতে রক্ত মুছিয়া দিয়া কাঁতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৯॥

কৃপাচার্য্য বলিলেন—‘অগতে বৈবের পক্ষে হৃকর কোন কার্য্যই নাই । যেহেতু এই একাদশাকৌহিনী সৈন্তের অধিপতি রাজা হৃষ্যোধন আহত হইয়া রক্তলিপ্তপাত্রে কুতলে শরন করিয়া রহিয়াছেন ॥১০॥

(৭)....সংবতো রাজা....বা মি । (৯)....কৃপঃ সংপর্য্যদেবয়ন্....বা মি ।

ইয়মেতং গদা শূরং ন জহাতি রণে রণে ।
 স্বর্গায়াপি অক্ষতং হি ন জহাতি যশস্বিনম্ ॥১২॥
 পশ্চোমাং সহ বীরেণ জাম্বুনদবিত্ত্বিতাম্ ।
 শয়ানাং শয়নে হর্ষ্যে ভাৰ্য্যাং শ্রীতিমতীমিব ॥১৩॥
 যোহয়ং মূৰ্ছাতিবিক্তানামগ্রে যাতঃ পরস্তপঃ ।
 স হতো এসতে পাংশুন্ পশ্য কালস্ত পর্যায়ম্ ॥১৪॥
 যেনাকৌ নিহতা ভূমাবশেরত হতবিষঃ ।
 স ভূমৌ নিহতঃ শেতে কুরুরাজঃ পটৈরয়ম্ ॥১৫॥
 ভয়ানকমস্তি রাজানো যস্ত স্ম শতসংঘশঃ ।
 সবীরশয়নে শেতে ক্রব্যাস্তিঃ পরিবারিতঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

পশ্চেতি । চামীকরাতত স্বর্ণবর্ণত হৃষ্যোধনত ॥১১॥
 ইয়মিতি । ন জহাতি আত্মনোহপি প্রিয়ত্বাৎ ন পরিত্যজতি ॥১২॥
 পশ্চেতি । জাম্বুনদবিত্ত্বিতাং স্বর্ণালঙ্কতাম্ । শয়নে শয়ানাম্ । পূর্ণোপমেয়ম্ ॥১৩॥
 য ইতি । মূৰ্ছাতিবিক্তানাং রাজানাম্ । পাংশুন্ ধূলীঃ, পর্যায়ঃ পরিবর্তনম্ ॥১৪॥
 যেনেতি । হতবিষো বীরাঃ । পটৈর্নিহত ইতি শব্দকঃ ॥১৫॥

তোমরা দেখ—স্বর্ণবর্ণ দেহ ও গদাপ্রিয় রাজা হৃষ্যোধনের নিকটে স্বর্ণালঙ্কৃত
 এই গদাটীও ভূতলে পতিত রহিয়াছে ॥১১॥

এই গদা—এতদ্যেক বুকেই এই বীরকে পরিত্যাগ করে না, সেই জন্তই ইনি
 স্বর্গলোকে গমন করিতেছেন, এ সময়েও ইহাকে পরিত্যাগ করিতেছে না ॥১২॥

দেখ—অট্টালিকার মধ্যে শয়্যার উপরে স্বর্ণালঙ্কৃত প্রিয়তমা ভাৰ্য্যার স্তায়
 এই গদাটীও এখানে ইহার সহিত শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥১৩॥

যিনি শক্রগণের সন্তাপ জমাইতে থাকিয়া সমস্ত রাজার অগ্রে গমন করিতেন,
 তিনি আজ আহত হইয়া ধূলি শুষ্কণ করিতেছেন ; কালের পরিবর্তনটা দেখ ॥১৪॥

যিনি বুকে নিহত করিলে শক্রহস্তা বীরেরা ভূতলে শয়ন করিতেন,
 আজ সেই কুরুরাজ হৃষ্যোধনই শক্রকর্তৃক আহত হইয়া, এই ভূতলে শয়ন
 করিয়াছেন ॥১৫॥

শত শত রাজা ভয়ে বাঁহার নিকটে অবনত হইতেন, তিনিই আজ মাংসভোজী
 জন্তুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বীরশয়্যার শয়ন করিয়াছেন ॥১৬॥

(১৫)---ভূমৌ শেতে কত্রিবর্তাঃ—বা নি ।

উপাসত বিজাঃ পূৰ্বমৰ্ঘহেতোৰ্ঘবীশ্বরম্ ।

উপাসতে চ তং হৃদ্য ক্রব্যাদা মাংসহেতবঃ ॥১৭॥

সঞ্জয় উবাচ ।

তং শয়ানং কুরুশ্ৰেষ্ঠং ততো ভরতমতম ॥

অশ্বখামা সমালোক্য করুণং পর্যাদেবয়ং ॥১৮॥

আহুত্বাং রাজশাদূল । মুখ্যং সৰ্ব্বধনুশ্চতাম্ ।

ধনাধ্যক্ষোপমং যুদ্ধে শিষ্যং সৰ্ব্বগন্ত্য চ ॥১৯॥

কথং বিবরমদ্রাক্ষীদভীমসেনেনস্তবানঘ ! ।

বলিনং কৃতিনং নিত্যং স চ পাপাক্সবান্ নৃপ ! ॥২০॥

কালো নুনং মহারাজ ! লোকেহস্মিন্ বলবত্তরঃ ।

পশ্যামো নিহতং স্বাক্ষ ভীমসেনেন গংযুগে ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ভয়াদিতি । বীরশরনে বীরশয্যারঃ ভূবি, ক্রব্যাদিমাংসতোজিতিঃ প্রাণিতিঃ ॥১৬॥

উপেতি । অৰ্ঘহেতোৰ্ঘনগাতাৰ্ঘ্য, ভীমঃ হৃদ্যমিনম্ । মাংসাত্তেব হেতুঃ উপাসনা-
কারণং যেবাং তে ॥১৭॥

ভমিতি । পর্যাদেবয়ং ব্যলপং ॥১৮॥

আহরিতি । মুখ্যং প্রধানম্ । ধনাধ্যক্ষোপমং কুবেরতুল্যম্, সৰ্ব্বগন্ত্য বলদেবত ॥১৯॥

কথমিতি । বিবরং প্রহারচ্ছিন্নম্ । কৃতিনং গদাযুদ্ধনিপুণং তামিতি পরেণ সম্বন্ধঃ ॥২০-২১॥

পূৰ্বে ব্রাহ্মণেরা ধনলাভের জন্য যে রাজার উপাসনা করিতেন, আজ মাংস-
ভোজী জন্তুরা মাংসলাভের জন্য তাঁহার উপাসনা (পরিবেষ্টন) করিতেছে' ॥১৭॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! তাহার পর অশ্বখামা সেই কৌরবপ্রধান
হৃষ্যোধনকে ভূতলে শয়িত দেখিয়া, করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন—॥১৮॥

‘মহারাজ ! সকল লোকই বলে—‘আপনি সমস্ত ধনুর্জরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যুদ্ধে
কুবেরের তুল্য এবং গদাযুদ্ধে বলরামের শিষ্য’ ॥১৯॥

নিপাপ রাজা ! পাপাত্মা ভীম যুদ্ধে কি করিয়া আপনার ছিন্ন (প্রহারের
কাঁক) দেখিতে পাইয়াছিল ; আপনি বলবান্ এবং সৰ্ব্বদাই যুদ্ধে সুনিপুণ ছিলেন ;
তথাপি ভীমসেন আপনাকে নিহত করিয়াছে । অতএব মহারাজ ! কালকেই
সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রবল দেখিতেছি ॥২০—২১॥

কথং হ্যং সৰ্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞঃ ক্রুদ্ধঃ পাণো বৃকোদরঃ ।
 নিকৃত্যা হতবান্ মন্দো নুনং কাণো হুৰত্যয়ঃ ॥২২॥
 ধৰ্ম্মযুদ্ধে অধৰ্ম্মেণ সমাহুর্যৌজসা যুধে ।
 গদয়া ভীমসেনেন নির্ভয়ে সন্ধিনী তব ॥২৩॥
 অধৰ্ম্মেণ হতশ্রাজৌ যুদ্ধমানং পদা শিরঃ ।
 য উপেক্ষিতবান্ ক্রুদ্ধঃ ধিক্ তমস্ত যুধিষ্ঠিরম্ ॥২৪॥
 যুদ্ধে অপবদিস্বস্তি যোধা নুনং বৃকোদরম্ ।
 যাবৎ শাস্তিস্তি ভুতানি নিকৃত্যা হসি পাতিতঃ ॥২৫॥
 ননু রামোহব্রবীজ্ঞান ! হ্যং সদা যত্ননন্দনঃ ।
 হুর্যোধানসমো নাস্তি গদারামিতি বীৰ্য্যবান্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । নিকৃত্যা শাঠ্যেন, মন্দো বৃহঃ ॥২২॥
 ধৰ্ম্মেতি । ওজসা বলেন, যুদ্ধে যুদ্ধে । সন্ধিনী উরু ॥২৩॥
 অধৰ্ম্মেণেতি । যুদ্ধমানং ভূমৌ বধ্যমানং ভীমেন । ক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধদরম্ ॥২৪॥
 যুদ্ধেতি । অপবদিস্বস্তি নিম্নিস্বস্তি । ভুতানি কিত্যাণীনি ॥২৫॥
 নমিতি । গদাযুদ্ধবিগারদত্ত রামত বচনং সৰ্ব্বদৈব প্রমাণমিতি ভাবঃ ॥২৬॥

মহারাজ । আপনি যুদ্ধের সৰ্ব্ব ধৰ্ম্মে অভিজ্ঞ ছিলেন, তথাপি কি করিয়া পাণাশ্রা, ক্রুজাশয় ও মন্দবুদ্ধি ভীম যুদ্ধে শঠতাচরণপূৰ্ব্বক আপনাকে নিহত করিল । নিশ্চয়ই প্রতিকূল কালকে অতিক্রম করা হুদর ॥২২॥

কুরুরাজ । ভীম আপনাকে ধৰ্ম্মযুদ্ধে আহ্বান করিয়া অধৰ্ম্ম অনুসারে বলপূৰ্ব্বক গদাঘাৱা আপনার উরুযুগল ভগ্ন করিল । ॥২৩॥

তার পর ভীম যুদ্ধে অধৰ্ম্ম অনুসারে আপনাকে আহত করিয়া চরণদ্বারা আপনার মন্তকটী মৰ্জিত করিতে লাগিলে, বে ক্রুজাশয় তাহা উপেক্ষা করিয়াছিল, সেই যুধিষ্ঠিরকে ধিক্ ॥২৪॥

ভীম আপনাকে শঠতাপূৰ্ব্বকই নিপাতিত করিয়াছে ; অতএব যতকাল পৃথিবী-প্রভৃতি থাকিবে, নিশ্চয়ই ততকাল যাবৎ যোদ্ধারা নীচাশয় ভীমের নিন্দা করিবেন ॥২৫॥

মহারাজ । বলবান্ যত্ননন্দন রাম বলিয়াছেন—‘গদাযুদ্ধে পৃথিবীতে হুর্যোধানের সমান আর কেহ নাই’ ॥২৬॥

(২০) বধ্যযুদ্ধে অধৰ্ম্মেণ—বা নি । (২৬)....গদয়া ইতি বীৰ্য্যবান্—পি বদ বর্জ্য লো ।

প্লাবতে স্বাং হি বাৰ্ষেয়ো রাজন্ । সংসংস্ ভারত ।।

স শিষ্যো মম কোরব্যো গদাযুদ্ধ ইতি প্রভো । ২৭॥

স্বাং গতিং ক্ষত্রিয়স্বাহঃ প্রশস্তাং পরমৰ্ষয়ঃ ।

হতস্বাভিমুখস্বাহো প্রাপ্তস্বমসি তাং গতিম্ ২৮॥

দুর্যোধন ! ন শোচামি স্বামহং পুরুষৰ্ষভ ।।

হতপুত্রো তু শোচামি গান্ধারীং পিতরঞ্চ তে ।

ভিক্ষুকো বিচরিস্থেতে শোচন্তো পৃথিবীমিমাম্ ২৯॥

ধিগন্ত কৃষ্ণঃ বাৰ্ষেয়মৰ্জ্জুনঞ্চাপি দুৰ্ম্মতিম্ ।

ধৰ্ম্মজ্ঞমানিনো যৌ স্বাং বধ্যমানমুপেক্ষতাং ৩০॥

পাণ্ডবাশ্চাপি তে সৰ্ব্বে কিং বক্ষ্যন্তি নরাধিপ ।।

কথং দুর্যোধনোহস্ম্যভিহত ইত্যনপত্রপাঃ ৩১॥

ভারতকৌমুদী

প্লাবত ইতি । প্লাবতে প্রশংসতি, বাৰ্ষেয়ঃ স রামঃ ২৭॥

যামিতি । “সাবিমৌ পুরুষৌ লোকে স্বৰ্ঘ্যমণ্ডলভেদিনৌ । পরিব্রাড্‌যোগযুক্তশ্চ
রণে চাভিমুখে হতঃ ॥” ইত্যাক্ষেৰ্গতিবৃত্তমলোকমিতি ভাবঃ ২৮॥

দুর্যোধনেতি । ন শোচামি সন্তঃ স্বৰ্গলাভাৎ । শোচামি বাবজীবং তরোঃ শোকাৎ ।

ভিক্ষুকো ধনজনাদিহীনস্বাং, বিচরিস্থেতে গান্ধারীযুতরাষ্ট্রৌ । ষট্পাদোহ্বরং শ্লোকঃ ২৯॥

ধিগিতি । উপেক্ষতাং উপেক্ষিতবন্তৌ ৩০॥

পাণ্ডবা ইতি । কথমিতি গহিতপ্রকারেণেত্যর্থঃ । অনপত্রপা নির্লজ্জাঃ ৩১॥

প্রভু ভারতনন্দন রাজা । বলরাম বীরসভায় সর্বদা আপনার প্রশংসা করেন
এবং বলেন—‘সেই দুর্যোধন গদাশিক্ষার আমার শিষ্য’ ২৭॥

মহারাজ । মহর্ষিরা সমুখযুদ্ধে নিহত ক্ষত্রিয়ের যে উত্তম গতির বিষয় বলিয়া
থাকেন, আপনি সেই গতিই লাভ করিবেন ২৮॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন ! আমি আপনার জন্ত শোক করি না, কিন্তু হতপুত্র
গান্ধারী ও যুতরাষ্ট্রের জন্তই শোক করিতেছি । কারণ, তাঁহারা ভিক্ষুক হইয়া শোক
করিতে থাকিয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন ২৯॥

অতএব বৃষিবংশীয় কৃষ্ণকে এবং দুৰ্ম্মতি অৰ্জ্জুনকে ধিক্ । যাঁহারা ধৰ্ম্মজ্ঞাভিমानी
হইয়াও বধ করিবার সময়ে আপনাকে উপেক্ষা করিয়াছে ৩০॥

নরনাথ । নির্লজ্জ পাণ্ডবেরা এই কথাই বলিবে কি যে, আমরা অস্ত্রায়
ভাবে দুর্যোধনকে বধ করিয়াছি ৩১॥

(২৭)··শিষ্যো—পি বহু বর্জ্জ সো ।

ধন্যস্বয়মসি গান্ধারে । যস্মায়ায়োধনে হতঃ ।
 প্রয়াতোহভিমুখঃ শক্রন ধর্মোণ পুরুষর্ষভ ! ॥৩২॥
 হতপুত্রা হি গান্ধারী নিহতজ্ঞাতিবান্ধবা ।
 প্রজ্ঞাচক্ষুশ্চ দুর্দ্ধবঃ কাং গতিং প্রতিপৎস্বতে ॥৩৩॥
 ধিগন্ত কৃতবর্মানং মাং কৃপক মহারথম্ ।
 যে বয়ং ন গতাঃ স্বর্গং ত্বাং পুরস্কৃত্য পার্ধিবম্ ॥৩৪॥
 দাতারং সর্বকামানাং রক্ষিতারং প্রজাহিতম্ ।
 যদ্বয়ং নানুগচ্ছামস্বাং ধিগম্মান্ নরাধমান্ ॥৩৫॥
 কৃপস্ব তব বীর্ঘোণ মম চৈব পিতৃশ্চ মে ।
 সন্তৃত্যানাং নরব্যাস্ত্র । রত্নবস্তি গৃহাণি চ ॥৩৬॥
 ভবৎপ্রসাদাদস্মাভিঃ সমিত্রৈঃ সহবান্ধবৈঃ ।
 অবাগ্নাঃ ক্রতবো মুখ্যা বহবো তুরিদক্ষিণাঃ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

ধন ইতি । গান্ধার্যা অপত্যমিতি গান্ধারিঃ “বাস্বাদেচ বিদীয়তে” ইতীণ, তৎ-
 সম্বোধনম্ । আরোধনে যুদ্ধে ॥৩২॥

হতেতি । প্রজ্ঞাচক্ষুর্ভূতরাষ্ট্রৈঃ, প্রতিপৎস্বতে লপ্যতে ॥৩৩॥

ধিগিতি । পুরস্কৃত্য অগ্রেসরীকৃত্য । চিরামুচরাণাং তথৈবৌচিত্যাৎ ॥৩৪॥

দাতারমিতি । সর্বকামানাং সর্বাভীষ্টানাম্ । অকৃতজ্ঞবাদেব নরাধমমিতি ভাবঃ ॥৩৫॥

কৃপতেতি । বীর্ঘোণ দানশক্ত্যা । সন্তৃত্যানাং নিজপোষ্যানামন্যাকম্ ॥৩৬॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ গান্ধারীনন্দন । আপনি ধন্য হইয়াছেন । কারণ, আপনি শক্রর
 অভিমুখে যাইয়া সম্মুখযুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ॥৩২॥

বাঁহাদের পুত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ নিহত হইয়াছে, সেই গান্ধারী ও দুর্দ্ধব
 দুতরাষ্ট্রের কি অবস্থা হইবে ॥৩৩॥

রাজা । কৃতবর্মানকে, আমাকে ও মহারথ কৃপাচার্য্যকে বিক্, যে আমরা
 আপনাকে অগ্রবর্তী করিয়া বর্মে বাই নাই ॥৩৪॥

আপনি সকলেরই অভীষ্ট দান করিতেন এবং প্রজাদের হিতসাধন করিতেন ।
 অতএব আমরা যে আপনার অনুসরণ করি নাই, তাহাতেই আমরা নরাধম
 হইয়াছি ; সুতরাং আমাদের বিক্ ॥৩৫॥

নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ । আমরা আপনার পোষ্য ছিলাম ; সুতরাং আপনার দানের
 প্রভাবে আমরা, আমার পিতার ও কৃপাচার্য্যের গৃহ যত্নে পরিপূর্ণ হইয়া
 রহিয়াছে ॥৩৬॥

কুতশ্চাপীদৃশং পাপাঃ প্রবর্তিষ্যামহে বয়ম্ ।
 যাদৃশেন পুরঙ্কৃত্য হুং গতঃ সর্বপার্থিবান্ ॥৩৮॥
 বয়মেব ত্রয়ো রাজন্ । গচ্ছন্তঃ পরমাং গতিম্ ।
 যদে হুং নানুগচ্ছামস্তেন তপ্যামহে বয়ম্ ॥৩৯॥
 হুংসঙ্গহীনা হীনার্থাঃ স্মরন্তঃ স্মকৃতস্ত তে ।
 কিং নাম তদুভবেৎ কৰ্ম যেন হুং ন ত্রজাম বৈ ॥৪০॥
 হুংখং নুনং কুরুজ্যেষ্ঠ ! চরিত্বামি মহীমিমাম্ ।
 হীনানাং নন্দয়া রাজন্ । কুতঃ শাস্তিঃ কুতঃ সুখম্ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বদিত্তি । অবাধা অমুষ্টিতাঃ, কৃতবো যজ্ঞাঃ, মুখ্যাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ॥৩৭॥

কুত ইতি । প্রবর্তিষ্যামহে হাত্যাবঃ । যাদৃশেন ভাবেন পুরঙ্কৃত্য প্রাধাত্তেন প্রতি-
 পাল্য ॥৩৮॥

বয়মিত্তি । তপ্যামহে শোচিষ্যামঃ ॥৩৯॥

বদিত্তি । স্মকৃতস্ত উপকারত । স্মত্যাৰ্হকৰ্মণীতি কৰ্মণি বজী ॥৪০॥

হুংখমিত্তি । হুংখং যথা ত্রাং তথা । হীনানাং ত্যক্তানাম্ ॥৪১॥

মিত্র ও বন্ধুগণের সহিত আমরা আপনার অনুগ্রহে বহুতর প্রধান যজ্ঞের
 অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং তাহাতে প্রচুর দক্ষিণাও দিয়াছি ॥৩৭॥

মহারাজ ! আপনি যেভাবে আমাদেরকে প্রতিপালন করিয়া, বর্গে সমস্ত
 রাজার সহিত মিলিত হইতে চলিলেন, আমরা পাপাচারী এখন হইতে কিপ্রকারে
 সেইভাবে থাকিব ॥৩৮॥

রাজা ! আপনি পরলোকে গমন করিয়াছেন, কেবল আমরা তিন জনই
 আপনার অনুগমন করিতেছি না ; তাহাতে আমরা চিরকালই শোক অনুভব
 করিব ॥৩৯॥

মহারাজ ! এখন আমরা আপনার সংসর্গবিহীন হইলাম, আপনার প্রদত্ত অর্থ
 আর পাইব না এবং চিরকালই আপনার কৃত উপকার স্মরণ করিব ; আপনার
 এমন কোন্ ব্যবহার থাকিতে পারে, তাহাতে আমরা আপনার অনুসরণ
 করিতেছি না ॥৪০॥

কৌরবজ্যেষ্ঠ ! নিশ্চয়ই আমি এখন চাইতে এই পৃথিবীতে অতিহুঃখে বিচরণ
 করিব । কারণ, আপনি না থাকার, আমাদের সুখ বা শাস্তি আসিবে কোথা
 হইতে ॥৪১॥

(৩৯)....তপ্যামহে বয়ম্—বজ বজ্জি সো ।

গম্ভৈরম্ভ মহারাজ ! সমেত্য চ মহারথান্ ।
 যথাক্ষেপ্তং যথাক্ষৌৰ্ত্তং পূজয়েৰ্বচনাম্ভ ॥৪২॥
 আচার্য্যং পূজয়িত্বা চ কেতুং সৰ্ব্বধনুস্বতাম্ ।
 হতং ময়াশ্চ শংসেথা ধৃষ্টদ্যুম্নং নরাধিপ ! ॥৪৩॥
 পরিষজ্জেথা রাজানং বাহ্লীকং হুমহারথম্ ।
 সৈন্ধবং সোমদত্তঞ্চ তুরিষ্যবসমেব চ ॥৪৪॥
 তথা পূৰ্ব্বগতানন্তান্ স্বৰ্গে পাৰ্থিবসত্তমান্ ।
 অশ্বদ্বাক্যাং পরিষজ্য পূচ্ছেথাস্তমনামব্রম্ ॥৪৫॥ (মুগ্ধকম্)
 সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানং ভগ্নসক্ধমচেতনম্ ।
 অশ্বখামা সমুদীক্ষ্য পুনৰ্বচনমব্রবীৎ ॥৪৬॥
 হৃষ্যোধন ! জীবসি কং বাক্যং শ্রোত্বাস্থখং শৃণু ।
 সপ্ত পাণ্ডবতঃ শেবা ধার্ত্তরাষ্ট্রোজ্জয়ো বয়ম্ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

গম্ভৈতি । ইতো মর্ত্যালোকাং, গম্ভা বৰ্গমিতি শেবঃ, সমেত্য প্রাপ্য ॥৪২॥
 আচার্য্যমিতি । আচার্য্যং জ্ঞানম্, কেতুং স্বজং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ । শংসেথা ক্রয়াঃ ॥৪৩॥
 পরীতি । পরিষজ্জেথাবমানিনেঃ । সৈন্ধবং সিদ্ধরাজং অরজ্জথম্ । পাৰ্থিবসত্তমান্
 ভগদত্তাদীন্ । অনামঃ পূচ্ছেথাঃ “কত্রং পূচ্ছেননামব্রম্” ইতি বৃত্তেরিতি ভাবঃ ॥৪৪-৪৫॥
 ইতীতি । ভগ্নসক্ধং ভগ্নোকম্ । সমুদীক্ষ্যং অবচনপ্রবণে অবধানদানার্থম্ ॥৪৬॥

মহারাজ ! আপনি এই মর্ত্যালোক হইতে স্বৰ্গে যাইয়া, মহারথ জ্ঞানপ্রভৃতির
 নিকট উপস্থিত হইয়া, আমার অনুরোধ অনুসারে ক্ষৌৰ্ত্ত ও ক্ষৌৰ্ত্তকমে আপনি
 তাঁহাদের সম্মান করিবেন ॥৪২॥

রাজা । আপনি যাইয়া সৰ্ব্বধনুৰ্জ্জরক্সেষ্ঠ আচার্য্যকে (জ্ঞানকে) অভিবাদন
 করিয়া বলিবেন—‘আজ আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিয়াছি’ ॥৪৩॥

আপনি—মহারথ রাজা বাহ্লীককে, সিদ্ধরাজ অরজ্জথকে, সোমদত্তকে ও
 তুরিষ্যবাকে আলিঙ্গন করিবেন এবং পূৰ্ব্ব স্বৰ্গগত রাজক্সেষ্ঠ ভগদত্তপ্রভৃতিকে
 আমার বাক্য অনুসারে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন’ ॥৪৪-৪৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—‘অশ্বখামা ভগ্নোক ও অচেতন হৃষ্যোধনকে এইরূপ বলিয়া,
 পুনরায় তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলেন—’ ॥৪৬॥

(৪৬)....অশ্বখামা সমুদীক্ষ্য—বা নি ।

তে চৈব ভ্রাতরঃ পঞ্চ বাহুদেবোহথ সাত্যকিঃ ।

অহঞ্চ কৃতবর্মা চ কৃপঃ শারদ্বতস্তথা ॥৪৮॥

দ্রৌপদেয়া হতাঃ সর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত চান্সজাঃ ।

পাণ্ডালা নিহতাঃ সর্বে মৎস্তশেষঞ্চ ভারত ॥৪৯॥

কৃতে প্রতিকৃতং পশু হতপুত্রো হি পাণ্ডবাঃ ।

সৌপ্তিকে শিবিরং তেষাং হতং সননবাহনম্ ॥৫০॥

ময়া চ পাপকর্মাসৌ ধৃষ্টদ্যুম্নো মহীপতে ।।

প্রবিশু শিবিরং রাত্রৌ পশুমারেণ মারিতঃ ॥৫১॥

দুর্যোধনস্ত তাং বাচং নিশম্য মনসঃ প্রিয়াম্ ।

প্রতিলভ্য পুনশ্চেত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

দুর্যোধনেতি । পাণ্ডবতঃ পাণ্ডবপক্ষে, দার্ডরাষ্ট্রাঃ কৌরবপক্ষীরাঃ ॥৪৭॥

উত্তরেবাং শোণাণাং পরিচরমাহ ত ইতি । তে পাণ্ডবাঃ । শারদ্বতঃ শরদ্বতঃ পুত্রঃ ॥৪৮॥

দ্রৌপেতি । দ্রৌপদেয়া দ্রৌপত্যাঃ পুত্রাঃ । মৎস্তানাং মৎস্তদেশীয়গৈস্তানাং শেবম্ ॥৪৯॥

কৃত ইতি । কৃতে অশ্রাক্ষপকারে, প্রতিকৃতমশ্রাক্ষিরপি তেষাং প্রত্যপকারং কৃতং পশু । সৌপ্তিকে স্তব্রভাবে নিদ্রিতাবস্থায়ামিত্যর্থঃ, নরৈবাহনৈর্গজাদিতিস্ত স্নেহেতি তৎ ॥৫০॥

মরেতি । পাপকর্ম্ম আচার্য্যঘাতিত্বাৎ । পশুমারেণ পশুমারণপ্রকারেণ ॥৫১॥

দুর্যোধন ইতি । চেতশ্চেতনাং পুনঃ প্রতিলভ্য শ্রীকৃদরাৎ ॥৫২॥

‘দুর্যোধন ! আপনি জীবিত আছেন ; অতএব কর্ণের সুখজনক বাক্য শ্রবণ করুন—পাণ্ডবপক্ষে সাত জন অবশিষ্ট আছেন এবং কৌরবপক্ষে আমরা তিন জন অবশিষ্ট আছি ॥৪৭॥

পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতা, কৃষ্ণ ও সাত্যকি এই সাত জন পাণ্ডবপক্ষে অবশিষ্ট রহিয়াছেন ; আর আমি, কৃতবর্মা ও শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য—এই তিন জন কৌরবপক্ষে অবশিষ্ট রহিয়াছি ॥৪৮॥

ভরতনন্দন । দ্রৌপদীর সকল পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের সমস্ত পুত্র, সমস্ত পাণ্ডাল এবং মৎস্তদেশীয় অবশিষ্ট বোদ্ধারা সকলেই নিহত হইয়াছেন ॥৪৯॥

মহারাজ ! দেখুন—পাণ্ডবেরা যে অপকার করিয়াছে, আমরা তাহার প্রতিশোধ দিয়াছি । কারণ, পাণ্ডবগণের পুত্রেরাও নিহত হইয়াছে এবং নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ ও হস্তিপ্ৰভৃতির সহিত পাণ্ডবগণের শিবিরও বিনষ্ট হইয়াছে ॥৫০॥

রাজা ! আমি গত রাত্রিতে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিয়া, পশুর দ্বার সেই পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে মারিয়া কেলিয়াছি’ ॥৫১॥

ন মেহকরোতদুগাঙ্গৈরো ন কর্ণো ন চ তে পিতা ।
 যন্তরা কৃপভোজাত্যাং সহিতেনাশ্র মে কৃতম্ ॥৫৩॥
 স চ সেনাপতিঃ ক্ষুদ্রো হতঃ সার্কং শিখণ্ডিনা ।
 তেন মন্যে মঘবতা সমমাক্সানমশ্র বৈ ॥৫৪॥
 স্বস্তি প্রাপ্নুত ভদ্রং বঃ স্বর্গে নঃ সঙ্গমঃ পুনঃ ।
 ইত্যেবমুক্তা তুষ্ণীং স কুরুরাজো মহামনাঃ ॥৫৫॥
 প্রাণানুদহজদ্বীরঃ সুরদাং ছঃখমুৎসজন্ ।
 আক্রামত দিবং পুণ্যাং শরীরং ক্রিতিমাবিশৎ ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । গাঙ্গৈরো ভীষঃ । ভোজঃ কৃতবর্ষা ॥৫৩॥
 ন ইতি । স ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, সেনাপতিঃ পাণ্ডবানাম্ । মঘবতা ইন্দ্রেন ॥৫৪॥
 স্বস্তীতি । স্বস্তি ধর্মমন্ত্ৰ, প্রাপ্নুত যথেষ্টং গচ্ছত, ভদ্রং মঙ্গলম্ ॥৫৫॥
 প্রাণানিতি । সুরদাং ছঃখং শোকরূপম্ । দিবং স্বর্গম্, আবিশদাশ্রয়ৎ ॥৫৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তে হব্বেতি ॥১—৪॥ চিখাদিবুন্ তক্ষিত্বমিচ্ছন্ ॥৫—১৬॥ মাংসহেতবঃ মাংসার্থিনঃ
 ॥১৭—৩৮॥ ধন্যামহে তমীভবেম ॥৩৯—৫২॥ ন মেহকরোদিত্তি । পাপঃ কঠগতপ্রাণো-
 হপ্যভিনন্দতি পাপিনম্ । দ্রোণিং প্রহস্তবাসয়ং পাংসুহৃক্ কুরুরাড়িব ॥৫৩—৬২॥

ইতি সৌপ্তিকপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

দুর্যোধন মনের প্রীতিজনক সেই বাক্য শুনিয়া পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া,
 এই কথা বলিলেন—॥৫২॥

‘আচার্য্যপুত্র! আজ আপনি কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ষার সহিত মিলিত হইয়া
 আমার যাহা করিয়াছেন, তাহা ভীষ, দ্রোণ এবং কর্ণও করিতে পারেন নাই ॥৫৩॥

সেই ক্ষুদ্রাশয় পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীর সহিত নিহত হইয়াছে;
 অতএব আজ আমি আপনাকে ইন্দ্রের সমান মনে করিতেছি ॥৫৪॥

আপনাদের ধর্মলাভ হউক, আপনারা যাইতে পারেন, আপনাদের মঙ্গল
 হউক, পুনরায় স্বর্গলোকে আমাদের সম্মেলন হইবে।’ এই কথা বলিয়া মহামনা
 দুর্যোধন নীরব হইলেন ॥৫৫॥

ক্রমে মহাবীর দুর্যোধন বহুবর্গের শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন
 এবং তিনি পুণ্যময় স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন; আর তাঁহার শরীরটা ভূতলেই
 পড়িয়া রহিল ॥৫৬॥

(৫৫) ইত্যেবমুক্তা পুত্রভে...বা নি । (৫৬) প্রাণানুদহজদ্বীরঃ । অপাক্রামৎ—বা নি ।

এবং তে নিধনং যাতঃ পুত্রো হৃষ্যোধনো নৃপ । ।
 অগ্রে যাত্না রণে শূরঃ পশ্চাচ্চিনিহতঃ পরৈঃ ॥৫৭॥
 তথৈব তে পরিষক্তাঃ পরিষজ্য চ তে নৃপয় ।
 পুনঃ পুনঃ প্রেক্ষমাণাঃ স্বকানারুহু রথান্ ॥৫৮॥
 ইত্যহং দ্রোণপুত্রস্ত নিশম্য করুণাং গিরম্ ।
 প্রত্যাষকালে শোকাক্তঃ প্রাদ্রবন্ নগরং প্রতি ॥৫৯॥
 এবমেব ক্রয়ো বৃত্তঃ কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ ।
 ঘোরো বিশসনো রৌদ্রো রাজন্ ! দুর্মদ্বিতে তব ॥৬০॥
 তব পুত্রে গতে স্বর্গং শোকাক্তস্ত মমানস । ।
 ঋষিদত্তং প্রনম্য তদ্বিবাদশিষ্যমদ্য বৈ ॥৬১॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । যাত্না শূরত্বাদেব গতা । পরৈঃ শক্রভিঃ ॥৫৭॥
 তথেষু । পরিষক্তাঃ পূর্বমালিঙ্গিতাঃ, নৃপং নৃপশরীরম্ । স্বকান্ স্বকীরান্ ॥৫৮॥
 ইতীতি । অহং সন্নয়ঃ । নগরং হস্তিনাম্ ॥৫৯॥
 এবমিতি । বৃত্তো জাতঃ । ঘোরো মহান্, বিশসনো হিংসানিপ্লবঃ, রৌদ্রো ভীষণঃ ॥৬০॥
 তথেষু । ঋষিণা বেদব্যাসেন দত্তম্, দিব্যদর্শিত্বং সর্কজম্ ॥৬১॥

রাজা । এইভাবে আপনার পুত্র হৃষ্যোধন স্বর্গে গমন করিয়াছেন ; তিনি বীর বলিয়া সমস্ত সৈন্যের অগ্রে যাইয়া, পরে শক্রহস্তে নিহত হইয়াছেন ॥৫৭॥

হৃষ্যোধন পূর্বে অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ন্যাকে আলিঙ্গন করিতেন ; সুতরাং তৎকালে তাঁহারাও তাঁহার দেহটীকে আলিঙ্গন করিয়া এবং বার বার সেই দিকে নৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া, আপন আপন রথে আরোহণ করিলেন ॥৫৮॥

আমি অশ্বখামার এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, শোকাক্ত হইয়া, প্রভাত-কালে হস্তিনানগরে আগমন করিয়াছি ॥৫৯॥

রাজা । আপনার কুমন্ত্রণার ফলে কৌরবসৈন্য ও পাণ্ডবসৈন্যের এইরূপ পরস্পর-হিংসাপ্রযুক্ত ভীষণ মহাক্রয় হইয়াছে ॥৬০॥

নিপাপ মহারাজ ! আপনার পুত্র হৃষ্যোধন স্বর্গে গমন করিলে, আমি শোকাক্ত হইয়া পড়িলাম ; তখন বেদব্যাসপ্রদত্ত আমার সেই দিব্যদৃষ্টি আজ খিনম্ হইয়া গেল ॥৬১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা স নৃপতিঃ পুত্রস্ত নিধনং তদা ।

নিশ্বস্ত দীর্ঘশ্বসকং ততশ্চিন্তাপরোহভবৎ ॥৬২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং সৌপ্তিক-
পৰ্ব্বনি স্তপ্তবধে দুর্যোধনপ্রাপত্যাগে দশমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

—:~:—

(২। ঐষীকপৰ্ব্ব ।)

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

—:~:~:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্তাং রাজ্যাং ব্যতীতায়াং ধুষ্টছান্সস্ত সারথিঃ ।

শশংস ধর্মরাজায় সৌপ্তিকে কদনং কৃতম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । নৃপতিধৃতরাষ্ট্রঃ । চিন্তাপরো ভাবিকর্ষব্যালোচনাশক্তঃ ॥৬২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্রীহরিনাসসিদ্ধান্তবাসীশতট্টাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপৰ্ব্বনি স্তপ্তবধে দশমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:~:~:—

ততামিতি । শশংস উবাচ । সৌপ্তিকে সর্কেবামেব স্তপ্তাবহারান, কদনং মহামারীম্ ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ধৃতরাষ্ট্র তখন পুত্র দুর্যোধনের এইরূপ নিধন-
বৃত্তান্ত অবগণ করিয়া দীর্ঘ ও উচ্চ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, পরে চিন্তাশ্রিত হইলেন ॥৬২॥

—:~:~:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই রাত্রি অতীত হইলে, ধুষ্টছান্সের সারথি যাইয়া—
অবধামা নিদ্রিত অবস্থায় সৈন্তগণের যে মহামারী ঘটাইয়াছিলেন, তাহা বুদ্ধিষ্ঠিরের
নিকট বলিল ॥১॥

(৬২)....জাতিপুত্রবধং তদা—বা নি । • ‘...দশমোহধ্যায়ঃ’ শি বদ বর্জ বা সো নি ।

(১)....গদা শশংস পাতুত্যাঃ—বা নি ।

সূত উবাচ । *

দ্রৌপদেয়া হতা রাজন্ ! দ্রুপদস্তাত্মজৈঃ সহ ।
 প্রমত্তা নিশি বিখস্তাঃ স্বপস্তঃ শিবিরে স্বকে ॥২॥
 গৌতমেন নৃশংসেন ভোজেন কৃতবর্ষণা ।
 অশ্বখামা চ পাপেন হতং বঃ শিবিরং নিশি ॥৩॥
 এতৈর্নরগজাখানাং প্রাসশক্তিপরশধৈঃ ।
 সহস্রাণি নিকৃষ্টস্তির্নিঃশেষং তে বলং কৃতম্ ॥৪॥
 ছিদ্ৰমানস্ত মহতো বনস্তেব পরশধৈঃ ।
 শুশ্রুবে স মহান্ শব্দো বলস্ত তব ভারত ! ॥৫॥
 অহমেকোহবশিষ্ঠস্ত তস্মাৎ সৈন্যামহীপতে ! ।
 মুক্তঃ কথঞ্চিদ্রক্ষ্যাম্ভান্ ! ব্যগ্রস্ত কৃতবর্ষণঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

* হত ইতি । হতো ধূটদ্বারস্ত অসারথিঃ । “হতঃ কস্তা চ সারথিঃ” ইত্যমরঃ ।
 দ্রৌপেতি । আত্মজৈর্দ্রুপদস্তাত্মজৈঃ । প্রমত্তা আত্মরক্ষায়ামনবহিতাঃ ॥২॥
 গৌতমেনেতি । গৌতমেন গৌতমগোত্রেন কপেণ, ভোজেন তদংশীয়েন ॥৩॥
 এতৈরिति । নিকৃষ্টস্তির্হীনস্তিঃ, বলং সৈন্যম্ ॥৪॥
 ছিদ্বেতি । শব্দ আর্জুনাদঃ ঠক্ঠকাদিধ্বনিচ ॥৫॥
 অহমিতি । ব্যগ্রস্ত অকৃতবর্ষে ব্যাসকৃত কৃতবর্ষণঃ সকাশাৎ ॥৬॥

সেই সারথি বলিল—‘রাজা ! দ্রৌপদীর পুত্রেরা দ্রুপদের পুত্রগণের সহিত
 রাত্রিতে স্বকীয় শিবিরে অসাবধান অবস্থায় ও নিকৃষ্টগতাবে নিদ্রা যাইতেছিলেন ;
 তখন অশ্বখামা যাইয়া তাঁহাদের সকলকেই নিহত করিয়াছেন ॥২॥

নৃশংস ও পাপাত্মা কপ, কৃতবর্ষা এবং অশ্বখামা রাত্রিতে আপনাদের শিবিরটাই
 বিধ্বস্ত করিয়াছেন ॥৩॥

ইহারা প্রাস, শক্তি ও পরশুদ্বারা সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে ছেদন
 করিয়া করিয়া আপনার সৈন্যকে একেবারে নিঃশেষ করিয়াছেন ॥৪॥

ভরতনন্দন ! পরশুদ্বারা বন ছেদন করিতে লাগিলে, তাহার যেমন ঠক্ঠক্-
 প্রভৃতি শব্দ শুনা যায়, তেমন সৈন্যগণকে ছেদন করিতে লাগিলে, তাহাদের তখন
 বিশাল আর্জুনাদ শুনা যাইতেছিল ॥৫॥

(৩) কৃতবর্ষণা নৃশংসেন গৌতমেন কপেণ চ—পি বঙ্গ বর্ষ লো । (৬)---ব্যগ্রাস্ত
 কৃতবর্ষণঃ—বা নি ।

তচ্ছ্রুত্বা বাক্যমশিবং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 পপাত মহাং দুর্ধৰ্ষঃ পুত্রশোকসমম্বিতঃ ॥৭॥
 তং পতন্তুমতিক্রম্য পরিজ্ঞাতোহ সাত্যকিঃ ।
 ভীমসেনোহর্জুনশ্চৈব রাজীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥৮॥
 লক্শ্যেতাং কৌন্তেয়ঃ শোকবিহ্বলয়া গিরা ।
 জিহ্বা শত্রুং জিতঃ পশ্চাৎ পর্যাদেবয়দ্যদ্বৎ ॥৯॥
 হুৰ্বিদা গতিরর্থানামপি যে দিব্যচক্ষুষঃ ।
 জীয়মানা জয়ন্ত্যস্তে জয়মানা বয়ং জিতাঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তদिति । অশিবম্ অমঙ্গলময়ম্ । দুর্ধৰ্ষেহপি পুত্রশোকসমম্বিতত্বাদেব পপাতেতি
 ভাবঃ ॥৭॥

তদिति । অতিক্রম্য উৎপত্য গতা ॥৮॥

লক্শ্যেতি । লক্শ্যেতাঃ প্রাপ্তচৈতন্তঃ, কৌন্তেয়ো যুধিষ্ঠিরঃ । পর্যাদেবয়ৎ ব্যলপৎ ॥৯॥

হুৰ্বিতি । হুৰ্বিদা হুৰ্বেদা । জ্ঞপাতাব আৰ্হঃ । উক্তার্থে প্রমাণমাহ জীয়েতি ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

জয়েন হর্ষতামহুপদমেব শোকতরে প্রবর্তেতে ইতি দর্শয়ন্তৈবীকয়ারততে ততানিতি
 ॥১—৭॥ অতিক্রম্য বৈদ্যমধ্যাদাং ত্যক্ত, পতন্তম্ ॥৮—৯॥ অস্তে শত্রবঃ, জয়মানাঃ

ধর্ম্মায়া রাজা ! কৃতবর্মা বধন অস্ত্রান্ত সৈন্যসংহারে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই
 সময়ে আমি তাঁহার নিকট দিয়া কোন প্রকারে আপনার সৈন্য হইতে মুক্ত হইয়া
 আসিয়াছি' ॥৬॥

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির দুর্ধর্ষ হইলেও সেই অমঙ্গলময় বাক্য শুনিয়া, পুত্রশোকে
 আকুল হইয়া, ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন ॥৭॥

তিনি পতিত হইতে লাগিলে সাত্যকি, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব লাফ
 দিয়া যাইয়া তাঁহাকে ধরিলেন ॥৮॥

পরে যুধিষ্ঠির কিকিৎ চিৎকার হইয়া পূর্বে জয় করিয়া পরে পরাজিত হওয়ার
 আকুলের দ্বারা শোকবিহ্বলবাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন— ॥৯॥

'বাহারা দিব্য চক্ষু, তাঁহাদের পক্ষেও পদার্থের গতি বুঝা হুহুয় । হায় ।
 অস্ত্র লোকেরা পরাজিত হইতে থাকিয়া জয়লাভ করে, আর আমরা জয় করিতে
 থাকিয়া পরাজিত হইলাম ॥১০॥

(৭)....পপাত মহাং মহাক্ষা...বা নি । (৮) তং পতন্তুমতিক্রম্য—নি বদ্যে ।

হুহ। ভ্রাতৃন বয়স্কাংশ্চ পিতৃন পুত্রান্ স্নহদগণান্ ।
 বন্ধুনমাত্যান্ পৌত্রাংশ্চ জিত্বা সর্বান জিতা বয়ম্ ॥১১॥
 অনর্থো অর্থসন্ধাশস্তধানর্থোহর্থদর্শনঃ ।
 জয়োহয়মজয়াকারো জয়ন্তস্মাৎ পরাজয়ঃ ॥১২॥
 যজ্জিত্বা তপ্যতে পশ্চাদাপন্ন ইব দুশ্মতিঃ ।
 কথং মন্যেত বিজয়ং ততো জিততরঃ পরৈঃ ॥১৩॥
 যেমামর্থায় পাপং শ্রাদ্ধিজয়স্ত স্নহদ্বধৈঃ ।
 নির্জিতৈরগ্রমতৈর্হি বিজিতা জিতকাশিনঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

হুহেতি । অহো দৈবগতিবিচিজেতি ভাবঃ ॥১১॥

অনর্থ ইতি । দৈবাৎ প্রাণিনামনর্থোহপি অর্থসন্ধাশো ভবতি, কদাচিদনর্থশ্চ অর্থ ইব
 বৃদ্ধত ইত্যর্থঃ, দর্শনো জায়তে । অর্থসন্ধোহিত্ব ইষ্টেবিসয়পরঃ । অন্ননম্বাকং জয়ঃ অজয়াকারঃ
 সর্বসৈন্তনাশাৎ । অস্মাৎ অতএব এব জয়ঃ পরাজয় এব ॥১২॥

যদিতি । আপন্ন পাপংপ্রাপ্তঃ । ততো জয়লাভাৎ পরম্ । যমাপোষৈবাবহেতি
 ভাবঃ ॥১৩॥

যেমামিতি । যেমাং বিজয়ত্বার্থায় স্নহদ্বধৈঃ পাপং জ্ঞাত্ব, তে জিতেন জয়েন কাশকে
 শোভন্ত ইতি জিতকাশিনো জনাঃ, নির্জিতৈরপি অগ্রমতৈঃ শত্রুজয়ে সাবধানৈর্জনৈর্বিজিতাঃ
 স্মৃতাঃ । তথা চ বিজয়ার্থং কৃতৈঃ স্নহদ্বধৈরম্বাকং পাপং জ্ঞাত্ব, তস্মাৎ পাপাদেব চ বয়ং
 জিতকাশিনঃ । অপি নির্জিতৈরম্বকসৈন্তসংহারে সাবধানৈশ্চাখ্যাদিভিরিদানীং বিজিতা
 ইতি ভাবঃ ॥১৪॥

আমরা ভ্রাতৃগণ, বয়স্কগণ, পিতৃগণ, পুত্রগণ, স্নহদগণ, বন্ধুগণ, অমাত্যগণ ও
 পৌত্রগণকে বধ করিয়া এবং অস্মাৎ সকলকে জয় করিয়া, পরিশেষে পরাজিত
 হইলাম ॥১১॥

দৈববশতঃ প্রাণিগণের পক্ষে কোন সময়ে অনিষ্টও বাস্তবিকই ইষ্টরূপ হইয়া
 থাকে ; আবার কোন সময়ে অনিষ্টকে ইষ্টের স্থায় দেখা যায় (বাস্তবিকপক্ষে
 সেটা ইষ্ট নহে) । আমাদেরও এই জয়টা অজয়ের সদৃশই হইয়াছে ; সুতরাং
 আমাদের এই জয় পরাজয়ই বটে ॥১২॥

হুর্ভুজি মানুষ যে জয়লাভ করিয়া পরে বিপদাপদের স্থায় অনুভব কর ; সে, সে
 জয়কে কি করিয়া জয় বলিয়া মনে করে । কারণ, তাহার পর শত্রুরা তাহাকে
 গুরুতরভাবে জয় করে ॥১৩॥

কর্ণিনালীকদংষ্ট্রস্ত খড়্গজিহ্বস্ত সংযুগে ।

চাপব্যাভাস্তরৌদ্রস্ত জ্যাতলম্বননাদিনঃ ॥১৫॥

ক্রুদ্ধস্ত নরসিংহস্ত সংগ্রামেষপলায়িনঃ ।

যে ব্যমুঞ্চস্ত কর্ণস্ত প্রমাদাত ইমে হতাঃ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

রথহৃদং শরবর্ষোর্গ্নিমস্তঃ রত্নাচিতং বাহনবাজিমুক্তম্ ।

শক্ত্যুষ্টিমীনধ্বজনাগনক্রং শরাসনাবর্ত্তমহেবুফেনম্ ॥১৭॥

সংগ্রামচন্দ্রোদয়বেগবেলং দ্রোণার্ণবং জ্যাতলনেমিঘোষম্ ।

যে তেজুরুচ্চাবচশস্ত্রনৌভিস্তে রাজপুত্রা নিহতাঃ প্রমাদাৎ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কণীত। কণিনো নালীকাস্ত বাণবিশেষা দংষ্ট্রা দন্তপঙ্ক্তিরিব যত তত, খড়্গো জিহ্বিব যত তত। চাপঃ ধনুঃ ব্যাভাস্তঃ বিবৃতবদনমিব তেন রৌদ্রস্ত ভীষণত, জ্যাতলম্বনো ধনুর্গর্জনশব্দো নাদো গর্জনমিবাভ্যাতীতি তত। নরঃ সিংহ ইব তত। কর্ণস্ত সকাশাদিতি শেষঃ, প্রমাদাৎ অনবধানতাবশাৎ ॥১৫—১৬॥

রথেন্তি। রথো এব হৃদা গর্তা যত তম্, শরবর্ষমেব উর্গ্নিমস্তরসোহভ্যাতীতি তম্, রত্নৈরাচিতং ব্যাভাস্ত, বাহনানি রথাস্থা এব বাজিনো জলাশ্রয়ৈবুক্তম্। শক্তয় ঋষ্টয়ৈশ্চ যীনা ধ্বজা এব নাগাঃ সর্পাঃ, নক্রা জলজন্তবস্ত যত তম্, শরাসনং ধনুরেব আবর্ত্তো জলজবিবৃত স চাপো মহেববো মহাবাণা এব ফেনা যত স চেতি তম্। সংগ্রাম এব চন্দ্রস্ত উদয়েন বেগো যত্নাঃ সা তাদৃশী বেলা অধুবিকৃতিঃ পুরো যত তম্, দ্রোণ এব অর্ণবস্ত, জ্যাতলনেমীনাং গুণহতাবরণচক্রপ্রোস্থানাং ঘোষঃ শব্দ এব ঘোষো গর্জনং যত তক উচ্চাবচানি নানাবিধানি শস্ত্রাণ্যেব নাবভ্যতিঃ, প্রমাদাৎ অনবধানাৎ ॥১৭—১৮॥

জয়লাভের জন্য সুহৃদ্ বধ করায় যাহাদের পাপ হয়, তাহারা জয়লক্ষ্মী লাভ করিয়াও পরাজিত ও অবহিত শত্রুগণকর্তৃক পুনরায় পরাজিত হয় ॥১৪॥

কর্ণি ও নালীকপ্রভৃতি বাণসমূহ যাহার দস্তক্ষেপিতুল্য, খড়্গা যাহার জিহ্বার দ্বার, আকৃষ্ট ধনু যাহার প্রকটিতমুখের সদৃশ এবং ধনুর গুণ ও হস্তাবরণের শব্দ যাহার গর্জনের সমান ছিল, সেই সিংহসদৃশ ক্রুদ্ধ ও ভীষণ, যুদ্ধে অপলারী কর্ণের নিকট হইতে যাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছিল, আজ তাহারা অনবধানতাবশতঃ নিহত হইয়াছে ॥১৫—১৬॥

রথ—যাহার গর্ত, বাণবর্ষণ—যাহার তরঙ্গ, বাহনগুলি—যাহার জলাশ্রয়, শক্তি ও কৃতি—যাহার বংশ, ধ্বজ—যাহার সর্প ও জলজন্ত, ধনু—যাহার আবর্ত্ত (জলজ্রমি—ঘোলা), বিশাল বাণ—যাহার কেন, বুদ্ধরূপ চন্দ্রের উদয়ে বেগ—যাহার পূর (জোয়ার) এবং ধনুর গুণ, হস্তাবরণ ও রথচক্রের শব্দই যাহার গর্জনবরণ ছিল, সেই রথ-

ন হি প্রমাদাৎ পরমোহস্তি কশ্চিদ্বধো নরাণামিহ জাবলোকে ।

প্রমত্তমৰ্থা হি নরঃ সমস্তাঃ ত্যজন্ত্যনৰ্থাশ্চ সমাবিশন্তি ॥১৯॥

ধ্বজোত্তমাগ্নোচ্ছি তধুমকেতুঃ শরার্চিষঃ কোপমহাসমীরম্ ।

মহাধনুর্জ্যাতলনেমিঘোষঃ তনুজ্ঞানানাবিশশস্ত্রহোমম্ ॥২০॥

মহাচমূকক্ষদবাতিপন্নঃ মহাহবে ভীষ্মমহাদবাগ্নিম্ ।

যে তেরুরুচ্চাবচশস্ত্রবেগৈস্তে রাজপুত্রা নিহতাঃ প্রমাদাৎ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ন হীতি । বধো বধহেতুঃ । প্রমত্তমনবহিতম্, অৰ্থা অনভীষ্টবিষয়াঃ, অনৰ্থা অনভীষ্ট-
বিষয়াঃ, সমাবিশন্তি আশ্রয়ন্তি ॥১৯॥

ধ্বজেতি । ধ্বজোত্তমস্ত অগ্নে উচ্ছিত উখিতো ধূমঃ কেতুঃ পতাকাৰূপো যত্র তন্, শরা
বাণা এব অর্চিষঃ শিখা যত্র তন্, কোপঃ ক্রোধ এব মহান্ সমীরো বর্জকো বায়ুর্ভূত তন্ ।
মহাধনুর্জ্যাতলনেমীনাং ঘোষ এব ঘোষঃ শব্দে যত্র তন্, তনুজ্ঞানি বর্ণানি নানাবিধানি
শস্ত্রাণি চ তেষাং হোমো হবিস্ত্যাগো যস্মিন্ তন্ । মহাচমূরেব কক্ষদবঃ শুকতৃণবনং তত্র
অতিপন্নঃ লগ্নম্, ভীষ্ম এব মহান্ দবাগ্নির্দাবানলম্ । উচ্চাবচানি নানাবিধানি শস্ত্রাণি
তেষাং বেগৈঃ ॥২০—২১॥

ভারতভাবদীপঃ

অরতঃ, জিতানাং অরো অরতাং পরাজয়ঃ কলতোহভূদিত্তি মহদাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ ॥১০—১৫॥
বায়ুকৃত মূকতাঃ, কর্ণত কর্ণাৎ, প্রমাদাদশব্দকৃতাদসাগ্রিধ্যাৎ ॥১৬—১৯॥ তনুজ্ঞানি নানাবিধানি
শস্ত্রাণি চ তেষাং হোমঃ প্রকেপো যত্র তৎ তনুজ্ঞানানাবিশশস্ত্রহোমম্ ॥২০॥ ভীষ্মমঃ
ভীষ্মপ্রধানমগ্নিদাহং ভীষ্মরূপেণাগ্নিনা দাহমিত্যর্থঃ । তে সেহিরে সোচবন্তঃ ॥২১—৩১॥

ইতি সৌপ্তিকপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে দশমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

পরিপূর্ণ জ্ঞানরূপ সমুদ্রকে বাঁহারা নানাবিধ অস্ত্ররূপ নৌকাধারা অতিক্রম
করিয়াছিলেন, সেই রাজপুত্রেরা অনবধানতাবশতঃ আজ নিহত হইয়াছেন ॥১৭-১৮॥

এই জীবলোকে অনবধানতাব্যতীত মানুষের বিনাশের অস্ত্র কোন প্রধান
কারণ নাই । কারণ, সমস্ত অভীষ্ট বিষয়ই অসাবধান লোককে পরিত্যাগ করে
এবং সমস্ত অনর্থ আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করে ॥১৯॥

উত্তম ধ্বজের উপরে পতাকারূপ বাহার ধূম, বাণ বাহার শিখা, ক্রোধ বাহার
প্রকল বায়ু, বিশাল ধনুর গুণ, হস্তাবরণ ও চক্রপ্রান্তের শব্দ বাহার রব, বর্ম্ম ও
নানাবিধ অস্ত্র বাহার আছতি এবং যাহা বিশাল মৈত্ররূপ শুকতৃণবনে লগ্ন হইত,
সেই ভীষ্মরূপ মহাদাবানলকে বাঁহারা মহাবুকে নানাবিধ অস্ত্রবেগধারা অতিক্রম
করিয়াছিলেন, সেই রাজপুত্রেরাই অনবধানতাবশতঃ নিহত হইয়াছেন ॥২০—২১॥

(২০) ইত্যঃপ্রভৃতি পুস্তকভেদাদেব পাঠভেদো ক্রটব্যঃ ।

ন হি প্রমত্তেন নরেন শক্যমাণুঃ বহু শ্রীবিপুলং যশো বা ।
 পশ্চাৎপ্রমাদেন নিহত্য শক্রান্ সৰ্বান্ মহেন্দ্রঃ স্বধমেধমানম্ ॥২২॥
 ইন্দ্রোপমান্ পার্শ্বিপুত্রপৌত্রান্ পশ্চাৎবিশেষেণ হতান্ প্রমাদাৎ ।
 তীৰ্থা সমুদ্রঃ বণিকঃ সমৃদ্ধা যয়াঃ কুনধ্যামিব সীদমানাঃ ॥২৩॥
 অমৰ্ষিতৈর্থে নিহতাঃ শয়ানা নিঃসংশয়ঃ তেহপি দিবং প্রপরাঃ ।
 কৃষ্ণাস্ত শোচামি কথং নু সাধ্বী শোকার্ণবঃ সাদ্য বিশক্যতীতি ॥২৪॥
 ভ্রাতৃংশ্চ পুত্রাংশ্চ হতান্ নিশম্য পাঞ্চালরাজঃ পিতরঞ্চ বৃদ্ধম্ ।
 ক্রবং বিসংজ্ঞা পতিতা পৃথিব্যাং সা শেষতে শোককুশান্নযষ্টিঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ন হীতি । প্রমত্তেন অনবহিতেন । আশুঃ লক্ষ্মণ, বহু বনম্, শ্রীভবনাদিশোভা ।
 অপ্রমাদেন সাবধানতয়া, এধমানং বর্ধমানং বর্গাধিপতিভূতমিত্যর্থঃ ॥২২॥

ইন্দ্রেতি । পার্শ্ববানঃ রাজাঃ পুত্রপৌত্রান্, হতান্ অশ্বকঃ শিবিরেষু, প্রমাদাৎ
 অনবধানতাবশাৎ । উক্তার্থে সাদৃশ্যমাহ তীর্থেতি । সমৃদ্ধা ধনসম্পত্তেন সম্পরাঃ সন্তঃ,
 সীদমানা অবসরা অনবহিতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ । তথা চ ভীষ্মাদিবধেন বিজয়িনী যৎসেনা
 অনবধানতাবশাদেব কেনচিৎ কৃত্ত্বেন ব্রাহ্মণেন হতেতি ভাবঃ ॥২৩॥

অমৰ্ষিতৈরিতি । অমৰ্ষিতৈঃ ক্রুদ্ধৈরশ্বখাদিভিঃ । দিবং বর্গম্, প্রপরাঃ কুরুক্ষেত্র
 সাহস্রাঃ প্রাপ্তাঃ, অতঃপরেণ শোকো নাভীতি ভাবঃ । কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্ ॥২৪॥

ভ্রাতৃনিতি । বিসংজ্ঞা অচেতনতা । শেষতে শব্দম্ করিষ্যতি ॥২৫॥

অসাবধান মামুষ ধন, শোভা কিংবা বিপুল যশ লাভ করিতে সমর্থ হয় না ।
 দেখ—ইন্দ্র সাবধানতাবশতই সমস্ত শত্রুকে সংহার করিয়া, অনায়াসে সমৃদ্ধি লাভ
 করিয়াছেন ॥২২॥

আরও দেখ—ইন্দ্রের তুল্য রাজপুত্র ও রাজপৌত্রেরা অনবধানতাবশতই
 অ-বিশেষভাবে আমাদের শিবিরে নিহত হইয়াছেন । অতএব সমৃদ্ধিসম্পন্ন বণিকেরা
 সমুদ্র অতিক্রম করিয়া আসিয়া অসাবধানতাবশতঃ যেমন ক্ষুদ্র নদীতে মগ্ন হয়,
 সেইরূপ আমাদের সেই যোদ্ধারা ভীষ্মপ্রভৃতির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আজ ক্ষুদ্র
 অশ্বখামার হস্তে নিহত হইয়াছেন ॥২৩॥

ক্রুদ্ধ শক্ররা যে সকল নিরীক্ত ব্যক্তিকে নিহত করিয়াছে, তাঁহারাও অর্গেই
 গিয়াছেন (মৃতরাং তাঁহাদের অস্ত্র শোক করা উচিত নহে) । কিন্তু দ্রৌপদীর
 অস্ত্রই শোক করিতেছি । কেন না, সেই সাধ্বী আজ কি করিবে এই শোকসাগর
 সমুদ্র করিবেন ॥২৪॥

(২৫) অমৰ্ষিতৈর্থে নিহতা মরেন্দ্রা...বা নি, সা বিবহিততীতি...বা নি ।

তচ্ছোকজঃ হুঃখমপারয়ন্তী কথং ভবিষ্যত্যাচিতা হুধানাম্ ।
 পুত্রকয়ভ্রাতৃবধপ্রপুত্রা প্রদহমানেষ হতাপনেন ॥২৬॥
 ইত্যেবমার্ত্তঃ পরিদেবয়ন্ স রাজা কুরুণাং নকুলং বভাষে ।
 গচ্ছানরৈনামিহ মন্দভাগ্যাং সমাতৃপকামিতি রাজপুত্রীম্ ॥২৭॥
 মাত্রীস্বতন্তুং পরিগৃহ্য বাক্যং ধৰ্ম্মেণ ধৰ্ম্মপ্রতিমস্ত রাজ্ঞঃ ।
 যযৌ রথেনালয়মাশু দেব্যাঃ পাকালরাজস্ত চ যজ্ঞ দারাঃ ॥২৮॥
 প্রস্থাপ্য মাত্রীস্বতমাজমীঢ়ঃ শোকান্দিভ্যন্তৈঃ সহিতঃ স্রুহুস্তিঃ ।
 রোরুয়মাণঃ প্রযযৌ স্তনানামায়োধনং ভূতগণানুকীর্ণম্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । অপারয়ন্তী নোচু যশকুবন্তী, কথং কীদৃশী, হুধানামুচিতা ভোগে অভ্যস্তা ।
 পুত্রাণাং কয়েণ ভ্রাতৃণাং বধেন চ প্রপুত্রা বিহ্বলীকৃতা ॥২৬॥

ইতীতি । পরিদেবয়ন্ বিলপন্ । এনাং কৃকাম, মাতৃপক্ষেণ নিহতানাং মাতৃগণেন
 মহেতি সা তাম্ ॥২৭॥

মাত্রীস্বতি । ধৰ্ম্মপ্রতিমস্ত ধৰ্ম্মগম্যানস্ত । দেব্যা জ্যোপভাঃ ॥২৮॥

প্রস্থাপ্যেতি । আজমীঢ় অজমীঢ়বংশোৎপন্নো যুধিষ্ঠিরঃ । রোরুয়মাণঃ পুনর্দার্ত্তনাদং
 কূৰ্মন, আয়োধনং ব্রণহনম্, ভূতগণৈর্বাংসভোজিপ্রাপিগণৈঃ অহুকীর্ণং ব্যাপ্তম্ ॥২৯॥

ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ এবং বৃদ্ধ ভ্রূপদরাজাকে নিহত তনিয়া লোকে ক্রীণ ও
 অচেতন হইয়া জ্যোপদী নিষ্ঠগ্ৰহে আজ ভূতলে পতিত হইয়া শয়ন করিবেন ॥২৫॥

সুখভোগে অভ্যস্তা জ্যোপদী অগ্নির দ্বায় পুত্র ও ভ্রাতৃগণের বিনাশশোক
 বহমান ও আকুল হইয়া, সেই শোকহুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া জ্যোপদী আজ
 কিরূপ হইয়া পড়িবেন' ॥২৬॥

কুরুরাজ যুধিষ্ঠির শোকান্দি হইয়া একপ বিলাপ করিতে থাকিয়া নকুলকে
 বলিলেন—‘নকুল ! তুমি যাও, মাতৃগণের সহিত মন্দভাগা জ্যোপদীকে এইখানে
 আনয়ন কর’ ॥২৭॥

ধৰ্ম্মের গুণে ধৰ্ম্মদেবের তুল্য যুধিষ্ঠিরের এই আদেশ গ্রহণ করিয়া নকুল—যে
 স্থানে ভ্রূপদরাজার ভাৰ্য্যারা অবস্থান করিতেছিলেন, সেই জ্যোপদীর ভবনে গমন
 করিলেন ॥২৮॥

যুধিষ্ঠির নকুলকে প্রেরণ করিয়া, বহুগণের সহিত মিলিত ও শোকান্দি হইয়া,
 গুরুতর আৰ্ত্তনাদ করিতে থাকিয়া, ভক্তগণে পরিপূর্ণ পুরদিগের সাহায্যস্থানে
 গমন করিলেন ॥২৯॥

স তৎ প্রবিশ্বানিবমুত্রুপং মদর্শ পুত্রান্ মুহুদঃ সখীংস্চ ।
 ভূমৌ শয়ানান্ কুধিরাঽর্গাত্তান্ বিভিষদেহান্ প্রহতোত্তমাদান্ ॥৩০॥
 স তাংস্ত দৃষ্ট্ৱা ভূশমার্তরূপো যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মভূতাং বরিত্তঃ ।
 উচৈঃ প্রচুক্ৰোশ চ কৌরবাণ্যঃ পপাত চৌর্ক্যাং সগণো বিসংজ্ঞঃ ॥৩১॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং সৌপ্তিক-
 পৰ্ব্বনি ঐষীকে যুধিষ্ঠিরানুতাপে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ ❀

—:~:~:~:—

ঈদশোহধ্যায়ঃ ।

—:~:~:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স দৃষ্ট্ৱা নিহতান্ সংখ্যে পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তুখা ।
 মহাহুঃখপরীতান্না বভূব জনমেজয় । ॥১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । অনিবম্ অমঙ্গলময়ম্ । বিভিষগাত্তান্ বিদীর্ণদেহান্, প্রহতানি অহততিরাক্ষ্যাপ-
 নীতানি উত্তমাদানি শিরাসি বেবাং তান্ ॥৩০॥

স ইতি । প্রচুক্ৰোশ পুত্রাদীনাঙ্কুহাং, সগণঃ সপরিজনঃ, বিসংজ্ঞঃ অচেতনঃ ॥৩১॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
 টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যাতাং সৌপ্তিকপৰ্ব্বনি ঐষীকে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:~:~:—

স ইতি । সংখ্যে রণস্থল ইব শিবিরে । মহাহুঃখেন পরীতান্না ব্যাপ্তচিত্তঃ ॥১॥

যুধিষ্ঠির সেই অমঙ্গলময় ও ভীষণ শিবিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—পুত্রগণ,
 মুহুদগণ ও সখীগণ ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের সকলেরই দেহ
 অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন ও রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে এবং অহুগণ অনেকেরই মস্তক
 অপহরণ করিয়া নিয়াছে ॥৩০॥

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ও কৌরবপ্রধান যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত শোকার্ত
 হইয়া তাহাদিগকে উচ্চস্বরে ডাকিতে থাকিয়া অচেতন হইয়া, পরিজনগণের
 সহিত ভূতলে পতিত হইলেন ॥৩১॥

❀ ‘...ঈদশোহধ্যায়ঃ’ শি বদ বর্জ বা সো বি ।

ততস্ততঃ মহান্ শোকঃ প্রাহুরাসীমহাস্থনঃ ।
 স্মরতঃ পুত্রপৌত্রাণাং ভ্রাতৃণাং স্বজনস্ত ৮ ॥২॥
 তমশ্রুপরিপূর্ণাকং বেপমানমচেতনম্ ।
 মুহুদো ভৃশসংবিগ্নাঃ সাস্থ্যাকজ্বরে তদা ॥৩॥
 তস্মিন্ মুহুর্ভে জবনৈর্বাঞ্জিভির্হেমমালিভিঃ ।
 নকুলঃ কৃষ্ণা সার্কমুপায়াং পরমার্ভয়া ॥৪॥
 উপপ্লব্যং গত। সা তু শ্রদ্ধা স্তমহদপ্রিয়ম্ ।
 তদা বিনাশং পুত্রাণাং সর্বেষাং ব্যধিতাভবৎ ॥৫॥
 কম্পমানৈব কদলী বাতেনাভিসমীরিতা ।
 কৃষ্ণা রাজানমাসাশু শোকাক্তা নৃপতন্তুবি ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । পুত্রপৌত্রাণামিত্যাদৌ “স্বত্যর্থকর্মণি” ইতি কর্মণি বস্তু ॥২॥
 তমিতি । অচেতনং প্রায়েণাগংজম্ । ভৃশসংবিগ্না অতীবাহিরাঃ ॥৩॥
 তস্মিন্নিতি । জবনৈর্বেগবন্তিঃ । কৃষ্ণা জ্যোপদী, উপায়াং যুধিষ্ঠিরসমীপমাণক্ ॥৪॥
 উপেতি । উপপ্লব্যং তদাধ্যং বিরাটনগরম্, গত। যুদ্ধকালে অধিষ্ঠিতা, সা কৃষ্ণা ॥৫॥
 কম্পেতি । অভিসমীরিতা সর্বতঃ সঞ্চালিতা । রাজানং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা জনমেজয় । যুধিষ্ঠির পুত্র, পৌত্র ও সখাদিগকে
 নিহত দেখিয়া গুরুতর দুঃখে আকুল হইয়া পড়িলেন ॥১॥

মহাত্মা যুধিষ্ঠির তৎকালে পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও স্বজনদিগকে স্মরণ করিতে থাকায়
 তাঁহার গুরুতর শোক উপস্থিত হইল ॥২॥

তখন যুধিষ্ঠির অশ্রুজলে পরিপূর্ণ ও কম্পিতকলেবর হইয়া অচেতনপ্রায় হইলে,
 মুহুদগম অত্যন্ত অস্থির হইয়া তাঁহাকে সাস্থ্যনা করিতে লাগিলেন ॥৩॥

সেই সময়েই নকুল বেগবান্ ও স্বর্ণমালালঙ্কৃত অশ্বগণের গুণে অত্যন্তদুঃখিতা
 জ্যোপদীর সহিত সম্বর সে স্থানে আগমন করিলেন ॥৪॥

জ্যোপদী সেই যুদ্ধের সময়ে বিরাটরাজের উপপ্লব্যানগরে ছিলেন ; তৎকালে
 তিনি নকুলের নিকট গুরুতর অপ্রিয় সমস্ত পুত্রেরই নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া
 শোকে আকুল হইয়াছিলেন ॥৫॥

ক্রমে শোকাক্তা জ্যোপদী বাহুলকালিত কদলীস্তম্ভের স্তায় কাপিতে কাপিতে
 যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া তুতলে পতিত হইলেন ॥৬॥

(৫) ততস্তদ্বিন্দু সপে কল্যাে বধেনাবিত্যবর্জসা—পি বদ বর্জ ।

বহুব বদনং তস্তাঃ সহস্রা শোককর্মিতম্ ।
 ফুল্পপদ্যপলাশাক্যান্তমোগ্রস্ত ইবাংস্তমান্ ॥৭॥
 ততস্তাং পতিতাং দৃষ্ট্বা সংরস্তী সত্যবিক্রমঃ ।
 বাহুভ্যাং পরিজ্ঞাত্বাহ সমুৎপত্য বৃকোদরঃ ॥৮॥
 সা সমাশ্বাসিতা তেন ভীমসেনেন ভাবিনী ।
 রুদতী পাণ্ডবং কৃষ্ণা সহভ্রাতরনত্রবীৎ ॥৯॥
 দিষ্ট্য রাজন্ ! অবাপোমামখিলাং ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।
 আত্মজান্ কত্রধর্মেন সম্প্রদায় যমায় বৈ ॥১০॥
 দিষ্ট্য হুং পার্থ ! কুশলী মত্তমাতঙ্গগামিনম্ ।
 অবাপ্য পৃথিবীং কুংস্রাং সৌভজ্রং ন অরিম্ভসি ॥১১॥
 আত্মজান্ কত্রধর্মেন শ্রদ্ধা শূরান্ নিপাতিতান্ ।
 উপপ্লব্যে ময়া সার্কং দিষ্ট্য হুং ন অরিম্ভসি ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

বহুব্বেতি । শোকেন কর্মিতং মানম্ । তমসা বাহুণা গ্রস্তমোগ্রস্তঃ, অংস্তমান্ চত্বঃ ॥৭॥
 তত ইতি । সংরস্তী ক্রোধী । সমুৎপত্য উৎপ্লুত্যা গতা ॥৮॥
 সেতি । ভাবিনী অভিপ্রায়বিশেষবতী । পাণ্ডবং যুধিষ্ঠিরম্, ভ্রাতৃতিঃ সহেতি সহ-
 ভ্রাতৃম্ ॥৯॥

দিষ্ট্যেতি । দিষ্ট্য ভাগ্যেন । রাজ্যলোভেন সমাশ্বস্তো ভবিষ্যসি, ন বহুমিতি ভাবঃ ॥১০॥

দিষ্ট্যেতি । কুশলী অকৃতদেহঃ । সৌভজ্রমভিযুয্যাম্ ॥১১॥

প্রস্তুতিতপদ্যপলাশনয়না জৌপদীর মুখখানি শোকে রাহুগ্রস্ত চত্বের স্তায়
 মলিন হইয়া গেল ॥৭॥

তাহার পর জৌপদীকে পতিত দেখিয়া, কোপনসত্তাব ও যথার্থবিক্রমশালী
 ভীমসেন লাফ দিয়া বাইয়া বাহুযুগলদ্বারা তাঁহাকে ধারণ করিলেন ॥৮॥

ক্রমে ভীমসেন আশ্রয় করিলে, জৌপদী রোদন করিতে থাকিয়া বিশেষ
 অভিপ্রায়ে ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন—৥৯॥

‘রাজা । আপনি কত্রিয়ধর্ম অনুসারে পুত্রদিগকে যমকে দান করিয়া, ভাগ্য-
 বশতঃ সমগ্র পৃথিবী লাভ করিয়া ভোগ করিতে থাকিবেন ॥১০॥

পৃথানন্দন । আপনি ভাগ্যবশতঃ অকৃতদেহ থাকিয়া সমগ্র পৃথিবী লাভ
 করিয়া মত্তমাতঙ্গগামী অভিমুখ্যকে আর অরণ করিবেন না ॥১১॥

(৯) —ভীমসেনেন ভাবিনী—বা সো মি । (১০) —ক্রহা শূরান্ নিপাতিতান্—পি বহু
 বর্জ সো ।

প্রহুগ্ধানাং বধং শ্রদ্ধা দ্রৌণিনা পাপকর্মণা ।
 শোকস্তপতি মাং পার্থ । হতাশন ইবাশ্রয়ম্ ॥১৩॥
 তস্ত পাপকৃতো দ্রৌণেন চেদন্ত যয়া যুধে ।
 হ্রিয়তে সানুবন্ধস্ত যুধি বিক্রম্য জীবিতম্ ॥১৪॥
 ইহৈব প্রায়মানিষ্যে তন্নিবোধত পাণ্ডবাঃ ।
 ন চেৎ ফলনবাগ্নোতি দ্রৌণিঃ পাপস্ত কৰ্মণঃ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
 এবমুক্ত্য ততঃ কৃষ্ণা পাণ্ডবং প্রত্যাপাবিশৎ ।
 যুধিষ্ঠিরং যাজ্ঞসেনী ধর্মরাজং তপস্বিনী ॥১৬॥
 দৃষ্টোপবিষ্টাং রাজর্ষিঃ পাণ্ডবো মহিষীং প্রিয়াম্ ।
 প্রত্যাবাচ স ধর্মাজ্ঞা দ্রৌপদীং চাক্রদর্শনাম্ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

আশ্রয়ানিতি । উপগ্রন্থে প্রাপ্তক্লে তদাখ্যে বিরাটনগরে ॥১২॥

প্রেতি । প্রহুগ্ধানাং নিজিতানাং, দ্রৌণিনা অশ্বখায়া । তপতি দহতি ॥১৩॥

তন্তেতি । যুধে যুধে । সানুবন্ধস্ত অহুচরসহিতস্ত । প্রায়ম্ অস্তগমনং যাবৎ, আনিষ্টে
 স্বাত্মামি ॥১৪—১৫॥

এবমিতি । তপস্বিনী শোচ্যে, “দীনশোচ্যো তপস্বিনো” ইত্যমরঃ ॥১৬॥

আপনি পুত্রগণকে ক্ষত্রিয়ধর্মামুসারে নিপাতিত শুনিয়াও ভাগ্যবশতই
 উপগ্রন্থনগরে আমার সহিত তাহাদিগকে আর স্বরণ করিবেন না ॥১২॥

পৃথানন্দন । পাপকারী অশ্বখায়া নিজিত ব্যক্তিগণকে বধ করিয়াছে ইহা অবগ
 করার অগ্নি যেমন আপন আশ্রয়কে দহ করে, সেইরূপ শোক আমাকে দহ
 করিতেছে ॥১৩॥

অতএব অস্ত্র আপনি যদি বিক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধে সেই পাপকারী
 অশ্বখামার জীবন হরণ না করেন এবং অশ্বখায়া যদি সেই পাপকার্যের ফল-
 ভোগ না করে, তাহা হইলে আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশন করিব ; হে
 পাণ্ডবগণ । আপনারা আমার এই প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া থাকুন’ ॥১৪—১৫॥

• তাহার পর পাণ্ডুনন্দন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া শোচনীয় ক্রপদ-
 নন্দিনী কৃষ্ণা সেই স্থানেই প্রায়োপবেশন করিলেন ॥১৬॥

তখন চাক্রদর্শনা প্রিয়মহিষী দ্রৌপদীকে প্রায়োপবিষ্টা দেখিয়া, ধর্মাজ্ঞা রাজর্ষি
 যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন— ॥১৭॥

ধৰ্ম্মাং ধৰ্ম্মেণ ধৰ্ম্মজ্ঞে ! প্রাপ্তান্তে নিধনং শুভে ।।
 পুত্রান্তে ভ্রাতরশ্চৈব তাম শোচিভুমহসি ॥১৮॥
 স কল্যাণি ! বনং দুৰ্গং দূরং জৌগিরিতো গতঃ ।
 তস্মৈ হং পাতনং সংখ্যে কথং জ্ঞাস্তসি শোভনে । ॥১৯॥
 জৌপদ্যবাচ ।

জৌপপুত্রস্ত সহজো মণিঃ শিরসি মে ঞ্জতঃ ।
 নিহত্য সংখ্যে তং পাপং পশ্যেয়ং মণিমাহুতম্ ।
 রাজন্ ! শিরসি তে কৃদ্ধা জীবৈয়মিতি মে মতিঃ ॥২০॥
 ইতু্যক্ত্বা পাণ্ডবং কৃষ্ণা রাজানং চাক্ষুদৰ্শন। ।
 ভীমসেনমথাভ্যেত্য পরমং বাক্যমব্রবীৎ ॥২১॥
 ত্রাতুমহসি মাং ভীম ! কত্রধৰ্ম্মমমুস্মরন্ ।
 জহি তং পাপকৰ্ম্মাণং শশ্বরং মঘবানিব ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্টেতি । উপবিষ্টামন্তগমনাশ্বেতি শেষঃ ॥১৭॥
 ধৰ্ম্ম্যমিতি । ধৰ্ম্ম্যং ধৰ্ম্মাদনপেতম্, ধৰ্ম্মেণ কত্রিয়াচায়েণ ॥১৮॥
 স ইতি । দুৰ্গং দুৰ্গমম্ । কথং জ্ঞাস্তসি কথমপি নেত্যর্থঃ, দূরস্থতাৎ ॥১৯॥
 জৌগেতি । মে ময়া । জীবৈয়ং তৎপাতনাবগমাত্ । বট্পাদোহমং শ্লোকঃ ॥২০॥
 ইতীতি । পরমমুত্তমম্, সৰ্ব্বথা বুদ্ধিযুক্তবাদিত্যর্থঃ ॥২১॥

‘শুভে ধৰ্ম্মজ্ঞে । তোমার সেই পুত্রেরা ও ভ্রাতারা কত্রিয়নিয়মানুসারে ধৰ্ম্মসম্বন্ধে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন ; সুতরাং তুমি আর তাঁগাদের জন্য শোক করিতে পার না ॥১৮॥

কল্যাণি ! সেই অশ্বখামা এ স্থান হইতে দূরবর্তী ও দুৰ্গম বনমধ্যে যাইয়া অব্বেশ করিয়াছে ; অতএব শোভনে । তুমি এ স্থানে থাকিয়া তাহাকে নিপাত করা কি করিয়া দেখিবে’ ॥১৯॥

জৌপদী বলিলেন—‘রাজা ! আমি শুনিয়াছি—অশ্বখামি অশ্বখামার মন্তকে একটা মণি রহিয়াছে ; আপনি সেই পাপাত্মা অশ্বখামাকে বধ করিয়া সেই মণিটী মন্তকে ধারণপূৰ্ব্বক আনয়ন করিবেন, তাহা আমি দেখিব, তাহা হইলে জীবন-ধারণ করিতে পারিব, ইহাই আমার ধারণা’ ॥২০॥

চাক্ষুদৰ্শন জৌপদী বুদ্ধিষ্টিরকে এই কথা বলিয়া ভীমসেনের নিকটে যাইয়া এই উত্তম বাক্য বলিলেন—॥২১॥

ন হি তে বিক্রমে তুলাঃ পুমানস্তীহ কশ্চন ।

শ্রুতং তৎ সৰ্বলোকেষু পরমব্যসনে তথা ॥২৩॥

দ্বীপোহুত্বঃ হি পার্থানাং নগরে বারণাবতে ।

হিড়িম্বদর্শনে চৈব তথা স্বমতবো গতিঃ ॥২৪॥

তথা বিরাটনগরে কীচকেন ভূশাৰ্দ্দিতাঃ ।

মামপ্যুক্তবান্ কৃচ্ছ্রাং পোলোমীঃ মঘবানিব ॥২৫॥

যথৈলান্যকৃথাঃ পার্থ । মহাকৰ্ম্মাণি বৈ পুরা ।

তথা দ্রৌণিমমিত্রয় । বিনিহত্য স্ত্রী ভব ॥২৬॥

তস্তা বহুবিধঃ হুঃখঃ নিশম্য পরিদেবিতম্ ।

ন চামৰ্ষত কোন্তেয়ো ভীমসেনো মহাবলঃ ॥২৭॥

ভারতকৌয়ুদী

জাতুমিতি । পাপকৰ্ম্মাণমবধাবানম্, শত্ৰুং নাবাস্ত্রম্, মঘবানিত্রঃ ॥২২॥

নেতি । পরমব্যসনে মহাবিপদি, তথা বিক্রমে তুলাঃ কশ্চিরাভীতি লব্ধঃ ॥২৩॥

দ্বীপ ইতি । বারণাবতে নগরে অতুগৃহদাহসময় ইত্যর্থঃ, দ্বীপঃ সমুদ্রে দ্বীপ ইবাশ্রয়ঃ ॥২৪॥

তথেন্ধি । পোলোমীঃ শচীম্ অশ্রুব্যসনাদিত্যাশ্রয়ঃ ॥২৫॥

যথেন্ধি । এতানি হিড়িম্বাদীনি । হে অমিত্রয় ! শত্রুহতঃ । ॥২৬॥

তত ইতি । হুঃখঃ হুঃখহচকম্, পরিদেবিতং বিলাপম্ । অমৰ্ষত অসহত ॥২৭॥

‘মধ্যমপাণ্ডব । আপনি ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্ম স্মরণ করিয়া, আমাকে রক্ষা করুন । ইহু যেমন শত্ৰুশত্রুকে বধ করিয়াছিলেন, আপনি সেইরূপ পাপকৰ্ম্ম অশ্রুথামাকে বধ করুন ॥২২॥

এই অগতে সাধারণ অবস্থায় কিংবা মহাবিপদের সময় বিক্রমপ্রকাশ করিবার পক্ষে আপনার তুলা কোন পুরুষই নাষ্ট, ইহা সমস্ত লোকে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ॥২৩॥

বারণাবতনগরে অতুগৃহদাহের সময়ে আপনি পাণ্ডবগণের আশ্রয় হইয়াছিলেন এবং হিড়িম্বরাক্ষসের আক্রমণের কালেও আপনিই পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥২৪॥

আর ইহু যেমন শচীদেবীকে অশ্রুসঙ্কট হইতে রক্ষা করেন, আপনিও তেমুন বিরাটনগরে কীচকের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥২৫॥

শত্রুহত্বা প্রধানন্দন । আপনি পূর্বে যেমন এই সকল অসাধারণ কার্য্য করিয়াছিলেন, সেইরূপ এখনও অশ্রুথামাকে বধ করিয়া স্ত্রী হউন’ ॥২৬॥

(২৬) ইতঃ পরং ‘বৈশম্পায়ন উবাচ’ বা নি । (২৭)---পরমব্যসনে বধা—পি বধ বর্জ লো ।

স কাঞ্চনবিচিত্রাসমারুদ্রোহ মহারথম্ ।
 আদায় রুচিরং চিত্রং সমাগমগুণং ধনুঃ ॥২৮॥
 নকুলং সারথিং কৃৎস্না দ্রোণপুত্রবধে ধৃতঃ ।
 বিস্ফার্য সশরং চাপং তূর্ণমস্থানচোদয়ৎ ॥২৯॥
 তে হযাঃ পুরুষব্যাভ্র । চোদিতা বাতরংহসঃ ।
 বেগেন হুরিতা জগ্মুর্হরয়ঃ শীঘ্রগামিনঃ ॥৩০॥
 শিবিরাত্ম স্বাদৃগৃহীত্বা স রথস্ত পদমচ্যুতঃ ।
 দ্রোণপুত্রগতেনাস্ত যযৌ মার্গেণ ভারত ! ॥৩১॥

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং সৌপ্তিক-
 পৰ্ব্বনি ঐষীকে দ্রোণিবধার্থং ভীষ্মগমনে ষাদশোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি । কাঞ্চনেন বিচিত্রাণি অঙ্গানি অবহবা যত তন্ । মার্গটমঃ পটৈর্ভূটেন চ
 মহেতি তৎ ॥২৮॥

নকুলমিতি । ধৃতঃ সযত্নঃ সন্ । অচোদয়ৎ চালত্রিত্বাদিশব্দঃ ॥২৯॥

ত ইতি । বাতরংহসো বায়ুবেগাঃ । হরয়ঃ কপিলবর্ণাঃ ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

স দৃষ্টেতি ১—৩১ । দিষ্টোতি পুত্রনাশাপেক্ষয়া রাজ্যপ্রাপ্তিস্থখং তব মহমিত্যাধিক্ষেপঃ
 ১০—৩০ । পদং গমনমার্গচিহ্নম্, গৃহীত্বালক্ষ্য ৩১ ॥

ইতি সৌপ্তিকপৰ্ব্বনি নৈলকন্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥১১॥

তখন মহাবল কুন্তীনন্দন ভীষ্মসেন দ্রোণদৌর বহুবিধ হুঃখশূচক সেই সকল
 বিলাপ শুনিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না ॥২৭॥

ক্রমে ভীষ্মসেন বাণ ও গুণযুক্ত এবং সুন্দর ও বিচিত্র ধনু ধারণ করিয়া স্বর্ণবচিত্ত
 বিশাল রথে আরোহণ করিলেন ॥২৮॥

পরে ভীষ্মসেন অশ্বখামার বধে উৎসাহী হইয়া নকুলকে সারথি করিয়া, বাণযুক্ত
 ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক অশ্বগুলিকে সহর চালাইবার আদেশ করিলেন ॥২৯॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ । বায়ুর দ্বারা বেগবান, শীঘ্রগামী, পিঙ্গলবর্ণ ও ঘরাবিত্ত সেই
 অশ্বগুলি নকুলকর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল ॥৩০॥

(৩১)....দ্রোণপুত্রবধগাত্যত যযৌ বেগেন বীৰ্য্যবান্—নি বদ বর্জ্য সো । • '....একাদশো-
 হধ্যায়ঃ' নি বদ বর্জ্য বা সো মি ।

ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্মিন্ প্রয়াতে দুর্ধর্ষে যদুনাযুষভন্ততঃ ।

অত্রবীং পুণ্ডরীকাকঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১॥

এষ পাণ্ডব ! তে ভ্রাতা পুত্রশোকপরায়ণঃ ।

জিঘাংসুর্দ্রৌণিমাক্রন্দে এক এবাভিধাবতি ॥২॥

ভীমঃ প্রিয়ন্তে সর্ষেভ্যো ভ্রাতৃভ্যো ভরতর্ষভ ! ।

তং কৃচ্ছ্ৰগতমদ্রং স্বং কস্মামাভ্যাপপদ্রসে ॥৩॥

যতদাচক্ষু পুত্রায় দ্রোণঃ পরপূরঞ্জয়ঃ ।

অস্রুং ব্রহ্মশিরো নাম দহেত পৃথিবীমপি ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

নিবিরাদিতি । রথত অশ্বখারঃ ভ্রতনত, পদং গমনচিহ্নম্ । অচ্যুতো বীরগর্ভাদভ্রতঃ ॥৩১॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-শ্রীহরিনামসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যাবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসম্বন্ধায়াং সৌপ্তিকপর্ষণি ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ ॥১॥

তস্মিন্ প্রয়াতি । যদুনাযুষভন্তো বাদবানাং শ্রেষ্ঠঃ । পুণ্ডরীকাকঃ কৃষ্ণঃ ॥১॥

এষ ইতি । জিঘাংসুর্দ্রৌণিহুঃ, আক্রন্দে দাক্ষণমুদে ॥২॥

ভীম ইতি । কৃচ্ছ্ৰগতং সম্ভাব্যমানকষ্টপ্রিতম্, নাভ্যাপপদ্রসে সাহায্যোন ন বর্জয়সি ॥৩॥

ভরতনন্দন । মহাবীর ভীমসেন রথচক্রের চিহ্ন ধরিয়া অশ্বখামার পথ অনুসরণ
করিয়া, আপন শিবির হইতে গমন করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দুর্ধর্ষ ভীমসেন প্রস্থান করিলে, যদুবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ
কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—৥১॥

পাণ্ডুনন্দন । আপনার এই ভ্রাতা ভীমসেন একাকীই মহাযুদ্ধে অশ্বখামাকে
বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইয়াছেন ॥২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ । ভীমসেন অত্র সকল ভ্রাতা হইতেই আপনার অধিক প্রিয় ;
অথচ তিনি বিপন্ন হইতে চলিয়াছেন ; সুতরাং আপনি উহার সাহায্য করিতেছেন
না কেন ॥৩॥

তন্মহাত্মা মহাভাগঃ কেতুঃ সৰ্ব্বধনুস্বতাং ।
 প্রত্যপাদয়দাচার্য্যঃ শ্রীরমাণো ধনঞ্জয়ম্ ॥৫॥
 তং পুত্রোহপ্যেক এবৈনমম্বষাচদমৰ্ষণঃ ।
 ততঃ প্রোবাচ পুত্রোহ নাতিক্রম্য ইব ॥৬॥
 বিদিতং চাপলং হাসীদাস্তজ্ঞশ্চ মহাস্বনঃ ।
 সৰ্ব্বধর্মবিদাচার্য্যঃ সোহম্বষাৎ স্বহৃতং ততঃ ॥৭॥
 পরমাপদগতেনাপি ন স্ম তাত ! হুয়া রণে ।
 ইদমব্রুং প্রয়োক্তব্যং মানুষেষু বিশেষতঃ ॥৮॥
 ইত্যুক্তবান্ গুরুঃ পুত্রং দ্রোণঃ পশ্চাদধোক্তবান্ ।
 ন হুং জাতু সত্যং মার্গে স্নাতেতি পুরুষষত ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

যদিত্তি । আচষ্ট উপাধিশ্চ । অত্রঃ কৰ্ত্ত্ব ॥৫॥
 তদিত্তি । কেতুধর্মজঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ । প্রত্যপাদয়দশিক্ষয় ॥৬॥
 তমিত্তি । একঃ পুত্রোহম্বষামা অম্বষাচৎ তদব্রুবাচত, অম্বষণঃ কোপনঃ ॥৬॥
 বিদিতমিত্তি । চাপলং চঞ্চলঃ স্বভাবঃ । অম্বষাৎ উপাধিশ্চ ॥৭॥
 কিমম্বষাদিত্যাহ পরমেতি । প্রয়োক্তব্যং নিক্ষেপ্যম্ ॥৮॥
 ইতীতি । জাতু কদাচিত্, স্নাতা স্নাতসি । অতএবেতদুপদিষ্টমিত্তি ভাবঃ ॥৯॥

বিপক্ষনগরবিজয়ী দ্রোণাচার্য্য পুত্র অম্বষামাকে যে অস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন,
 ‘ব্রহ্মশির’ নামক সেই অস্ত্র পৃথিবীও দগ্ধ করিতে পারে ॥৪॥

এবং মহাত্মা, মহাভাগ ও সমস্ত ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য সন্তুষ্ট হইয়া সেই
 ‘ব্রহ্মশির’ অস্ত্র অর্জুনকেও শিখাইয়া ছিলেন ॥৫॥

একমাত্র পুত্র অম্বষামাও দ্রোণাচার্য্যের নিকট সেই অস্ত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন ;
 তাহার পর দ্রোণাচার্য্য অনতিক্রম্য চিন্তা হইয়াই যেন সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র অম্বষামাকেও
 শিক্ষা দিয়াছিলেন ॥৬॥

অম্বষামার চঞ্চলস্বভাব মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের বিদিত ছিল ; সুতরাং সৰ্ব্বধর্মজ্ঞ
 দ্রোণাচার্য্য ‘ব্রহ্মশির’ অস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার পরে, অম্বষামাকে এই উপদেশ
 দিয়াছিলেন—৥৭॥

‘বৎস ! তুমি যুদ্ধে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াও এই অস্ত্র প্রয়োগ করিও না ;
 বিশেষতঃ মানুষের উপরে কখনও না’ ॥৮॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! দ্রোণাচার্য্য অম্বষামাকে প্রথমে এই কথা বলিয়া পরে বলিলেন—
 ‘তুমি কখনও সংপথে থাকিবে না’ ॥৯॥

স তদাস্ত্যাহ দুর্ভায়া পিতৃবচনমপ্রিয়ম্ ।
 নিরাশঃ সৰ্বকল্যাণৈঃ শোকাৎ পর্য্যচরন্ মহীম্ ॥১০॥
 ততস্তদা কুরুশ্ৰেষ্ঠ ! বনস্থে হুয়ি ভারত ! ।
 অবসদ্বারকামেত্য বৃক্ষিভিঃ পরমার্চিতঃ ॥১১॥
 স কদাচিৎ সমুদ্রাস্ত্রে বসন্ দ্বারবতীমনু ।
 এক একং সমাগম্য মামুবাচ হসন্নিব ॥১২॥
 যতদুগ্রং তপঃ কৃষ্ণ ! চরন্ সত্যপরাক্রমঃ ।
 অগস্ত্যাস্তারতাচার্য্যঃ প্রত্যপদ্যত মে পিতা ॥১৩॥
 অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো নাম দেবগন্ধৰ্বপূজিতম্ ।
 তদগ্ৰ ময়ি দাশাহি ! যথা পিতরি মে তথা ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

স ইতি । দুর্ভায়া বলবতাবঃ । সৰ্বকল্যাণৈঃ সৰ্ববিধাভীষ্টৈঃ ॥১০॥
 তত ইতি । বৃক্ষিভিরবংশীয়ৈঃ, পরমার্চিতো বিশেষাদরেণ শুভ্রবিতঃ ॥১১॥
 স ইতি । অহু লক্ষ্যকৃত্য আশ্রিত্যোত্যর্থঃ ॥১২॥
 যদিতি । ভারতাচার্য্যো ভরতবংশীয়ানামব্রহ্মকঃ, প্রত্যপদ্যত অপদ্যত । অস্ত্রে-
 দানীম্ ॥১৩—১৪॥

বলবতাব অশ্বখামা পিতার এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিজের সৰ্ববিধ
 অভীষ্ট সম্পাদনে নিরাশ হইয়া শোকে পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিল ॥১০॥

ভরতনন্দন কুরুশ্ৰেষ্ঠ ! তাহার পর আপনি বনবাসী হইলে, অশ্বখামা দ্বারকা-
 নগরে যাইয়া বৃক্ষিবংশীয়গণের বিশেষ আদর-যত্ন পাইতে থাকিয়া, বাস করিতে
 লাগিল ॥১১॥

তাহার পর কোন সময়ে সমুদ্রের নিকটে দ্বারকানগরীর ভিতরে একাকী একক
 আমার নিকটে যাইয়া হাসিতে হাসিতেই যেন বলিল—॥১২॥

‘কৃষ্ণ ! ভরতবংশীয়গণের গুরু আমার পিতৃদেব গুরুতর তপস্তা করিতে
 থাকিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট হইতে সেই যে অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, দেবগন্ধৰ্ব-
 পূজিত সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র এখন আমার নিকট আসিয়াছে । অতএব কৃষ্ণ !
 ব্রহ্মশির অস্ত্র পিতার যেমন বিদিত আছে, আমারও তেমনই বিদিত
 হইয়াছে ॥১৩—১৪॥

অস্মতন্তুহুপাদায় দিব্যমস্ত্রং যদুত্তম ! ।

মমাপ্যস্ত্রং প্রযচ্ছ স্বং চক্রং রিপুহণং রণে ॥১৫॥

স রাজন্ ! প্রীয়মাণেন মমাপ্যুক্তঃ কৃতাজ্জলিঃ ।

যাচমানঃ প্রযত্নেন মতোহস্ত্রং ভরতর্ষভ ! ॥১৬॥

দেবদানবগন্ধর্ব্বমমুশ্যপতগোরগাঃ ।

ন সমা মম বীৰ্য্যস্ত শতাংশেনাপি পিণ্ডিতাঃ ॥১৭॥

ইদং ধনুরিয়ং শক্তিরিদং চক্রমিয়ং গদা ।

যদ্বদিচ্ছসি চেষদস্ত্রং মন্তন্তুতদদানি তে ॥১৮॥

যচ্ছকোষি সমুদ্বস্ত্রং প্রয়োক্তুমপি বা রণে ।

তদগৃহাণ বিনাস্ত্রেণ যন্মে দাতুমভীপসি ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অস্মদিত্তি । মমাপি যদ্বমপি । রিপুন্ হত্বীতি রিপুহণম্ । হস্তেঃ পটাদিবাদচ্ ॥১৫॥

স ইতি । মতো মম সকাশাৎ, অস্ত্রং মদীয়ং চক্রম্ ॥১৬॥

যেবেতি পতগাঃ পক্ষিণঃ, উরগাঃ সর্পাঃ । পিণ্ডিতা একীভূতাঃ সন্তোহপি ॥১৭॥

ইদমিতি শক্তিরপ্যস্ত্রবিশেষঃ । মন্তশ্চেষদস্ত্রং গ্রহীতুমিচ্ছসি তদা যদ্বদিচ্ছসীতি
সম্বন্ধঃ ॥১৮॥

যদিত্তি । উদ্যত্বনুজোল্লসিতুম্ অস্ত্রেণ স্বকীরাত্তদানেন, যৎ স্বকীরমস্ত্রম্ ॥১৯॥

যদ্বংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ! আপনি আমার নিকট হইতে সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র গ্রহণ
করিয়া, আমাকে শত্রুনাশক স্বকীর সুদর্শনচক্রটী দান করুন ॥১৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! অশ্বখামা কৃতাজ্জলি হইয়া বিশেষ যত্নপূর্ব্বক আমার নিকট
এইরূপ প্রার্থনা করিলে, আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলাম—॥১৬॥

‘দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পক্ষী ও সর্পগণ একত্র হইয়াও আমার বলের
শতাংশের একাংশের তুল্যও হয় না ॥১৭॥

আচার্য্যপুত্র ! আপনি যদি আমার নিকট অস্ত্রগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন,
তাহা হইলে, আমার এই ধনু, এই শক্তি, এই চক্র এবং এই গদা রহিয়াছে, ইহার
মধ্যে যাহা যাহা আপনি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তাহাই আমি আপনাকে
দান করিব ॥১৮॥

আপনি যাহা উত্তোলন করিতে কিংবা যুদ্ধে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন, তাহাই
গ্রহণ করিতে পারেন ; কিন্তু আপনি যে ব্রহ্মশির অস্ত্র আমাকে দান করিবার ইচ্ছা
করিতেছেন, তাহা দান করিবার প্রয়োজন নাই’ ॥১৯॥

(১৫)·· স চাপ্যস্ত্রং—নি বদ যচ্ছ সো । (১৬)·· যদ্বন্ততদদানি তে—বা নি ।

স হুনাভং সহস্রারং বজ্রনাভময়শ্চয়ম্ ।
 বত্রে চক্রং মহাভাগো মতঃ স্পর্ধিষ্যায়া সহ ॥২০॥
 গৃহাণ চক্রমিত্যুক্তো যয়া তু তদনন্তরম্ ।
 জগ্ৰাহোৎপত্য সহসা চক্রং সযোন পাণিনা ॥২১॥
 ন চৈনমশকৎ হানাৎ সঞ্চালয়িতুমপ্যাত ।
 অধৈনং দক্ষিণেনাপি গ্রহীতুমুপচক্রমে ।
 সর্ষযত্নেন তেনাপি গৃহ্মেবমিদং ততঃ ॥২২॥
 ততঃ সর্ষবলেনাপি বদৈনং ন শশাক হ ।
 উদ্যস্তং বা চালয়িতুং দ্রৌণিঃ পরমদুর্মনাঃ ।
 কৃষ্বা যত্নং পরিশ্রান্তঃ সংশ্রবর্তত ভারত ! ॥২৩॥
 নিবৃত্তমনসং তস্মাদভিপ্রায়াদ্বিচেতসম্ ।
 অহমামাত্র্য সংবিগমম্বখামানমক্রবম্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । শোভনা নাভির্মধ্যদেশো যত্র তৎ, সহস্রম্ অরাতির্ধ্যগ্দণ্ডা যত্র তৎ, বজ্রবিষ
 দৃঢ়া নাভির্মধ্যদেশো যত্র তৎ, অয়ময়ং লৌহময়ম্ । বত্রে গ্রহীতুমিষ্যেব, স্পর্ধিষ্যেব, স্পর্ধিমানঃ ॥২০॥
 গৃহাণেতি । সযোন বায়েন । অবজ্রাস্থচনারেতি ভাবঃ ॥২১॥
 মেতি । দক্ষিণেনাপি পাণিনা । অপিশকাণামেন চ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২২॥
 তত ইতি । উদ্যস্তম্ উত্তোলয়িতুম্ । সংশ্রবর্তত উত্তমাচ্চালনাচ্চ । বটপাদঃ ॥২৩॥
 আমার সহিত স্পর্ধাকারী সেই মহাবল অশ্বখামা তখন সুন্দর নাভিবৃত্ত,
 বহুসংখ্যক তির্যগ্দণ্ডসমন্বিত, বজ্রের দ্বারা দৃঢ়, মধ্যদেশশালী এবং লৌহময় আমার
 সুদর্শনচক্রটী গ্রহণ করিতে চাহিল ॥২০॥

তাহার পর আমি বলিলাম—‘আপনি চক্রটী গ্রহণ করুন’; তখন অশ্বখামা
 বেগে উঠিয়া যাইয়া বামহস্তদ্বারা সেই চক্রটী ধরিল ॥২১॥

সেই অবস্থায় চক্রটীকে অস্থান হইতে সঞ্চালিত করিতেও পারিল না; তাহার
 পর দক্ষিণহস্তদ্বারাও ধরিবার উপক্রম করিল; তৎপরে দুই হস্তে ধারণ করিয়া
 সমস্ত বলপ্রয়োগ করিয়াও তাহা সঞ্চালিত করিতে পারিল না ॥২২॥

ভরতনন্দন । তদনন্তর অশ্বখামা সমস্ত বলপ্রয়োগ এবং যত্ন করিয়াও যখন
 ঐ চক্রটীকে উত্তোলন বা সঞ্চালন করিতে পারিল না, তখন অত্যন্তহঃখিত চিন্তা
 ও পরিশ্রান্ত হইয়া নিবৃত্তি পাইল ॥২৩॥

(২০)....স সংবর্তত—বা মি ।

যঃ স দেবমমুণ্ডেযু প্রমাণং পরমং গতঃ ।

গাণ্ডীবধ্বা শ্বেতান্বঃ কপিপ্রবরকেতনঃ ॥২৫॥

যঃ সাক্ষাদ্বেদেবেশং শিতিকণ্ঠমুদাপতিম্ ।

বন্দ্যবুদ্ধে পরাজিকুন্তোষয়ামাস শকরম্ ॥২৬॥

যস্মাৎ প্রিয়তরো নাস্তি মমাত্মঃ পুরুষো ভুবি ।

নাদেয়ং যন্ত মে কিঞ্চিদপি দারাঃ স্তূতাস্তথা ॥২৭॥

তেনাপি স্কন্দা ব্রহ্মান্ ! পার্শ্বেনাক্ষিককর্মণা ।

নোক্তপূর্বমিদং বাক্যং যন্তং মামভিভাষসে ॥২৮॥ (কলাপকম্)

ব্রহ্মচর্য্যং মহদুষোরং চীর্ষ্যাদাদশবার্ষিকম্ ।

হিমবৎপার্বত্যভ্যন্তর্য্য যো ময়্য তপসার্জিতঃ ॥২৯॥

সমানব্রতচারিণ্যং ক্লান্তিণ্যং যোহনুজায়ত ।

সনৎকুমারস্তেজস্বী প্রহৃদ্যন্নো নাম মে স্তূতঃ ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

নিবৃন্তেতি । বিচেষ্টসং বিষয়চিন্তম্ । সংবিদং স্কন্দহৃদয়ম্ ॥২৪॥

য ইতি । প্রমাণং বীরধ্বেন বিশ্বাসম্ । পরাজিকুঃ পরাজেতা । দারাঃ স্তূতা অপি
চ মাদেয়া ইত্যর্থঃ । পার্শ্বেন অর্জুনেন ॥২৫—২৮॥

ব্রহ্মেতি । চীর্ষ্য চরিষ্য । অর্জিতো লভঃ । সনৎকুমার ইব ॥২৯—৩০॥

পরে সেই অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত, বিষয় ও অস্থিরচিন্তা অস্থখ্যামাকে সম্বোধন
করিয়া আমি বলিলাম—॥২৪॥

‘সেই যিনি দেবলোক ও মনুজলোকে মহাবীর বলিয়া সকলেরই বিশেষ
বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছেন এবং বাঁহাশ্ব ধনুর নাম গাণ্ডীব, অশ্বগুলি শ্বেতবর্ণ ও
ধ্বজের উপরে বিশাল একটা বানর রহিয়াছে; যিনি—সাক্ষাৎ দেবদেব, ঈশ্বর,
শিতিকণ্ঠ, উদাপতি শকরকে বন্দ্যবুদ্ধে পরাজয় করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন; অগতঃ
অন্ত পুরুষ বাঁহা অপেক্ষা আমার প্রিয়তম নাই এবং বাঁহাকে কোন বস্তু এমন কি
দ্বীপুত্র পর্য্যন্তও আমার অদেয় নহে; ব্রাহ্মণ । অনায়াসে কার্য্যকারী পরমশুদ্ধ
সেই অর্জুনও পূর্বে এরূপ বাক্য বলেন নাই, বাহা আপনি আমাকে
বলিতেছেন ॥২৫—২৮॥

আমি হিমালয়ের পার্শ্বে বাইরা দ্বাদশবর্ষপর্য্যন্ত তপস্কর মহাব্রহ্মচর্য্যব্রতচরণ
করিয়া এবং গুরুতর তপস্কার অমুষ্ঠান করিয়া বাহাকে লাভ করিয়াছি এবং যিনি

(২৭)....কিঞ্চিদপি আগাদ্ বহাশ্বনঃ—বা নি ।

তেনাপ্যেতম্ভদ্যং চক্রমপ্রতিমং যম ।

ন প্রার্থিতম্ভূত । যদিদং প্রার্থিতং স্বয়া ॥৩১॥

রামেধাতিবলেনৈতম্মোক্তপূর্বং কদাচন ।

ন গদেন ন শাস্ত্রেন যদিদং প্রার্থিতং স্বয়া ॥৩২॥

সারকাবাসিভিচ্চান্নৈবৃক্ষ্যদ্ধকমহারথৈঃ ।

নোক্তপূর্বমিদং জাতু যদিদং প্রার্থিতং স্বয়া ॥৩৩॥

ভারতাচার্য্যপুত্রস্ত্বং মানিতঃ সর্বযাদবৈঃ ।

চক্রেণ রথিনাং শ্রেষ্ঠ ! কং সু তাত ! যুযুৎসসে ॥৩৪॥

এবমুক্তো যয়া দ্রৌণির্মামিদং প্রত্যুবাচ হ ।

প্রযুক্ত্য ভবতে পুত্রাং যোৎসে কৃষা ! স্বয়া সহ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

তেনেতি । দিব্যমলৌকিকম্, অপ্রতিমং তুলনারহিতম্ । এতৎপ্রার্থনরৈব তে সূচ-
যিতি ভাবঃ ॥৩১॥

রামেণেতি । অতিবলশ্চেনপি অমোক্তমশক্যত্বাৎ ন প্রার্থিতমিত্যাশয়ঃ । গদেন
তদাখ্যেন যাদবেন ॥৩২॥

সারকেতি । বৃক্ষ্যদ্ধকেষু তত্ত্ববংশীয়েষু মহারথৈঃ । জাতু কদাচিত্ ॥৩৩॥

ভারতেতি । ভারতানাং ভারতবংশীরানাম্ আচার্য্যোহত্রগুরুদ্রৌণপুত্রঃ । যুযুৎসসে
বোদ্ধুমিচ্ছসি ॥৩৪॥

আমারই তুল্য ব্রতচারিণী কল্পিণীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; সনৎকুমারের
জায় ডেজম্বী আমার সেই পুত্রের নাম প্রহ্লাদ ॥২৯—৩০॥

মুঢ় ব্রাহ্মণ ! আমার সেই পুত্র প্রহ্লাদও বিশাল, অলৌকিক ও অতুলনীয়
এই চক্র প্রার্থনা করেন নাই ; তুমি এই যাহা প্রার্থনা করিলে ॥৩১॥

তুমি এই যাহা প্রার্থনা করিলে, মহাবল রাম, শাস্ত্র এবং গদও ইহা কখনও
প্রার্থনা করেন নাই ॥৩২॥

এবং তুমি এই যাহা প্রার্থনা করিলে, সারকাবাসী, বৃক্ষবংশীয় ও অন্ধকবংশীয়
মহারথেরাও এরূপ প্রার্থনা পূর্বে কখনও করেন নাই ॥৩৩॥

‘রথিশ্রেষ্ঠ বৎস ! তুমি ভারতাচার্য্য জ্ঞোণের পুত্র ; সুতরাং যজুবংশীয়েরা সকলেই
তোমার সম্মান করিয়া থাকেন ; কিন্তু তোমাকে ভিজ্ঞাসা করি—তুমি এই চক্রদ্বারা
কাহার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা কর’ ॥৩৪॥

(৩৩)....নোক্তপূর্বমিদং কৃত্বং ভবিদং—বা সো মি । (৩৪)....যোৎসে কৃষা ! স্বরত্নাত
—পি বদ বর্জ সো ।

প্রার্থিতং তে ময়া চক্রং দেবদানবপুঞ্জি তম্ ।
 অজ্ঞেয়ঃ স্মামিতি বিভো ! সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে ॥৩৬॥
 যতোহহং ছল্ভং কামমনবাটৈপ্যব কেশব ! ।
 প্রতিযাস্তামি গোবিন্দ ! শিবেনাভিবদস্ব মাম্ ॥৩৭॥
 এতৎ স্তুভীমং ভীমানামৃষভেণ স্বয়া ধৃতম্ ।
 চক্রমপ্রতিচক্রেণ ভুবি নাস্তোহভিপদ্যতে ॥৩৮॥
 এতাবদ্বিত্তং দ্রৌণির্মাং যুগ্যানবান্ ধনানি চ ।
 আদারোপযযৌ কালে রত্নানি বিবিধানি চ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । প্রবুজ্য দাতৃশ্বেন মহাবীরশ্বেন চ বিধায় । তবন্তে কৃত্যম্ ॥৩৫॥

প্রার্থিতমিতি । অজ্ঞেয়ঃ সর্কেষামেবেতি শেবঃ । অতএব প্রার্থিতমিতি ভাবঃ ॥৩৬॥

যত ইতি । কামমভীষ্টং চক্রম্ । শিবেন মঙ্গলেন প্রসন্নচিত্তেনেত্যর্থঃ ॥৩৭॥

এতদ্বিতি । কেশব ! ভীমানাং ভীষণানাং বীরাণাম্ ঋষভেণ শ্রেষ্ঠেন ন বিজ্ঞতে
 প্রতিচক্রম্ ঐবৃশচক্রং যত তেন তাদৃশেন স্বয়া ধৃতং স্তুভীমম্ এতচ্চক্রং অস্তো জনঃ নাভি-
 পদ্যতে বর্তুং ন শক্নোতি ॥৩৮॥

এতাবদ্বিতি । যুগ্যান্ বাহনীকৃতান্ । বিবিধানি রত্নানি চাদারেতি সৰ্ব্বকঃ ॥৩৯॥

আমি এইরূপ বলিলে, অশ্বখামা প্রত্যুত্তর করিয়াছিল যে, 'কৃষ্ণ ! আমি
 আপনার প্রতি সম্মান দেখাষ্টয়া, এই চক্রদ্বারা আপনারই সহিত যুদ্ধ করিব ॥৩৫॥

প্রভু কৃষ্ণ ! আমি আপনার নিকট সত্য কথা বলিতেছি—দেবদানবপুঞ্জিত
 আপনার এই চক্রটি আমি প্রার্থনা করিয়াছি এই জন্য যে—আমি ইহা ধারণ করিয়া
 সকলেরই অজ্ঞেয় হইব ॥৩৬॥

কেশব ! এখন আপনার নিকট আমি সেই ছল্ভ অস্ত্রটি বিবর লাভ না
 করিয়াই ফিরিয়া যাইব ; অতএব গোবিন্দ ! আপনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে অহুমতি
 করুন ॥৩৭॥

কৃষ্ণ ! মহাত্মার বীর ও প্রতিচক্রশূন্য বলিয়াই আপনি এই চক্র ধারণ করিতে
 সমর্থ হইতেছেন ; কিন্তু এই পৃথিবীতে আপনি তির অস্ত্র কোন পুরুষই এই চক্র
 ধারণ করিতে সমর্থ হয় না' ॥৩৮॥

অশ্বখামা আমাকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া বধাসময়ে আরোহণোপযোগী অশ্ব, ধন
 এবং নানাবিধ রত্ন লইয়া গন্তব্যস্থানে গমন করিয়াছিল ॥৩৯॥

স সংরস্তী ছুরাস্তা চ চপলঃ ক্রুর এব চ ।

বেদ চাক্ষুঃ ত্রক্ষশিরস্তশ্রাক্ষ্যো বৃকোদরঃ ॥৪০॥

এবমুক্তা যুধাঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বযাদবনন্দনঃ ।

সর্বায়ুধবরোপেতমাকুরোহ রথোত্তমম্ ॥৪১॥

যুক্তং পরমকাস্থোজৈস্তরগৈর্হেমমালিভিঃ ।

আদিত্যোদয়বর্ণস্ত ধুরং রথবরস্ত তু ॥৪২॥

দক্ষিণামবহচ্ছব্যঃ সূগ্রীবঃ সব্যতোহভবৎ ।

পার্কিবার্হো তু তস্তাস্তাং মেঘপুষ্পবলাহকৌ ॥৪৩॥ (বিশেষকম্)

বিশ্বকর্ষকৃতা দিব্যা রত্নধাতুবিভূষিতা ।

উচ্ছ্রিতেব রথে মায়া ধ্বজযষ্টিরদৃশ্যত ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

ইদানীং বসন্তমাহে স ইতি । সংরস্তী ক্রোধী, ক্রুরো নির্ভরঃ । বেদ জানাতি ॥৪০॥

এবমিতি । যুধাঃ বোধানাম্ । পরমাচ্ তে কাশোজান্তদেশীরাশেতি তৈঃ ।
আদিত্যোদয়বর্ণস্ত অরুণবর্ণস্ত, ধুরং ভারম্ । দক্ষিণাং দক্ষিণপার্শ্বীয়াং ধুরম্ । শৈব্যো
নাম তুরগঃ । সব্যতো বামপার্শ্বে সূগ্রীবো নাম তুরগঃ । পার্কিঃ তদগ্রং বহত ইতি তৌ,
মেঘপুষ্পবলাহকৌ নাম তুরগৌ ॥৪১—৪৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ভবিষ্যিতি ॥১॥ আক্রমে সংগ্রামে ॥২—৮॥ হাতা হাতসি ॥৯—১৮॥ যে মহং
হাতুমিচ্ছসি তেন বিনাপি গৃহাণ, স্বদীরেহস্তে মমেক্ষা নাশীতি ভাবঃ ॥১৯—৪০॥

ইতি শৌণ্ডিকপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষাটশোহধ্যায়ঃ ॥১২॥

সেই অশ্বখামা ক্রোধী, হুটুচিস্ত, চকলস্বভাব ও নির্ভুরহৃদয় এবং সে ত্রক্ষশির
অস্ত্রও জানে ; সুতরাং তাহার হস্ত হুটেতে ভীমসেনকে বন্ধা করিতে হইবে' ॥৪০॥

এইরূপ বলিয়া যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ ও যত্নবংশের আনন্দজনক কৃষ্ণ—সমস্ত উত্তম
অস্ত্রযুক্ত উত্তম রথে আরোহণ করিলেন । সেই উত্তম রথে স্বর্ণমালাধারী
কাশোজদেশীয় উত্তম চারিটি অশ্ব সংযোজিত ছিল এবং সেই অরুণবর্ণ উত্তম রথের
দক্ষিণপার্শ্বের ভার শৈব্যনামক অশ্ব বহন করিতে লাগিল, সূগ্রীব বামদিকে থাকিল ;
আর মেঘপুষ্প ও বলাহক তাহার সম্মুখভাগ বহন করিতে লাগিল ॥৪১—৪৩॥

এবং সেই রথে বিশ্বকর্ষনির্মিত রত্ন ও ধাতুবিভূষিত একটি ধ্বজদণ্ড উত্তোলন
করা হইল ; তাহা যেন ককেরই মায়ার স্তায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥৪৪॥

(৪০) ইত্যং পরং ‘...ষাটশোহধ্যায়ঃ । বৈশম্পায়ন উবাচ’ পি বদ বর্জ বা. সো. নি ।

(৪১) ...কৃষ্ণশ্রেষ্ঠঃ—বা. নি । (৪২) ...উদিতাবিক্যসম্মুখঃ—বা. নি ।

বৈনতেয়ঃ স্থিতস্ততাং প্রভামণ্ডলম্ভিবান্ ।
 তস্য সত্যবতঃ কেতুর্ভুজগারিরদৃশ্যত ॥৪৫॥
 অহারোহঙ্কৃষীকেশঃ কেতুঃ সর্বধনুস্বতাম্ ।
 অর্জুনঃ সত্যকর্ণা চ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৪৬॥
 অশোভেতাং মহাজ্ঞানো দাশার্হমভিতঃ স্থিতৌ ।
 রথস্থং শাস্ত্রধনানমশ্বিনাবিব বাসবম্ ॥৪৭॥
 তাবুপারোপ্য দাশার্হঃ স্তম্ভনং লোকপুঞ্জিতম্ ।
 প্রতোদেন জবোপেতান্ পরমাশ্বানচোদয়ৎ ॥৪৮॥
 তে হয়াঃ সহসোংপেতুর্গৃহীত্বা স্তম্ভনোত্তমম্ ।
 আহ্নিতং পাণ্ডবেয়াভ্যাং যদূনামৃষভেণ চ ॥৪৯॥
 বহতাং শাস্ত্রধনানমশ্বানাং শীঘ্রগামিনাম্ ।
 প্রাচুরানীশ্বহান্ শব্দঃ পক্ষিণাং পততামিব ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

বিশ্বেতি । উচ্ছ্রিতা উত্তোলিতা বায়েব, ধ্বজযষ্টিঃ কেতুদণ্ডঃ ॥৪৫॥
 বৈনেতি । যোগবদ্ধাবদ্ধঃ । কেতুর্ভুজো ধ্বজচিহ্নমিত্যর্থঃ ॥৪৬॥
 অশ্বিতি । কেতুঃ শ্রেষ্ঠঃ । অর্জুনরথস্তদ্বৎসাদেবাং কুরুধারোহণম্ ॥৪৭॥
 অশোভেতামিতি । দাশার্হঃ কৃকম্, অভিতঃ পার্শ্বয়োঃ । “তসোতয়াতিপরিসরৈঃ” ইতি
 দ্বিতীয়া । অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ ॥৪৭॥
 তাবিত্তি । স্তম্ভনং রথম্ । প্রতোদেন কষয়া । অচোদয়ৎ প্রেরয়ৎ ॥৪৮॥
 ত ইতি । উৎপেতুঃ উৎপতোৎপত্যেব অগ্নয়ঃ । আহ্নিতমাত্রচম্ ॥৪৯॥

প্রভামণ্ডল ও কিরণসকলশালী গরুড় আসিয়া সেই ধ্বজের উপরে অবস্থান
 করিলেন । তখন কৃকের সেই ধ্বজটিকে গরুড়ধ্বজরূপে দেখা যাইতে লাগিল ॥৪৫॥

ক্রমে কৃক, সর্বধনুর্ধ্বরশ্রেষ্ঠ অর্জুন ও সত্যকর্ণা যুধিষ্ঠির সেই রথে আরোহণ
 করিলেন ॥৪৬॥

তখন কৃকের উভয়পাশ্বে স্থিত মহাজ্ঞা যুধিষ্ঠির ও অর্জুন ইন্দের উভয়পাশ্বে স্থিত
 অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তার শোভা পাইতে থাকিলেন ॥৪৭॥

কৃক তাঁহাদিগকে রথে আরোহণ করাইয়া কষাঘাত করিয়া, বেগবান্ অশ্ব-
 স্তলিকে সশ্বর চালাইয়া দিলেন ॥৪৮॥

বহুবংশশ্রেষ্ঠ কৃক, যুধিষ্ঠির ও অর্জুন আরোহণ করিলে, সেই অশ্বগণ উজ্জ্বিত
 থাকিয়াই যেন উত্তম রথধানাকে বহন করিতে লাগিল ॥৪৯॥

(৪৬)---অর্জুনঃ স চ বর্ষাশ্বা---নি ।

তে সমাচ্ছন্ন নরব্যাজাঃ কণেন ভরতর্ষভ ।।
 ভীমসেনঃ মহেশাসঃ সমনুজ্জাত্য বেগিতাঃ ॥৫১॥
 ক্রোধদীপ্তস্ত কোন্তেয়ঃ বিষদর্শে সমুদ্রতম্ ।
 নাশকুবন্ বারয়িতুং সমেত্যাপি মহারথাঃ ॥৫২॥
 স তেবাং প্রেক্ষতামেব শ্রীমতাং দৃঢ়ধর্মিনাম্ ।
 যযৌ ভাগীরথীকচ্ছঃ হরিভিত্ত্বর্শবেগিতঃ ।
 যত্র স্ম অয়তে দ্রৌণিঃ পুত্রহন্তা মহাত্মনাম্ ॥৫৩॥
 স দদর্শ মহাত্মানমুদকান্তে যশস্বিনম্ ।
 কৃষ্ণদৈপায়নঃ ব্যাসমাসীনমুষিভিঃ সহ ॥৫৪॥
 তথৈব ক্রুরকর্ণাণঃ স্নাতান্তঃ কুলচীরিণম্ ।
 রজসা ধ্বস্তমাসীনঃ দদর্শ দ্রৌণিমস্তিকে ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

বহতামিতি । শার্ঙ্গধ্বানং কৃষ্ণম্ । পততাং পর্কতাদাববতরতাম্ ॥৫০॥
 ত ইতি । সমাচ্ছন্ন প্রাপ্তুবন্ । মহেশাসঃ মহাধর্মুর্জরম্ । সমনুজ্জাত্য অনুজাত্য ॥৫১॥
 কোন্তেতি । কোন্তেয়ঃ ভীমসেনম্, বিষদর্শে অশ্রুখামবিনাশে ॥৫২॥
 স ইতি । তেবামিত্যানাদরে বটী । কচ্ছঃ জলপ্রায়দেশম্ । হরিভিরন্থৈঃ । বট্পাদো-
 হরং শ্লোকঃ ॥৫৩॥

স ইতি । উদকান্তে জলসমীপদেশে । আসীনমুপবিষ্টম্ ॥৫৪॥

সেই অশ্রুগণ কৃষ্ণকে লইয়া দ্রুত গমন করিতে লাগিলে, পর্কতের উপরে পতনশীল পক্ষিগণের স্থায় সেগুলির গুরুতর শব্দ হইতে থাকিল ॥৫০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ । সেই নরশ্রেষ্ঠেরা বেগে অনুসরণ করিয়া কণকাল মধ্যেই বাইয়া মহাধর্মুর্জর ভীমসেনকে প্রাপ্ত হইলেন ॥৫১॥

মহারথ কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও অর্জুন উপস্থিত হইয়াও ক্রোধে উত্তেজিত এবং শত্রুবিনাশের জন্য উদ্রত ভীমসেনকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥৫২॥

দৃঢ়ধর্মুর্জারী ও বীরশোভাশালী সেই কৃষ্ণপ্রভৃতি দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভীমসেন বেগবান্ অশ্রুগণের গুণে গঙ্গাতীরে বাইয়া উপস্থিত হইলেন— মহাত্মাদের পুত্রহন্তা অশ্রুখামা যে গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া লোকমুখে শুনা গিয়াছিল ॥৫৩॥

ক্রমে ভীমসেন দেখিলেন—মহাত্মা ও যশস্বী বেদব্যাস অত্যন্ত কষিগণের সহিত গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ॥৫৪॥

(৫১) তে সমাচ্ছন্ন বহাবাহঃ...নি । (৫৩) স তেবাবজ্রতঃ পুত্রঃ...হরিভিত্ত্বর্শবেগিতৈঃ—নি ।

তমভ্যধাবৎ কৌস্তেয়ঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ।

ভীমসেনো মহাবাহুস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাত্রবীং ॥৫৬॥

স দৃষ্ট্ৱা ভীমধন্বানং প্রগৃহীতশরাসনম্ ।

ভ্রাতরৌ পৃষ্ঠতচ্চাস্ত্র জনার্দনরথে স্থিতৌ ।

ব্যথিতাশ্চাত্তবদ্রৌণিঃ প্রাপ্তকোদমমম্মত ॥৫৭॥

স তদ্বিব্যমদীনাস্তা পরমাত্মমচিস্তয়ৎ ।

অগ্রাহ চ স চেবীকাং দ্রৌণিঃ সব্যেন পাণিনা ॥৫৮॥

স তামাপদমাসাত্ত দিব্যমস্ত্রমুদৈরয়ৎ ।

অমৃশ্যমাণস্তান্ শুরান্ দিব্যাস্থধরান্ স্থিতান্ ।

অপাণ্ডবায়েতি ক্রুশা ব্যসৃজদাক্রুণং বচঃ ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । যুতাক্তং শত্রুকতবেদনানিবারণায় যুতলিপ্তগাত্রম্, কুশটীরিণং কুশময়কৌপীন-
ধারিণম্ । রজসা ধূল্যা, ধ্বজনাগ্নতম্ ॥৫৬॥

তমিতি । তং দ্রৌণিম্ ॥৫৭॥

স ইতি । ব্যথিতাশ্চাত্তবদ্রৌণিঃ । প্রাপ্তমুচিতম্ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫৭॥

স ইতি । অদীনাস্তা অকাতরচিত্তঃ । ইবীকাং ত্বণবিশেষম্ । সব্যেন বাবেন ॥৫৮॥

স ইতি । উদৈরয়ৎ নিকেশু বৈচ্ছৎ । অমৃশ্যমাণঃ অসহমানঃ । ব্যসৃজদত্রবীং ।
বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫৯॥

তিনি সেখানে অশ্বখামাকেও দেখিতে পাইলেন । সে সময় নির্ভরকার্য্যকারী
অশ্বখামা কুশময় কৌপীন ধারণ করিয়া, গাত্রে যুত লেপনপূর্ব্বক ধূলিধূসরদেহে
তাঁহাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন ॥৫৬॥

তখন মহাবাহু ভীমসেন ধনু ও বাণ গ্রহণ করিয়া অশ্বখামার দিকে ধাবিত
হইলেন এবং ‘ধাক ধাক’ একে কথা বলিলেন ॥৫৬॥

ভীষণধনুর্ধর ভীমসেন ধনু ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠভাগে যুধিষ্ঠির
ও অর্জুন কৃষ্ণের রথে রহিয়াছেন, ইহা দেখিয়া অশ্বখামার মনে গুরুতর ভয় কর্ম্মিল ;
সুতরাং তিনি ইহাই মনে করিলেন যে, ‘এই সময়ে এইরূপ করাই উচিত’ ॥৫৭॥

অকাতরচিত্ত অশ্বখামা তখন সেই অলৌকিক মহাত্ম্ম অরণ করিলেন এবং
তিনি বামহস্তদ্বারা একটা ইবীকা (নলখাগড়া) গ্রহণ করিলেন ॥৫৮॥

অলৌকিক অস্ত্রধারী সেই বীরগণকে উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহাদিগকে সহ

(৫৯)---বাচস্পত্য দাক্ষণম্—নি ।

ইতু্যক্তা রাজশার্দূল ! দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।

সর্বলোকপ্রমোহার্থং তদস্ত্রং প্রমুমোচ হ ॥৬০॥

ততস্ত্রানিধীকায়াং পাবকঃ সমজায়ত ।

প্রধক্ষ্যন্নিব লোকাঃস্ত্রীন্ কালান্তকযমোপমঃ ॥৬১॥

ইতি ত্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-
পর্বণি ঐষীকে ত্রক্ষশিরোহস্তত্যাগে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

—:•••:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইন্দ্ৰিতেনৈব দাশার্হস্তমতিপ্রায়মাদিতঃ ।

দ্রোণেবুজ্জা মহাবাহুরজ্জুনং প্রত্যভাষত ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । তদত্রক্ষশিরো নাম ॥৬০॥

তত ইতি । ইষীকায়াং তৃণবিশেষে । অজায়ত মস্ত্রপ্রতাপাৎ ॥৬১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:••:—

ইন্দ্ৰিতেমেতি । ইন্দ্ৰিতেন মুখভঙ্গ্যাদিমাত্রেণ, দাশার্হঃ কৃকঃ, আদিতঃ প্রথম এব ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—১৮॥ অপাণ্ডবার পাণ্ডবানামভাবাৎ ॥২০—২১॥

ইতি সৌপ্তিকপর্বণি নৈলকম্ভীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥১৩॥

করিতে পারিবেন না ভাবিয়া, বিপদাপন্ন হইয়া অস্থখ্যমা অলৌকিক ত্রক্ষ শর অস্ত্র
নিষ্ক্ষেপ করিবার ইচ্ছা করিলেন । তৎপরে তিনি ক্রোধবশতঃ ‘পাণ্ডবগণের ধ্বংস
হউক’ এইরূপ দারুণ বাক্য বলিলেন ॥৫৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! প্রতাপশালী অস্থখ্যমা এই কথা বলিয়া সমগ্র ভগৎকে মুগ্ধ
করিবার জন্য সেই ত্রক্ষশির অস্ত্র নিষ্ক্ষেপ করিলেন ॥৬০॥

তদনন্তর ত্রিভুবন দহ করিবে বলিয়াই যেন সেই ইষীকাতে (মলখাগড়ার)
এলয়কালের যমের দ্বার ভীষণ অগ্নিরাশি উৎপন্ন হইল ॥৬১॥

অৰ্জুনার্জুন । যদিব্যমস্তং তে হৃদি বর্ততে ।
 দ্রোগোপদিষ্টং তস্মায় কালঃ সংপ্রতি পাণ্ডব ॥২॥
 ভ্রাতৃণামাত্মনশ্চৈব পরিজ্ঞানায় ভারত ।।
 বিস্মতৈস্তত্ত্বমপ্যাজ্ঞাবস্ত্রমস্ত্রনিবারণম্ ॥৩॥
 কেশবেনৈবযুক্তস্ত পাণ্ডবঃ পরবীরহা ।
 অবারতরজ্জ্বখাতূর্ণং প্রগৃহ্য শশরং ধনুঃ ॥৪॥
 পূৰ্ব্বমাচার্য্যপুত্রায় ততোহনন্তরমাত্মনে ।
 ভ্রাতৃভ্যশ্চৈব সৰ্বেভ্যঃ স্বস্তীত্ব্যক্ত্বা পরমুপঃ ॥৫॥
 দেবতাভ্যো নমস্কৃত্য গুরুভ্যশ্চৈব সৰ্বশঃ ।
 উৎসদৰ্জ শিবং ধ্যায়ন্নস্ত্রমস্ত্রেণ শাম্যতাম্ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
 ততস্তদস্ত্রং সহসা স্মৃষ্টং গাণ্ডীবধন্বনা ।
 প্রজজ্ঞান মহার্চিত্বাদ্যুগাস্তানলসম্মিতম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

অৰ্জুনেতি । সত্ৰমে বিকৃতিঃ । তত তৎপ্রয়োগতঃ ॥২॥
 ভ্রাতৃণামিতি । বিস্মত নিষ্কিপ, অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো নাম । অস্ত্রনিবারণং দ্রোগ্যস্ত্রনিবর্তকম্ ॥৩॥
 কেশবেনেতি । পাণ্ডবোহৰ্জুনঃ, পরবীরহা বিপক্ষবীরহস্তা ॥৪॥
 পূৰ্ব্বমিতি । স্ত্রি মঙ্গলমত্ । আচার্য্যপুত্রবধো ব্রহ্মবৎশ্চ বা তবত্ব ইত্যভিপ্রায়েণাচার্য্য-
 পুত্রোহুত্ব্যক্তম্ । শিবং সৰ্বেভ্যঃ মঙ্গলম্ । শাম্যতাং শাম্যত্ব ইতি চ ধ্যায়মিত্যর্থঃ ॥৫—৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহাবাহু কৃষ্ণ প্রথমেই অৰ্জুনের মুখভঙ্গীপ্রকৃতি দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া অৰ্জুনকে বলিলেন—৥১॥

‘পাণ্ডুনন্দন অৰ্জুন ! অৰ্জুন ! দ্রোগোপদিষ্ট যে অলৌকিক অস্ত্র তোমার মনে রহিয়াছে ; এই সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবারই সময় উপস্থিত হইয়াছে ॥২॥

ভরতনন্দন । নিজেকে এবং ভ্রাতৃগণকে রক্ষা করিবার জন্য অৰ্জুনের অস্ত্র-
 নিবারক তোমার সেই অস্ত্র এখন নিক্ষেপ কর’ ॥৩॥

কৃষ্ণ এই কথা বলিলে, বিপক্ষবীরহস্তা অৰ্জুন ধনু ও বাণ ধারণ করিয়া সশর
 রথ হইতে অবতরণ করিলেন ॥৪॥

‘প্রথমে অৰ্জুনের, পরে নিজের, ভ্রাতৃগণের ও অন্তান্ত সমস্ত লোকের মঙ্গল
 হউক’ এই কথা বলিয়া এবং সমস্ত দেবতা ও গুরুজনকে নমস্কার করিয়া, জগতের
 মঙ্গল চিন্তা করিতে থাকিয়া ‘আমার অস্ত্রদ্বারা অৰ্জুনের অস্ত্র নিবৃত্ত হউক’ এইরূপ
 বলিয়া বিপক্ষসম্ভাপকারী অৰ্জুনও ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥৫—৬॥

তথৈব দ্রোণপুত্রস্ত তদস্ত্রং তিগ্মতেজসঃ ।
 প্রজঙ্ঘাল মহাঙ্ঘালং তেজোমণ্ডলসংবৃতম্ ॥৮॥
 নির্ঘাতা বহবশ্চাসন্ পেতুরুক্ষাঃ সহস্রশঃ ।
 মহন্তুয়ঞ্চ ভূতানাং সর্বেষাং সমজায়ত ॥৯॥
 সশব্দমভবদ্যোম জ্বালামালাকুলং ভূশম্ ।
 চচাল চ মহী কুংস্রা সপর্বতবনক্রমা ॥১০॥
 তাবস্ত্রতেজসা লোকাংস্ত্রাসয়ন্তৌ ততঃ স্থিতৌ ।
 মহর্ষৌ সহিতৌ তত্র দর্শয়ামাসতুস্তদা ॥১১॥
 নারদঃ সর্বভূতাত্মা ভারতানাং পিতামহঃ ।
 উভৌ শময়িতুং বীরৌ ভারতাজঘনঞ্জয়ৌ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সৃষ্টং ক্রিপ্তম্, গাভীবধবনা অর্জুনেন । মহার্জিয়দ্ বিশালশিখাশালি ॥৭॥
 তথ্যেতি । মহতী জ্বালা শিখা যন্ত তৎ ॥৮॥
 নিরিত্তি । নির্ঘাতা বাতাহতবাতপাতাঃ । এতৎপ্রমাণক্ বহন এব পূর্বমুক্তম্ ॥৯॥
 সেতি । জ্বালামালয়া অগ্নিশিখাসমূহেন আকুলং ব্যাপ্তম্ ॥১০॥
 তাবিত্তি । তৌ অর্জুনাস্থখামানৌ । মহর্ষৌ নারদকৃষ্ণদৈপায়নৌ, দর্শয়ামাসতুর্দৃশতুঃ,
 দৃশ্যেঃ স্বার্থে ইন্ অর্থঃ ॥১১॥

তদনন্তর অর্জুননিক্রিপ্ত মহাশিখাশালী সেই অন্ধশির অস্ত্র প্রলয়কালের
 অগ্নির স্থায় জলিয়া উঠিল ॥৭॥

সেইরূপই তীক্ষ্ণতেজা অস্থখামার অন্ধশির অস্ত্রও বিশালশিখা ও তেজোমণ্ডলে
 ব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৮॥

তখন বহুতর নির্ঘাত হইতে থাকিল, সহস্র সহস্র উকাপাত হইতে লাগিল
 এবং তদ্রূপ সমস্ত প্রাণীরই মহাভয় উপস্থিত হইল ॥৯॥

আকাশে বিশাল শব্দ হইতে থাকিল, অগ্নিশিখা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং
 পর্বত ও বনবৃক্ষের সহিত সমগ্র পৃথিবী কাপিতে লাগিল ॥১০॥

তৎকালে অর্জুন ও অস্থখামা আপন আপন অস্ত্রের তেজে সকলেরই ত্রাস
 জন্মাইতে লাগিলেন এবং মহর্ষি নারদ ও বেদব্যাস সম্মিলিতভাবে তাহা দেখিতে
 থাকিলেন ॥১১॥

(১১)....তে বস্ত্রতেজসী লোকাংস্ত্রাপরতী ব্যবহিত্তে—পি বহু বর্জ্য নো । (১২) ..নারদঃ
 সর্ববর্ষাত্মা ভারতানাং পিতামহঃ—বর্জ্য নি ।

ভৌ মুনৌ সৰ্বধৰ্মজ্ঞৌ সৰ্বভূতহিতৈষিনৌ ।

দীপ্তরোরজ্জরোমধো স্থিতৌ পরমতেজসৌ ॥১৩॥ (বৃগ্গকম্)

তদন্তরমধ্যস্থ্যাবুপাগম্য যশস্বিনৌ ।

আস্তায়ুধিবরৌ তজ্জ কলিতাবিব পাবকৌ ॥১৪॥

প্রাণভৃষ্টিরনাধ্ব্যৌ দেবদানবসম্মতো ।

অজ্ঞতেজঃ শময়িতুং লোকানাং হিতকাম্যমা ॥১৫॥ (বৃগ্গকম্)

নানাশস্ত্রবিদঃ পূৰ্বেষে য়েপ্যতীতা মহারথাঃ ।

নৈতদস্ত্রং মনুষ্যেষু তৈঃ প্রযুক্তং কথকন ।

কিমিদং সাহসং বীরৌ । কৃতবন্তৌ মহাত্ময়ম্ ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং সৌপ্তিক-
পৰ্বনি ঐষীকে অৰ্জুনাস্ত্রত্যাগে চতুৰ্দশোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

নারদ ইতি । সৰ্বেষাং ভূতানাং হিতসাধনবাক্যে যস্মিন্ শঃ, ভারতানাং শতাবহো
বৈপারনশ্চ । দীপ্তরোজ্জলিতরোঃ ॥১২—১৩॥

তদিতি । তরোরদ্বিরাক্তোঃ অস্তরঃ মধ্যদেশব, অধ্ব্যৌ অদাহৌ, তপঃপ্রত্যাবাদেবেতি
ভাবঃ । প্রাণভৃষ্টিরনাধ্ব্যৌ, অতএব জ্যোত্স্বীনাভ্যামপ্যজ্ঞেয়াবিত্যাশয়ঃ ॥১৪—১৫॥

নানেতি । হে বীরৌ । মহাত্ময়ং অগত এব মহাবিপজ্জনকম্ । যট্পাদঃ শোকঃ ॥১৬॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিনাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপৰ্বনি ঐষীকে চতুৰ্দশোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

পরে সৰ্বভূতহিতৈষী নারদ ও বেদবাস অৰ্জুন ও অশ্বখামাকে শাস্ত করিবার
ইচ্ছা করিলেন । ক্রমে সৰ্বধৰ্মজ্ঞ, সৰ্বভূতহিতৈষী ও মহাতেজস্বী নারদ এবং
বেদবাস উভয় অস্ত্রের মধ্যে যাইয়া দাঁড়াইলেন ॥১২—১৩॥

তাহার পর তপস্তার প্রভাবে অতিচূৰ্ছ ও যশস্বী নারদ এবং বেদবাস সেই
অগ্নিরাশি দুইটার মধ্যস্থানে যাইয়া অপর দুইটা প্রজলিত অগ্নিরাশির স্থায়
দাঁড়াইলেন । তাহারা সকল প্রাণীরই অজ্ঞের এবং দেব ও দানবগণের প্রিয়
ছিলেন ; আর অগতের হিতের জন্য সেই অজ্ঞতেজ নিবারণ করার তাহাদের
ইচ্ছা ছিল ॥১৪—১৫॥

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দৃষ্টে'ব নরশার্দূল ! তাবয়িসমতেজসৌ ।
সংজহার শরং দিব্যং স্বরমাণো ধনঞ্জয়ঃ ॥১॥
উবাচ ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! তাবুধী প্রাজ্ঞলিস্তদা ।
প্রযুক্তমস্ত্রমস্ত্রেণ শাম্যতামিতি বৈ ময়া ॥২॥
সংহৃতে পরমাস্ত্রেহস্মিন্ সর্বানস্মানশেষতঃ ।
পাপকৰ্ম্মা ধ্রুবং দ্রৌণিঃ প্রধক্যতাস্ত্রতেজসা ॥৩॥
যনত্রে হিতমস্মাকং লোকানাকৈব সৰ্বথা ।
ভবন্তৌ দেবসক্ৰাশৌ তথা সংমন্তুমৰ্হথঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্টে'তি । দৃষ্টে'ব নিজাজসমুখ ইতি শেবঃ । সংজহার নিবৰ্ত্তয়ামাস ॥১॥
উবাচেতি । উবাচ অৰ্জুন ইতি শেবঃ । অস্ত্রবৰ্ণনারঃ, অস্ত্রেণ বদীয়েন ॥২॥
সমিতি । পাপকৰ্ম্মবাদেব প্রধক্যতীতি ভাবঃ ॥৩॥

পরে নারদ ও বেদব্যাস বলিলেন—‘নানাশাস্ত্রজ্ঞ প্রাচীন বহু মহারথ অতীত হইয়া গিয়াছেন ; তাঁহারা কোন কারণেই এই অস্ত্র মনুষ্যের উপরে প্রয়োগ করেন নাই । অতএব হে বীরধর ! তোমরা জগতের মহাবিপত্তিজনক এই সাহস করিলে কেন ?’ ॥১৬॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরশ্রেষ্ঠ ! আপন অস্ত্রের সম্মুখভাগে অগ্নির ত্রাস ভেজস্বী সেই ঋষি হুইজনকে দেখিয়াই অৰ্জুন বরাবিত হইয়া আপন অস্ত্রের কিকিণ্ণসংহার করিলেন ॥১॥

ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! এবং তিনি কৃতাজলি হইয়া সেই ঋষিদিগকে বলিলেন—‘আমার অস্ত্রে অশ্বখামার অস্ত্র নিবারিত হউক, এইরূপ ইচ্ছা করিয়াই আমি এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলাম ॥২॥

আমি এই উত্তম অস্ত্র উপসংহার করিলে, পাপকৰ্ম্ম অশ্বখামা নিশ্চয়ই নিজের অস্ত্রের প্রভাবে আমাদের সকলকেই দহ করিবে ॥৩॥

ইত্থাক্তাঃ সংস্কারাজ্ঞঃ পুনরেব ধনঞ্জয়ঃ ।
 সংহারো হুঙ্করস্তস্ত দেবৈরপি হি সংযুগে ॥৫॥
 বিন্ধুষ্ঠস্ত রণে তস্ত পরমাত্মস্ত সংগ্রহে ।
 অশক্তঃ পাণ্ডবানন্তঃ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ ॥৬॥
 ব্রহ্মতেজোভবং তচ্চি বিন্ধুষ্ঠমকৃতাস্থনা ।
 ন শক্যমাবর্তয়িতুং ব্রহ্মচারিব্রতাদৃতে ॥৭॥
 অচীর্ণব্রহ্মচর্যো যঃ সৃষ্টাবর্তয়তে পুনঃ ।
 তদস্ত্রং সানুবদ্ধস্ত যুদ্ধানং তস্ত কৃন্ততি ॥৮॥
 ব্রহ্মচারী ব্রতী চাপি হুরাচারমবাণ্য তৎ ।
 পরমব্যসনার্তোহপি নাক্ষু নোহস্ত্রং ব্যযুক্ত ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

বদিত্তি । সংযুক্তমবধারণিত্বম্ । যুগাং জ্যোতিষনিধারণমপি কুরুতমিতি ভাবঃ ॥৫॥
 ইতীতি । সংস্কার সাকুল্যেনেত্যর্থঃ । সংযুগে যুদ্ধে ॥৬॥
 বিন্ধুষ্ঠেতি । সংগ্রহে সংহারে । শতক্রতুরিত্যোহপ্যনুক ইত্যর্থঃ ॥৭॥
 ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মতেজোভবমিতি বিসর্গলোপেহপি সন্ধির্যর্থঃ । ব্রতে বিনা ॥৮॥
 অত্রবতাববাহ অচীর্ণেতি । সৃষ্টে, নিকিপ্য । সানুবদ্ধস্ত অহুচরসহিতস্ত ॥৯॥

এখন আমাদের এবং সমস্ত লোকের বাহাতে সর্বপ্রকারে মঙ্গল হয়, দেবতার
 তুল্য প্রভাবশালী আগনারা সেইরূপ অবধারণ করুন' ॥৪॥

এই কথা বলিয়া অৰ্জুন পুনরায় নিজের অস্ত্রের সম্পূর্ণ উপসংহার করিলেন;
 কিন্তু যুদ্ধে দেবতাদের পক্ষেও সেই ব্রহ্মশির অস্ত্রের উপসংহার করা হুঙ্কর হইয়া
 থাকে ॥৫॥

ব্রহ্মশির অস্ত্র একবার নিক্ষেপ করিলে, পুনরায় তাহার উপসংহার করার পক্ষে
 অৰ্জুন ব্যতীত অন্য সকলেই অসমর্থ হইয়া থাকে; এমন কি সাক্ষাৎ ইন্দ্রও সে
 বিষয়ে অসমর্থ হন ॥৬॥

কারণ, সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র ব্রহ্মতেজ হইতে উৎপন্ন; সুতরাং ব্রহ্মচর্য ব্যতীত
 অসংশোধিতচিত্ত লোক যদি একবার প্ররোপ করে, তবে পুনরায় তাহার উপসংহার
 করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হয় ॥৭॥

যে লোক ব্রহ্মচর্যব্রত না করিয়া এই অস্ত্র নিক্ষেপপূর্বক আবার কিরাইবার
 চেষ্টা করে, এই অস্ত্র অহুচরণের সহিত সেই লোকের মস্তক ছেদন করে ॥৮॥

(৭) ব্রহ্মতেজো ভবেতচ্চি...সৃষ্টাবর্তয়তে পুনঃ—পি ।

সত্যব্রতধরঃ শুরো ব্রহ্মচারী চ পাণ্ডবঃ ।
 গুরুবর্তী চ তেনাস্ত্রং সংজহারার্জুনঃ পুনঃ ॥১০॥
 দ্রৌণিরপ্যথ সংশ্রেক্ষ্য তাবুধী পুরতঃ স্থিতৌ ।
 ন শশাক পুনর্ঘোরমস্ত্রং সংহর্তুযোজসা ॥১১॥
 অশস্ত্রঃ প্রতिसংহারে পরমাস্ত্রস্ত সংযুগে ।
 দ্রৌণিদীনমনা রাজন্ ! দ্বৈপায়নমভাষত ॥১২॥
 উত্তমব্যসনার্তেন প্রাণত্ৰাণমভীপ্সুনা ।
 ময়ৈতদস্ত্রমুৎসৃক্তং ভীমসেনভয়াশ্রুনে ॥১৩॥
 অধর্মশ্চ কৃতোহেনেন ধার্ত্তরাষ্ট্রং জিঘাংসতা ।
 মিথ্যাচারেণ ভগবন্ ! ভীমসেনেন সংযুগে ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

ব্রহ্মেতি । হুরাচারঃ হর্ষোধনাদীনাং হর্ব্যবহারম্ । ব্যসনং বিপন্ন ॥১০॥
 সত্যোতি । গুরুবর্তী ইতি গুরুবর্তী গুরুণামনুকূল ইত্যর্থঃ ॥১১॥
 দ্রৌণিরিতি । পুরতঃ অস্ত্রসম্মুখে । ওজসা আশ্রয়ঃ শক্ত্যা ॥১২॥
 অশস্ত্র ইতি । দীনমনা অকার্য্যাসম্ভবামিধম্ভচিত্তঃ ॥১২॥
 উত্তমেতি । উত্তমব্যসনার্তেন অতীববিপন্নপীড়িতেন । অভীপ্সনা কৰ্ত্তৃমিচ্ছনা ॥১৩॥
 অধর্ম ইতি । ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ হর্ষোধনম্ । মিথ্যাচারেণ নাভেরধো গদাগ্রহারাৎ ॥১৪॥

এদিকে অর্জুন পূর্বের ব্রহ্মচর্য্য ও অস্ত্রান্ত্র ব্রত করিয়াছিলেন ; পরে হর্ষোধন-
 প্রভৃতির সেই সকল হর্ব্যবহারে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াও এই অস্ত্র নিক্ষেপ করেন
 নাই ॥১০॥

অর্জুন সত্যবাদী, বীর ও পূর্বের ব্রহ্মচর্য্যব্রতকারী এবং সর্বদাই গুরুজনের
 প্রতি অনুকূল ছিলেন । সেই জন্যই অর্জুন ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াও আবার
 তাহার উপসংহার করিয়াছিলেন ॥১১॥

কিন্তু অশ্বখামা নিজের অস্ত্রের সম্মুখে সেই ঋষি ছইজনকে দেখিয়াও আপন
 শক্তিতে সেই অস্ত্রের উপসংহার করিতে সমর্থ হন নাই ॥১১॥

রাজা । অশ্বখামা নিজের দারুণ ব্রহ্মশির অস্ত্র উপসংহার করিতে সমর্থ
 না হওয়ায় বিষম চিন্ত হইয়া বেদব্যাসকে বলিলেন— ॥১২॥

‘মুনি । আমি অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়া প্রাণরক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়া,
 ভীমসেনের ভয়বশতঃ এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছি ॥১৩॥

(১১)....সোহস্ত্রা তাবুধী স্থিতৌ...নি ।

অতঃ সৃষ্টমিদং ব্রহ্মণ । ময়াশ্রমকৃতাজ্ঞনা ।
 তস্মা ভূয়োহস্ত সংহারং কৰ্ত্তুং নারহামহোৎসহে ॥১৫॥
 বিন্ধুঃ হি ময়া দিব্যমৈতদস্ত্রং দুৰাসদয় ।
 অপাণ্ডবায়ৈতি যুনে । বহ্নিতেজোহনুমন্ত্রা বৈ ॥১৬॥
 তদ্বিদং পাণ্ডবেয়ানামস্তকায়াভিসংহিতম্ ।
 অগ্ন পাণ্ডুস্তান্ সৰ্কান্ জীবিতাদ্ভ্র-শয়িষ্যতি ॥১৭॥
 কৃতং পাপমিদং ব্রহ্মণ । রোষাবিষ্টেন চেতসা ।
 বধমাশাস্ত পার্থানাং ময়াশ্রমঃ সৃজতা রণে ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অত ইতি । সৃষ্টং ক্রিয়ম্ । অকৃতাজ্ঞনা অশোধিতবুদ্ধিনা । উৎসহে শক্যোমি ॥১৫॥
 বিন্ধুঃ ক্রিয়ম্ । ইতি উক্তেতি শেষঃ । অনুমন্ত্রা আহুয় ॥১৬॥
 তদ্বিত্তি । অস্ত্র এবাস্ত্রকৃতমৈ বিনাশাহুত্যাৰ্থঃ । অভিসংহিতং সৰ্কণা সঙ্কার ক্রিয়ম্ ॥১৭॥
 কৃতনিত্তি । আশাস্ত উদ্ভিত, পার্থানাং পাণ্ডবানাম্, সৃজতা ক্রিয়তা ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

দৃষ্টেতি ॥১—৭॥ আবর্তয়তে উপসংহরতি, এতেনাৰ্জুনস্তাস্ত্রমুপসংহরতশীর্ণব্রহ্মচর্য্যং
 ব্যাপ্যতে ॥৮—১৬॥ অস্ত্রকারাত্মক, বার্ষিক কঃ ॥১৭—৩৪॥

ইতি সৌপ্তিকপর্কনি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥১৫॥

ভগবন্ ! এই ভীমসেন গদাযুদ্ধের সময় হুর্ঘ্যোধনকে বধ করিবার ইচ্ছা
 করিয়া, শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ করায় অধর্ম্ম করিয়াছে ॥১৪॥

‘মহর্ষি ! আমার চিত্ত রাগদেবাদি শূন্য নহে । সেই জন্যই আমি আজ এই ব্রহ্মশির
 অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছি ; কিন্তু আমি পুনরায় এখন তাহার উপসংহার করিতে
 সমর্থ নহি ॥১৫॥

যুনি । ‘পাণ্ডবগণের ধ্বংস হউক’ এইরূপ বলিয়া অগ্নির তেজ আহ্বান করিয়া,
 অলৌকিক ও দুর্দ্বর্ষ এই ব্রহ্মশির অস্ত্র আমি নিক্ষেপ করিয়াছি ॥১৬॥

অতএব পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্যই অভিসংহিত এই অস্ত্র আজ সমস্ত
 পাণ্ডবকেই জীবন শূন্য করিবে ॥১৭॥

ব্রহ্মর্ষি । আমি রোষাবিষ্টচিত্তে পাণ্ডবগণের বধের উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র নিক্ষেপ
 করিয়া পাণ্ডবের কার্য্য করিয়াছি ॥১৮॥

ব্যাস উবাচ ।

অস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্তাত । বিদ্বান্ পার্থো ধনঞ্জয়ঃ ।
 উৎসৃষ্টবান্ ন রোষণে ন নাশায় তবাহবে ॥১৯॥
 অস্ত্রমস্ত্রেণ তু রণে তব সংশয়িষ্ঠতা ।
 বিসৃষ্টমর্জুনেনেদং পুনশ্চ প্রতिसংহৃতম্ ॥২০॥
 ব্রহ্মাস্ত্রমপ্যবাপ্যৈতদুপদেশাৎ পিতৃস্তব ।
 কত্রধর্মাস্মহাবাহর্নাকম্পত ধনঞ্জয়ঃ ॥২১॥
 এবং ধৃতিমতঃ সাধোঃ সর্বাস্ত্রবিদ্ব্যঃ সতঃ ।
 সভ্রা ভুবকোঃ কস্মাৎ বধমস্ত চিকীর্ষসি ॥২২॥
 অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো যত্র পরমাস্ত্রেণ বধ্যতে ।
 সমা দাদশ পর্জন্তস্তত্রোদ্ভূং নাভিবর্ষতি ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

মন্ত্রমিতি । বিদ্বান্ অবগতঃ । উৎসৃষ্টবান্ নিকৃষ্টবান্ ॥১৯॥
 তর্হি কিমর্থমুৎসৃষ্টবিত্যাহ অত্রমিতি । সংশয়িষ্ঠতা নিবারয়িষ্ঠতা ॥২০॥
 মর্জুনবিবেকং প্রাপ্য সগ্ৰাহ ব্রজেতি । নাকম্পত নাচ্যবত ॥২১॥
 এবমিতি । ধৃতিমতো বৈধ্যশালিনঃ, সর্বাস্ত্রবিদ্ব্যঃ সত্যভ্রাতৃভিজ্ঞত ॥২২॥
 অত্রমিতি । পরমাস্ত্রেণ অপরেণোত্তমব্রহ্মশিরোহস্ত্রেণ, বধ্যতে প্রতিহততে । সমা
 বৎসরান্, পর্জন্তো বেদাঃ, অতি সক্ষীকৃত্য ॥২৩॥

বেদব্যাস বলিলেন—‘বৎস । পৃথানন্দন অর্জুনও ব্রহ্মশির অস্ত্র জানেন ;
 কিন্তু তথাপি তিনি ক্রোধবশতঃ কিংবা তোমার বিনাশের জন্য এ অস্ত্র নিক্ষেপ
 করেন নাই ॥১৯॥

তবে অর্জুন নিজের ব্রহ্মশির অস্ত্রদ্বারা তোমার ব্রহ্মশির অস্ত্র নিবারণ করিবেন
 বলিয়াই তাহা নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং পুনরায় তাহার উপসংহারও করিয়াছেন ॥২০॥

তার পর মহাবাহু অর্জুন তোমার পিতার উপদেশে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াও
 ক্ষত্রিয় ধর্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই ॥২১॥

অর্জুন এইরূপ বৈধ্যশালী, সাধুপ্রকৃতি, সর্বাস্ত্রবিদ ও সত্যবাদী ; অতএব
 ভ্রাতৃগণ ও বহুগণের সাহিত উহার বধ তুমি ইচ্ছা করিতেছ কেন ? ॥২২॥

যে রাজ্যে ব্রহ্মশির অস্ত্রদ্বারা অপর ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রতিহত করা হয়, সে রাজ্যে
 যার বৎসর পর্যন্ত মেঘ জলবর্ষণ করে না ॥২৩॥

(১৯)...উৎসৃষ্টবানহিসোর্ধ্ব...মি ।

এতদৰ্থং মহাবাহুঃ শক্তিমানপি পাণ্ডবঃ ।
 ন বিহতাতদন্তস্ত এতাহিতচিকীৰ্ষয়া ॥২৪॥
 পাণ্ডবাস্তু ক রাষ্ট্রক সদা সংরক্ষ্যমেব হি ।
 তস্মাৎ সংহর দিব্যং স্বমন্ত্রমেতন্মহাত্মজ । ॥২৫॥
 অরোহন্তব চৈবান্ত পার্থাঃ সন্ত নিরাময়াঃ ।
 ন স্বধৰ্ম্মেণ রাজর্ষিঃ পাণ্ডবো জেতুমিচ্ছতি ॥২৬॥
 মণিকৈব প্রয়চ্ছতো যন্তে নিরসি তিষ্ঠতি ।
 এতমাদায় তে প্রাণান্ প্রতিদাস্তস্তু পাণ্ডবাঃ ॥২৭॥
 জ্যৈশ্চিক্ৰবাচ ।

পাণ্ডবৈর্যানি রত্নানি যচ্চাস্তৎ কৌরবৈর্ধনম্ ।
 অবাণ্ডমিহ তেভ্যোহয়ং মণির্মম বিশিষ্ঠতে ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

এতদ্বিতি । এতান্নাং অনান্নাং হিতচিকীৰ্ষয়া হিতকরণেচ্ছয়া ॥২৪॥
 পাণ্ডবা ইতি । দিব্যমলৌকিকম্, এতদ্বৈশ্বশিরো নাম ॥২৫॥
 অরোহ ইতি । অরোহঃ ক্রোধশূন্ত আত্মা । পাণ্ডবো বুদ্ধিষ্টিরঃ ॥২৬॥
 ধ্যানেন জ্যৈশ্চিক্ৰবাচারমবগম্যাহ মণিমিতি । প্রয়চ্ছ নেহি, এত্যাঃ পাণ্ডবেভ্যঃ ॥২৭॥
 পাণ্ডবৈরিতি । বিশিষ্ঠতে মূল্যেনাতিরিচ্যতে ॥২৮॥

এই জন্তই মহাবাহু অৰ্জুন সমৰ্থ হইয়াও লোকের হিতসাধন করিবার ইচ্ছায় নিজের ব্রহ্মশির অস্ত্রদ্বারা তোমার ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রতিহত করেন নাই ॥২৪॥

মহাবাহু অশ্বখামা । পাণ্ডবগণ, তুমি ও রাজ্য এ সমস্তই তোমার রক্ষণীয় । অতএব তুমি তোমার এই অলৌকিক অস্ত্রের প্রতিসংহার কর ॥২৫॥

তোমার চিত্ত ক্রোধশূন্ত হউক এবং পাণ্ডবেরা নিরপদ্রব হউন । রাজর্ষি বুদ্ধিষ্টির অধর্ম্ম অনুসারে জয় করিতে ইচ্ছা করেন না ॥২৬॥

(অতএব আমি বলি—) তোমার মন্তকে যে মণিটা রহিয়াছে, তুমি এই মণিটা পাণ্ডবগণকে দান কর । পাণ্ডবেরা এই মণিটা লাভ করিয়া তোমার প্রাণ প্রতিদিন করিবেন' ॥২৭॥

অশ্বখামা বলিলেন—‘মহর্ষি । এবাবৎ পাণ্ডবেরা ও কৌরবেরা যত ধন ও রত্ন লাভ করিয়াছেন, সে সমস্ত হইতেই আমার এই মণিটির মূল্য অধিক ॥২৮॥

যমাবধ্য ভয়ং নাস্তি শস্ত্রব্যাদিসুখাশ্রয়ম্ ।
 দেবেভ্যো দানবেভ্যো বা নাগেভ্যো বা কথকন ॥২৯॥
 ন চ রক্ষোগণভয়ং ন তক্ষরভয়ং তথা ।
 এবং বীৰ্য্যো মণিরয়ং ন মে ত্যাক্যঃ কথকন ॥৩০॥
 যন্তু মে ভগবানাহ তন্মে কার্য্যমনস্তরম্ ।
 অয়ং মণিরয়কাহমিষীকা তু পতিষ্ঠাত ।
 গর্ভেষু পাণ্ডুপুত্রাণামুত্তরায়াস্তথোদরে ॥৩১॥
 ন চ শক্তোহস্মি ভগবন্ । সংহতুং পুনরুদ্যতম্ ।
 এতদন্ত্রমতশ্চৈব গর্ভেষু বিসৃজাম্যহম্ ।
 ন চ বাক্যং ভগবতো ন করিষ্যে মহামুনে ! ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

যমিতি । আবধ্য অস্ত্রে ধ্বং । কথকন কিকিদপি ॥২৯॥
 নেতি । এবমীদৃশং বীৰ্য্যং শক্তিৰ্যত ৩০ ॥
 যদিতি । কার্য্যমবশ্যকর্তব্যম্ । অয়ং মণিরয়া দেবঃ, অয়কাহং জীবামীতি শেবঃ ।
 গর্ভেষু শিশুসন্তানেষু, উত্তরায়া গর্ভবত্যা অতিমহাত্মায়াঃ, অপাণ্ডবাস্তেতি মন্তাভিধানাৎ
 সৰ্ব্বথা নিবারয়িতুমশক্যত্বাচ্চেতি ভাবঃ । বটুপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩১॥
 এতদেবাহ নেতি । উদ্যতং নিক্ৰিয়ং ব্রহ্মশিরঃ । করিষ্যে পালয়িষ্যে । অয়মপি
 বটুপাদঃ শ্লোকঃ ॥৩২॥

যে মণিকে অস্ত্রে ধারণ করায় মানুষের অস্ত্র, রোগ ও সুখের ভয় থাকে না
 এবং দেব, দানব ও নাগ ইহঁতে কোন ভয় হয় না ॥২৯॥

রাক্ষসের ভয় কিংবা চৌরের ভয়ও হয় না । এই মণিটির এইরূপই শক্তি ।
 অতএব আমি ইহা কোনপ্রকারেই ত্যাগ করিতে পারি না ॥৩০॥

কিন্তু পূর্বে আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমার অবশ্য কর্তব্য ; সুতরাং
 এই মণি এবং এই আমি রহিয়াছি । আর ইষীকা পাণ্ডবগণের শিশুসন্তান ও
 উত্তরার গর্ভে যাইয়া পতিত হইবে ॥৩১॥

• মহর্ষি । আমি আপনার বাক্য রক্ষা করিব না, এমন হইতে পারে না ; অথচ
 ভগবন্ । নিক্ৰিয় অস্ত্র উপসংহার করিতেও সমর্থ নহি । অতএব এই অস্ত্র
 শিশুদের উপরে নিক্ষেপ করিব ॥৩২॥

ব্যান উবাচ ।

এবং কুরু ন চান্ধা তু বুদ্ধিঃ কার্ধ্যা স্বয়ানঘ । ।

গৰ্ভেষু পাণ্ডবেয়ানাং বিন্ধৈক্যতদুপারম ॥৩৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ পরমমন্ত্রস্ত দ্রৌণিকৃত্যতমাহবে ।

বৈশম্পায়নবচঃ শ্রুত্বা গৰ্ভেষু প্রমুখোচ হ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যং সৌপ্তিক-

পৰ্বনি ঐষীকে ব্রহ্মসিৰোহস্ত্রস্ত পাণ্ডবগর্ভপ্রবেশে

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তদাজ্ঞায় হৃষীকেশো বিন্ধুঃ পাপকর্মণা ।

হৃদ্যমাণ ইদং বাক্যং দ্রৌণিঃ প্রত্যব্রবীতদা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । উপারম অনিষ্টসাধনাবিরম ॥৩৩॥

তত ইতি । গৰ্ভেষু পাণ্ডবানাং শিশুসন্তানেনু ॥৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাসীশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপৰ্বনি ঐষীকে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

তদ্বিতি । আজ্ঞায় অহুমানেনাবগম্য, হৃষীকেশঃ কুরুঃ ॥১॥

বেদব্যাস বলিলেন—‘নিষ্পাপ অবখামা । তুমি এই প্রকারই কর, অন্য প্রকার বুদ্ধি করিও না । পাণ্ডবগণের শিশুসন্তানদের উপরে ইহা নিক্ষেপ করিয়া বিরত হও’ ॥৩৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর অবখামা বেদব্যাসের বাক্য শুনিয়া উত্তম ব্রহ্মসিঁর অস্ত্র পাণ্ডবগণের শিশুসন্তানদের উপরে নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৪॥

বিরাটস্ত হুতাং পূৰ্ব্বং স্মৃতাং গাণ্ডীবধনঃ ।
 উপপ্লব্যগতাং দৃষ্ট্ৱা ত্রতবান্ ত্রাক্ষগোহত্রবীং ॥২॥
 পরিক্ষীণেষু কুরুষু পুত্রস্তব ভবিষ্যতি ।
 এতদস্ত পরিক্ষিত্বং গৰ্ভস্থস্ত ভবিষ্যতি ॥৩॥
 তস্ত তবচনং সাধোঃ সত্যমেতদ্ব্যবহতি ।
 পরিক্ষিত্ববিভা হেঘাং পুনর্বংশকরঃ হুতঃ ॥৪॥
 এবং ত্রবাণং গোবিন্দং সাক্ষতাং প্রবরং তদা ।
 দ্রৌণিঃ পরমসংরকঃ প্রত্যাচাচেমমুত্তরম্ ॥৫॥
 নৈতদেবং যথাথ হুং পক্ষপাতেন কেশব ! ।
 বচনং পুণ্ডরীকাক্ষ ! ন চ মম্বাক্যমন্তথা ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

বিরাটস্তেতি । স্মৃতাং পূজবধুঃ । উপপ্লব্যগতাং তদাখ্যাবিরাটনগরস্থিতাম্ ॥২॥
 পরীক্ষিত্বা । এতৎ এতৎকারণকম্, পরিক্ষিত্বং পরিক্ষিত্বায়কম্ ॥৩॥
 তস্তেতি । পরিক্ষিত্বং পরিক্ষিত্বায়কঃ, এবাং পাণ্ডবানাম্, “ভ্রাতৃপুত্রেণ পুত্রস্তে”তি শ্রবণাৎ ॥৪॥
 এবমিতি । গাণ্ডীবাং তদ্বংশীয়ানাম্ । পরমং সংরকঃ ক্রুদঃ সন । বাহততাপি জীবন-
 শ্রবণাৎ ॥৫॥
 নেতি । এবং ভবিষ্যতীতি শেষঃ, আথ ত্রবীবি । অন্তথা ভবেৎ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাপকর্ম্মা অশ্বখামা উত্তরার গর্ভে ঐষীকান্দ নিক্ষেপ
 করিয়াছেন, ইহা বুঝিয়াও কৃষ্ণ তখন আনন্দিতে হইয়াই অশ্বখামাকে এই কথা
 কহিলেন—॥১॥

‘বিরাটরাজার কন্যা ও অর্জুনের পুত্রবধু উত্তরাকে উপপ্লবানগরে দেখিয়া
 ত্রতনিষ্ঠ কোন ত্রাক্ষ বলিয়াছিলেন—॥২॥

‘উত্তরা ! কুরুবংশ যুদ্ধে ক্ষয় পাইয়া গেলে, তোমার একটি পুত্র জন্মিবে;
 এই কারণেই তাহার নাম হইবে—‘পরিক্ষিত্ব’ ॥৩॥

সেই সাধুত্রাক্ষের এই কথা সত্যই হইবে । ইহাদের বংশরক্ষক ‘পরিক্ষিত্ব’—
 নামে একটি পুত্র জন্মিবে’ ॥৪॥

সাদ্বতবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ এইরূপ বলিতে লাগিলে, তখন অশ্বখামা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ
 হইয়া এই কথা বলিলেন—॥৫॥

‘কৃষ্ণ ! তুমি পাণ্ডবগণের পক্ষপাত করিয়া বাহা বলিতেছ, তাহা সত্য হইবে
 না । কেন না, পুণ্ডরীকাক্ষ ! আমার বাক্যের অন্তথা হইবে না ॥৬॥

পতিশ্চতি তদন্তঃ হি গৰ্ভে জন্তা মরোন্ততম্ ।
বিরাটহৃদিত্বঃ কৃক । যং যং রক্ষিতুমিচ্ছসি ॥৭॥

ভগবানুবাচ ।

অমোঘঃ পরমাত্মন্য পাতন্ত্যস্ত ভবিষ্যতি ।
স তু গৰ্ভে যতো জাতো দীৰ্ঘমায়ুরবাপ্যতি ॥৮॥
হাস্ত কাপুরুষং পাপং বিদুঃ সৰ্বে মনোযিগঃ ।
অসকৃৎ পাপকৰ্ম্মণঃ বালজীবিতঘাতকম্ ।
তস্মাৎসমস্ত পাপস্য কৰ্ম্মণঃ ফলমাপ্নুহি ॥৯॥
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি চরিত্বাসি মহীমিমাম্ ।
অপ্রাপ্নুবন্ কচিৎ কাঞ্চিৎ সংবিদং জাতু কেনচিৎ ॥১০॥
নির্জনানসহায়কং দেশান্ প্রবিচরিত্বাসি ।
ভবিত্বী ন হি তে ক্ষুদ্রঃ । জনমধ্যেষু সংস্থিতিঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

পতিশ্চতিতি । উক্ততং নিক্ষিপত্ব । বিরাটহৃদিত্বঃ উত্তরারঃ ॥৭॥
অমোঘ ইতি । তদন্তপাতাদেব যতো ভবিষ্যতি পুনশ্চ যৎপ্রভাবেণ জাতো ভবিষ্য-
তীত্যর্থঃ ॥৮॥
হাসিতি । বালজীবিতঘাতকবাদেব কাপুরুষবাদিকমিতি ভাবঃ । বটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৯॥
পাপং দত্তে জীৱতি । কচিৎ ক্ষুদ্রচিৎ, সংবিদং সংলাপম্ । জাতু কদাচিৎ ॥১০॥
নির্জনানিতি । ভবিত্বী ভবিষ্যতি । হে ক্ষুদ্র ! ক্ষুদ্রহৃদয় ! বালঘাতকত্বাৎ ॥১১॥

কৃক । তুমি যাহাকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিতেছ, উত্তরার সেই গৰ্ভেই আমার
নিক্ষিপ্ত অস্ত্র পতিত হইবে ॥৭॥

কৃক বলিলেন—‘অশ্বখামা । তোমার ভীষণাত্মক্ষেপও অব্যর্থ হইবে এবং
তাহাতে গৰ্ভস্থ বালকটীও মরিয়া যাইবে । আবার সে বালকটী জীবিত হইবে ও
দীর্ঘায়ু লাভ করিবে ॥৮॥

বুদ্ধিমান লোকেরা সকলেই জানেন যে, তুমি কাপুরুষ, পাপাত্মা ও বার বার
পাপকার্য্যকারী । এবং এখনও তুমি বালকের জীবন নাশ করিতে উক্ত হইয়াছ ।
অতএব তুমি এই পাপকার্য্যের ফল লাভ কর ॥৯॥

তুমি তিন সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কোন স্থানে কোন সময়ে কোনও ব্যক্তির সহিতই
আলাপশুধ না পাইতে থাকিয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে ॥১০॥

ক্ষুদ্রহৃদয় । তুমি অসহায়ভাবে নির্জন দেশে বিচরণ করিবে । কিন্তু লোকমধ্যে
কখনও তোমার অবস্থিতি ঘটবে না ॥১১॥

পুষ্যশোণিতগন্ধী চ দুর্গকাস্তারসংশ্রয়ঃ ।

বিচরিস্যসি পাপাঙ্গন । সৰ্বব্যাদিসমম্বিতঃ ॥১২॥

বয়ঃ প্রাপ্য পরিক্রিতু বেদব্রতমবাধ্য চ ।

কৃপাচ্ছারষতাচ্ছুরঃ সৰ্বাস্ত্রাণ্যুপলপ্যতে ॥১৩॥

বিদিত্বা পরমাস্ত্রাণি কত্রধর্মব্রতে স্থিতঃ ।

ষষ্টিং বর্ষাণি ধর্মাত্মা বহুধাং পালয়িস্যতি ॥১৪॥

ইতশ্চোর্জ্জং মহাবাহুঃ কুরুরাজো ভবিষ্যতি ।

পরিক্রম্য নৃপতির্মিষতস্তে শুদুর্মতে । ॥১৫॥

অহং তং জীবয়িস্যামি দন্ধং শস্ত্রাঘিতেজসা ।

পশ্য মে তপসো বীর্যং সত্যস্ত চ নরাধম ! ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

পুষ্যেতি । দুর্গং দুর্গমং হানং কাস্তারং মহারণ্যঞ্চ সংশ্রয়ো যত্র সঃ ॥১২॥

বয়ঃ ইতি । বেদব্রতং ব্রহ্মচর্যম্ । শারদ্যতাং শরদতঃ পূজাং ॥১৩॥

বিদিত্বা । কত্রধর্মতঃ ব্রতে নিরমে । ষষ্টিং বর্ষাণি যাবৎ ॥১৪॥

ইতঃ ইতি । ইতশ্চোর্জ্জমতঃ পরম্ । মহাবাহুরুত্তরাপুত্রঃ । মিবতঃ পশ্যতঃ ॥১৫॥

নহু যুতঃ কথং পুনর্জাতো ভবেদিত্যাহ অহমিতি । শস্ত্রাঘিতেজসা তব । আত্মন
জীবয়তাং গোপয়ম্যাহ পশ্যেতি । সত্যস্ত বাক্যস্ত ব্যবহারস্ত চ ॥১৬॥

পাপাঙ্গা । তুমি পুষ ও রক্তের গন্ধে আকুল হইয়া এবং দুর্গম মহারণ্যে
ধাকিয়া ধাকিয়া সর্বপ্রকার ব্যাধিবৃক্ত হইয়া বিচরণ করিবে ॥১২॥

আর এদিকে উত্তরার পুত্র পরিক্রিৎ উপযুক্ত বয়সে ব্রহ্মচর্যব্রত আচরণ করিতে
ধাকিয়া বীর হইয়া, শরদানের পুত্র কৃপাচার্য্যের নিকট হইতে সমস্ত অস্ত্র লাভ
করিবে ॥১৩॥

এবং ধর্মাত্মা পরিক্রিৎ সমস্ত অস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া কত্রিয়ধর্ম্যে ধাকিয়া এবং
দীর্ঘায় শাস্ত্র করিয়া ষাট বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবী পালন করিবে ॥১৪॥

অতিদুর্মতি । মহাবাহু সেই উত্তরার পুত্র ইহাদের পরে তোমার সমক্ষেই
'পরিক্রিৎ' নামক কুরুদেশের রাজা হইবে ॥১৫॥

নরাধম । তোমার অস্ত্রাঘির ভেঙ্গে সেই বালকটী দন্ড হইলে, আমি তাহাকে
জীবিত করিব । তুমি আমার তপস্তার ও সত্যের প্রভাব দেখ' ॥১৬॥

ব্যাস উবাচ ।

যস্মাদনাদৃত্য কৃতং ত্বয়াস্মান্ কৰ্ম দারুণম্ ।

ব্রাহ্মণস্ত সতশ্চৈব যস্মাতে বৃত্তমীদৃশম্ ॥১৭॥

তস্মাদ্যদেবকীপুত্র উক্তবানুত্তমং বচঃ ।

অসংশয়ং তে তদ্বাবি কৃত্রধৰ্ম্মস্বয়াজিতঃ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)

অশ্বখামোবাচ ।

সহৈব ভবতা ব্রহ্মন্ ! স্মাস্তামি পুরুষোত্তমঃ ।

সত্যবাগস্ত ভগবানয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ ॥১৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

প্রদায়াথ মণিঃ দ্রৌণিঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ।

জগাম বিমনাস্তেষাং সৰ্বেষাং পশ্চতাং বনম্ ॥২০॥

পাণ্ডবাশ্চাপি গোবিন্দং পুরস্কৃত্য হতদ্বিষঃ ।

কৃষ্ণঃৈষায়নকৈব নারদঞ্চ মহামুনিম্ ॥২১॥

দ্রৌণপুত্রস্ত সহজং মণিমানায় সত্বরাঃ ।

দ্রৌপদীমভ্যধাবন্ত প্রায়োপেতাং মনস্বিনীম্ ॥২২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যস্মাদিতি । বৃত্তমাচরণম্ । যন্ত্রীণীত্যাदीনি । আজিতঃ নির্ভূরাচরণাৎ ॥১৭—১৮॥

সহৈতি । স্মাস্তামি অসংলাপেন । পুরুষোত্তমঃ কৃষ্ণঃ ॥১৯॥

প্রদায়েতি । বিমনাঃ কিমপি কৰ্ত্তুমশক্তাঃ দ্বিষঃ ॥২০॥

বেদব্যাস বলিলেন—‘অশ্বখামা ! তুমি যখন আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া দারুণ কার্য্য করিয়াছ এবং তুমি ব্রাহ্মণ হইলেও যখন তোমার আচরণ এইরূপ হইয়াছে ; তখন তোমার সম্বন্ধে কৃষ্ণ যে উত্তম বাক্য বলিয়াছেন, অবশ্যই তাহা হইবে । বিশেষতঃ তুমি কত্রিধৰ্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ’ ॥১৭—১৮॥

অশ্বখামা বলিলেন—‘মহর্ষি । এই জগতে মানুষগণের মধ্যে আমি আপনার সহিতই থাকিব । তাহাতে এই ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্যও সত্য হইবে’ ॥১৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—‘তাহার পর অশ্বখামা মহাত্মা পাণ্ডবদিগকে নিজের মণিটা দান করিয়া, তাঁহাদের সকলের সমক্ষেই বনে গমন করিলেন ॥২০॥

(১৭)·· বৃত্তমভ্যচরণম্—নি । (১৮)·· আলোকাভ্য উক্তাবি··নি ।

(২১)·· সদাশারীভানুবীৰ্য্যতিবাচ চ·· নারদকৈব পৰ্ব্বতম্—নি ।

ততন্তে পুরুষব্যাভ্রাঃ সদনৈরনিলোপমৈঃ ।
 অভ্যয়ুঃ সহদাশার্হাঃ শিবিরং পুনরেব হি ॥২৩॥
 অবতীৰ্য্য রথাত্যাস্তু স্বরমাণা মহারথাঃ ।
 নদৃশুজ্যোপদৌঃ কৃষ্ণামার্ত্যমার্ততরাঃ স্বয়ম্ ॥২৪॥
 তামুপেত্য নিরানন্দং দুঃখশোকসমস্থিতাম্ ।
 পরিবার্য্য ব্যতিষ্ঠন্ত পাণ্ডবাঃ সহকেশবাঃ ॥২৫॥
 ততো রাজ্ঞাত্যমুজ্জাতো ভীমসেনো মহাবলঃ ।
 প্রদদৌ তং মণিং দিব্যং বচনঞ্চেনমব্রবীৎ ॥২৬॥
 অয়ং ভদ্রে । তব মণিঃ পুত্রহন্তা জিতঃ স তে ।
 উত্তিষ্ঠ শোকমুৎসজ্য কত্রধর্মমমুস্মর ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডবা ইতি । পুরুষত্ব অগ্রসরীকৃত্য । প্রায়োপেতাঃ প্রায়োপবিষ্টাম্ ॥২১—২২॥

তত ইতি । অনিলোপদৈবদ্বাব্দবেগবতিঃ । সহদাশার্হাঃ কৃষ্ণসহিতাঃ ॥২৩॥

অবেতি । আর্ত্যাং পুত্রশোকেন, আর্ততরাত্তদবহাদর্শনেন পুত্রাদিশোকেন চ ॥২৪॥

তামিতি । পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য । সহকেশবাঃ কৃষ্ণসহিতাঃ ॥২৫॥

তত ইতি । রাজ্ঞা বৃষ্টিঠিরেণ । মণ্যানয়নার ভীমং প্রত্যেব জ্যোপদৌঃ দিকে সখর ধাবিত ॥২৬॥

অয়মিতি । পুত্রহন্তা অর্থখায়া । কত্রঃ স্বাক্ষরীযবধে শোকং ন করোতীতি ভাবঃ ॥২৭॥

শক্রবিজয়ী পাণ্ডবেরাও অর্থখামার সহজাত মণিটা লইয়া কৃষ্ণ, মহর্ষি বেদব্যাস ও নারদকে অগ্রবর্তী করিয়া প্রায়োপবিষ্টা মনস্বিনী জ্যোপদীর দিকে সখর ধাবিত হইলেন ॥২১—২২॥

তদনন্তর সেই পুরুষজ্যোষ্ঠেরা বায়ুর স্তার বেগবান্ উত্তম অর্থগণের গুণে কৃষ্ণের সহিত সখরই যাইয়া পুনরায় শিবিরে উপস্থিত হইলেন ॥২৩॥

পরে মহারথ পাণ্ডবেরা রথঘর হইতে সখর অবতরণ করিয়া, অভ্যস্ত শোকার্ত হইয়া শোকাকুলা জ্যোপদীকে দর্শন করিলেন ॥২৪॥

তাহার পর পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া—অবসরা, শোকার্তা ও দুঃখপীড়িতা জ্যোপদীকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন ॥২৫॥

তৎপরে মহাবল ভীমসেন বৃষ্টিঠিরের অমুমতিক্রমে সেই মণিটা জ্যোপদীকে দিলেন এবং এই কথা বলিলেন—॥২৬॥

‘ভদ্রে । এই তোমার সেই মণিটা এবং তোমার সেই পুত্রহন্তাও পরাধিত

(২৩) ইতঃ পূর্বে ‘বৈশম্পায়ন উবাচ’ কব্দে দে।

এয়াণে বাহুদেবস্ত শমার্থমসিতেক্কেণে ।।

বাহু্যক্তানি স্বয়া ভীকৃ । বাক্যানি মধুঘাতিনি ॥২৮॥

নৈব মে পতয়ঃ সন্তি ন পুত্রো ভ্রাতরো ন চ ।

নৈব ভ্রমিতি গোবিন্দ । শর্মামচ্ছতি রাজনি ॥২৯॥

উক্তবত্যসি ভীত্রাণি বাক্যানি পুরুষোত্তমম্ ।

কত্রধর্ম্যামুরূপাণি তানি স্বং স্মর্তুমর্হসি ॥৩০॥ (বিশেষকম্)

হতো দুর্ঘোষনঃ পাপো রাজ্যস্য পরিপন্থিকঃ ।

দুঃশাসনস্য ক্রধিরং পীতং বিস্মরতো ময়া ॥৩১॥

বৈরস্য গতমানুগ্যং ন স্য বাচ্য বিবক্ষতাশু ।

জিহ্বা যুক্তো দ্রোণপুত্রো ভ্রাক্ষণ্যাদ্গৌরবেণ চ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

এয়াণ ইতি । এয়াণে হস্তিনাং প্রতি এহানকালে । শমার্থং সন্ধিসম্পাদনে ন শান্তি-
সম্পাদনার্থম্, হে অসিতেক্কেণে ! নীলনয়নে !, মধুঘাতিনি মধুহুদনে কৃকঃ প্রতীত্যর্থঃ ।
রাজনি যুদ্ধিরে শমং সন্ধিসম্পাদনং শান্তিম্, ইচ্ছতি সতি । ভীত্রাণি যুদ্ধদটকদ্বাং ॥২৮—৩০॥

হত ইতি । রাজ্যত অবদ্রাজ্যলাভত, পরিপন্থিকঃ প্রতিবাতী শত্রুঃ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

ভবেতি ১১—২১। সংবিদং সংলাপম্ ॥১০—২১॥ আরোপেতাং মরণার্থং যো নিরম-
ভেনোপেতাম্ ॥২২—২৩॥ হঠাম্ অবহারঃ পরাতবেণ, আর্জাং পুত্রাদেঃ শোকেন ॥২৪—২৭॥
মধুঘাতিনি মধুদৈত্যহস্তরি ॥২৮—৩১॥ বিবক্ষতাং বক্তৃবিচ্ছতাম্, বাচ্যাঃ নিশ্চাঃ নৈব
ম্ ॥৩২—৩৭॥

ইতি সৌপ্তিকপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠে ভারতভাবদীপে ষোড়শোধ্যায়ঃ ॥১৬॥

হইয়াছে, এখন তুমি শোক পরিত্যাগ করিয়া গাত্ৰোত্থান কর এবং কত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ
কর ॥২৭॥

ভীকৃ নীলনয়নে । কৃক যখন সন্ধিসংস্থাপনের জন্য হস্তিনানগরে এহান
করিতেছিলেন এবং রাজাও যখন সন্ধি কামনাই করিতেছিলেন, তখন তুমি এই
সকল কত্রিয়ধর্ম্মের অমুরূপ ভীত্র বাক্য বলিয়াছিলে যে, ‘কৃক ! আমার পতিয়া
নাই, পুত্রেরা নাই, ভ্রাতারা নাই, তুমিও নাই’ এখন তুমি সেই সকল কথা স্মরণ
করিতে পার ॥২৮—৩০॥

আমাদের রাজ্যলাভের পরিপন্থি পাপাত্মা দুর্ঘোষনকে আমি নিহত করিয়াছি
এবং দুঃশাসনকে কুতলে নিপাত্ত করিলে, সে হট্টকট্ট করিতেছিল, সেই অবহার
আমি তাহার রক্ত পান করিয়াছি ॥৩১॥

যশোহস্ত পাতিতং দেবি । শরীরস্তবশেষিতম্ ।
 বিয়োজিতশ্চ মণিনা ভ্রংশিতশ্চায়ুধং ভূবি ॥৩৩॥
 দ্রৌপদ্যবাচ ।

কেবলানুগ্যমাণান্মি গুরুপুত্রো গুরুর্মম ।
 শিরশ্চেতং মণিং রাজা প্রতিব্রাতু ভারত ! ॥৩৪॥
 তং গৃহীত্বা ততো রাজা শিরশ্চেবাকরোত্তদা ।
 গুরোরুচ্ছ্রমিত্যেব দ্রৌপদ্যা বচনাদপি ॥৩৫॥
 ততো দিব্যং মণিবরং শিরসা ধারয়ন্ প্রভুঃ ।
 শুশুভে স তদা রাজা সচন্দ্র ইব পর্বতঃ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

বৈরন্তেতি । বাচ্য নিন্দনীয়া, বিবকতাং নিন্দিতুমিচ্ছতাম্ ॥৩২॥
 যশ ইতি । পাতিতং নানিতম্ । ভ্রংশিতস্ত্যাজিতঃ । এতৎ সর্বং পূৰ্ব্বমহুতমপি
 এতদুক্তিবশাৎ সঙ্গাতনেবেতি বোধ্যম্ ॥৩৩॥
 কেবলেতি । কেবলানুগ্যং নিহতানাম্, গুরুপুত্রো মমাপি গুরুঃ, অতএব তবধে ন মে
 নির্দয় ইত্যশয়ঃ । রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, প্রতিব্রাতু ধারয়তু, তত্বেব যোগ্যত্বাৎ ॥৩৪॥
 তমিতি । অকরোৎ অধারয়ৎ । গুরোরুচ্ছ্রষ্টং শিথোণ গ্রাহবেবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩৫॥
 তত ইতি । পৰ্ব্বতস্যামোন যুধিষ্ঠিরস্ত দীৰ্ঘাকৃতিঃ সৃচিতা ॥৩৬॥

শত্রুভার নিকটে অন্তর্গত হইয়াছি । অতএব পরনিন্দাকারী লোকেরা আর
 আমাদিগকে নিন্দা করিতে পারিবে না ; তা'র পর অশ্বখামাকে অয় করিয়াছি ;
 কিন্তু পরে ব্রাহ্মণ ও গুরুপুত্র বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি ॥৩২॥

দেবি ! অশ্বখামার যশ একেবারে বিধ্বস্ত করিয়াছি, তাহার শরীরটা মাত্র
 অবশিষ্ট রাখিয়াছি, মণিটা কাড়িয়া লইয়াছি এবং তাহাকে ভূতলে অস্ত্রত্যাগ
 করাইয়াছি ॥৩৩॥

দ্রৌপদী বলিলেন—‘ভরতনন্দন ! আপনার এই কার্য্যে আমি নিহত পুত্র-
 প্রভৃতির নিকট কেবল স্বর্ণশূণ্ডটাই হইলাম ; কিন্তু গুরুপুত্র আমারও গুরু বলিয়া
 তাহার বধে আমার আগ্রহ নাই । তবে রাজাই এই মণিটা মস্তকে বন্ধন
 করুন’ ॥৩৪॥

‘ইহা গুরুর উচ্ছ্রষ্ট’ এই বলিয়া এবং দ্রৌপদীর অনুরোধে তখনই যুধিষ্ঠির
 সেই মণিটা গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন ॥৩৫॥

উত্তমো পুত্রশোকাত্তা ততঃ কৃষ্ণা মনস্বিনী ।

কৃষ্ণকপি মহাবাহুঃ পরিপত্রচ্ছ ধর্মরাট্ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-
পৰ্ব্বণি ঐ বীকে দ্রোণদীপ্যাস্ত্রনে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

হতেষু সর্বসৈন্তেষু সৌপ্তিকে তৈ রথৈস্ত্রিভিঃ ।

শোচন্ যুধিষ্ঠিরো রাজা দাশার্হমিদমব্রবীৎ ॥১॥

কথং নু কৃষ্ণ ! পাপেন ক্ষুদ্রেণাকৃতকর্মণা ।

দ্রোণিনা নিহতাঃ সর্বৈ মম পুত্রা মহারথাঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

উদিতি । কৃষ্ণা দ্রোণদী, মনস্বিনী দৃঢ়হৃদয়া, অতএব ন শোক-মোহ ইতি ভাবঃ ॥৩৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং সৌপ্তিকপৰ্ব্বণি ঐবীকে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

হতেষিতি । সৌপ্তিকে স্তম্ভাবহায়াশ্চ, রথৈ রথিভিঃ, ত্রিভিঃ কৃপ-কৃতবর্মাঅশ্বখামভিঃ ॥১॥

তাহার পর প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির সেই সর্গিণী মন্তকে ধারণ করিয়া চল্লসমস্থিত
পৰ্ব্বতের ছায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩৬॥

তদনন্তর মনস্বিনী দ্রোণদী পুত্রশোকাত্ত হইয়াও গাত্রোখান করিলেন । পরে
যুধিষ্ঠির মহাবাহু কৃষ্ণের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩৭॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্মা অবশিষ্ট সমস্ত পাণ্ডব-
সৈন্য সংহার করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির শোক করিতে থাকিয়া কৃষ্ণকে এই কথা
বলিলেন—॥১॥

‘কৃষ্ণ ! পাণ্ডাওয়া ও নীচাশয় অশ্বখামা তাদৃশ কার্য্য করিবার উপযোগী
তপস্তা না করিয়া কি প্রকারে আমাদের মহারথ পুত্রগণকে সংহার করিল ॥২॥

(২)....ক্ষুদ্রেণ শঠবুদ্ধিনা...বি ।

তথা কৃতান্ত্রা বিক্রান্তাঃ সহস্রশতযোধিনঃ ।
 ক্রপদস্তাঙ্গজাশ্চৈব দ্রোণপুত্রেন পাতিতাঃ ॥৩॥
 যস্ত দ্রোণো মহেষাসো ন প্রাদাদাহবে মুখম্ ।
 নিজস্মৈ রথিনাং শ্রেষ্ঠং ধুষ্টদ্যুম্নং কথং নু সঃ ॥৪॥
 কিং নু তেন কৃতং কৰ্ম তথামুক্তং নরর্ষভ ।।
 যদেকঃ সমরে সৰ্বানবধীমো গুরোঃ স্মৃতঃ ॥৫॥

ভগবানুবাচ ।

নূনং স দেবদেবানামীশ্বরেণ্বরমব্যয়ম্ ।
 জগাম শরণং দ্রোণিরেকস্তেনাবধীমহুন্ ॥৬॥
 প্রসম্মো হি মহাদেবো দৃঢ়াদয়ন্নতামপি ।
 বীর্যাক্ষ গিরীশো দৃঢ়াদ্যেনেন্দ্রমপি শাতয়েৎ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । ন কৃতং কৰ্ম একত সৰ্ববধসম্পাদনোপযোগি ভূপো যেন তেন ॥২॥
 ভবেতি । কৃতান্ত্রাঃ শিকিতসর্ভাস্ত্রাঃ । দ্রোণপুত্রেন একেন, এতদপ্যসম্ভবমেবেতি
 তাবঃ ॥৩॥
 যতেতি । প্রাদাৎ ভবেন প্রাদর্শয়ৎ, মুখং বদনম্ ॥৪॥
 কিমিতি । তথামুক্তং তাদৃশনলজননোপযোগি । নঃ অশ্বাকম্ ॥৫॥
 ইশ্বরেন সৰ্বজ্ঞোহপি তাহাং গোপয়ন্ সম্ভাবনামাহ নূনমিতি । দেবৈর্দেব্যক্তি
 ক্রীড়ন্তীতি দেবদেবা ইন্দ্রাদয়ন্তেষামপি ইশ্বরো বিকুবিরিকী তয়োঃশীঘ্রম্ । অব্যয়মনশ্বরম্ ॥৬॥
 প্রসন্ন ইতি । বীর্যং শক্তিম্, শাতয়েৎ নিপাতয়েৎ ॥৭॥

এবং সর্ভাস্ত্রে সুশিক্ষিত, বিক্রমশালী ও লক্ষ লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে
 সমর্থ ক্রপদরাজার পুত্রগণকেই বা কি প্রকারে একাকী অশ্বখামা নিহত করিল ॥৩॥

মহাধর্মুর্কির দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে ভয়বশতঃ গাঁহাকে মুখ প্রদর্শন করেন নাই ;
 অশ্বখামা কি প্রকারে সেই রথিশ্রেষ্ঠ ধুষ্টদ্যুম্নকে বধ করিল ॥৪॥

নরশ্রেষ্ঠ কৃক ! অশ্বখামা কি ভগস্ত্রা করিয়াছিল যে, সে একাকী যুদ্ধে
 আমাদের সমস্ত সৈন্যকে সংহার করিতে সমর্থ হইল ॥৫॥

কৃক বলিলেন—“নিশ্চয়ই অশ্বখামা দেবদেবগণের অধীশ্বরদিগেরও ইশ্বর ও
 অবিদ্যমান মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল, তাহাতেই সে একাকীই সকলকে বধ
 করিতে পারিয়াছে ॥৬॥

(৩)....সংক্রোধেণলাগিনঃ...নি ।

বেদাহং হি মহাদেবঃ তত্ত্বেন ভরতৰ্ষভ । ।
 যানি চান্ধ পুরাণানি কৰ্ম্মানি বিবিধানি চ ॥৮॥
 আদিরেন হি ভূতানাং মধ্যমন্তু চ ভারত । ।
 বিচেষ্টতে জগচ্চৈব সৰ্ব্বমশ্ৰেয় কৰ্ম্মণা ॥৯॥
 এবং সিন্ধুশুভ্রতানি দদর্শ প্রথমঃ বিভূঃ ।
 পিতামহোহব্রবীচ্চৈনং ভূতানি সৃজ মা চিরম্ ॥১০॥
 হরিকেশন্তুথৈতু্যক্তা ভূতানাং দোষদর্শিবান্ ।
 দীর্ঘকালং তপন্তুপে যম্নোহস্তসি মহাতপাঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

বেদেতি । বেদ জানানি, তত্ত্বেন যথার্থোক্তান ॥৮॥
 আদিরिति । বিচেষ্টতে প্রবর্ততে । কৰ্ম্মণা ইঞ্জিতমাত্রেণ ॥৯॥
 এবমিতি । সিন্ধুঃ অষ্টমিচ্ছুঃ । দদর্শ এনমেবেশ্বরম্ । পিতামহো ব্রহ্মা ॥১০॥
 হরীতি । হরয়ঃ পিঙ্গলবর্ণাঃ কেশা বক্ত স হরিকেশঃ শিবঃ । দোষঃ রোগশোকাদিকং
 দৃষ্টবানিতি দোষদর্শিবান্ । দৃশেরিভাগম্ আৰ্হঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

হতেতি ॥১—৮॥ “ভরতি শোকমাস্রবি”দिति ক্রতেষু বিষ্টিরাদীনাং শোকমপনিবী-
 রাশ্চজ্ঞানমাহ—আদিরिति । যথা কনকং কুণ্ডলাদেবাদির্মধ্যমন্তুচৈবং কজোহপি জগত
 ইত্যর্থঃ । তর্হি সাংখ্যাভিষতপ্রধানবদচেতনঃ তাদিত্যাশক্যাহ—বিচেষ্টত ইতি । “কো
 হেবাভ্যং কঃ প্রাণ্যং যদেব আকাশ আনন্দো ন ত্ভা”দिति ক্রতেঃ প্রাণাণানচেটো-
 নীষরাধীনা কিমুত বরণাবরণাদিরिति সর্বতেশ্বরাদীনম্ভ্যং ন কৃতাকৃতাত্যাং পুরুষেণ সত্তাপঃ
 কার্য ইতি ভাবঃ ॥৯॥ ন কেবলং বরযেবাত্ত কৰ্ম্মণা চেটোঃ কুর্যোহপি তু ব্রহ্মাদয়োহনীত্যাহ

কারণ, মহাদেব প্রসন্ন হইয়া মানুষকে অমরত্বও দিয়া থাকেন এবং তিনি প্রসন্ন
 হইয়া মানুষকে এমন শক্তি দান করেন যে, মানুষ ইন্দ্রকেও নিপাতিত করিতে
 পারে ॥৭॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি যথার্থরূপে মহাদেবকে জানি এবং উহার অতীত বিবিধ
 কৰ্ম্ম সকলও অবগত আছি ॥৮॥

ভরতনন্দন ! মহাদেব ভূতগণের আদি, মধ্য ও অন্তকালবর্তী এবং উহার
 ইঞ্জিতেই এই সমগ্র জগৎ আপন আপন কার্য্য করিয়া যাইতেছে ॥৯॥

প্রভাবশালী ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া, প্রথমে মহাদেবকে দেখিয়া-
 ছিলেন । তাহার পর ব্রহ্মা মহাদেবকে বলিয়াছিলেন যে, ‘আপনি ভূত সৃষ্টি করুন,
 বিনষ্ট করিবেন না’ ॥১০॥

(১১)....দীর্ঘকালী ভবা প্রভুঃ....নি ।

স্তমহাস্তং ততঃ কালং প্রতীক্যনং পিতামহঃ ।
 অক্ষরং সৰ্বভূতানাং সমৰ্জ্জ মনসাপরম্ ॥১২॥
 মোহব্রবীৎ পিতরং দৃষ্ট্ৱা গিরিশং স্তপ্তমস্তসি ।
 যদি মে নাঞজোহস্ত্যন্ততঃ অক্যাম্যহং প্রজাঃ ॥১৩॥
 তমব্রবীৎ পিতা নাস্তি স্বদন্তঃ পুরুষোহগ্রজঃ ।
 স্থাগুরেষ জলে মগ্নো বিশ্রবঃ কুরু বৈ প্রজাঃ ॥১৪॥
 স ভূতান্ৱসৃজৎ সপ্ত দক্ষাদীংশ্চ প্রজাপতীন্ ।
 যৈরিমং ব্যকরোৎ সৰ্বং ভূতগ্রামং চতুৰ্বিধম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

স্তমহাস্তমিতি । কালং যাবৎ, এনং শিবম্ । মনসা মনঃসঙ্কল্পেন ॥১২॥
 ন ইতি । স্তপ্তং স্তপ্তবৎ নিশ্চেষ্টং স্থিতম্, গিরীশং দৃষ্ট্ৱা পিতরং ব্রহ্মাণম্ অব্রবীদिति
 গবন্ধঃ ॥১৩॥
 তমিতি । পিতা ব্রহ্মা, অগ্রজঃ পূৰ্ব্বজাতঃ । স্থাগুঃ হিরতরো নিত্য ইত্যর্থঃ, অতএবাত্ত
 জন্মভাবগ্রাণ্যভিমতি ভাবঃ । ততশ্চাগ্রজাতাবে বিশ্রবো বিশ্বন্তঃ সন্ প্রজাঃ লোকান্
 কুরু সৃজ ॥১৪॥
 স ইতি । সপ্ত দেব-দানব-যক্ষ-রাক্ষস-মাহুয-পশু পক্ষিপাণি, সরীসৃপাদীনাং পশুপত-
 র্জীবঃ । ব্যকরোৎ বিস্তারেণাসৃজৎ, চতুৰ্বিধম্—জরায়ুজাওজ-বেদজোষ্টিজরূপম্ ॥১৫॥

পরে মহাদেব 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া ভূতগণের নানাবিধ দোষ দেখিয়া
 জলে মগ্ন হইয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন ॥১১॥

ক্রমে ব্রহ্মা দীর্ঘকাল মহাদেবের প্রতীক্ষা করিয়া—আপন সঙ্কল্পদ্বারা অস্ত্র
 একজন সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥১২॥

সেই বিরাটপুরুষ মহাদেবকে জলমধ্যে অবস্থিত দেখিয়া, পিতা ব্রহ্মাকে
 বলিলেন—'আমার যদি অস্ত্র কেহ অগ্রজ না থাকেন, তাহা হইলে আমি লোক সৃষ্টি
 করিব' ॥১৩॥

পিতা ব্রহ্মা সেই বিরাটপুরুষকে বলিলেন—'তুমি ভিন্ন অস্ত্র কোন পুরুষ
 তোমার পূৰ্ব্বে উৎপন্ন হয় নাই । ইনি ত স্থাগু, নিত্যপুরুষ ; অথচ জলে মগ্ন
 রহিয়াছেন । অতএব তুমি বিশ্বন্তচিত্তে লোক সৃষ্টি কর' ॥১৪॥

তাহার পর সেই বিরাটপুরুষ সপ্তবিধ প্রাণী ও দক্ষপ্রভৃতি প্রজাপতিগণকে
 সৃষ্টি করিলেন । ঐহাদের দ্বারা তিনি বিস্তৃতভাবে এই চতুৰ্বিধ প্রাণীকে উৎপাদন
 করিয়াছেন ॥১৫॥

(১৪)....কুরু বৈব্রতম্—পি বদ বর্জ লো ।

তাঃ সৃষ্টিমাত্রাঃ কুখিতাঃ প্রজাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাপতিম্ ।
 বিভকয়িস্ববো রাজন্ ! সহসা প্রোদ্রবংস্তদা ॥১৬॥
 স ভক্ষ্যমাণস্ত্রাণার্থী পিতামহমুপাদ্রবৎ ।
 আভ্যো মাং ভগবাংস্ত্রাতু বৃত্তিরাসাং বিধীয়তাম্ ॥১৭॥
 ততস্তাভ্যো দদাবন্নমোষধীঃ স্বাবরাণি চ ।
 জঙ্গমানি চ ভূতানি দুৰ্ব্বলানি বলীয়সাম্ ॥১৮॥
 বিহিতামাঃ প্রজাস্তাস্ত জগুঃ সৃষ্টা যথাগতম্ ।
 ততো বরধিরে রাজন্ ! শ্রীতিমত্যাঃ স্বযোনিবু ॥১৯॥
 ভূতগ্রামে বিরুদ্ধে তু ভূকে লোকগুরাবপি ।
 উদতিষ্ঠজ্জগাজ্জ্যেষ্ঠঃ প্রজাশ্চেমা দদর্শ সঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তা ইতি । বিভকয়িস্ববো ভক্ষয়িতুমিচ্ছবঃ । প্রোদ্রবন্ অগচ্ছন্ ॥১৬॥

স ইতি । ভক্ষ্যমাণস্তেনভূতগ্রামেণ । আভ্যঃ প্রজাভ্যঃ, বৃত্তিঃ স্বাভাব্যম্ ॥১৭॥

তত ইতি । ওষধীভ্যঃ, স্বাবরাণি ভূকৃত্যাদানি ॥১৮॥

বিহিতেতি । বিহিতানি অরানি পাশ্চানি যাসাং তাঃ । স্বযোনিবু স্বজাতিবু ॥১৯॥

ভূতেতি । ভূতগ্রামে প্রাণিসমূহে, লোকগুরৌ ব্রহ্মণি । জ্যেষ্ঠঃ সৰ্ব্বোত্তমো বৃদ্ধঃ
 শিবঃ ॥২০॥

রাজা! সৃষ্টিমাত্রই সেই প্রাণীরা কুখার্ত হইয়া সেই প্রজাপতিকেই ভক্ষণ করিবার
 ইচ্ছা করিয়া, তখনই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল ॥১৬॥

সেই প্রাণীরা সেই প্রজাপতিকেই ভক্ষণ করিতে উদ্রত হইলে, প্রজাপতি
 আশ্চর্য্যার্থী হইয়া বেগে ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন (এবং বলিলেন—) ‘ভগবন্ !
 আপনি ইহাদের নিকট হইতে আমাকে রক্ষা করুন; ইহাদের খাদ্য বিধান
 করুন’ ॥১৭॥

তাঁহার পর ব্রহ্মা ওষধী, স্বাবর এবং প্রবলগণের পক্ষে দুৰ্ব্বল প্রাণিগণকে
 তাহাদের খাদ্যরূপে নির্বাচন করিলেন ॥১৮॥

রাজা! তদনন্তর প্রজাপতিসৃষ্ট সেই প্রাণীরা নির্বাচিত খাদ্য লাভ করিয়া
 যথাস্থানে গমন করিল; তৎপরে সেই প্রাণীরা আপন আপন জাতিতে শ্রীতিমান্
 হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥১৯॥

প্রাণিসমূহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলে এবং ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলে, সেই আদিপুরুষ
 মহাদেব জল হইতে উঠিলেন এবং এই সকল প্রাণী দর্শন করিলেন ॥২০॥

বহুরূপাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা বিবৃদ্ধাশ্চ স্বতেজসা ।
 চুক্রোধ ভগবান্ ক্রুদ্ধো লিঙ্গং স্বং চাপ্যবিধ্যত ॥২১॥
 তৎ প্রবিদ্ধং তথা ভূমৌ তথৈব প্রত্যতিষ্ঠত ।
 তমুবাচাব্যয়ো ব্রহ্মা বচোভিঃ শময়স্বিহ ॥২২॥
 কিং কৃতং মলিলে শৰ্কৰ ! চিরকালস্থিতেন তে ।
 কিমর্থং চেদমুৎপাদ্য লিঙ্গং ভূমৌ প্রবেশিতম্ ॥২৩॥
 মোহব্রবীৎ জাতসংরক্তস্তথা লোকগুরুগুরুম্ ।
 প্রজাঃ সৃষ্টাঃ পরেণেমাঃ কিং করিষ্যাম্যনেন বৈ ॥২৪॥
 তপসাধিগতং চারুং প্রজার্থং মে পিতামহ ! ।
 ওষধ্যঃ পরিবর্তেয়ম্ যথৈব সততং প্রজাঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

বহিতি । চুক্রোধ আশ্রয়ঃ পরিহারেণ ব্রহ্মণা প্রজাসৃষ্টেতি ভাবঃ । অবিধ্যত
 ভূমাবপাতরং ॥২১॥

তদিত্তি । প্রবিদ্ধং শিবপ্রভাবেনৈব বৃদ্ধিপ্রাপ্তং সৎ । অব্যয়ঃ শিবকোপেহপি বনশৈল্য-
 বানধরঃ ॥২২॥

কিমিতি । হে শৰ্কৰ ! মহাদেব ! । তে ঘরা । প্রবেশিতং প্রবিষ্টম্ ॥২৩॥

স ইতি । জাতসংরক্ত উৎপন্নক্রোধঃ । অনেন লিঙ্গেন । লিঙ্গত ! প্রজাসৃষ্টিরেব
 প্রয়োজনম্, ততান্ধাভেন কৃতদ্বাং লিঙ্গতানর্থকত্বমেবেত্যশয়ঃ ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিত্যাदिना । প্রথমং ক্রুদ্ধং তমোময়ম্, বিবৃদ্ধিগণম্বর ঈশ্বরঃ ॥১০-১১॥ অপরং
 চতুর্ভুজং রজোময়ম্ ॥১২-১৩॥ বৈকৃতং বিকারম্ ॥১৪-১৬॥ জাডু রক্তম্ ॥১৭-২০॥
 লিঙ্গং প্রসবসামর্থ্যং মেঢ়রূপেণ অবিধ্যত ভূমৌ পাতিতবান্, এতদেব পুজিতং তৎ সৰ্কসিদ্ধি-

নানাকপ প্রাণীর সৃষ্টি হইল এবং তাহারা আপন আপন ভেজে বৃদ্ধি পাইতে
 লাগিল ; তাহা দেখিয়া ভগবান্ ক্রুদ্ধদেব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিজের লিঙ্গটাকে
 ভূতলে নিপাতিত করিলেন ॥২১॥

তখন সেই লিঙ্গটা ভূতলে পতিত হইয়া, বৃদ্ধি পাইয়া সেই ভাবেই থাকিল ।
 পরে অনন্থর ব্রহ্মা বাক্যদ্বারা তাঁহাকে শাস্ত করিবার জন্যই বেন বলিলেন— ॥২২॥

‘মহাদেব । আপনি দীর্ঘকাল জলে থাকিয়া কি করিলেন এবং কি জন্যই বা
 এই লিঙ্গটা উৎপাদন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন ?’ ॥২৩॥

জগদগুরু মহাদেব তখন ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন—‘অন্থ ব্যক্তি এই সকল
 প্রাণীকে সৃষ্টি করিয়াছে ; অতএব আমি এই লিঙ্গদ্বারা কি করিব ॥২৪॥

(২৩)....প্রবেশিতম্—বা মি । (২৫)....তথৈব সততং প্রজাঃ—নি গো ।

এবমুক্তা স সক্রোধো জগান বিমনা ভবঃ ।

গিরেযুঞ্জবতঃ পাদং তপস্তপুং মহাতপাঃ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-

পৰ্বনি ঐষীকে কৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥১॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

—:•••:—

ভগবানুবাচ ।

ততো দেবযুগেহীতে দেবা বৈ সমকল্পয়ন্ ।

যজ্ঞং বেদপ্রমাণেন বিধিবদ্মৰুতীপ্লবঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তপসেতি । হে পিতামহ ! ব্রহ্মণ ! যরাপি তপসা ওষধ্য এবান্নমধিগতং প্রাপ্তম্ । যথা প্রজা লোকা বাল্যযৌবনাদিত্তেদেন পরিবর্ত্তন্তে, তথৈব ওষধয়োহপি পরিবর্ত্তয়ন্ত, নবীনপ্রাচীনত্বাদিনা বিভিন্নরূপা ভবেয়ুঃ ॥২৫॥

এবমিতি । ভবো মহাদেবঃ । যুজবতস্তদাখ্যাত ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশচট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যাতাং সৌপ্তিকপৰ্বনি ঐষীকে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রদমাস্তিকানাং ভবিষ্যতীত্যতিপ্রায়েণ ॥২১—২৪॥ তপসেতি । যে সম তপসা জলবাস-
রূপেণ প্রজার্ঘ্যময়ং জাতম্, অন্নাদন্নমিত্যেবরূপেণ ওষধ্যো বীজাদুরসজ্ঞানক্রমেণ পরিবর্ত্তন্তে,
এবমেবারাজ্যেতোদ্বারা প্রজাতঃ প্রজান্ত পরিবর্ত্তন্তে, অতঃ প্রবাহরূপেণ সৃষ্টিস্থিতিকার্য্যয়ো-
নির্কীর্ষে সাতত্যেন প্রবৃত্তে কিমীধরেণেত্যতিপ্রায়েণ লিঙ্গেহনাদৃতে গতি ঐশ্বর্য্যতিরোধানং
প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ ॥২৫—২৬॥

ইতি সৌপ্তিকপৰ্বনি নৈলকন্ঠে ভারতভাবদীপে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥১৭॥

পিতামহ । আমি জলে থাকিয়া তপস্তদ্বারা ওষধিরূপে আগ্নিগণের খাড়া লাভ
করিয়াছি ; প্রাণীরা যেমন ক্রমে বিভিন্নরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ ওষধিগুলিও
বিভিন্নরূপে পরিণত হইবে' ॥২৫॥

এই কথা বলিয়া মহাতপা মহাদেব তপস্তা করিবার জন্য ক্রুদ্ধ অবস্থাতে ও
বিষপ্রচিতে যুজবান্গপৰ্বতের সন্নিহিত স্থানে গমন করিলেন' ॥২৬॥

কল্পয়ামাস্বরথ তে সাধনানি হবীংষি চ ।
 ভাগাৰ্হা দেবতাস্শৈব যজ্ঞিযং দ্রব্যমেব চ ॥২॥
 তা বৈ ক্রতুমজানন্ত্য। যাতাতথ্যেন দেবতাঃ ।
 নাকল্পয়ন্ত দেবশ্চ স্থাণোভাগং নরাধিপ ! ॥৩॥
 সোহকল্প্যামানে ভাগে তু কৃতিবাসা যথেষ্মরৈঃ ।
 ততঃ সাধনমস্বিচ্ছন্ ধনুরাদৌ সমৰ্জ্জ হ ॥৪॥
 লোকযজ্ঞঃ ক্রিয়াযজ্ঞো গৃহযজ্ঞঃ সনাতনঃ ।
 পঞ্চভূতময়ো যজ্ঞো নৃযজ্ঞশ্চৈব পঞ্চমঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । দেবযুগে দেবসৃষ্টিকালে, সমকল্পয়ন্ পর্যালোচয়ন্ । যষ্টুং যাগং কৰ্ত্ত্বম্ ॥১॥
 কল্পেতি । সাধনানি ক্রতুক্রবাদীনি । দ্রব্যং ফলপুষ্পাদি ॥২॥
 তা ইতি । অজানন্ত্যঃ তাসাং অমৃতঃ পূৰ্ণমেব ক্রতুস্তত্ত্ববৎপৰীতগমনাৎ, যাতাতথ্যেন
 স্বরূপেণ চ ॥৩॥
 ন ইতি । কৃতিবাসা নিবঃ । সাধনমগ্নিষজ্ঞনদমনকারণমন্ত্রাদিকম্ অস্বিচ্ছন্ কৰ্ত্ত্বমিতি
 শেষঃ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । ঈশ্বরতিরোধানানন্তরং দেবযুগে কৃতযুগে বিনাপীষরারাদনং প্রজাঃ
 যাতাবিকৈরেব শনদমাদিভিঃ কৃতকৃত্য্য অতুবন্, অতীতে তু দেবযুগে নিরীষরাতাঃ
 কেবলেন কৰ্ত্ত্বণৈব কসসিদ্ধিমিচ্ছন্ত্য। যজ্ঞমকল্পয়ন্ ॥১—২॥ ক্রতুম্ ঈশ্বরং যজ্ঞস্ত ফলদাতারম্
 ॥৩॥ “যো বা এতদকরং গার্গ্যবিদিস্বামিহ্নৌকে যজতি কুহোতি দদাতি তপস্তপ্যন্তে-

ভগবান্ বলিলেন—‘তাহার পর দেবসৃষ্টির সময় অতীত হইলে, দেবতারা
 সম্মিলিত হইয়া যথাবিধানে যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা করিয়া, বেদপ্রমাণানুসারে যজ্ঞবিষয়ে
 সমালোচনা করিলেন ॥১॥

তৎপরে যজ্ঞের উপকরণ হবি, কোন্ দেবতা কোন্ অংশ পাইবেন তাহা এবং
 যজ্ঞের অন্ত্যস্ত দ্রব্য দেবতারা নির্বাচন করিলেন ॥২॥

রাজা । অনেক দেবতা ক্রতুকে একেবারেই জানিতেন না এবং বহু দেবতা
 ক্রতুর স্বরূপ অবগত ছিলেন না ; সুতরাং তাহারা যজ্ঞে ক্রতুর ভাগ নির্বাচন
 করিলেন না ॥৩॥

দেবতারা আপনাদের যজ্ঞে ক্রতুর ভাগ কল্পনা না করিলে, মহাদেব
 তাঁহাদিগকে শাসন করিবার ইচ্ছায়, প্রথমে ধনু সৃষ্টি করিলেন ॥৪॥

(৫)....পঞ্চভূতনৃযজ্ঞশ্চ যজ্ঞে সৰ্ব্বমিদং অগং—পি নি ।

লোকযজ্ঞৈর্নৃযজ্ঞৈশ্চ কপর্দী বিদধে ধনুঃ ।
 ধনুঃ সৃষ্টে মভূতস্ত পঞ্চকিকুপ্রমাণতঃ ॥৬॥
 বযট্কারোহন্তবজ্রা তু ধনুষস্তস্ত ভারত ! ।
 যজ্ঞানানি চ চত্বারি তস্ত সমহনেহন্তবন্ ॥৭॥
 ততঃ ক্রুদ্ধো মহাদেবস্তদুপাদায় কান্দ্যুকম্ ।
 আজগামাথ তত্রৈব যত্র দেবাঃ সমীজিরে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

লোকেতি । লোকযজ্ঞো লোকেষু তদুপকারাদিনা স্বগাধুষপ্রথাপনম্, ক্রিয়াযজ্ঞঃ সন্ধ্যাবন্দনাদিরূপঃ, গৃহযজ্ঞঃ “সপত্নীকো ধর্মমাচরেৎ” ইতি বিধেয়গ্নিহোত্রাদিঃ, পঞ্চভূতময়ো দেহঃ, তদগজ্ঞো হবিষ্যগ্নভোজনাদিঃ, নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥৫॥

লোকেতি । কপর্দী শিবঃ । পঞ্চকিকুপ্রমাণতঃ পঞ্চহস্তপ্রমাণেন ॥৬॥

বযড়িতি । জ্যা গুণঃ । চত্বারি জ্ঞান-দান-হোম-জপরূপাণি । তস্ত শিবত, সমহনে সজ্জায়াম্ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

হস্তবদেবাত্তত্ত্ববতী”তি ক্রতেরীশ্বরানাদনহীনো যজ্ঞোহস্তবানিত্যোতদর্শয়তি আখ্যায়িকা-
 যুথেনৈব লোহকস্রামানে ইত্যাদিনা । সাধনং যজ্ঞনাশকম্ ॥৪॥ লোকযজ্ঞো লোকেষণা ।
 শর্কো যাং সাধুশ্বেব জানাবিতি বাসনারূপঃ ক্রিয়াযজ্ঞঃ । গর্তাধানাদিসংস্কাররূপঃ গৃহযজ্ঞঃ ।
 পত্নীসাধ্যগ্নিহোত্রাদিঃ পঞ্চভূতনৃযজ্ঞঃ পঞ্চভূতানাং গুণৈঃ শব্দাদিভির্বা নৃনাং স্রীতিভূতঃ ।
 বিবরজঃ সূখমিত্যর্থঃ । এতৈরেব চতুর্ভির্বৈজ্ঞৈঃ সর্কং অগং সৃষ্টম্ ॥৫॥ তত্র মধ্যময়োঃ
 শাস্ত্রোক্তরোধজরোনাশার্থং প্রথমচরমযজ্ঞাত্মানীশ্বরো ধনুঃ কৃতবান্ । কিমুর্হন্তঃ । পঞ্চহস্তঃ
 পঞ্চবিষয়প্রমাণং লোকবাসনা দেহবাসনা চ শব্দাদিবিষয়পঞ্চকং পরতো নাতীত্যর্থঃ ॥৬॥
 বযট্কারসংজ্ঞেন গৃহযজ্ঞেন তে উভে বাসনে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচঃ গচ্ছত ইতি স ত্ত
 বাসনাধররূপস্ত ধনুষো জ্যাহানীয়ঃ, বানি তু যজ্ঞানানি চত্বারি অর্ধিষঃ সমর্ঘ্যঃ বিবরঃ
 শাস্ত্রোপপাদ্যুদত্তক তানি তস্ত ধনুযঃ লোকদেহবাসনারূপস্ত সমহনে দাঢ্যায়াতবন্ ॥৭॥

লোকের উপকার করার নাম—লোকযজ্ঞ, নিত্যকার্য্য করার নাম—ক্রিয়াযজ্ঞ,
 পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া নিত্যকার্য্য করার নাম—সনাতনগৃহযজ্ঞ, পঞ্চভূতময়
 দেহের তৃপ্তিসাধন করার নাম—পঞ্চভূতময়যজ্ঞ এবং অতিথিসেবার নাম—নৃযজ্ঞ ।
 এই নৃযজ্ঞই যজ্ঞের মধ্যে পঞ্চম ॥৫॥

মহাদেব লোকযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞদ্বারা ধনু নির্মাণ করিলেন ; তাঁহার সেই ধনু
 পঞ্চহস্ত পরিমাণে নির্মিত হইল ॥৬॥

ভরতনন্দন । বযট্কার সেই ধনুর গুণ হইল এবং জ্ঞান, দান, হোম ও জপ
 এই চারিটি যজ্ঞের তাঁহার বুদ্ধসজ্জার অব্য হইল ॥৭॥

তমাস্তকার্মকং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মচারিণমব্যয়ম্ ।
 বিব্যাধে পৃথিবী দেবী পৰ্ব্বতাশ্চ চকম্পিরে ॥৯॥
 ন ববৌ পবনশ্চৈব নাগ্নির্জ্বাল চৈধিতঃ ।
 ব্যভ্রমচ্চাপি সংবিগ্নং দিবি নক্ষত্রমণ্ডলম্ ॥১০॥
 ন বভৌ ভাস্করশ্চাপি সোমঃ স্ত্রীমুক্তমণ্ডলঃ ।
 তিমিরেণাকুলং সৰ্ব্বমাকাশং চাভবদ্বৃতম্ ।
 অভিস্তুতাস্তুতো দেবা বিষয়াঃ প্রজজিরে ॥১১॥
 ন প্রত্যভাচ্চ যজ্ঞঃ স দেবতাস্ত্রেসিরে তদা ।
 ততঃ স যজ্ঞঃ বিব্যাধ রৌদ্রেণ হৃদি পত্রিণা ।
 অপক্রাস্তাস্তুতো যজ্ঞে মৃগে ভূত্বা সপাবকঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সমীকিরে যজ্ঞঃ চক্ৰঃ ॥৮॥

তমিতি । আস্তকার্মকং বৃত্তচাপম্, অব্যয়ম্ ঈশ্বরবাদনব্যয়ম্ ॥৯॥

নেতি । এধিতো বায়ুচালনেন বর্জিতোহপি । সংবিগ্নমুদ্বিগ্নম্ ॥১০॥

নেতি । শ্রিরা শোভরা মুক্তং বাক্তং মণ্ডলং বস্ত্র সঃ । বিষয়ান্ পদার্থান্ । বটপাদঃ ॥১১॥

নেতি । প্রত্যভাৎ প্রকাশত । পত্রিণা শরেন । পাবকেনাঘ্রিনা লহেতি সঃ ।

অরমপি বটপাদঃ শ্লোকঃ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

যতঃ বজ্রাণ্যনি লোকেষণাদৌ বিনিমুক্তানি নৃচৈতন্ততো হেতোর্মহাদেবঃ ক্রুদ্ধো বজ্রং
 তাহার পর দেবতারা যেখানে যজ্ঞ করিতেছিলেন, মহাদেব সেই ধনু লইয়া
 সেইখানে আগমন করিলেন ॥৮॥

ব্রহ্মচারী ও অবিদ্যার মহাদেবকে ধনু ধারণ করিয়া আগত দেখিয়া, পৃথিবীদেবী
 ব্যথিত হইলেন এবং পৰ্ব্বতগুলিও কাঁপিতে লাগিল ॥৯॥

বায়ু বহিত হইতে লাগিল না, বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলেও অগ্নি অলিতে
 থাকিল না এবং নক্ষত্রগণও উদ্বিগ্ন হইয়া আকাশে ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥১০॥

সূর্য্য প্রকাশ পাইতে লাগিলেন না, চন্দ্রমণ্ডল শোভাশূন্য হইয়া গেল এবং
 সমগ্র আকাশমণ্ডলই অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়িল ; সেই অবস্থায় দেবতারা
 কয়ে অভিস্তুত হইয়া বস্তুগুলি চিনিতে পারিলেন না ॥১১॥

ক্রমে সে বজ্র আর প্রকাশ পাইল না এবং দেবতারাও ভীত হইয়া পড়িলেন ;
 পরে মহাদেব একটা ভীষণ বাণদ্বারা সেই যজ্ঞের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন ; তখন
 সেই যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ করিয়া অগ্নির সহিত পলায়ন করিতে লাগিল ॥১২॥

(১০)....নানির্জ্বাল বৈধিতঃ —বা নি ।

স তু তেনৈব রূপেণ দিবং প্রাপ্য ব্যরাজত ।
 অধীযমানো রুদ্রেণ যুধিষ্ঠির । নভস্তলে ॥১৩॥
 অপক্রান্তে ততো যজ্ঞে সংজ্ঞা ন প্রত্যভাৎ হুরান্ ।
 নষ্টসংজ্ঞেষু দেবেষু ন প্রাজ্জায়ত কিঞ্চন ॥১৪॥
 ত্রৈ শ্বকঃ সবিভূৰ্বাহু ভগন্ত নয়নে তথা ।
 পুষ্পাচ্চ দশনান্ ক্রুদ্ধো ধনুকোচ্যা ব্যশাতয়ৎ ।
 প্রাদ্রবন্ত ততো দেবা যজ্ঞানি চ সৰ্বশঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । তেনৈব যুগাক্ষকেন । অধীযমান অহুগম্যমানঃ ॥১৩॥
 অপেতি । সংজ্ঞা চৈতন্য, হুরান্ প্রতি ন অভাৎ ন প্রাকালত ভয়েন মূৰ্ছাগমাৎ ॥১৪॥
 ত্র্যশ্বক ইতি । ত্র্যশ্বকঃ শিবঃ । ধনুযঃ কোচ্যা অগ্রদেশেন, ব্যশাতয়ৎ ব্যনাশয়ৎ ।
 যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

অধানেত্যাদি স্পষ্টার্থম্ ॥৮—১১॥ রৌদ্রেণাহকারেণ দর্পেণ বাহযেব যজ্ঞা দাতা বিজ্ঞাতে-
 ত্যেবংরূপেণ যজ্ঞো যজ্ঞাৎ পূৰ্ব্বম্ অপক্রান্তঃ মুখ্যাদ্ “বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনে”ত্যাदिশাস্ত্রোক্তা-
 দাত্তবিবিদিষাখ্যাৎ ফলাৎ ব্রটঃ ॥১২॥ কিঞ্চিং কালং ফলং ভুজ্ঞানো দিবি যজমানরূপেণ
 ব্যরাজত, তথাপি তেন কালান্বনা রুদ্রেণাধীযমানঃ সন্ ততোহপ্যপক্রান্তঃ স্বর্গাৎ চ্যুতো-
 হভূদিত্যর্থঃ ॥১৩॥ অপক্রান্তে যজ্ঞে যজ্ঞকালে ভুজ্ঞে সতি ব্রীহাদৌ গর্ভবাগাদৌ চ জাতে
 যজ্ঞপতো হুরান্ ইন্দ্রিয়ানি সংজ্ঞা ন প্রত্যভাৎ মৃঢ়ান্তবন্ । হেয়োপাদেয়বিবেকশূন্য-
 ভুবদিত্যর্থঃ ॥১৪॥ ত্র্যশ্বক ইতি । ত্রীণি শ্রবণমননিদিধ্যাসনানি অশ্বকানি গমকানি যত
 স পরমেশ্বরঃ । সবিভূৰ্বাহুপ্রসৌতুর্দেহস্ত বাহু কর্মকরণহেতু, তথা ভগন্ত নেত্রে মনসঃ
 সঙ্কল্পো অহমিদং করিষ্যেহহমিদং ন করিষ্য ইত্যেবংরূপৌ বিহিতপ্রতিবিকল্পৌ, পুষ্পা
 দশনান্ বাগিন্দ্রিয়স্থানানি মজ্ঞাংশ্চেত্যর্থঃ । এতানি সৰ্বানি ধনুকোচ্যা পূৰ্ব্বোক্তরা লোকে-

মহারাজ ! সেই যজ্ঞ যুগরূপেই যাইয়া আকাশে (যুগশিরা নক্ষত্ররূপে)
 প্রকাশ পাইতে লাগিল ; আর মহাদেব আকাশেও তাহার অনুসরণ করিতে
 লাগিলেন ॥১৩॥

যজ্ঞ সেহান হইতে অপসৃত হইলে, ভয়ে দেবগণের চৈতন্য আর প্রকাশ
 পাইল না এবং তাঁহাদের চৈতন্য লোপ পাইলে, তাঁহারা আর কিছুই জানিতে
 পারিলেন না ॥১৪॥

ক্রমে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর অগ্রদ্বারা সূর্য্যের বাহুযুগল, ভগ্নের নয়নদ্বয়

(১৩)....রূপেণ দিবিহো বৈ ব্যরাজত—বা নি । (১৫)....ব্যপাতয়ৎ—পি ।

কেচিভৈত্রৈব যুগ্মস্তো গতাসব ইবাভবন্ ।

স তু বিদ্রাব্য তৎ সৰ্বং শিতিকণ্ঠোহবহন্ত চ ।

অবষ্টভ্য ধনুকোটিং রুরোধ বিবুধাঃস্ত তঃ ॥১৬॥

ততো বাগমরৈরুক্তা জ্যাং তন্ত ধনুষোহজ্জিনৎ ।

অথ তৎ সহসা রাজন্ । ছিন্নজ্যাং ব্যঙ্কুরকমুঃ ॥১৭॥

ততো বিধনুষং দেবা দেবশ্রেষ্ঠমুপাগমন্ ।

শরণং সহ যজ্ঞেন প্রসাদং চাকরোৎ প্রভুঃ ॥১৮॥

ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ স্থাপ্য কোপং জলাশয়ে ।

স জলং পাবকো ভূঃ শোষয়ত্যানিশং প্রভো ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

কেচিদিতি । গত'সবো নির্গতপ্রাণাঃ । বিদ্রাব্য নিপীড়্য । অবষ্টভা আশ্রিত্য ।

অন্যমপি যদ্বিপাদঃ শ্লোকঃ ॥১৬॥

তত ইতি । ছিন্না জ্যা শুণো যন্ত তৎ । ব্যঙ্কুরং প্রাকাপত ॥১৭॥

তত ইতি । দেবশ্রেষ্ঠঃ শিবম্ । প্রসাদমহুগ্রহম্, প্রভুঃ শক্তিমান্ ঈশ্বরঃ ॥১৮॥

তত ইতি । প্রসন্নোহভবৎ । স কোপঃ, পাবকো বড়বানলঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

যশস্বী দেহেশ্বরী বাশাতরং ॥১৫॥ এবং যজ্ঞে নষ্টেহপি ধনুকোটিমপি পুণ্যাতাবাৎ পূৰ্ব্বোক্তাং রুরোধ, ততো লোকদেহয়োরপি রজনং কুণ্ঠিতমহুদিতার্থঃ ॥১৬॥ ততোহমরৈ-
রুক্তা প্রাক্ "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনে"তি পূৰ্ব্বোক্তা দেববাণী, জ্যাং শ্রৌতযজ্ঞরূপাং ধনুষঃ
পূৰ্ব্বোক্তবাননাশয়াকাম অজ্জিনৎ দূরীচকার, নিকামম্ ঈশ্বরপ্ৰীত্যর্থং যজ্ঞে কারিত-
বতীত্যর্থঃ ॥১৭॥ বিধনুষং কাম্যকৰ্ম্মহীনং দেবমান্নানং দেবা ইন্দ্রিয়াণুপাগমন চিত্তশূন্যতা-
এবং পুষার দন্তশূলকে বিনষ্ট করিয়া ফেললেন । তৎপরে দেবতারা ও যজ্ঞাঙ্গ-
সকল পলায়ন করতে লাগলেন ॥১৫॥

কতকগুলি দেবতা সেই স্থানেই ঘুরিতে থাকিয়া যেন প্রাণশূন্য হইয়া পড়িলেন;
তাহার পর মহাদেব সেই সকলকে পীড়িত করিয়া উপহাসপূৰ্ব্বক ধনুর অগ্রদেশদ্বারা
দেবগণকে অবরুদ্ধ করিলেন ॥১৬॥

রাজা । তৎপরে দেবগণের বাক্যে মহাদেবের ধনুর গুণ ছিন্ন হইয়া গেল ;
ক্রমে সেই গুণশূন্য ধনুখানাই প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥১৭॥

তাহার পর দেবতারা যজ্ঞের সহিত যাটয়া দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের শরণাপন্ন
হইলেন ; তখন প্রভু মহাদেব তাহাদের প্রতি অহুগ্রহ করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

(১৭)---বিঙ্কুরকমু...বা নি । (১৯)---প্রাক কোপং—পি বা নি ।

ভগন্ত নয়নে চৈব বাহু চ সবিভূতধা ।

প্রাদাৎ পুষ্পচ দশনান্ পুনর্যজ্ঞাংচ পাণ্ডব ! ॥২০॥

ততঃ স্তম্ভামিদং সর্বং বভূব পুনরেব হি ।

সৰ্গানি চ হবীংশ্চ দেবা ভাগমকল্পয়ন্ ॥২১॥

তস্মিন্ ক্রুদ্ধেভবৎ সৰ্বমশ্বঃ ভুবনং প্রভো ! ।

প্রসম্নে চ পুনঃ শ্বঃ জগদুভতি ভারত ! ॥২২॥

ততস্তে নিহতাঃ সৰ্কে তব পুত্রা মহারথাঃ ।

অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ পাকলাঃ সপদামুগাঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ভগন্তেতি । প্রাদাৎ মহাদেব এব, দশনান্ দস্তান্ ২০॥

তত ইতি । সৰ্গানি হবীংষি সৰ্কেণামেব হবিষাং । শ্বঃ কিমশ্বমংশমিত্যৰ্থঃ ॥২১॥

তস্মিন্ ইতি । তস্মিন্ মহাদেবে । অধ্যাহৃত্যঃ অশ্বসমূহাৎ ভবতীতি বস্তুমানা ॥২২॥

তত ইতি । ততো স্রোণিং প্রতি মহাদেবপ্রসাদাদেব । সপদামুগা অশ্চরসাহিতাঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদ্বিপঃ

শয়াদাস্ববস্ত্রাভূবন্, ততঃ ঈশ্বরতৈঃ শরণীকৃতঃ প্রসন্নোহভূৎ ॥১৮॥ কোপং রক্তস্তমোক্তপম্, জলাশয়ে মূঢ়চিত্তে ॥১৯॥ ততঃ সার্বিকো যজ্ঞঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ—ভগন্তেতি । পূৰ্ববদর্থঃ ॥২০॥

রাজা ! তাহার পর মহাদেব নিজের ক্রোধকে সমুদ্রে স্থাপন করিয়া প্রসন্ন হইলেন ; কালক্রমে সেই ক্রোধই বাড়বানল হইয়া সৰ্বদাই সমুদ্রের জল শোষণ করিয়া আসিতেছে ॥১৯॥

পাণ্ডুনন্দন ! ক্রমে মহাদেব ভগের নয়নদ্বয়, সূর্য্যের বাহুদ্বয়, পুষ্পের দন্তসকল এবং যজ্ঞসমূহকে দান করিলেন ॥২০॥

তাহার পর এই সমগ্র জগৎ পুনরায় শ্ব হইল এবং দেবতারা সমস্ত হবিরই কিছু কিছু অংশ মহাদেবের ভাগ বলিয়া নিরূপণ করিলেন ॥২১॥

ভরতনন্দন রাজা ! সেই মহাদেব ক্রুদ্ধ হইলে এই সমগ্র জগৎ অশ্ব হইয়াছিল ; আবার তিন প্রসন্ন হইলে সমগ্র জগৎ শ্ব হইয়া গিয়াছিল ॥২২॥

সুতরাং মহারাজ ! অশ্বখামার প্রতি মহাদেবের অনুগ্রহ হওয়াতেই আপনার মহারথ পুত্রেরা, অশ্ব বহুতর বীর এবং অশ্চর্যগণের সাহিত পাকালেরা নিহত হইয়াছেন ॥২৩॥

(২২)....সৰ্বমশ্বঃ....। শ্বঃ প্রসন্নোহভূৎ চ বীৰ্য্যবান্ ...পি বদ বর্জ্য সো । (২৩)....পাকালত পদামুগাঃ— পি বা নি ।

ন তন্ময়নসি কর্তব্যং ন চ তদ্রোপিণা কৃতম্ ।

মহাদেবপ্রসাদঃ স কুরু কার্যমনন্তরম্ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিক-
পর্বণ ঐষীকে কৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥১॥

সমাপ্তক্ষেদং সৌপ্তিকপর্ব ॥১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । প্রসাদঃ প্রসাদকৃতম্ । অনন্তরং পরকর্তব্যম্, কার্যং সূতানারোহৈদৈহিকম্ ।
এতেন ভাবি জীপর্কস্থচিতম্ ॥২৪॥

পরকর্তব্যবস্তুমিতে শকাৎ রাধে চ বড়্বিংশদিনেহত্র সৌরে ।

টীকাসকৌ সৌপ্তিকপর্বনিষ্ঠা বজ্রানুবাদাদিযুতা সমাপ্তা ॥১॥

কোটালিপাড়ে বিবরে বিতাতি গ্রামো মহানুশির্যাদিধানঃ ।

তত্রত্য-গজাধরশর্মহর্ষঃ কান্তনঃ শ্রীহরিদাসশর্ম ॥২॥

চিরমুশির্যানিবাসিনা কলিকাতানগরপ্রবাসিনা ।

নহু তেন শিবপ্রসাদতো রচিতা শ্রীহরিদাসশর্মণা ॥৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাসীশতটীচর্চাবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসম্বন্ধায়াং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥১॥

সমাপ্তক্ষেদং সৌপ্তিকপর্ব ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

সর্কানি হবীংসি সর্কানি কর্ণানি ঈষরাণিতান্যোবাকুর্করিত্যর্থঃ ॥২১—২৩॥ ফলিতমাহ—
ন তদ্বিতি । ঈষরত্ব বশে সর্কমিতি জ্ঞাত্ব শোকঃ বা কার্যব্রিতি ভাবঃ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি শ্রীমৎপদ-

বাক্যপ্রমাণমর্যাদাধুরকরচতুর্ধুত্রীণবংশাবতঃসংগোবিন্দহরিশ্রুতশ্রীনীলকর্ষবিরচিত্তে

ভারতভাবদীপে সৌপ্তিকপর্বার্ধপ্রকাশে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥১৮॥

সে সকল বৃত্তান্ত আর মনে করিবেন না । তাহা অশ্রুতামা করে নাই ; কিন্তু
অশ্রুতামার প্রতি শিবের অনুগ্রহই তাহা করিয়াছে । (সে যাহা হউক), এখন
পরকর্তব্য কার্যগুলি করুন' ॥২৪॥

সৌপ্তিকপর্বের বজ্রানুবাদ সমাপ্ত ॥১॥